


পরম গুরু বনভাস্তের প্রতি

কবিতাজ্বলি



শ্রীমৎ করুণাশ্রী ভিক্ষু



পরম গুরু বনভাস্তের প্রতি

কবিতাঞ্জলি

শ্রীমৎ করুণাশ্রী ভিক্ষু



কবিতাঞ্জলি

লেখক : শ্রীমৎ করুণাশ্রী ভিক্ষু

প্রদর্শন : শ্রীমৎ করুণাশ্রী ভিক্ষু

প্রথম প্রকাশ : ৮ জানুয়ারি, ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ

প্রকাশক : সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ

কম্পিউটার কম্পোজ : শ্রীমৎ করুণাশ্রী ভিক্ষু ও গগন বিকাশ চাকমা

প্রুফ সংশোধনে : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু ও ভদন্ত জ্ঞানলোক ভিক্ষু

গ্রাফিক্স ডিজাইন : শ্রীমৎ জ্ঞানলংকার স্থবির

: শ্রীমৎ সুভাবিতো ভিক্ষু

মুদ্রক : লিটন কে বড়ুয়া

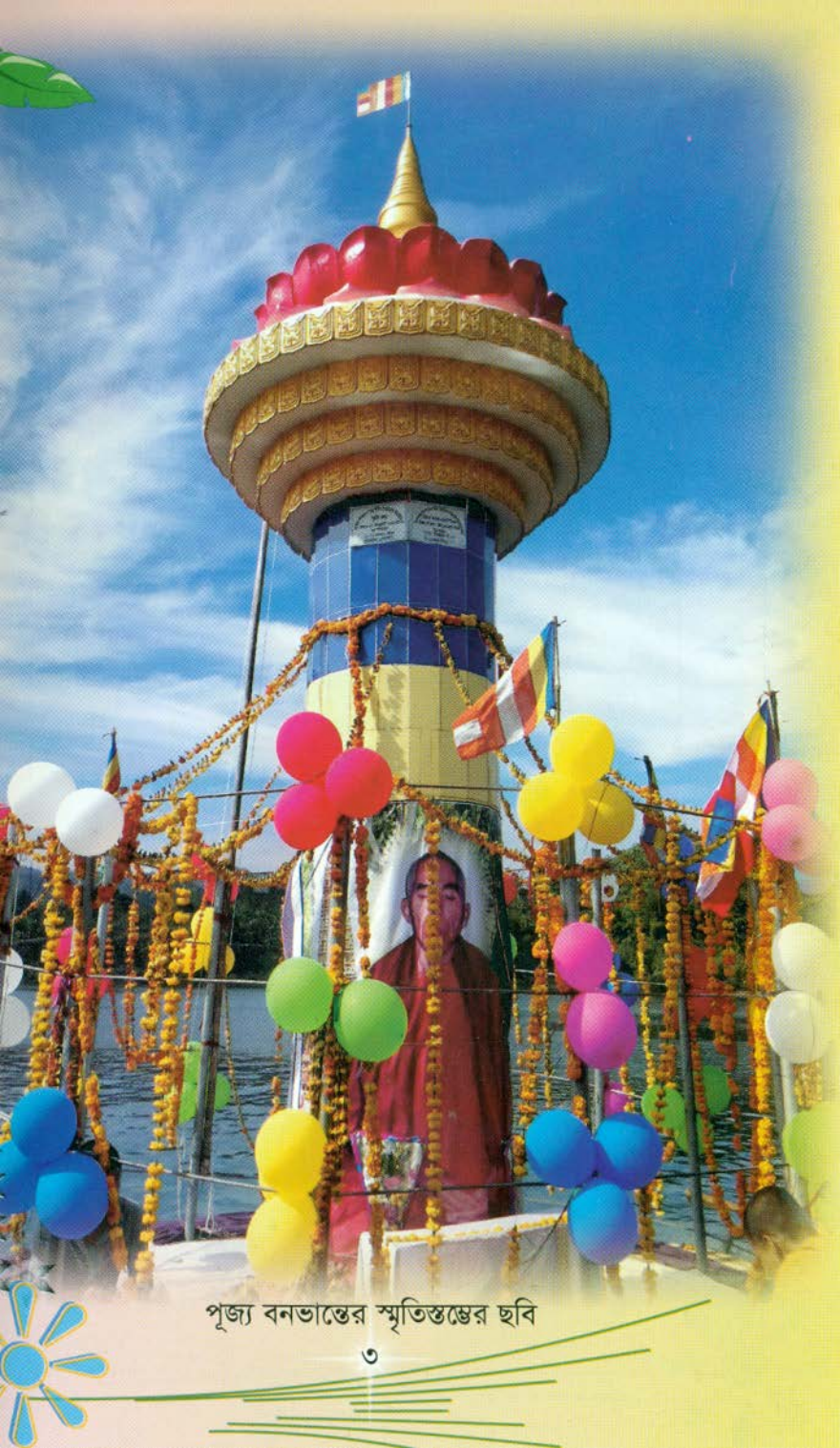
স্বত্বাধিকারী, এ্যাড-আর্ট

২০১, ফকিরাপুল (গরম পানির গলি)

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

ফোন : ০১৮৪৫৭৪৫২২১

সদ্ধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্যে সম্পূর্ণ
বিনামূল্যে বিতরণ করা হলো।



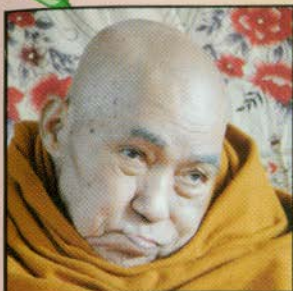
পূজ্য বনভান্তের স্মৃতিস্তম্ভের ছবি



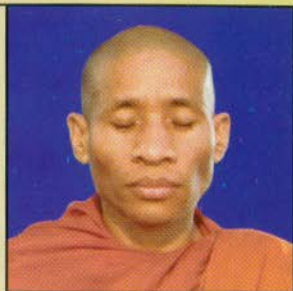
শ্রদ্ধেয় বনভাস্ত্রের চুল থেকে ধাতু রূপান্তরিত হয় - ২০০২ হতে ২০১৪ ইংরেজীতে।
চুলধাতু, বাগানবাড়ী, মনোগাং মন্ডো মা বাসা, ত্রিপুরা, ইন্ডিয়া - ২২-১২-২০১৪ ইংরেজী।



শ্রদ্ধেয় বনভাস্ত্রের বিভিন্ন জায়গায় সংরক্ষিত চুলধাতু



শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভাস্তে



শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির



পিতা : কালিপদ চাকমা



মাতা : শুক্রমুখী চাকমা

উৎসর্গ

যাঁর শাসনে আমি নবরূপে, নতুন জীবন পেয়েছি,
 দুর্লভ জীবনে বুদ্ধের মর্মবাণী, যাঁর নিকট শুনেছি।
 ভ্রান্ত পথের পথিক আমি, জীবনে যখন ছিলাম,
 যাঁর দেশনায়-উপদেশে, পথের সন্ধান পেলাম।
 যাঁর শিক্ষাতে সদ্ধর্মের বীজ, জীবনে রোপন করেছি,
 জন্ম-মৃত্যু নিরোধের উপায়, সদা সর্বদা শুনেছি।
 যিনি অনন্ত গুণের অধিকারী, শ্রেষ্ঠ গুণাধার ছিলেন,
 বুদ্ধের আসল সদ্ধর্মনীতি, শিক্ষা দিয়ে গেলেন।
 যাঁর অসাধারণ মহিমায় আমি, হয়েছিলাম মুগ্ধ,
 তিনি মহাজ্ঞানী বনভাস্তে, অরহত শ্রাবকবুদ্ধ।
 মদীয় মহান উপাধ্যায় গুরু, এই মহানুভবের প্রতি,
 শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলাম, অসীম কৃতজ্ঞতায় অতি।

এবং

বিশুদ্ধানন্দ মহোদয় যিনি, আমার মঙ্গলকামী,
মদীয় পরম দীক্ষাগুরু, বৈরাগ্যজীবন দানী।
ধুতান্ধকারী, সাধকপ্রবর, একাচারী অরণ্যবিহারী,
যিনি আমার হিতকামী, প্রব্রজ্যাজীবন দানকারী।
যাঁর কাছে ঋণী আমি, হয়ে গেছি আজীবন,
যিনি আমার মহোপকারী, অতিশয় গুণোত্তম।
সেই বিশুদ্ধানন্দ ভাস্কর্য প্রতি, পরম কৃতজ্ঞতায়,
শ্রদ্ধার্থ্য অর্পণ করলাম, উদার মনে অকুপণতায়।

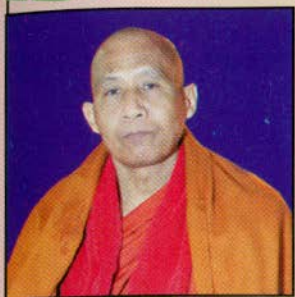
ও

কালিপদ্ম আর শুক্রমুখী, আমার জনক-জননী,
যাঁদের ঔরসে জন্ম নিয়ে, দেখেছি প্রথম ধরণী।
পৃথিবীতে মাতাপিতা, সবচেয়ে যে আপন,
নিজের প্রাণের চেয়েও রক্ষা, করেছেন আমার জীবন।
যাঁদের কোলেতে হয়েছি বড়, স্নেহ-মায়া-মমতায়,
আদর-যত্ন অপত্য স্নেহে, সীমাহীন ভালোবাসায়।
ঋণী আমি সেই গুণাধারী, পিতামাতার কাছে,
দান করছি আমার পুণ্যরাশি, কৃতজ্ঞতার সাথে।
সুখী হোক পরলোকে, যেখানে থাকুন পিতা,
নীরোগী-সুখী-দীর্ঘ জীবন, লাভ করুন মাতা।
উক্ত মহান উপকারীগণের, পুণ্যস্মৃতি স্মরণে আমি,
শ্রদ্ধাঘ্যাস্বরূপ উৎসর্গ করলাম, মোর এই পুস্তকখানি।

ইতি

আপনাদেরই গুণমুগ্ধ
করণাশ্রী ভিক্ষু

মৈত্রী আশীর্বাদ



বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ ত্রিরত্নের গুণ, জন্মদাতা পিতামাতার গুণ, শিক্ষক-আচার্য-উপাধ্যায় বিদ্যা ও জ্ঞানদানকারীর গুণ অনন্ত অপরিমেয় অসীম বলে জ্ঞানীগণের নিকট চির-গৃহীত এবং সমর্থিত। ঐ সকল উপকারীগণের প্রত্যুপকার কখনো সহজে পরিশোধের যোগ্য নয়। তাঁদের প্রতি অনুগত, বাধিত, বিনীত, নমিত থেকে জীবনব্যাপী সেবা-পূজা-যত্ন-ভরণ-পোষণাদি কর্তব্য পালনকারী হলেও প্রাপ্তবয়স্কের পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরুদের জীবনের গুণকীর্তনাদি ভক্তি-শ্রদ্ধাযুক্ত প্রশংসাপূর্ণ শাস্ত্রাদি রচনা করে প্রচারের মধ্য দিয়েও কৃতজ্ঞতার সামান্য গুণ পরিশোধ করা যেতে পারে।

বর্তমান গ্রন্থ পরম গুরু বনভান্তের প্রতি কবিতাঞ্জলি' আয়ুত্মান করুণাশ্রী ভিক্ষুর এক অনন্য রচনা, যার মধ্যে আছে আর্থশ্রাবক পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভান্তে মহোদয়ের গুণকীর্তন প্রকাশক বাংলা ও চাকমা ভাষায় কবিতা, গান, শ্রদ্ধাঞ্জলি ইত্যাদির সমাবেশ। স্থায়ী উপলব্ধির আলোকে অন্যতম মহান ব্যক্তির জীবনের গুণ-জ্ঞান লেখনির দ্বারা অসংখ্য ভক্তজনের মন-মন্দিরে পৌঁছিয়ে দেয়া যে এক অসাধারণ কর্ম সম্পাদন তা এ প্রকাশই প্রমাণ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস গ্রন্থকারের অনলস কর্মপ্রচেষ্টা বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় নীতির ভিত্তিতে অনাগতে আরও অনেক মূল্যবান ভালো রচনার মুখ দেখবে আগামী প্রজন্ম। আয়ুত্মানের প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ মৈত্রী আশীর্বাদ ঐ উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির মঙ্গল কামনা জানাই।

পরিশেষে জগতের অনুকম্পা, সদ্ধর্মের চিরস্থায়িত্ব, মহাপুরুষগণের সার্থক আবির্ভাব, পূতপবিত্র পুণ্যবান পুরুষের শুভ জন্মধারণ, আদি-অন্ত বিরহিত ঘৃণ্যমান সত্ত্ব প্রাণীগণের চিরদুঃখ মোচন, নানাবিধ সৎকর্ম সম্পাদনের দ্বারা সকলের জীবন সুন্দর, ধন্য, পূর্ণ পরিপূর্ণতায় জাগতিক দুঃখাবসানে পরিসমাপ্তি ঘটুক। সর্বের সত্তা সুখিতা হোম্ভ! জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক!

আশীর্বাদান্তে

ভদন্ত প্রজ্ঞালংকার মহাথের

বনভান্তের শিষ্যসংঘের প্রধান ও

আবাসিক প্রধান, রাজবন বিহার, রাঙামাটি

শুভেচ্ছা বাণী



সূর্যের অফুরন্ত আলো যেভাবে, বিশ্বকে করে আলোকিত,
সুউচ্চ পাহাড়ি ঝর্ণাধারা, যেভাবে হয় প্রবাহিত।
আপন মনে বুদ্ধজ্ঞানে, যিনি আলোকিত হন,
সূর্যের মত জ্ঞানদানে রত, ঝর্ণার মত অকৃপণ।

নির্বাণপ্রাপ্ত পরম পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ শ্রদ্ধেয় বনভান্তেও
বুদ্ধ সূর্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং সুউচ্চ
পাহাড়ি ঝর্ণাধারার মত অকাতরে নির্বিচারে জাতি-
ধর্ম-বর্ণ সকলের মঙ্গলার্থে স্থায়ী অভিভ্রার আলোকে

সদ্ধর্মের অমৃত বাণী দান করে গেছেন অকাতভাবে মহাপরিণির্বাণ অবধি। শ্রদ্ধেয়
বনভান্তের জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়ে আয়ুস্মান করুণাশ্রী ভিক্ষু গভীর চিন্তা-
চেতনায় ও মননে যেন কবিরূপে নবজন্ম লাভ করেছে পূজ্য বনভান্তের শাসনে,
তার দৃষ্টান্ত পরম গুরু বনভান্তের প্রতি কবিতাজুলি এই পুস্তিকাটি।

আমি তার রেকর্ডিং করা কবিতাগুলো শুনে ২০০৯ সালে “জু বনভান্তে” নামে
একটি অডিও ক্যাসেট সর্বসাধারণের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য তাকে
আর্থিকভাবে সাহায্য করেছিলাম। তবে “সোনার মানেক বনভান্তে” নামে আরও
একটি ভিসিডিও প্রকাশ করেছেন আয়ুস্মান করুণাশ্রী ভিক্ষু শ্রদ্ধেয় বনভান্তে
পরির্নির্বাণের পরে। এবার তিনি তার জীবনে যেই সমস্ত কবিতা ও গান লিখেছেন
সেইসব পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে যাচ্ছেন জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তার
এই প্রকাশনাকে আমি সাধুবাদের সহিত স্বাগত জানাই। তার কবিতা ও
গানগুলোর মাঝে শ্রাবকবুদ্ধ পরম শ্রদ্ধেয় বনভান্তেকে গভীরভাবে খুঁজে পাওয়া
যায় এবং ভান্তের অনন্ত গুণের গুণগান ও অসীম জ্ঞানের মহিমাও নিহিত রয়েছে
তার এই কবিতা-গানগুলোর মধ্যে। আর অনিত্য দুঃখময় জগতে মূল্যবান
জীবনকে মূল্যায়ন করে সুন্দর জীবন গঠনের জন্যও রয়েছে উপদেশ-শিক্ষামূলক
বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় গান ও কবিতা এই পুস্তকে দারুণভাবে। আমি আশা করি
আয়ুস্মান করুণাশ্রী ভিক্ষুর সুচিন্তিত ও সুপ্রণীত পরম গুরু বনভান্তের প্রতি
কবিতাজুলি পুস্তিকাটি জ্ঞানী-গুণী ও সুধী সমাজে সমাদৃত হবে।

সুখী হোক যত প্রাণী, আছে ত্রিভুবনে,
মুক্ত হোক স্বাধীন হোক, নির্বাণ জ্ঞানে।

সাধু! সাধু! সাধু!

হিতকামী

ভদ্র লোকানন্দ স্ববির

অধ্যক্ষ, লুম্বিনী বনবিহার, ছোট হরিণা
বরকল, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

শুভেচ্ছা বাণী



পূজ্য বনভান্তের আবির্ভাব এতদঞ্চলের বৌদ্ধ ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। তাঁর আবির্ভাবের ফলে এদেশে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল। পূজ্য বনভান্তে এমন একজন মহাপুরুষ যিনি দীর্ঘ বহু বছর ধরে গভীর জঙ্গলে একাকী বিনয়ানুগ জীবন গঠন করে কঠোর ধ্যান-সাধনা অনুশীলন করেন এবং সাধনায় সিদ্ধি অর্জন করে তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ

জ্ঞানে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে দুঃখ-প্রপীড়িত মুক্তিকামী মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন অপরিনির্বাণকাল। তাঁর এই যুগান্তকারী অবিস্মরণীয় অবদানের কথা এ দেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে।

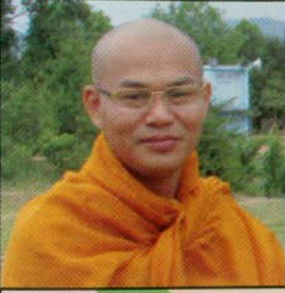
স্নেহভাজন করুণাশ্রী ভিক্ষু ও আমি একি সময়ে পূজ্য বনভান্তের জীবনাদর্শে উজ্জীবিত হয়ে ২০০৩ সালে তাঁরই উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা গ্রহণ করি। ভাতৃপ্রতীম করুণাশ্রী ভিক্ষু আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন। শ্রামণ্য জীবন থেকেই আমরা একসাথে থেকেছি। সেই থেকে আমি তাকে দেখেছি, বুকের প্রতি, ধর্মের প্রতি ও পূজ্য বনভান্তের প্রতি তার কী অসম্ভব রকম ভক্তি-শ্রদ্ধা! যা একেবারেই অকৃত্রিম!

গুরু থেকেই আমি তাকে দেখেছি, তার সেই ভক্তি-শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধর্মীয় সাময়িকীতে পূজ্য বনভান্তেকে নিয়ে কবিতা, গান প্রভৃতি লিখেছেন। এ যাবত তার প্রকাশিত যাবতীয় কবিতা, গানসহ আরও নানান লেখা নিয়েই “পরম গুরু বনভান্তের প্রতি কবিতাঞ্জলি” নামে এই বইটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এর আগেও তিনি ২০০৯ সালে “জু বনভান্তে” নামে অডিও ক্যাসেট এবং “সোনার মানেক বনভান্তে” নামে আরও একটি ভিসিডিও প্রকাশ করেছেন। সেগুলো শ্রোতামহলে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল এবং প্রশংসিত হয়েছিল। আশা করি বরাবরের মতো তার এই বইটিও পাঠকমহলে সাড়া জাগাবে ও প্রশংসিত হবে। আমি তার বুদ্ধজ্ঞান-বিমণ্ডিত প্রাজ্ঞোজ্জ্বল শাসনিক জীবন কামনা করি এবং সেই সাথে তার এই বইটির বহুল প্রচার প্রসার কামনা করি।

মঙ্গলকামী

শ্রীমৎ সারিপুত্র স্থবির

আমার কিছু কথা



জ্ঞানী-গুণীর সান্নিধ্য লাভ, করে যেজন জীবনে,
সেজন আলোকিত হয় নিশ্চয়, এই অন্ধকার ভুবনে।

জ্ঞানী যারা হয় যে তাঁরা, আলোকস্তম্ভের মতন,
চতুরার্য্যসত্যের শাস্ত্রজ্ঞানে, আলোকিত করে ভুবন।

বুদ্ধাদি সৎপুরুষ আর চারি আর্য্যসত্য লাভ-
করতে না পারলে অনন্তকাল, পেতে হয় শোক-তাপ।

আমি বড়ই সৌভাগ্যবান বলে, মনে করি নিজেকে,
লাভ করেছি কল্যাণমিত্র, মহান গুরু বনভাস্তকে।


ভাস্তের শিক্ষা উপদেশবাণীতে, নতুন জনম লভিলাম,
পাপ-পুণ্য, কুশলাকুশল, কিছুটা হলেও জানিলাম।

এই নব জীবন যেন আমার, নির্বাণ অনুকূলে যায়,
নির্বাণ অবধি সদ্ধর্মদরদী, মহাগুরু যেন পাই।

বর্তমান যুগে ছিলেন যিনি, আত্মবিজয়ী অরহত,
বনভাস্তে এই নামটি ধরে, ত্রিভুবনে বিদিত।

তাই আমি এই ভুবন বিদিত মহাজ্ঞানীর নবরূপে আবিস্কৃত নির্মল পবিত্র
বুদ্ধশাসনে অনাবিল জ্ঞানে আলোকিত হওয়ার জন্য বিগত
২৬/০৫/২০০২ইং, ২৫৪৬ বুদ্ধাব্দে পূজ্য বনভাস্তের সুযোগ্য উত্তরসূরী
ধূতান্ধসাধক পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ স্থবির মহোদয়ের নিকট
নানিয়ারচর রত্নাকুর বনবিহারে শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষিত হই বুদ্ধের ত্রিস্মৃতি
বিজড়িত শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে। শ্রামণ হওয়ার সাত মাসেরও অধিক
পরে অর্থাৎ ২০০৩ সালে ৭ই জানুয়ারি পরম গুরু শ্রাবকবুদ্ধ সাধনানন্দ
মহাস্থবির বনভাস্তের উপাধ্যায়ত্বে ভিক্ষুধর্মে উপসম্পদাপ্রাপ্ত হই রাঙ্গামাটি
রাজবন বিহার পবিত্র সীমাঘরে।


পূজ্য বনভাস্তের শুভ জন্মজয়ন্তীর ঠিক একদিন আগে অর্থাৎ ৭ই জানুয়ারি
সন্ধ্যার সময় হতে রাত ১১টা পর্যন্ত শিষ্যসংঘের সম্মিলন অধিবেশন
চলতো। সেদিনও যথানিয়মে যথাসময়ে অধিবেশন আরম্ভ হলো। আমিও
সেই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলাম নীরবে মৌনভাবে অথচ কৌতূহল হৃদয়ে



পূজনীয় ভিক্ষুসংঘের মন্তব্য-বক্তব্য ও আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শোনার অতিশয় আগ্রহে। উক্ত অধিবেশনে আলোচনার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় উঠে আসলো যে, প্রতি বছর শ্রদ্ধেয় বনভান্তের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ জন্মস্মারক প্রকাশ করে মদীয় গুরু বনভান্তেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবো, শ্রদ্ধেয় বনভান্তের জীবনাদর্শ ও ত্যাগময় ইতিহাসের উপর এবং বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মদর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রবন্ধ, কবিতা, গান ও ছড়া-এর মাধ্যমে। এই মহৎ উদ্যোগকে উপস্থিত সকল শ্রদ্ধেয় ভিক্ষুসংঘ সাধুবাদের সহিত স্বাগত জানিয়ে ছিলেন প্রাণোচ্ছল মনে। আমিও সেই আলোচ্য বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ও মনযোগ সহকারে শুনেছিলাম। এরপর থেকে আমি এই মহাজ্ঞানী পরম সত্যদ্রষ্টা মহান গুরুকে কীভাবে আমার লেখনীর মাধ্যমে মন-প্রাণ উজার করে হৃদয় নিঙড়ানো গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করবো, এই ভাবনায় আমি অতি তন্ময় হয়ে গভীর চিন্তার রাজ্যে প্রবেশ করলাম। কারণ আমি আমার এই জীবনে কস্মিনকালেও প্রবন্ধ, কবিতা, গান কিংবা ছড়া লিখিনি। তা ছাড়া পরম পূজ্য বনভান্তের ত্যাগময় জীবনের মহিমা সম্পর্কে তখনকার সময়ে আমি বড় বেশি অবগত ছিলাম না। আর বুদ্ধধর্ম সম্বন্ধেও আমার তেমন কোনো জ্ঞান ছিল না বললেই অত্যুক্তি করা হবে না।

যাক মহাজ্ঞানীগণের মহিমা সম্পর্কে একজন সাধারণ মানুষের কাছে মহাসাগরের মত গভীর বলে প্রতীয়মান হয়, তাঁদের জ্ঞানের পরিধি কখনো পরিমাপ করা যায় না। আমি খুবই একজন নগণ্য সাধারণ ভিক্ষু তাই এই মহাজ্ঞানীর মহাজীবনের মহিমা সম্পর্কে কিছু লিখতে গিয়ে মনে হলো মহাসাগরে ডুব দিয়ে যেন মুক্তা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছি। তবু শ্রদ্ধায় চপল মন, না হয়ে নিরবল অদম্য সোৎসাহে নীরবে বলে আমায় পরম গুরু বনভান্তেকে লেখনীর মাধ্যমে সুপ্ত মনে জমে থাকা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তাঁর পবিত্র জন্মস্মারকে প্রবন্ধ, কবিতা বা গান লিখতে। অবশেষে প্রচেষ্টা করে অগোছালো ছন্দে দুটি কবিতা লিখেছিলাম ২০০৩ সালে মহালছড়ি জ্ঞানোদয় বনবিহারে বর্ষাবাস যাপনকালে। যা ২০০৪ সালে “বনভন্তে জন্মস্মারকে” আমার নামে একটি আর শ্রদ্ধেয় সুমঙ্গল ভান্তের নামে একটি দেয়া হয়েছিল।

এভাবে আমি আমার জীবনে কবিতা-গান লেখা শুরু করেছিলাম যা বর্তমান পর্যন্ত চলমান। পরম গুরু শ্রদ্ধেয় বনভান্তের আশীর্বাদ মাথায় রেখে তাঁর মহাজীবনের গুণাবলীর গুণগান ও অমর কীর্তিগাথা প্রায় প্রতিটি কবিতা



ও গানে আমি শ্রদ্ধেয় বনভক্তকে স্মরণ করে লিখেছি। এক সময় আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন আয়ুত্মান রত্নপ্রিয় ভিক্ষু কথা প্রসঙ্গে আমাকে বললো, ভাস্তে, এই কবিতাগুলো আপনি কেমন করে রচনা করেন! আমি তাকে বলেছিলাম, একমাত্র শ্রদ্ধেয় বনভাস্তের আশীর্বাদে তা সম্ভব হয়। আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে, পরম শ্রদ্ধেয় বনভাস্তের সুমহান আশীর্বাদ যদি না থাকতো তাহলে আমার পক্ষে কস্মিনকালেও এসব কবিতা-গান রচনা করতে পারা সম্ভব হতো না। আমি গ"হী থাকাকালীন কীভাবে কবিতা-গান রচনা বা লিখতে হয় স্বপ্নেও তা কল্পনা করতে পারিনি, যা এখন ভাস্তের আশীর্বাদে বাস্তবে রচনা করেছি বা লিখেছি। সেজন্য আমি আমার এই বইটির নামকরণ করেছি পরম গুরু বনভাস্তের প্রতি কবিতাঞ্জলি অবশ্যই আমার এই পুস্তকে আমি যে সমস্ত কবিতা, গান, শ্রদ্ধাঞ্জলি ও শোকাঞ্জলির সমাহারে বইটি সাজিয়েছি তা অনেক সময় অনেক জয়গায় বাস্তবতার নিরিখে এবং গভীর চিন্তা-চেতনার আলোকে, আমার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অনুভূতি অনুযায়ী কবিতা ও গানের কথাশৈলী আমি তুলে ধরে লেখার চেষ্টা করেছি আর পূজ্য বনভাস্তের দেশনা শ্রবণ করে আমি তাঁর উপদেশবাণী গান-কবিতা আকারেও রচনা করেছি।

জগৎ গুরু শ্রাবকবুদ্ধ অনন্ত জ্ঞানের গুণাধার স্কন্ধনির্বাণে পরিনির্বাপিত পরম পূজ্য বনভাস্তের অনুরাগী-অনুগত প্রধান শিষ্য ও রাঙামাটি রাজবন বিহার আবাসিক প্রধান পরম শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির মহোদয় অতি মূল্যবান “মৈত্রী আশীর্বাদ” লিখে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন আর পুস্তিকাটির গুরুত্ব ও মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছেন নিঃসন্দেহে বলা যায়। আমি শ্রদ্ধেয় মহোদয়গণের প্রতি কৃতজ্ঞচিহ্নে আন্তরিকভাবে অবনত শিরে ভক্তিপূর্ণ বন্দনা নিবেদন করছি। আর আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন আয়ুত্মান শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ লোকানন্দ স্থবির মহোদয় ও শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সারিপুত্র স্থবির মহোদয় উনাদের সুচিন্তিত মূল্যবান “শুভেচ্ছা বাণী” লিখে দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। উনাদের প্রতিও আমি বিনম্রচিহ্নে সশ্রদ্ধ বন্দনা নিবেদন করছি। আমার অনুরোধে যিনি উদার মনে আন্তরিকতার সহিত এই পুস্তিকাটির ভূমিকা প্রাঞ্জল ভাষায় দক্ষতার সাথে লিখে দিয়েছেন এবং বিভিন্নভাবে আন্তরিকতার সাথে সহায়তা করেছেন, সেই প্রিয়ভাজন বন্ধুবর পিটকীয় গ্রন্থের অনুবাদক আয়ুত্মান করুণাবংশ স্থবিরের প্রতিও আমি অশেষ অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁর সংক্ষিপ্ত

সারগর্ভ ভূমিকা এই পুস্তকের মর্যাদা ও গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে তা আমি অনায়াসে স্বীকার করি।

বিভিন্ন সময়ে যারা কায়িক-বাচনিক ও আর্থিকভাবে পরম গুরু বনভান্তের প্রতি কবিতাজ্ঞালি বইটি ছাপানোর জন্য উদার মনে বদান্যতায় সার্বিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন এবং যারা শ্রদ্ধাদান সংগ্রহ করে দিয়েছেন আর শ্রদ্ধার সহিত যারা শ্রদ্ধাদান দিয়েছেন সবার প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই পুণ্যকর্মের ফলে সকলের দুঃখমুক্তি পরমাশান্তি নির্বাণ লাভে হেতু উৎপন্ন হোক, তথাগত বুদ্ধের সমীপে এবং পরম গুরু বনভান্তের নিকট এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি।

কম্পিউটার কম্পোজ করতে আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন শ্রদ্ধাবান উপাসক বাবু গগন বিকাশ চাকমা। বইয়ের প্রুফ সংশোধনে আমাকে অকাত্তভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন প্রিয়ভাজন বন্ধুবর আয়ুত্মান করুণাবংশ স্থবির ও আয়ুত্মান জ্ঞানলোক স্থবির। আমি তাঁদের প্রতিও আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যতদূর সম্ভব বানান ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি। তারপরও ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই বিজ্ঞ পাঠকগণের প্রতি আমার অনুরোধ রইলো ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাকে নিঃসঙ্কোচে অবগত করলে আমি কৃতার্থ হবো। পরবর্তীতে আমি তা সংসোধন করে নেবো।

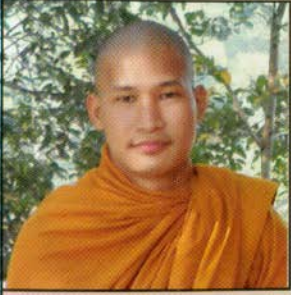
আমার প্রণীত পরম গুরু বনভান্তের প্রতি কবিতাজ্ঞালি বইটি পড়ে যদি সামান্যতম হলেও কারো জীবনে কুশল ও জ্ঞানমূলক চেতনা জাগ্রত হয় এবং শ্রদ্ধেয় বনভান্তের ত্যাগময় মহাজীবনের পুণ্যস্মৃতি হৃদয় দর্পণে কিঞ্চিৎ মাত্র হলেও প্রতিভাত হয়, তাহলে আমার এই পুস্তকটি প্রণয়ন ও প্রকাশ করা যথেষ্ট উপকার ও সার্থক হয়েছে বলে আমি মনে করবো।

সুখে থাকুক সকল প্রাণী, এই পুণ্যফল লাভ করে,
হোক সবার সদগুরু লাভ, অনির্বাণকাল ধরে।

সদগুরুর সদুপদেশ, লভিয়া সদা জীবগণ,
জনম জনম থাকে যেন, সত্য-জ্ঞানে জাগরণ।

বিনীত
শ্রীমৎ করুণাশ্রী ভিক্ষু

ভূমিকা



‘পরম গুরু বনভাস্তের প্রতি কবিতাঞ্জলি’ নামে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ করুণাশ্রী ভাস্তের সুলিখিত বইটির ভূমিকা লিখে দেয়ার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছি বলবো না, একরকম আদিষ্টই হয়েছি বলবো। করুণাশ্রী ভাস্তে আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন, অগ্রজপ্রতীম ও পরম হিতাকাঙ্ক্ষী। আমরা একই গ্রামের সন্তান এবং বর্তমানে একই গুরুর শিষ্য।

ভিক্ষুও হয়েছি খুব কাছাকাছি সময়ে। তিনি আমার প্রায় ছমাস আগে ভিক্ষু হন। ভিক্ষু হওয়ার পর থেকে আমি তাঁর অব্যাহত স্নেহ-ভালোবাসা পেয়ে আসছি একদম অযাচিতভাবে। এখন অদি কমার কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। বরং তা দিন দিন ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, বেড়েই চলেছে। এমন একজন পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ও অগ্রজপ্রতীম ভাস্তে তাঁর সুলিখিত প্রথম বইয়ের ভূমিকা লিখে দেওয়ার জন্য একজন তাঁরই স্নেহধন্য অনুজপ্রতীমকে আদেশ করতেই পারেন। আমি তাঁর ভালোবাসাময় স্নেহমাখা আদেশকে আমার পবিত্র দায়িত্ব মনে করে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লেখায় ব্রতী হলাম।

‘পরম গুরু বনভাস্তের প্রতি কবিতাঞ্জলি’ বইটির নাম দেখে সহজেই বুঝা যায় যে, বইটি পরম গুরু বনভাস্তের প্রতি নিবেদিত সপ্রশংস ভক্তিমূলক কবিতা দিয়েই সাজানো হয়েছে। তবে বইটির নাম ‘কবিতাঞ্জলি’ হলেও ব্যতিক্রমও যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। কবিতার পাশাপাশি বইটিতে বিভিন্ন পারিবারিক ও সামগ্রিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পঠিত শ্রদ্ধাঞ্জলি, ধর্মীয় গান ও উপদেশমূলক ছোট ছোট গাথা স্থান পেয়েছে। শুধু একটা জায়গায় মিল, আর সেটা হচ্ছে এর সবকটির লেখক বা রচয়িতা কিন্তু একজন-শ্রদ্ধেয় করুণাশ্রী ভাস্তে। বইটিতে স্থান পাওয়া বাংলায় লেখা কবিতা, শ্রদ্ধাঞ্জলি, ধর্মীয় গান ও ছোট ছোট গাথার পাশাপাশি চাকমা ভাষায় কিন্তু বাংলা হরফে লেখা বিভিন্ন রচনাও নিতান্ত কম নয়।

লেখকের জবানী থেকেই জানা যায়, এসব রচনা তিনি ভিক্ষু হওয়ার পর থেকে প্রায় ১২/১৩ বছর ধরে লিখে চলেছেন অদ্যাবধি এবং সেগুলো নিয়মিতই বনবিহার ও বনবিহার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্মরণিকা-সাময়িকীতে প্রকাশিতও হয়েছে, বিশেষত বাংলা ও চাকমা ভাষায় লেখা কবিতাগুলো। তাঁর কবিতাগুলো নিয়মিত প্রকাশিত হওয়ায় তাঁর নির্দিষ্ট এক পাঠকশ্রেণিও

তৈরি হয়েছে। আমি হলফ করে বলতে পারি, আমার চেনাজানা এমন অনেকে আছেন যারা এখান থেকে কোনো স্মরণিকা বা সাময়িকী প্রকাশিত হলে, আগে শ্রদ্ধেয় করুণাশ্রী ভাস্করের কোনো কবিতা আছে কি না দেখেন (সাধারণত করুণাশ্রী ভাস্করের কবিতা থাকেই)। থাকলে সেটি অবশ্যই পড়েন এবং না থাকলে একটু হতাশ হন। কথা প্রসঙ্গে তারা আমাকে জানান যে, তাঁর রচিত কবিতাগুলো পড়তে ভালো লাগে। কারণ তিনি পয়ার ছন্দে আন্ত্যমিল রেখে তাঁর কবিতাগুলো এমনভাবে রচনা করেন যাতে কবিতাগুলো হয়ে ওঠে অকৃত্রিম ভক্তিরসে টাইটমুর। উপমাগুলো আমাদের চির পরিচিত, ভাষা প্রাঞ্জল, ঝরঝরে, স্বাচ্ছন্দ্য ও গতিময়। যদিও তাঁর কবিতাগুলো আধুনিক কবিতার বিচারে সাহিত্যিক মানদণ্ডে কতটা কবিতা হয়ে উঠেছে সে কথা প্রশ্নসাপেক্ষ, বিচারসাপেক্ষ। তারপরও তাঁর কবিতাগুলোকে সাধারণ বিচারে বলা যেতে পারে, হৃদয়গুহা হতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উঠে আসা ভক্তি নিবেদনমূলক কবিতা বা পঙ্ক্তিমালা, যা তাঁর মতো অনেকের ভক্তিপ্রবণ মনকে কোমল আবেশে ছুঁয়ে যেতে সক্ষম।

এই গ্রন্থে তাঁর রচিত গানের সংখ্যা মোট ১৫১টি। গানগুলোর কিছু বাংলায় ও কিছু চাকমা ভাষায় রচিত। বনভাস্করের শিষ্যসংঘের মধ্যে যে কয়জন স্বনামধন্য গীতিকার আছেন শ্রদ্ধেয় করুণাশ্রী ভাস্করে তাঁদের মধ্যে একজন। ছন্দ ও আন্ত্যমিল ঠিক রেখে গান ও কবিতা রচনা করতে তিনি সিদ্ধহস্ত। এটি তাঁর সহজাত গুণ বা প্রতিভা। আমি দেখেছি কবিতা বা গান লিখতে তাঁর তেমন একটা সময় লাগে না। যেকোনো সময় যেকোনো অবস্থাতেই হঠাৎ ভাবের জগতে চলে গেলেই প্রাকৃতিক ঝরনাধারার মতো অবিশ্রান্ত গতিতে তাঁর ছন্দোবদ্ধ কবিতা বা গানের কথামালা আপনাতেই চলে আসে। তাঁর রচিত ধর্মীয় গানগুলো আমাদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধার সাথে গীত হয়।

পূজ্য বনভাস্করের সম্পর্কে পাঠকদের নতুন করে বলার সামান্যতম প্রয়োজনও আছে বলে আমি মনে করি না। তিনি এদেশের ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের হৃদয়মন্দিরে একজন অর্হৎ, মুক্তপুরুষ, সিদ্ধপুরুষ হিসেবে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা সমগ্র বাংলাদেশে মৌলিক বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে পূজ্য বনভাস্করের অতুলনীয় অবদান কারও অজানা নয়। কোনো একটি ধর্মের অথবা কোনো একজন প্রতিষ্ঠিত মহান ব্যক্তির দু-ধরনের অনুসারী থাকেন। একদল ভক্তিমাগী,

আরেক দল জ্ঞানমার্গী। প্রথম দলের মন ভক্তিরসে এতই টইটমুর থাকে যে সেখানে ভক্তমন যুক্তির জটিল তত্ত্বের ধার ধারে না। তারা থাকে শ্রদ্ধাবলে বলীয়ান। আর দ্বিতীয় দল ঠিক তার বিপরীত। তাদের মনে ভক্তির অবস্থা থাকে ভীষণ মন্দা। তারা অনেক সময় অতিমাত্রায় বিচারসাপেক্ষে অতি বাড়াবাড়ি রকম যুক্তির জটিল তত্ত্বের পথ ধরে কোনো কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন করেন। সে-কারণে তারা প্রায় সময় সত্যকে মিথ্যা জ্ঞান করে বিপথগামী হন। অবশ্য প্রথম দলেরও সমস্যা আছে। তারাও অনেক সময় অতি মাত্রায় ভক্তিপ্রবণ হয়ে সত্য জ্ঞান করে মিথ্যায় বিশ্বাস স্থাপন করেন। বুদ্ধ আমাদের ভক্তি ও যুক্তি-বৌদ্ধ পরিভাষায় যাকে বলে শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞা-এই দুয়ের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ সুন্দর সমন্বয় সাধন করতে বলেন। তাতে করে সত্যকে মিথ্যা জ্ঞান করা, বা মিথ্যাকে সত্য জ্ঞান করা, অথবা বিপথগামী হওয়াকে পুরোপুরি এড়ানো যাবে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই বইয়ের বিষয়বস্তু ভক্তিমার্গীকেই বেশি আকৃষ্ট করবে, জ্ঞানমার্গীকে খুব একটা নয়।

শ্রদ্ধেয় করুণাশ্রী ভাস্কর ভক্তিমূলক কবিতা নিয়ে ইতিপূর্বেও ২০০৯ সালে “জু বনভাস্তে” নামে অডিও ক্যাসেট এবং “সোনার মানেক বনভাস্তে” নামে আরও একটি ভিসিডিও প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলো শ্রোতামহলে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল এবং প্রশংসিত হয়েছিল। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিও ভক্তিমার্গী পাঠকের হৃদয়ে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

পরিশেষে সামনের দিনগুলোতে শ্রদ্ধেয় করুণাশ্রী ভাস্কর কাছ থেকে আরও অনেক ভালো ভালো কবিতা, ধর্মীয় গান আমরা উপহার পাবো এই আশায় বুক বেঁধে রইলাম। এবং সেই সাথে বুদ্ধ ও বনভাস্কর কাছ থেকে আমি তাঁর শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা-বিমণ্ডিত শাসনিক জীবন ও দুঃখমুক্তি নির্বাণ কামনা করে দিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত ভূমিকার ইতি টানছি।

ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাজমাটি
৫ নভেম্বর ২০১৫



পরম পূজ্য বনভান্তের স্মৃতিস্তম্ভ, মোরঘোনা, বড়াদাম

বাংলা ভাষায় কবিতা

বনভাস্তের জন্ম ও জীবনী

একটি শিশু জন্ম নিলেন, এই ধরাধামে,
 আলোকিত করতে জগৎ, মোরঘোনা গ্রামে।
 চোখ জুড়ানো মগবান মৌজায়, অনাবিল পরিবেশে,
 উনিশ শত বিশ সালে, এই বাংলাদেশে।
 জানুয়ারি আট তারিখ, জন্মেছিলেন এই শিশু,
 রথীন্দ্র নাম রেখে দিয়ে, আদর করেন কিছু।
 পাড়া-পড়শী, আত্মীয়স্বজন, দর্শন করতে আসেন,
 শিশুকে কোলে নিয়ে সবাই, আদর করে থাকেন।
 স্নেহ-আদর ভালোবাসায়, বড় হতে হতে,
 বিদ্যা অর্জন করার জন্য, গেলেন স্কুলেতে।
 প্রকৃত জ্ঞান স্কুলে নাই, দেখলেন তিনি জ্ঞানে,
 কোথায় আছে প্রকৃত জ্ঞান, ভাবেন মনে মনে।
 মনে পড়লো বুদ্ধের কথা আর সারিপুত্র মোদলায়ন,
 ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে, হয়েছেন তাঁরা একায়ন।
 এভাবে তিনি ভাবতে ভাবতে চট্টগ্রামে গেলেন,
 ঊনত্রিশ বছর বয়সে তিনি, প্রব্রজিত হলেন।
 নন্দন কানন বৌদ্ধ বিহারে, দীপঙ্কর ভাস্তে মহোদয়-
 প্রব্রজ্যা দিয়ে আশীর্বাদ দিলেন, হোক তোমার বোধোদয়।
 উনিশ শত ঊনপঞ্চাশ সালে, শ্রামণ হলেন যিনি,
 সাধনানন্দ নাম তাঁর, আমরা সবাই জানি।
 বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা নিয়ে, রথীন্দ্র শ্রামণ,
 মার্গফল পেতেই হবে, করেন তিনি দৃঢ় পণ।
 শ্রামণ বেশে স্মৃতি-প্রজ্ঞা-ধ্যান-সাধনায় থাকেন,

পণ্ডিত ভিক্ষুদের কাছে গিয়ে, লোকোত্তর বিষয় প্রশ্ন করেন ।
 সঠিক প্রশ্নের উত্তর যখন, কেউ দিতে পারলো না,
 গুরুর নিকট আশীর্বাদ নিয়ে, ধনপাতায় হলেন রওনা ।
 বুদ্ধের মত গুরু না পেয়ে, একাকী কাননে গেলেন,
 জ্ঞানের অস্ত্র ধুতাপ্ৰসূত, সাথে নিয়েছিলেন ।
 যেখানে ছিল হিংস্র প্রাণী, বাঘ-ভালুকের বাসস্থান,
 সেখানে তিনি মৈত্রীচিন্তে, করতেন সদা অবস্থান ।
 বন্য হাতির সমাবেশে, হিংস্র প্রাণীর তাণ্ডবে,
 কীভাবে থাকেন গভীর বনে, বিস্মিত সবাই বাস্তবে ।
 তাঁর অবস্থান দেখে লোকে, অবাক হয়ে যেতেন,
 গভীর বনে থাকেন বলে, বনশ্রামণ ডাকতেন ।
 অনেকে প্রায় মনে করতো, বনশ্রামণ মরে যাবে,
 জন মানবহীন গভীর বনে, বাঘ-ভালুকে খাবে ।
 কিন্তু তিনি নির্ভীক চিন্তে থাকেন সেই কাননে,
 জীবন-অঙ্গ ত্যাগ করেছেন, উচ্চতর ধ্যান অনুশীলনে ।
 নির্বাণ সাক্ষাৎ করার তরে, ধ্যান-সাধনা করেন,
 বুদ্ধের কথা ভেবে ভেবে, ধ্যানে অগ্রসর হতেন ।
 বুদ্ধও তো করেছিলেন, ছয় বছর ধ্যান,
 ছয় বছর কঠোর সাধনায়, পেয়েছিলেন বোধিজ্ঞান ।
 আমাকেও করতে হবে, মারের বন্ধন (মোহ) ছেদনে,
 কঠোর ধ্যান কঠোর সাধনা, দুঃখমুক্তির সন্ধানে ।
 করতেন সদা দৃঢ় বীর্যে, শমথ বিদর্শন ভাবনা,
 অভীষ্ট সিদ্ধি না লভিলে, কোনোখানে টুটবো না ।
 এক যুগ ধরে সাধনা করে, পুরালেন মনের আশা,
 অবিদ্যা তৃষ্ণা অবসান করে, পেয়েছেন মুক্তির দিশা ।
 এভাবে তিনি স্মৃতি জ্ঞান, আর দৃঢ় বীর্যবলে,
 লোকোত্তর জ্ঞান সাক্ষাৎ করলেন, মার্গ আর ফলে ।
 অবশেষে লভিলেন তিনি, অর্হন্ত মার্গজ্ঞান,
 সূর্যের মত হলেন ধরায়, আলোকিত মহান ।
 করণীয় করার তাঁর, নেই আর কোনো কিছুর,
 বুদ্ধজ্ঞানে জ্ঞানী এখন, দেব-মানবের বিভূ ।

দ্বাদশ বছর সাধনা করে, হয়েছেন অন্তর্যামী,
 পরমার্থ নির্বাণসুখে সুখী এখন তিনি।
 দিব্যকর্ণ, ঋদ্ধিজ্ঞান, পরিচিও-বিজ্ঞান,
 পূর্বজন্মস্মৃতিসহ, সত্ত্বগুণে করেন অবলোকন।
 আরও তিনি আসবক্ষয়-জ্ঞান, আয়ত্ত করেছিলেন,
 ফলে ষড়ভিঞ্জা অর্হৎ বলে, জগতে পরিচিত হলেন।
 তাঁর সেই উজ্জ্বল বুদ্ধজ্ঞানে, বুদ্ধধর্ম প্রচারিলেন,
 ক্রমে ক্রমে খাগড়াছড়ি, দীঘিনালায় গেলেন।
 সেখানে তিনি উনিশ শত একষষ্টি সালে,
 উপসম্পদা গ্রহণ করেন, দীঘিনালার কোলে।
 উপসম্পদা গুরুগণ রেখে দিলেন সাধনানন্দ নাম,
 যেহেতু তিনি ধ্যান সাধনায় খুব আনন্দ পান।
 সাধনানন্দ সাধনা করে, হয়েছেন মহান জ্ঞানী,
 বুদ্ধজ্ঞানে আলোকিত, করেছেন এই ধরণী।
 সাধনানন্দ বনভাস্তে, অতি মহাপুণ্যবান,
 বৌদ্ধ জাতির গৌরব তিনি, থাকবে তাঁর অবদান।
 ক্রমে দীঘিনালা থেকে তিনি, তিনটিলাতে গেলেন,
 সত্যধর্ম প্রচারিতে, ধর্মাভিযান করেন।
 করছেন যখন নিয়মিত, তিনটিলাতে অবস্থান,
 একদিন গেলেন রাজপরিবার, ভাস্তেকে করতে আহ্বান।
 তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, রাজবিহারে আসলেন,
 কঠিন চাঁবর দান শেষে, আবার তিনটিলাতে গেলেন।
 অতঃপর উনিশ শত সাতাত্তর ইং সনে,
 রাঙ্গামাটি আসলেন ভাস্তে, একদিন শুভক্ষণে।
 তখন থেকে রাঙ্গামাটি, করছেন আজও অবস্থান,
 অগণিত ভক্তগণকে করে যাচ্ছেন ধর্মদান।
 ভাস্তে কত মহাজ্ঞানী, বুদ্ধজ্ঞানে ভরা,
 অভয়, জ্ঞান দান করেন, যারা দিশাহারা।
 ভ্রান্ত পথের পথিককে তিনি, সম্যক পথ দেখান,
 মুক্তির সঠিক পথ দেখাতে, এই যুগেরি মহান।
 অঝোর ধারার বৃষ্টির মত, বর্ষণ করেন জ্ঞান,

সিংহের মত গর্জে তিনি, দান করেন বুদ্ধজ্ঞান ।
 সাগরের মত গভীর জ্ঞানী, ষড়ভিঙ্গা অরহত,
 জ্ঞানের প্রভা ছড়িয়ে দিয়ে, আলোকিত করলেন জগৎ ।
 তাঁরি জ্ঞানের আলোকে মোরা, পেয়েছি আজি দিশা,
 ভাস্তের মহান আশীর্বাদে, পূর্ণ হোক মোদের আশা ।
 মোদের আশা পূরণ করতে, কল্পকাল ধরে,
 বেঁচে থেকো হে পতিত পাবন, অনুকম্পা করে ।
 সকল প্রাণীর মঙ্গলার্থে, আয়ু বৃদ্ধি করত,
 চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবনা বলে, সুস্থ থেকো নিয়ত ।
 মহীতে তুমি মহাপুরুষ, শ্রেষ্ঠ মহান মহিয়ান,
 দেব-ব্রহ্মা-মানবের মাঝে, একমাত্র জ্ঞানবান ।
 অহংজ্ঞান লাভের তরে, দাও গো মোদের আশীর্বাদ,
 অনির্বাক্যকাল থাকি যেন, সত্যধর্মে অপ্রমাদ ।
 তোমার ছায়ায় থেকে মোরা, মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত-
 হতে পারি যেন ইহ জীবনে, মিনতি প্রভু নিয়ত ।
 সকল প্রাণীর হিতের জন্যে, বেঁচে থেকো কল্পকাল,
 তোমায় সেবা পূজা করতে, পারি যেন চিরকাল ।
 জন্মবীজ ধ্বংস হোক মোদের, তৃষ্ণা হোক ক্ষয়,
 দয়া করে এই আশীর্বাদ, দাও হে প্রভু দয়াময় ।
 তোমার আশীষ পেয়ে প্রভু, ধন্য হোক সবার জীবন,
 জীবনে মোদের প্রতিষ্ঠা হোক, তোমার মহান শাসন ।
 তোমায় সাক্ষাৎ পেয়ে প্রভু, আমরা আজি গর্বিত,
 থাকবো সবাই তোমার কাছে, চিরকাল বাধিত ।
 ভাস্তের আয়ু দীর্ঘ হোক, সকল প্রাণীর তরে,
 বেঁচে থাকুক আমাদের মাঝে, এই বিশ্বের দরবারে ।
 ভাস্তে কল্পকাল বেঁচে থাকুক, আমাদের সবার মাঝে
 প্রার্থনা করি বুদ্ধের কাছে, এই বাংলাদেশে ।

সাধু! সাধু! সাধু!

পূর্ণিমার চাঁদ বনভাস্তে

আমি নই কবি, তবুও লিখতেছি আজ কবিতা,
 মনে করে তোমায় প্রভু, প্রাণের দেবতা ।
 প্রভু তুমি জ্ঞানের প্রদীপ, অন্ধকারের আলো,
 জানুয়ারি আট তারিখ জন্ম নিয়ে, বিশ্ব ধন্য হলো ।
 ১৯২০ সালে মোরঘোনা গ্রামে, নিয়েছ তুমি জন্ম,
 মারের বন্ধন ছিন্ন করে, হয়েছে এখন পরম ।
 পরম জ্ঞানী হয়েছে তুমি, মাররাজ্য দিয়ে পাড়ি,
 এসেছ তুমি জ্ঞান লভিতে, ৮ই জানুয়ারি ।
 তব জ্ঞানের আশ্রয় পেয়ে, ধন্য আমার জীবন,
 অনির্বাকাল পাই যেন, বুদ্ধজ্ঞানের শরণ ।
 জ্বলে উঠুক আমার মনে, বুদ্ধজ্ঞানের বাতি
 ভাস্তের শুভ জন্মদিন আজ, জাগো হে বৌদ্ধ জাতি ।
 জ্ঞানের সূর্য বনভাস্তে, জ্ঞানের আলো দিয়ে,
 সূর্যের মত দীপ্তি আজ, বুদ্ধজ্ঞান পেয়ে ।
 জন্ম তোমার হয়েছে প্রভু, পূর্ণিমা চাঁদের মত,
 জ্ঞানের আলো নিতে আসে, ভক্তগণ শত শত ।
 হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, আসে তোমার কাছে,
 আসে যত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, দেশে কিংবা বিদেশে ।
 নেই কোনো তোমার প্রভু, জাতি-গোত্র ভেদাভেদ,
 সকলেরে দিয়ে যাচ্ছ তুমি, শুভ আশীর্বাদ ।
 তব আশীষ পেয়ে সবাই, চলে যায় খুশী মনে,
 আরো বেশী ধন্য তারা, তব জ্ঞান দানে ।
 তব জ্ঞান দানের আলোকে, তারা পথ খুঁজে পাই,
 তোমার মত পরম জ্ঞানী, আর যে কোথাও নাই ।
 চিত্তাচারের জ্ঞানে তুমি, কর ধর্মদেশনা,
 লোভ, মোহ, ত্যাগের তরে, পাই তারা প্রেরণা ।
 ত্রিলোকেতে-ত্রিজগতে, তুমিই অন্তর্যামী,
 বার বৎসর কঠোর সাধনায়, হয়েছে মহাজ্ঞানী ।
 ধন্য তোমার জন্ম প্রভু, জন্মে এই পৃথিবীতে,
 তুমি ছাড়া কেহ নেই আর, সঠিক মুক্তির পথ দেখাতে ।

তুমি ধ্যানী, তুমি জ্ঞানী, তুমিই বুদ্ধের শ্রাবক,
 বিশ্বাস করি তোমায় প্রভু, তুমিই মহান মানব।
 কঠোর ধ্যানে হয়েছ জ্ঞানী, তাই তো সবার পরশমণি,
 তুমি আজ বিশ্বের মাঝে, বুদ্ধজ্ঞানের খনি।
 বুদ্ধজ্ঞান পেয়ে তুমি, দেখালে মুক্তির পথ,
 উপমাতে বলি তোমায়, তুমি যেন পূর্ণিমার চাঁদ।
 জ্ঞানের আলোয় ভরা তুমি, সত্যধর্মের প্রদীপ,
 অবিদ্যা তৃষ্ণা অবসান করে, হয়েছ জ্ঞানের প্রতীক।
 তাই তো বলি এই জগতে, সবার চেয়ে মহান,
 ত্রিলোকেতে নেই আর বুঝি, তোমার মত সমান।
 এই জগতে এসেছ তুমি, পারমী পূর্ণ হয়ে,
 জগৎটাকে দিয়েছ ভরে, জ্ঞানের শিখা দিয়ে।
 মাতাপিতা, ধন-পরিজন, এসেছ সকল ছেড়ে,
 বুদ্ধের চারি সত্য বুকে নিয়ে, শুধু দুঃখ মুক্তির তরে।
 আমিও এসেছি তব শাসনে, মাতাপিতা সব ছেড়ে,
 না থেকে দুঃখে ভরা, সেই সংসার ঘরে।
 দাও মোরে আশীর্বাদ, দয়া কৃপা করে প্রভু,
 যত বাধা-বিল্ব আসুক, পিছু হবো না তবু।
 অনিত্য সংসারে সব কিছু, উদয়-বিলয়শীল,
 উদয়-বিলয় জ্ঞানে আমার, চিত্ত হোক অনাবিল।
 লোভ, দ্বেষ, মোহ আবিল, যেন ধ্বংস করতে পারি,
 আশীর্বাদ করো হে প্রভু, আমাকে দয়া করি।
 তোমার আশীর্বাদ হবে আমার, ইহ-পরকালের ধন,
 আসব তৃষ্ণা চিত্ত থেকে, হোক আমার বিশোধন।
 অনাবিল জ্ঞান উদয় হোক, করি আমি প্রার্থনা,
 মারের বন্ধন ছিন্ন করতে, বর্ধিত হোক ভাবনা।
 ক্রমে ক্রমে মারের বন্ধন, হোক আমার ছিন্ন,
 তব আশীষ দিয়ে প্রভু, করো আমায় ধন্য।
 আকাশের মত অসীম প্রভু, বুদ্ধের শ্রাবক তুমি,
 সাগরের মত গভীর জ্ঞানে, হয়েছ মহাধনী।
 তুমি যে ধন পেয়েছ প্রভু, তা আমিও যেন পাই,

সেই ধন ছাড়া মুক্তি পেতে, কোনো বিকল্প নাই।
 বন্দি প্রভু হাত জোড় করে, তোমার শ্রীচরণ,
 মারের সমস্ত অশুভ শক্তি, হোক আমার দূরীকরণ।
 প্রভু! তোমার কাছে বারে বারে, এই আমার মিনতি,
 জন্ম-মৃত্যু-দুঃখ হতে, পাই যেন অব্যাহতি।
 তব জন্মদিনে আমি, আনন্দেতে মাতোয়ারা,
 আশীষ দিও প্রভু আমায়, না হই যেন দিশাহারা।
 তব কাছে আজকে আমি, করি এই প্রার্থনা,
 নির্বাণচিন্ত হয়ে আমার, পূর্ণ হোক বাসনা।
 এসো সবাই মহানন্দে, ভাস্তের শুভ জন্মদিনে,
 বরণ করি জন্মদিনটি, শ্রদ্ধা চিন্তে খুশী মনে।
 সাধু! সাধু! সাধু!

তাং : ১১/০৭/২০০৮ইং. স্থান : মিলনপুর প্রজ্ঞারণ্য কুটির, মহালছড়ি

তব শাসনে এসেছি আমি

বড় সাধ জাগে প্রভু, সদা তোমাকে সেবিতে,
 ইচ্ছা জাগে দিবা-রাত্র, তোমার দেশনা শুনিতে।
 সবার পরম পূজ্য তুমি, দেব-মানবের সেরা,
 কী দিয়ে পূজিব তোমায়, ভেবে পাইনি মোরা।
 জ্ঞান দাও প্রভু আমায়, তোমার চরণ সেবিতে,
 দাও মোরে জ্ঞানসত্য, নির্বাণসুখ লভিতে।
 লভিয়াছ তুমি পরম জ্ঞান, থাকবে চির অম্লান,
 তোমারি চরণে পড়ে আজীবন, করে যাবো সম্মান।
 থাকবে প্রভু তোমার অবদান, বৌদ্ধ জাতির চিরকাল,
 তোমার সেই পরম জ্ঞানে, ঘষুক মম অবিদ্যার দ্বার।
 ১৯২০ সালে ৮ই জানুয়ারি, তুমি না আসিতে পৃথিবীতে,
 ডুবে যেতাম অকুশল কর্মে, চারি অপায় স্রোতে।
 এহেন সময়ে পেয়েছি তোমায়, প্রভু আমার এ জীবনে,
 প্রবেশ করেছি তাই ২৬ শে মে, ২০০২ইং তব শাসনে।

সময়ের পরিক্রমায় আসলো যখন, ৭ই জানুয়ারি ২০০৩ইং,
 তোমার উপাধ্যায়ত্বে হলো ভিক্ষু, তাই প্রভু সশ্রদ্ধ বন্দনা নিন।
 বহু কল্পের সাধনার ফলে, তোমার শাসনে প্রব্রজ্য আমার,
 সপে দিলাম শাসনে মম জীবন, চারি আর্য্যসত্য জানার।
 নিবেদিতপ্রাণ তুমি, সকলেরে বিলায়ে দিতেছ জ্ঞান,
 তোমার শাসনে এসে আজি, পেয়েছি আমি নতুন জীবন।
 নতুন জীবনে বুদ্ধজ্ঞান অন্বেষণে, এসেছি সবকিছু ছেড়ে,
 শাসনে চিত্ত হয় যেন রমিত, আশীর্বাদ দাও প্রভু মোরে।
 আজি তোমার ৮৯তম জন্মদিন, ৮ই জানুয়ারি,
 খুশীতে হই মাতোয়ারা, প্রভু আমি করুণাশ্রী।
 মন ভরে যায় খুশীতে মোর, আনন্দেতে ভরে বুক,
 যখন শুনি তোমার দেশনা আর যখন দেখি তোমার মুখ।
 ষড়বিধ জ্ঞানে জ্ঞানী তুমি, বুদ্ধজ্ঞানে ভরা,
 মুক্তির পথ কে দেখাবে বলো, একমাত্র তুমি ছাড়া।
 তব মুক্তির বাণীতে মোরা, হবো সবাই আগুয়ান,
 অবিদ্যা, তৃষ্ণা, আসবক্ষয়ে, করবো দুঃখ অবসান।
 দুঃখে ভরা সংসারে মোর, না হোক আর জনম,
 প্রার্থনা করি তব কাছে, লভি যেন নির্বাণ পরম।
 আশীর্বাদ দাও প্রভু তুমি, দয়া-কৃপা করে মোরে,
 নির্বাণপথ খোলা থাকুক, ধ্বংস হোক পঞ্চমারে।
 সত্যজ্ঞান উদয় হোক মোর, দুঃখমুক্তির তরে,
 সত্যপথে থাকি যেন, অনির্বাণকাল ধরে।

সাদু! সাদু! সাদু!

রচনা তাং: ১৭-০২-২০০৭ইং, স্থান: রত্নাংকুর বনবিহার, নানিয়ারচর

চোখ জুড়ানো রাজবন বিহার

রাজ্যমাটি রাজবন বিহার, বৌদ্ধ ধর্মের তীর্থস্থান,
 আর্য্যপুরুষ বনভাস্তে, করেন যেথায় অবস্থান।
 আরো থাকেন ভিক্ষু-শ্রামণ, শতাধিকের মত,
 দেখার জন্য কৌতুহল জাগে, দেশ-বিদেশীর কত।

অপরূপ রূপে শোভায় শোভিত, রাজবন বিহার প্রাঙ্গণ,
 অপলক চোখে তাকিয়ে দেখেন, মুগ্ধ মানবগণ।
 চোখ জুড়ানো মন মাতানো, এই তীর্থ ভূমি,
 নয়ন ভরে দেখতে আসেন, জীবনে একটুখানি।
 স্বর্গের মত অপরূপ শোভা, অতি সুন্দর মনোরম,
 অবস্থান করেন বনভাস্তে, আর তাঁর শিষ্যগণ।
 এত সুন্দর কেন তুমি, ওহে রাঙ্গামাটি রাজবন?
 পাহাড় ঘেরা সবুজ বনে, দেখতে বড়ই সুশোভন।
 মন-মাতানো প্রাণ জুড়ানো, অপরূপ তোমার শোভা,
 তোমার কোলে বুদ্ধপুত্র, আছে জ্ঞানের প্রভা।
 জ্ঞানের আলো প্রদানিয়ে, জাগালেন বৌদ্ধ জাতি,
 প্রতিনিয়ত অবস্থান করেন, রাজবন বিহার রাঙ্গামাটি।
 অহিংসাধার মৈত্রীর প্রতীক, সাধনানন্দ নাম,
 যুগ যুগ ধরে করছেন তিনি, রাজবন বিহারে অবস্থান।
 এখান থেকে ভক্তগণকে, দিতেছেন জ্ঞানের সৌরভ,
 জ্ঞানের সৌরভ স্পৃহাগণ, ভাস্তেকে করেন গৌরব।
 সৌরভে-গৌরবে এই ত্রিলোকেতে, তিনি মহিমাম্বিত,
 তাই তো সকল দেব-মানবের, পরম পূজিত।
 রাজমাতাদের প্রার্থনায় তিনি, রাজবন বিহারে আসেন,
 মারভুবন অভিভব করে, উপশম সুখে থাকেন।
 রাজমাতা আরতি রায়, অতি মহাপুণ্যবতী,
 বুদ্ধপুত্র বনভাস্তের, চিত্ত মহান খাঁটি।
 এহেন মহাপুরুষকে তিনি, ভূমি করেছেন দান,
 সেই পুণ্যের ফলে রাজমাতার, হোক দুঃখ অবসান।
 আর পুত্র-কন্যা, আত্মীয়স্বজন, যারা দিয়েছেন প্রেরণা,
 ভূমিদানের সেই কুশল কর্মে, ক্ষয় হোক ভবযন্ত্রণা।
 ভূমিদানের ফলে আজি, প্রতিষ্ঠা হয়েছে রাজবন বিহার,
 রাজবন বিহারের সৌন্দর্য্যতায়, হয়ে যায় মন একাকার।
 রাজমাতার এই ভূমিদানে, বনভাস্তের জয়গানে,
 চোখ জুড়ানো রাজবন বিহার, এসে দেখো দু'নয়নে।
 শতাধিক ভিক্ষু-শ্রামণ, এখানে করেন বসবাস,

চাকমা, মারমা, বড়ুয়া এসে, করেন নিত্য পুণ্যকাজ ।
 সকল পুণ্যার্থীর অনুকূল, হয়েছে রাজবন বিহার,
 হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, উন্মুক্ত সবার ।
 সকল প্রাণীর হিতের তরে, এই তীর্থ ভূমি,
 অতি উত্তম দান করেছ, ওহে রাজমাতা তুমি ।
 উর্বর ক্ষেত্রে বীজ বুনেছ, ওহে দানি রাজমাতা,
 এই যুগেতে বলা যাবে, তুমিই শ্রেষ্ঠ দাতা ।
 রাজবন বিহারে বনভাস্তের, সত্যধর্মের জোয়ার,
 প্রতিনিয়ত পুণ্য হচ্ছে, ওহে রাজমাতা তোমার ।
 এখানে ভাস্তের দর্শন পেতে, শত শত ভক্তগণ,
 দূর-দূরান্ত থেকে আসেন, হয়ে তুষ্ট মন ।
 সেই ভক্তগণের চিত্তাচারে, উপদেশ করেন দান,
 প্রসন্ন চিত্তে আনন্দ মনে, তারা চলে যান ।
 নিত্য দিনে ভক্তগণ আসেন, ধর্মসুধা নিতে,
 পরম পূজ্য ভাস্তে থাকেন, অকাতরে দিতে ।
 ভক্তগণের সাধ মিটে না, আরো কিছু পেতে চাই,
 তাই তারা ভাস্তের শাসনে, ভিক্ষু-শ্রামণ হয়ে যায় ।
 পার্থিব এই ধন সম্পত্তি, করি তুচ্ছ জ্ঞান,
 বরণ করেন বুদ্ধের শিক্ষা, শীল-সমাধি-ধ্যান ।
 ভাস্তের দেশনায় আরো অনেকে, পুণ্য করছেন জমা,
 অহিংসা নীতি মনে স্থান দেয়, সাম্য মৈত্রী ক্ষমা ।
 সাম্য মৈত্রী অহিংসা ধর্ম, করি তারা অনুসরণ,
 পরম পূজ্য ভাস্তের নীতি, করছেন মনে ধারণ ।
 ভাস্তের পরম নির্দেশনায়, দায়ক-দায়িকাগণ,
 যুগ যুগ ধরে করে আসছেন, কুশল কর্মের আয়োজন ।
 এবারও সবাই অতি আনন্দে, করেছেন দানের আয়োজন,
 শ্রেষ্ঠ কঠিন চীবর দানে, মন করেছেন সংযোজন ।
 পুলকিত মনে সবাই, বনভাস্তের চরণে,
 কঠিন চীবর দান করেন, অতি মহানন্দ মনে ।
 নির্লোভ চিত্তে পূজ্য ভাস্তে, দান করেন গ্রহণ,
 দেশনায় বলেন দান করলে, দুঃখ হয় বারণ ।

এই দুঃখকে বারণ করতে, পুণ্যশক্তি প্রয়োজন,
 তাই এই দানের যজ্ঞ, করেছেন সবাই আয়োজন।
 দুঃখকষ্ট উপেক্ষা করে, দূর-দূরান্ত থেকে,
 কঠিন চীবর দানে আসেন, পুণ্য সঞ্চয় করবো ভেবে।
 হাজার হাজার পুণ্যার্থীগণ, পুণ্যের লাগি আসেন,
 কর্মফলে বিশ্বাস রেখে, কঠিন চীবর দান করেন।
 ভবসংসারে সঞ্চরণকালে, পুণ্যসম্পদ প্রয়োজন,
 সেই সম্পদ লাভের তরে, মন করেছেন নিয়োজন।
 জীবের এই জীবনপ্রদীপ, একদিন নিভে যাবে,
 কুশল কর্মে থেকো সবাই, এই কথাটি ভেবে।
 পুণ্য সম্পদ যোগাড় করো, যতদিন জীবন আছে,
 ইহ-পরকাল সুখশান্তি, জীবনে যাতে বয়ে আসে।
 ইহ-পরকাল পাথ্যেয়স্বরূপ, পুণ্য সঞ্চয় করো সবাই,
 দুঃখ-দৈন্য বারণ করতে আর ভয়ঙ্কর চারি অপায়।
 পুণ্য সঞ্চয় করা মানে, কোনো দুঃখে না পড়া,
 হবে তাদের দুঃখ বারণ, বুদ্ধশাসন মানে যারা।
 আজকে এই চীবর দানের, মহাপুণ্যের ফলে,
 অনির্বাকাল সুখ-শান্তি, যেন সবার মিলে।
 ভাস্তের শাসন মেনে চল, জীবন সুখের হবে,
 অনন্ত কালের অসীম দুঃখ, সসীম হয়ে যাবে।
 দিবা-রাত্র সকল প্রাণীর, হিত চিন্তা করো,
 ভালোবাসা মৈত্রী-প্রেম, চিন্তে গঠন করো।
 ভ্রমর যেমন মধুর আকর্ষণে, ফুলের কাছে আসে,
 জ্ঞানী ব্যক্তিরও সুখের অন্তেষায়, পুণ্যকর্ম করে থাকে।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ০৪-০৯-২০০৮ইং, স্থান: মিলনপুর প্রজ্ঞারণ্য কুটির, মহালছড়ি

জ্ঞানের খনি বনভাস্তে

দেব-মানবের মাঝে তুমি, ওগো ভাস্তে সাধনানন্দ,
 তোমার অমৃত সুধার বাণীতে, দিতেছ পরমানন্দ।
 হে ভাস্তে তোমার দেশনে আর তোমার সুশাসনে,
 অহিংসা মন্ত্র জেগে উঠুক, বিশ্বশান্তির কল্যাণে।
 তব অহিংসা মৈত্রী প্রেমে, এই মহাবিশ্বের ভুবনে,
 শান্তির নীড় গড়ে উঠুক, মৈত্রী সেতুর বন্ধনে।
 বার বছর কঠোর ধ্যানে, তোমার সেই প্রসূত জ্ঞানে,
 জেলে দিয়েছ ধরাতে শিখা, ধর্মান্ব মানুষের জীবনে।
 ভালো-মন্দ দেখিয়ে দিতেছ, ওগো ভাস্তে সাধনানন্দ,
 তোমার দর্শন পেয়ে মোরা, পেয়েছি জীবনের সুর-ছন্দ।
 পারমীপূর্ণ বুদ্ধজ্ঞানে, নন্দিত পুরুষ মহাজ্ঞানী,
 সীমাহীন দুঃখ অতিক্রমে, হয়েছ তুমি নির্বাণগামী।
 তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী বুদ্ধের শ্রাবক, মহান সাধক মহামুনি,
 দেব-ব্রহ্মা মানবের মাঝে, অফুরন্ত জ্ঞানের খনি।
 অবিদ্যা আঁধারে দিয়েছ জেলে, তব জ্ঞানের সবিতা,
 তাই তোমার স্মরণে লিখি আমি, তব জীবনের কবিতা।
 শৌর্য বীর্যে জ্ঞানে তুমি, সবার চেয়ে মহান,
 জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে দিতে, নেই প্রভু তোমার সমান।
 বীর পুরুষ, ধীর সন্ন্যাসী, জানি না তুমি যে কত মহান !
 ষড়ভিঙ্গায় অভিজ্ঞানী, তুলনা হয় না এই ত্রিভুবন।
 কঠোর সাধনায় পঞ্চমারকে, জয় করেছ তুমি,
 মার ভুবন অভিভব করে, হয়েছ জ্ঞানের খনি।
 জ্ঞানের অসি দিয়ে তুমি, মারকে করেছ হত,
 মারবিজয়ী বীর সন্ন্যাসী, তুমি নির্বাণসুখে রত।
 বুদ্ধজ্ঞানের অসি দ্বারা, করেছ দুঃখ ছেদন,
 অম্লান হয়ে থাকবে প্রভু, তোমার বিজয় নিশান।
 ধ্যান-সাধনা করেছ তুমি, নির্জন গভীর কাননে,
 রয়েছে তুমি বারটি বছর, কত যে গভীর ধ্যানে।
 জয় করেছ নিজেকে তুমি, ছিন্ন করেছ সকল বন্ধন,
 ভবের দুঃখলীলা থেকে প্রভু, মুক্ত তুমি এখন।

তব জ্ঞানের মহিমায় মোর, চিত্ত হোক সমাহিত,
 আশীর্বাদ করো করুণা সাগর, হে মহান সুগত ।
 প্রভু আমি ঠাঁই যেন পাই, তব জ্ঞানের কোলে,
 জ্ঞানের কোলে থেকে যেন, অবিদ্যা তৃষ্ণা যায় চলে ।
 দুঃখ আমার হোক অবসান, আর্য্যসত্য লভি জ্ঞান,
 বুদ্ধের শাসনে বুদ্ধজ্ঞানে, হই গো যেন মহান ।
 আমি মুক্তির অভিলাষে, সত্যধর্ম আচরণ-
 করতে পারি যেন দৃঢ় বীর্য্যে, গ্রহণ করে ত্রিশ্রণ ।
 শ্রাবকবুদ্ধের অনুভবে, বিশ্বপ্রাণীর হোক কল্যাণ,
 ভাস্তের অমৃত বাণীতে সবার, সাক্ষাৎ হোক নির্বাণ ।
 মুক্তির পথ উন্মোচন হোক, ভাস্তের মহান বাণীতে,
 জীবের জীবন গড়ে উঠুক, সাম্য মৈত্রীর নীতিতে ।
 সাম্য-মৈত্রী, অহিংসা-নীতি, বিকশিত হোক ভুবনে,
 প্রতিষ্ঠা হোক বুদ্ধের শাসন, সকল প্রাণীর জীবনে ।
 অজর-অমর নির্বাণ রাজ্যে, আর্য্যগণের বসবাস,
 চিরতরে জন্ম-মৃত্যু, করেন যারা বিনাশ ।
 আকাশের মত অসীম জ্ঞানী, বুদ্ধের শ্রাবক যারা,
 সাগরের মত গভীর জ্ঞানে, দুঃখ নিরোধ করেন তাঁরা ।
 শ্রাবকবুদ্ধ বনভাস্তে, অনন্ত অসীম জ্ঞানাদার,
 ভবদুঃখ অবসান করে, হয়েছেন তিনি ভবপার ।
 উদয় হোক আমাদেরও, ভাস্তের মত বুদ্ধজ্ঞান
 জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, করতে চির অবসান ।
 সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ২৬-০৮-২০০৮ইং, স্থান: মিলনপুর প্রজ্ঞারণ্য কুটির, মহালছড়ি

মঞ্জলাধার বনভাস্তে

অনন্ত জ্ঞানের আধার যিনি, বুদ্ধ ভগবান,
 শ্রাবক তাঁহার মহান মানব, সাধনানন্দ নাম ।
 জন্মেছিলেন জানুয়ারি ৮ তারিখ, এই শুভদিনে,
 জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, দেখেছিলেন জ্ঞানে ।

સાધુ! સાધુ! સાધુ!

রচনা তাং: ০৯-০১-২০০৫ইং, স্থান: রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি

বনভাস্তে নামটি ধরে, লোকে স্মরণ করে বারে বারে,
বনে সাধনা করেছে তাই,
একটি যুগ ধরে বনে, সাধনা করেছে মহৎ জ্ঞানে,
চির মুক্তি কামনায়।

সাধনায় করেছ সাধন, বিদর্শনে মুক্তি অর্জন,
 তুমি মহাভাগ্যবান,
 ধ্যান সাধনায় আনন্দ বলে, গুরুগণ সবাই মিলে,
 রেখেছেন সাধনানন্দ তব নাম ।
 উনিশ শত বিশ সালে, জন্ম নিয়েছ তুমি ধরাতলে,
 আট তারিখ জানুয়ারি,
 আজ শুভ জন্মদিন তোমার, শ্রদ্ধায় মন নমিত সবার,
 মুক্ত তুমি বুদ্ধের পথ অনুসরি ।
 তব জন্ম দিনে শুভক্ষণে, মানুষের সমাগম রাজবনে,
 একটু আশীষ পাবে বলে,
 আজ সবার মন প্রণোচ্ছল, আসিতেছে দলে দল,
 চারিদিক মুখরিত করে তোলে ।
 হাজারো মানুষের মনে এক, আনন্দের সমাবেশ,
 তব শুভ জন্মদিন বলে ।
 নানা ফুলের তোড়া হাতে, ভক্তগণ আসে শ্রদ্ধা জানাতে,
 জীবনে যাতে শান্তি মিলে ।
 আসে কত রাজা-প্রজা, উড়ছে তব অহিংসা ধ্বজা,
 নেই কোনো ভেদাভেদ,
 শিক্ষা করিতে অহিংসা নীতি, আসে ভক্তি চিতে যুবক-যুবতি,
 লভিতে তব আশীর্বাদ ।
 অন্তর্যামী সম্যক জ্ঞানী, তুমিই নির্বাণগামী,
 করেছ দুঃখ অবসান,
 তাই তো আজি সবে গাই, বিমুক্তি সুখের ইশারায়,
 তব মুক্তির জয়গান ।
 তুমি মহান জ্ঞানের আধার, জয় করেছ পঞ্চমার,
 প্রজ্ঞা অস্ত্রের অভিজ্ঞানে,
 ধন্য আজি মানবজাতি, পেয়ে তব জ্ঞানের জ্যোতি,
 ধন্য মোরা তব শাসনে ।
 তোমাকে জন্ম দিয়েছে যারা, মহাপুণ্যবান হয়েছে তারা,
 হরমোহন আর বীরপুদি,
 মোরঘোনা গ্রামে তুমি, জনম নিয়েছ সবে জানি,

অস্তিম জন্ম নির্বাণগতি ।
 তুমি মহাবীর, তুমি যে মহাবীর, বুদ্ধজ্ঞানে সুগভীর,
 লভিয়াছ অজর-অমর,
 ভব পাড়ি দিয়েছ তুমি, চতুর্রায্য সত্যে জ্ঞানী,
 তাই তুমি জ্ঞানের সাগর ।
 তব জ্ঞানের শিক্ষা তরে, আসে ভক্তি শ্রদ্ধা ভরে,
 হাজার হাজার জনতা,
 এই ভবদুঃখ কারাগার, পাড়ি দিতে অনিত্য সংসার,
 লভিতে মহাশূন্যতা ।
 লোভ, হিংসা, মোহ, দ্বেষ, করিবারে ধ্বংস-শেষ,
 দাও প্রভু তব আশীষ,
 মোরা সত্যের সন্ধানে, যাবো ধীরে ধীরে নির্বাণে,
 লভিতে অমর অভিক্ষেক ।
 তব মহান প্রেরণায়, বিমুক্তি সুখের দেশনায়,
 সত্যি মোরা অভিভূত,
 আজ সবাই প্রাণপণে, চেষ্টায় আছে ধ্যানে জ্ঞানে,
 মুক্তি সাধনে অবিরত ।
 ত্রিলোকে নেই সুখ সবি, অনিত্য দুঃখ নামরূপ,
 ত্রিভুবনে আছে যত,
 সম্যক দৃষ্টির সম্যক জ্ঞানে, অনিত্য দুঃখ অভিজ্ঞানে,
 হই যেন মোরা অবগত ।
 আজকে মহা খুশীর দিন, তব শুভ জন্মদিন,
 অনন্য মহাপুরুষ তুমি,
 আজ খুশী মনে ধন্য প্রাণে, ভব দুঃখ নিবারণে,
 প্রভু তব শ্রীচরণে প্রণমি ।
 সাধু! সাধু! সাধু!

রচনা তাং: ০২/০২/২০১০ইং, লুম্বিনী বন বিহার, হরিণা

তোমারি শরণে জীবনে মরণে

রথীন্দ্র ছিল তাঁর গৃহী নাম,
 যাহার মোহন বীরপুত্র ছিলে,
 যিনি উনিশ শত বিশ সালে,
 জন্মেছিলেন এই ধরাতলে,
 মোর ঘোণায় মাতাপিতার কোলে ।
 মহা পুণ্যবান শিশু তিনি,
 সবাই খুশি ইহা জানি,
 পাড়া প্রতিবেশী যারা,
 শিশুটি সংসারে থাকবে না,
 হয়তো কেউ জানে না,
 একদিন আলোকিত করবে ধরা ।
 ক্রমে শিশুটি যৌবন হলেন,
 উনত্রিশ বছর বয়সে গেলেন,
 চট্টগ্রাম নন্দন কানন,
 দীপঙ্কর ভাস্কর সকাশে,
 মুক্ত হওয়ার মানসে,
 হলেন তিনি শ্রামণ ।
 ঘর-সংসার লোকালয়,
 দুঃখ ছাড়া কিছুই নয়,
 জ্ঞানে সব তুচ্ছ ভাবিয়া,
 লোকান্তর ধর্মজ্ঞান ছাড়া,
 ভোগ-বিলাসে সুখ চাই যারা,
 দুঃখ পাই ভবে ঘুরিয়া ।
 ভবদুঃখ জ্বালা ছাড়িবারে,
 ভাবতেন সদা বারে বারে,
 একদিন গৃহত্যাগ করিব,
 সিদ্ধার্থ যেমন রাজসুখ ছাড়ি,
 গিয়েছেন সংসার ত্যাগ করি,
 আমিও সেই পথ ধরিব ।
 যদি ভোগ-বিলাসে সুখ হত,
 সিদ্ধার্থ গৌতম না যেত,
 স্ত্রী-পুত্র রাজ্য ত্যাগ করি,
 আমার তো নেই রাজ্য ধন,
 আছে তবে শ্রদ্ধা ধন,
 যাবো আমি সংসার ছাড়ি ।
 সংসারে থাকলে দুঃখ হবে,
 স্ত্রী-পুত্র মরে যাবে,
 আমাকে দিয়ে ফাঁকি,
 লজ্জা পেতে হবে সদা,
 বেড়ে যাবে অজ্ঞানতা,
 দুঃখ আনবো নারে ডাকি ।
 দুঃখ সত্যের কথা ভেবে,
 বিতৃষ্ণা জাগে ত্রিভবে,
 থাকবো না এই মার ভুবন,

তাই সুন্দর ভরা যৌবনে,
হয়েছেন তিনি শ্রামণ ।
সমস্ত দুঃখ দিয়ে পাড়ি,
যেতে রাজ্য নির্বাণ নগরী,
সম্যক সাধনায় থাকতেন,
না পেয়ে শ্রামণ অবশেষ,
সাধনার অনুকূল পরিবেশ,
ধনপাতায় চলে গেলেন ।
ধন লভিতে ধন পাতা বনে,
গেলেন আপন লক্ষ্য অর্জনে,
বুদ্ধকে আসল গুরু মানিয়া,
সেখানে ইন্দ্রিয় দমন করিতে,
সাধনায় রাখিতেন নিজেকে,
মহাজ্ঞানীর পথ ধরিয়া ।
আগে অনেক গুরু খুঁজেছেন তিনি,
গিয়েছেন চীৎমরম পুণ্যভূমি,
তবু ভাল গুরু পাননি খুঁজিয়া,
ভাল ধর্মগুরু নাই দেশে,
বুঝেছিলেন তিনি অবশেষে,
তাই জঙ্গলে গেলেন চলিয়া ।
একাকী নির্জন বনে ধনপাতায়,
শমথ বিদর্শন ভাবনায়,
নিবিষ্ট রাখলেন নিজেকে,
ক্রমে অবিদ্যা তৃষ্ণা গেল চলে,
বারটি বছর সাধনা বলে,
অরহত্ত্ব জ্ঞান পেলেন অবশেষে ।
অরহত্ত্ব জ্ঞানে পঞ্চমার জয়,
জন্ম-মৃত্যু করিয়া ক্ষয়,
হলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মহান,
মারের সাথে যুদ্ধে তিনি,
লভিলেন অমর নির্বাণ ভূমি,
অস্ত্র ছিল শুধু স্মৃতি জ্ঞান ।
স্মৃতি ধ্যানে গভীর বনে,
রয়েছেন বলে ভক্তগণে,
বনভাস্ত্রে নামে ডাকেন,
আর ধ্যান সাধনায় আনন্দ বলে,
উপসম্পদা গুরুগণ মিলে,
সাধনানন্দ নাম রেখে দিলেন ।
বনভাস্ত্রে মোদের জ্ঞানের ভিত,
झেলে দিয়েছেন ধরাতে প্রদীপ,
সূর্যের মত আলোকিত করিয়া,
তারি সেই জ্ঞানের আলোকে আজি,
মুক্তি লভিতে মানব জাতি,
কুশলে রত নির্বাণসুখ ভাবিয়া ।
ভান্তের মহিমা জ্ঞান গরিমা,
যেন গুরুপঙ্কের পর্ণিমা,

অবিদ্যা করেছেন বর্জন,
 স্মৃতি সাধনার লব্ধ জ্ঞানে, পাপী আর দুঃখে পতিত জনে,
 সম্যক মার্গ করিতেছে অর্পণ ।
 ভাস্তের জন্ম সার্থক ধন্য, ধ্বংস করিয়া পাপ-পুণ্য,
 জীবগণের পতিত পাবন,
 তাই আমি ভাস্তের শাসনে, জীবনে আর মরণে,
 সপে দিতে চাই এই জীবন ।
 ভাস্তের সমীপে এই বর চাই আমি, পালন করিয়া বুদ্ধের বাণী,
 ভবদুঃখ করিতে ক্ষয়,
 হই যেন জ্ঞান বলে বলীয়ান, অনির্বাণকাল মহৎ প্রাণে মহিয়ান,
 কখনও যাতে না যায় অপায় ।
 সাধু! সাধু! সাধু!

তাং : ২৯-১১-২০১১ইং, স্থান : রাজগিরি বনবিহার, বেতছড়ি, নানিয়ারচর

কর্মস্রোত থেকে মুক্ত বনভাস্তে

জীবের জীবন প্রদীপ যেন, বাতাহত দীপ শিখা
 মৃত্যুর আঘাতে একদিন, পরলোকে যেতে হবে একা ।
 জীবের জীবন প্রদীপ, মৃত্যুর অনুকূলে অবিরত ধায়,
 পরলোকে সাথী হয়ে, সঙ্গে কিছু নাহি যায় ।
 জীবের জীবন চক্র, ঘড়ির কাটার মত,
 কর্মের স্রোতে পড়ে জীব, ঘুরছে ভবে অবিরত ।
 ক্ষণিকের তরে দেখা-দেখি, কর্মের কারণে,
 কত শোক দুঃখ ভোগ, করতে হয় জীবনে ।
 শোক-তাপ, দুঃখ-বিলাপ, সদায় জীবের হতাশা,
 এই সংসারে সুখের স্বপ্ন, হয়ে যায় সব নিরাশা ।
 মাতাপিতা, স্বামী-স্ত্রী, মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়,
 সেই মিথ্যা মায়ায় ডুবে থাকা, জ্ঞানীগণের ধর্ম নয় ।

কত আশা ভালোবাসা, এই মোহ-মায়া সংসারে,
 কামনা বাসনায় ভরা শুধু, মানব হৃদয়-অন্তরে ।
 সবাই চাওয়া-পাওয়ায়, জীবনে হাবুডুবু খায়,
 পরিণামে মরণের পরে, কে কোথায় জন্মায় !
 কুশলাকুশল কর্মের স্রোতে, জীবের জীবনতরী চলে,
 কুশলকর্ম স্বর্গে নিয়ে যায়, অকুশলকর্ম দেয় অপায়ে ঠেলে ।
 এভাবে সংসার স্রোতে, সত্ত্বগণ যায় ভেসে,
 কেহ দেব, কেহ ব্রহ্মা, কেহ মানব হয়ে আসে ।
 কর্মের নিগূঢ় স্রোতে, সত্ত্বগণ সদা ডুবে রয়,
 কর্মের বন্ধন, অবিদ্যা তৃষ্ণা, করেন যিনি ক্ষয় ।
 সংসার দুঃখ থেকে তিনি, পাবেন নিশ্চয়ই মুক্তি,
 কামনা বাসনায় ভরা সংসারে, রবে না কোনো আসক্তি ।
 আসব, তৃষ্ণা, মুক্ত জ্ঞানী, মহাপুরুষ আছেন যারা,
 সকল বন্ধন ছিন্ন করে, মুক্ত বিহঙ্গের মত তাঁরা ।
 সেইরূপ একজন মহাপুরুষ, বাংলাদেশে আছেন যিনি,
 মহাজ্ঞানী সাধনানন্দ বনভাস্তে, আমরা সবাই জানি ।
 কামনা-বাসনা পরিশূন্য, পবিত্র যার হৃদয়-অন্তর,
 রাজবন বিহারে তিনি, অবস্থান করছেন নিরন্তর ।
 এহেন জ্ঞানীর দর্শন লাভ, হয়েছে মোদের ভাগ্যতে,
 মুক্তির সাধনা করবো সবাই, তাঁর মহান শিক্ষাতে ।
 জন্ম, মৃত্যুর স্রোত থেকে, হয়েছেন তিনি উত্তীর্ণ,
 আজকে তাঁর শুভ জন্মদিনে, সকল প্রাণী হোক ধন্য ।
 ধন্য হোক, সার্থক হোক, আমাদের এই জীবন,
 ভাস্তের শুভ জন্মদিনটি, করছি যারা পালন ।
 ভাস্তের শাসনে থাকবো মোরা, সংসার দুঃখ পাড়ি দিতে,
 শুনবো ভাস্তের ধর্মদেশনা, শ্রুতময় জ্ঞান পেতে ।
 চিন্তা আর শ্রুতময় জ্ঞান, লভিতে মোরা সবাই,
 এসেছি তব জন্মদিনে, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তাই ।
 বর্ষণ করে দাও গো আশীষ, মোদের সবার কল্যাণে,
 হাজারো জনতার সমাগম আজ, রাজবন বিহার প্রাঙ্গণে ।
 বিলিয়ে দাও তোমার বাণী, বিশ্বপ্রাণীর হিতে,

আবিলতা-অজ্ঞানতা মানবের, চিত্ত থেকে মুছে দিতে ।
 কল্যাণ হোক, মঙ্গল হোক, তব জন্মদিনে আজ,
 প্রার্থনা করি অবিদ্যা-তৃষ্ণা, হোক মোদের বিনাশ ।
 সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ২৩-০৭-২০০৯ইং, স্থান : মিলনপুর বন বিহার, মহালছড়ি

দীপ্তিমান মহাপুরুষ বনভাস্তে

কবিতা লেখার শুরুতে আমি, জানাই সশ্রদ্ধ বন্দনা,
 তোমাকে বন্দনা জানিয়ে প্রভু, করছি এখন সূচনা ।
 উনিশ শত বিশ সালে, চই জানুয়ারি যিনি,
 জন্মেছিলেন পূর্ণচন্দ্রের মত, রথীন্দ্র নামে তিনি ।
 মোরঘোনা গ্রামে ধার্মিক, হারুমোহন পিতার ঘরে,
 আলোকিত করে আসলেন, এই ভব সংসারে ।
 মনমোহন সুন্দর গঠন, এমন সম্ভান পেয়ে,
 গর্বিত তাই মাতাপিতা, এই পুত্র ধন নিয়ে ।
 মাতাপিতার প্রথম সম্ভান, অতি আদরের ছেলে,
 রথীন্দ্র নাম রেখে দিলেন, পাড়া-পড়শী মিলে ।
 বড় হতে লাগলেন তিনি, পরম মায়া মমতায়,
 স্নেহ-আদর ভালোবাসা, সবার কাছে পাই ।
 অতীতের পুণ্যফলে তিনি, ধীর স্থির মতি,
 হিংসা-বিদ্বেষ নেই তেমন, ক্ষান্তি তাঁর নীতি ।
 ত্রিহেতুক পুদ্গল বলে, লোভ, দ্বেষ, মোহ নেই তেমন,
 তাই তিনি তৎপর সদা, নিজে করে দমন ।
 এবার ক্রমে ক্রমে পা দিলেন, ২৯ বছর বয়সে,
 বিদায় নিলেন মায়ের কাছে, শ্রামণ হবার মানসে ।
 রওনা দিলেন চট্টগ্রামের, নন্দন কানন বিহারে,
 মুক্তির কামনায় অতি সানন্দে, শ্রামণ হলেন সাদরে ।
 উঁকি মারে তাঁর চিন্তে, অতীতের পুণ্যসংস্কার,
 গভীর বনে সাধনা করে, নির্বাণ করতে আবিষ্কার ।

বনে গিয়ে ভাবেন তিনি, বুদ্ধের ত্যাগ সাধনা ,
 বুদ্ধের কথা ভেবে ভেবে, সাধনায় পেতেন প্রেরণা ।
 দৃঢ় বীর্য্যে থাকেন সদা, কঠোর ধ্যান সাধনায়,
 হিংসা, লোভ, পরিহরি, ক্ষান্তি মৈত্রী ভাবনায় ।
 এভাবে তিনি গভীর বনে, সাধনা করেন বলে,
 বনশ্রামণ ডাকেন সবাই । ভক্তগণ দলে দলে-
 আসেন তাঁর সাক্ষাৎ পেতে, অবাক বিস্ময় হৃদয়ে,
 মুগ্ধ হতেন আনন্দ পেতেন, শ্রামণের কাছে গিয়ে ।
 বনশ্রামণ বনে ছিলেন, প্রায় বার বছর,
 একযুগ সাধনার বিনিময়ে, লভিলেন জ্ঞান লোকন্তর ।
 জন্ম আর হবে না তাঁর, হয়েছেন স্বাধীন মুক্ত,
 সংসারের মোহ আবিলতায়, নহে লিপ্ত তাঁর চিত্ত ।
 গুরু পক্ষের জ্যেষ্ঠার মত, সৌম্য শান্ত জ্ঞানী,
 দীপ্তিমান মহাপুরুষ, রাজবন বিহারে আছেন যিনি ।
 আজকে এ মহাজ্ঞানীর, শুভ জন্ম জয়ন্তী,
 এ শুভদিনে প্রার্থনা করি, আসুক সবার শান্তি ।
 সকল প্রাণীর শান্তিদাতা, এই মহান মানব,
 ক্ষান্তি বলে দমন করেন, হোক না যত দানব ।
 তাঁর এই মহান ক্ষমাদর্শ, প্রতিষ্ঠা হোক জীবনে,
 ক্ষমা, মৈত্রী, জ্ঞান, প্রীতি, থাকুক মোদের প্রাণে ।
 আজ এই শুভ জন্মদিনে, আমরা সবাই খুশী,
 খুশী মনে করবো আজ, পুণ্যকর্ম রাশি রাশি ।
 পুণ্যের ফলে যেন মোদের, রচে মুক্তির ভিত্তি,
 সত্যধর্ম আচরণ করতে, পারি যেন সঠিক ।
 মহাজ্ঞানীর মহাশরণ, লইবো মোরা সবাই,
 আলোকিত হই যেন, বুদ্ধজ্ঞানের প্রভায় ।

সাপু! সাপু! সাপু!

বনভাস্তের লালিত স্বপ্ন

রাঙামাটি রাজবন বিহার, বিশ্বশান্তি প্যাগোডা-
 নির্মাণ কাজ চলছে আজ, জানেন কী সুধী সেই কথা?
 পূজ্য বনভাস্তের লালিত স্বপ্ন, ছিল যেটা তাঁর মনে,
 বাস্তবায়ন করবো সবাই, উদার বদান্যতায় অকৃপণে ।
 যেভাবে পারি সাহায্য করবো, কৃপণতা ত্যাগী সবে,
 স্মরণ করে ভাস্তের উপদেশ, স্বর্গ-মোক্ষের হেতু হবে ।
 এই বিশ্বশান্তি প্যাগোডাটি, নির্মাণ করা হলে,
 মহাপুণ্য অর্জন হবে, প্রসন্ন মনে দর্শন করলে ।
 বনভাস্তের এই মহৎ স্বপ্ন, দেব-নরের সুখের তরে,
 জীবনে অসাধারণ স্বপ্ন তাঁর, যা গেছেন দেশনা করে ।
 আজকে তিনি আমাদের মাঝে, নেই বটে জীবিত,
 নির্বাণসুখেতে হয়েছেন বিলীন, বিশ্ববাসী তা বিদিত ।
 কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া, অমূল্য বাণী উপদেশ,
 দিবালোকের মত প্রতীয়মান, এখনো আছে সবিশেষ ।
 এই পরম গুরুর উপদেশনীতি, মাথায় রেখে জীবনে,
 পুণ্যকাজে একতা হয়ে, এগিয়ে যাবো সৎ জ্ঞানে ।
 বুদ্ধধর্মের যেসব নীতি, সৃষ্টি করে গেছেন তিনি,
 নব চেতনায় নব জাগরনে, জেগে তুলেছেন মেদিনী ।
 স্মরণ করবো ভাস্তেকে মোরা, তাঁর মহান সৃষ্টিতে,
 যেই সৃষ্টি সম্যক চেতনা, দান করেছেন পৃথিবীকে ।
 জীবনে যা করেছেন সৃষ্টি, সব মঙ্গলজনক সবার,
 জীবনে যেসব শিক্ষা দিলেন, তাতে স্বর্গ-মোক্ষ পাবার ।
 বিশ্বশান্তির প্যাগোডাটিও, অগণিত ভক্তগণের-
 হিত-সুখ-মঙ্গল সাধিত হবে, তাই স্বপ্ন ছিল নির্মাণের ।
 বনভাস্তের এই মহৎ স্বপ্ন, বাস্তব রূপদান করিতে-
 পারি যেন সবাই মিলে, সুন্দরভাবে সাধিতে ।
 মনের সংকীর্ণতা দূর করে, মন-চিন্ত করি উদার,
 শ্রদ্ধার সহিত শ্রদ্ধাদান দিয়ে, নির্বাণ সম্পদ করবো যোগার ।
 পুণ্যকাজ করে পূর্ণ করবো, মোক্ষ লাভের পারমী,
 শ্রদ্ধার মূল্যে ক্রয় করবো, অমর জায়গা নির্বাণভূমি ।

বনভাস্তের এই রাজবন বিহার, হোক স্বর্গপুরীর মত,
 স্বর্গ মোক্ষ লভিতে সবাই, কুশল কর্মে হইবো রত ।
 হে শ্রাবকবুদ্ধ বনভাস্তে, করো মোদের আশীর্বাদ,
 তব উপদেশ সুশিক্ষাতে, পাই যেন নির্বাণ সাক্ষাৎ ।
 তোমার স্বপ্ন ফুলে-ফলে, হোক অচিরেই পূরণ,
 যুগে যুগে বৌদ্ধ জাতি, তব মহিমা করবে স্মরণ ।
 বিশ্বশান্তি প্যাগোডাটি, এই রাজবন বিহারে,
 মুক্তির আধার পুণ্যভূমি, হোক জন্মান্তর ধরে ।
 সাধু! সাধু! সাধু!

তাং- ১৯/১০/২০১৪ইং, স্থান : লুম্বিনী বন বিহার, হরিণা ।

শান্তির আলায়

পবিত্র পুণ্যের স্থান, সত্যের শান্তি আলায়,
 রাঙামাটি রাজবন বিহার, সকলের সুখের নিলায় ।
 অতি সুন্দর মনোরম দৃশ্য, হৃদয়জগৎ রাঙানো,
 দেখতে স্বর্গপুরীর মত, নয়ন-প্রাণ জুড়ানো ।
 বনভাস্তের এই তীর্থভূমি, রাজবন বিহার,
 দেব-মানবের সুখের জন্য, মহৎ স্বপ্ন ছিল তাঁর ।
 সেই স্বপ্নের মাঝে বনভাস্তের, ভোগের আশা বিন্দুমাত্র নেই,
 মহাকরুণা ছিল শুধু অন্তরে, এ মহাপুরুষটির স্বপ্নটাই ।
 স্বপ্ন ছিল রাজবন হাসপাতাল, আর পালি কলেজ,
 নির্মাণ করা হয়েছে তা, আরো অফসেট প্রেস-
 ক্রয় (দান) করা হয়েছিল, বনভাস্তে বেঁচে থাকতে,
 এসব করেছিলেন তিনি, আমাদের হিত-মঙ্গলার্থে ।
 আর পাঁচ তলাবিশিষ্ট বিল্ডিং, একটি সুন্দর লাইব্রেরী,
 ত্রিপিটক রাখার জন্য, ‘ভাস্তে! এ আশা ছিল তোমারি ।
 তোমার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন, বিশ্বশান্তি প্যাগোডা,
 আজ পূর্ণ হতে চলেছে ‘ভাস্তে! তব সেই মহৎ স্বপ্নটা ।

কিস্ত্র শ্রদ্ধেয় ভাস্তে তুমি, দেখে যেতে পারলে না,
 দুগ্ধিত মোরা হে করুণাধার, করে দিও মোদের ক্ষমা ।
 তুমি মোদের আশীর্বাদ করো, ওগো প্রভু করুণাঘন,
 তোমার যেসব অপূর্ণ আশা, পূর্ণ করি যেন শিষ্যগণ ।
 সাধু! সাধু! সাধু!

তাং : ২৫/১০/২০১৪ইং, স্থান : লুম্বিনী বন বিহার, হরিণা ।

দুর্লভ মহাপুরুষ

ভাস্তে তুমি দুর্লভ মহাপুরুষ, বিশাল এই ত্রিভুবনে,
 যখন শুনি তোমার দেশনা, ভক্তি জাগে প্রাণে ।
 অমর হয়ে থাক ভাস্তে তুমি, সকল প্রাণীর মুক্তির তরে,
 জ্ঞান দাও প্রভু মোদের তুমি, দয়া-কৃপা করে ।
 তব দয়া-কৃপায় মোরা,
 নির্বাণের পথ খুঁজে পাবো ।
 চির ভাস্বর হয়ে থাক তুমি, হে প্রভু বনভাস্তে,
 জ্ঞানের প্রদীপ তুমি জ্বলে দাও, হে প্রভু বনভাস্তে ।
 সুখ শান্তি বয়ে আসুক,
 সকল প্রাণীর জীবনে ।
 অবিদ্যা আঁধার মুছে দাও, জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলে,
 আলোকিত হোক বসুন্ধরা, সকল তমসা গিয়ে চলে ।
 তমসাচ্ছন্ন এই জগৎ,
 জ্ঞানের আলোয় হোক আলোকিত ।
 দুর্লভ মহাপুরুষ তুমি, তোমার জ্ঞানের মহিমায়,
 জেগে উঠুক বিশ্বজগৎ, অহিংসা মৈত্রী চেতনায় ।
 তোমারি জ্ঞানে, তোমারি প্রেমে, তব সুমহান মহিমায়,
 সুখে থাকুক বিশ্বপ্রাণী, ক্ষমা মৈত্রী ভাবনায় ।
 মৈত্রী প্লাবনে-প্লাবিত হোক
 জীবের জীবন অনাবিল ।

সাধু! সাধু! সাধু!

রচনা তাং : ২৫-০৮-২০০৫ইং, স্থান : মিলনপুর বনবিহার, মহালছড়ি

জানুয়ারি ৮ তারিখ

জানুয়ারি ৮ তারিখ, জন্ম তোমার প্রভু
 এই দিনটি দেব-মানবের, অতি মহাশুভ।
 তব জন্ম দিন পালনে, আছে শিষ্যসংঘ যত,
 মহাখুশীতে রাজবন বিহারে, হয়ে যায় সমবেত।
 আরো দেখা যায় হাজার হাজার ভক্ত নরনারী,
 গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ আসেন, পুণ্যের পথ ধরি।
 সেদিন সকলের অন্তর হতে, অশ্রদ্ধা হয় বিদূরিত,
 তব মুক্তির জয়গানে, রাজবন বিহার হয় মুখরিত।
 সত্যধর্মের প্রতীক তুমি, এ কথা জানে সকলে,
 তাই তো শ্রদ্ধা নিবেদনে আসে, ভক্তগণে দলে দলে।
 থাকুক সদা বিরাজিত, এই শুভ জন্মদিন করি প্রার্থনা,
 সত্যপথে চলি যেন, বনভাস্তের দেশনায়।
 ভাস্তে রথীন্দ্র নামে এই দিনে, এসেছিলে ভবে,
 সেদিন কেঁদেছিলে তুমি একা, হেসেছিল সব।
 তুমি এমন জীবন করেছ প্রভু, সুন্দর করে গঠন,
 মরণে হাসিবে তুমি, কাঁদিবে এই ত্রিভুবন।

সাপু! সাপু! সাপু!

রচনা তাং: ২৫-০৯-২০০৩ইং, স্থান: জ্ঞানোদয় বনবিহার, মহালছড়ি।

হৃদয়ে বনভাস্তে

এই যুগের মহাপুরুষ, বনভাস্তে মোদের,
 তিনি যে জগৎপূজ্য, শ্রেষ্ঠ দেব-মানবের।
 বৌদ্ধধর্ম আচরিয়ে, গভীর শ্রদ্ধা বিশ্বাসে,
 মুক্ত হলেন নির্বাণ লভি, আর আসবে না সংসারে।
 বলেন, সত্যধর্ম আচরণ কর, মুক্তি লাভের তরে,
 নিশ্চয়ই পাবে পার, সমস্ত দুঃখ পরিহরে।
 গভীর শ্রদ্ধায় বৌদ্ধ ধর্ম, আচরণ করে দেখ,
 এতে মুক্তি আছে, তা তুমি প্রমাণ কর।

ধৈর্য্য ধরে আচরণ করো, বনভাস্তের নীতি,
 অচিরেই লভিবে মুক্তি, চির সুখ আর শ্রীতি।
 জয় করো দুঃখ আর দুঃখ সমুদয়,
 নিরোধ সত্য সম্যক জ্ঞানে, করো বোধ উদয়।
 মার্গ সত্য ভাবনা কর, অনুসরি অষ্টমার্গ,
 ধৈর্য্য বীর্য্যে মুক্তির লাগি, আচরিবে সত্যধর্ম।
 সম্যক রূপে যখন তুমি, সত্যধর্ম করবে পালন,
 নির্বাণের পরম মুক্তির স্বাদ, বুঝতে পারবে তখন।
 এসো সবে বনভাস্তের শাসনে, ভাস্তের কথা ধরি,
 সত্যধর্ম আচরণ করে, নির্বাণ দর্শন করি।
 লোকোত্তর মহামানব আছেন, রাজবন বিহারে,
 নাম তাঁর সাধনানন্দ, ডাকে সবাই বনভাস্তে।
 ভাস্তে! দেশনায় বলেন সদা, চারি আর্য্যসত্যের কথা,
 কোনোকালে বলেন না তিনি, মিথ্যা, পিঙ্গুন, কটু, বৃথা।
 বলেন, বুদ্ধধর্মে পাবে সদা, নির্বাণসুখ শান্তি,
 লোভ, দ্বেষ, মোহ ত্যাগ কর, থাকবে না অশান্তি।
 বন্ধ হোক অপায় মোদের, ভাস্তের কৃপা বলে,
 নির্বাণ লাভ করি যেন, জীবগণ সকলে।
 সাধু! সাধু! সাধু!

রচনা তাং: ২৭-০৯-২০০৩ইং, স্থান: জ্ঞানোদয় বনবিহার, মহালছড়ি।

তৃষ্ণাশূন্য বনভাস্তে

প্রভু! এমন মহাপুরুষ তুমি, আলোকিত জ্ঞানে,
 ধন্য করেছে আপন জীবন, বিমুক্তি জ্ঞান অর্জনে।
 ছিন্ন করেছে তৃষ্ণা যত, মোহ বন্ধন আছে,
 সীমাহীন জ্ঞানে অমর নির্বাণ, পেয়েছ ক্লেশ নাশে।
 তোমার দর্শন লাভে মোরা, সত্যি মহাভাগ্যবান,
 আশীর্বাদ দাও প্রভু মোদের, হই যেন জ্ঞানবান।

বহু যুগ পেরিয়ে তোমার, বিরানব্বইতম জন্মদিন,
 এসেছে আবার মোদের মাঝে, এমন শুভদিন।
 উনিশ শত বিশ সালে তুমি, ৮ জানুয়ারি,
 জনম নিয়ে পৃথিবীতে, বুদ্ধের পথ অনুসরি-
 সম্যক সাধনায় হয়েছ স্বাধীন, অবিদ্যা তৃষ্ণা শূন্য,
 বেঁচে থেকো হে প্রভু তুমি, সকল প্রাণীর জন্য।
 তোমার জ্ঞানের সৌরভ ছায়ায়, পাই যাতে ঠাঁই,
 আজকে তোমার জন্মদিনে, প্রার্থনা করছি সবাই।
 আজকে মোরা সবাই খুশী, তোমার শুভ জন্মদিনে,
 শ্রদ্ধা ভরে প্রণাম জানাই, আনন্দ সিক্ত প্রাণে।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ২৩-০৩-২০০৩ইং, স্থান: রাজবন ভাবনা কেন্দ্র, রাঙ্গামাটি।

সবার পূজ্য বনভাস্তে

শ্রদ্ধা চিন্তে প্রণাম জানাই, বনভাস্তে তোমায়,
 অজান্তে যদি করি অপরাধ, ক্ষমা করে দিও আমায়।
 তব ক্ষমা-দয়া আশীর্বাদ, জীবনে অতি প্রয়োজন,
 তোমার মত মহাপুরুষ, না দেখি আর কোনোজন।
 বুদ্ধের ধনে ধনী তুমি, বুদ্ধের জ্ঞানে অসীম জ্ঞানী,
 তৃষ্ণাক্ষয়ে হয়েছ অমর, পাড়ি দিয়ে ত্রিলোকভূমি।
 স্বর্গ-মর্ত্য চারি অপায়, ব্রহ্মলোক আছে যত,
 হেরেছ তুমি জ্ঞাননেত্রে, সব অগ্নিকুন্ডের মত।
 জরা-ব্যাদি-মরণাগ্নি, দহিতেছে জীবে অবিরত।
 সত্ত্বগণ জন্মিতেছে আর মরিতেছে, ত্রিলোকে অগণিত,
 দুঃখের সাগরে ভাসমান সদা, ত্রিলোকের এই সত্ত্বগণ।
 হেরেছ তুমি বুদ্ধজ্ঞানে, চলে গেছ তাই আমার ভুবন।
 অষ্টমার্গ সেতু বেয়ে, দিয়েছ পাড়ি নির্বাণে,
 স্বাধীন দেশ দুঃখ শেষ, নিরাপদ সেখানে।

জন্ম-জরা, ব্যাধি-মরণ, আর হবে না তোমার,
 পরম দুর্লভ অমূল্য রতন, এখন তুমি সবার ।
 পরম পূজ্য শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, সবার হৃদয় অন্তরে-
 জ্বলে দিয়েছ জ্ঞানের প্রদীপ, অহিংসা মৈত্রীর মন্ত্রে ।
 তুমি বুদ্ধজ্ঞানের অধিকারী, মার ভুবন দিয়েছ পাড়ি,
 জন্ম-মৃত্যু আর হবে না, হয়েছ অমর দুঃখ ছাড়ি ।
 থেকো না তোমরা মার ভুবনে, এই তোমার দেশনা,
 অষ্টমার্গ পথটি ধরে, করো দান শীল ভাবনা ।
 দানে হবে লোভ ধ্বংস, শীলে হবে হিংসা-বিদ্বেষ,
 ভাবনায় হবে অবিদ্যা আসব, ক্রমে ক্রমে তৃষ্ণা শেষ ।
 এসো সবাই নির্বাণরাজ্যে, আটটি মার্গ পথ দিয়ে,
 অজর-অমর হতে পারবে, অমর রাজ্যে গিয়ে ।
 পূজ্য বনভাস্তে আবির্ভাবে, ধন্য মোরা সবাই,
 ভাস্তের দেশনায় পরম প্রেরণায়, থাকব মুক্তির সাধনায় ।
 সত্যি মহান জ্ঞানী তুমি, তোমায় হাজার প্রণাম,
 ত্রিলোকেতে সবার পূজ্য, সবার চেয়ে প্রধান ।
 স্বর্গের অধিপতি দেবরাজ, চারি লোকপাল দেবগণ,
 ব্রহ্মলোকের মহাব্রহ্মা, তব সেবায় করেন আগমন ।
 সবাই করেন শ্রদ্ধা-ভক্তি, লভিতে অমর পুণ্যশক্তি,
 বিশ্বাস তাঁদের তব সেবায়, মিলিবে সত্ত্বর চিরমুক্তি ।
 তাই দেব-ব্রহ্মা-মানব যত, তব সেবায় নিয়োজিত,
 দুঃখমুক্তির অন্বেষণে, ভক্তিপ্রাণে নিবেদিত ।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ১২/১২/২০১০ইং, স্থান: আমতলী ধর্মোদয় বনবিহার, জুরাছড়ি ।

তব সমীপে প্রার্থনা

অবিদ্যা-তৃষ্ণা পরিহরি, জ্বালাতে পারি যেন দ্যুতি,
 সুন্দর জীবন গড়তে আমি, ভাস্তের আশীর্বাদ পাই যদি ।
 তুমি সুন্দর মহাজ্ঞানী, সারা বিশ্বের মাঝে,
 যখন শুনি তোমার দেশনা, আমার সুপ্ত মন জাগে ।

অনেক কিছু প্রেরণা পাই, তোমার বাণী শুনে,
 প্রীতিরসে ভরে ওঠে মন, তোমার মহিমা গুণে ।
 ভিক্ষা চাই তব আশীষ, প্রভু আমার জীবনে,
 তাই লিখেছি এই কবিতা, তব জন্মদিন স্মরণে ।
 বিগত বছর পেরিয়ে, এসেছে আবার সেইদিন,
 জানুয়ারি আট তারিখ প্রভু, তোমার শুভ জন্মদিন ।
 প্রকৃতির শীতল হাওয়া, উপেক্ষা করে জনতা,
 দূর-দূরান্ত থেকে আসে, লভিতে একটু মানবতা ।
 জড়ো হয় বিহার প্রাঙ্গণে, চারি পাশ ঘিরে,
 মুখরিত হয় জয়ধ্বনিতে, তোমার আগমনে ধীরে ধীরে ।
 তব জয়ধ্বনির মুখরিতে, খুশীতে ভরে যায় মন,
 তোমার দেশনা শুনিতে থাকি, হাজার হাজার ভক্তগণ ।
 শুনে সবাই বিভোর হয়ে, তব অমৃত সুধার বাণী,
 হৃদয়ঙ্গম করতে তব দেশনা, আমিও মন দিয়ে শুনি ।
 তব দেশনার মহিমা গুণে, পাই যেন পথ খুঁজে,
 সত্যপথে মনকে আমি, রাখতে পারি যেন সহজে ।
 ধাবিত না হোক আমার মন, কখনো ধর্মের প্রতিকূলে,
 থাকে যেন নিরবধি, সদ্ধর্মের অনুকূলে ।
 নারী জনম নিয়ে এসেছি আমি, এই মেদিনীর বুকে,
 সারাটা জীবন থাকি যেন, শীল পালন করে সুখে ।
 কোনো জন্মে আর যেন, না হই আমি নারী,
 লভি যেন পুরুষত্ব আর সুন্দর সুন্দর ঘর বাড়ি ।
 সাধু-সন্ত, ধনী-জ্ঞানী, হতে পারি যেন আমি,
 সুস্থ-সুন্দর কোমলমতি, সকলের পরশ মণি ।
 না হই যেন কোনো কালে, মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ,
 সম্যক দৃষ্টি হয়ে সদা, লভি বুদ্ধের অনুশাসন ।
 জ্ঞানী-গুণী, মাতাপিতা, আর আত্মীয়স্বজন,
 লভি যেন ধার্মিক ভাই-বোন, আর বন্ধু-বান্ধবগণ ।
 অন্তরঙ্গভাবে যেন আমি, থাকি সকলের সাথে,
 রমিত না হই কখনো যেন, অকুশল আর পাপে ।
 কোনো কালে বিকলাঙ্গ, না হই রোগ-শোকভোগী,

সুন্দর-সুস্থ, সুঠাম দেহ, অনির্বাণকাল যেন লভি ।
 আপদ-বিপদ অকাল মৃত্যু, না হয় যেন কোনোকালে,
 কালমরণ দীর্ঘায়ু হই যেন, এই পুণ্যের ফলে ।
 জন্ম জনম অপায় হতে, যেন দূরে সরে থাকি,
 মিথ্যাদ্‌ষ্টি মূর্থ মানব, না হই যেন পশু-পাখী ।
 অনির্বাণকাল লাভ হয় যেন, স্বর্গ আর মানব জীবন,
 বুদ্ধের শাসনে জন্ম নিয়ে, লভি যেন সদা ত্রিশরণ ।
 দান, শীল, ভাবনায় রমিত, হয় যেন আমার মন,
 ক্ষমা-মৈত্রী-ভালোবাসায়, থাকি যেন আজীবন ।
 কোনো জন্মে কোনো কালে, না হই কখনো কৃপণতা,
 কৃপণতা ত্যাগের তরে, হই যেন বদান্যতা ।
 প্রভু! আমাকে আশীর্বাদ করো, লভি যেন আর্ঘ্যধন,
 শ্রদ্ধা-শীল-লজ্জা-ভয়, থাকুক আমার সর্বক্ষণ,
 শ্রুত-ত্যাগ-প্রজ্ঞা এই, সপ্ত আর্ঘ্যধনে ধনী,
 ইহ-পরকাল জন্মে-জন্মে, হতে পারি যেন আমি ।
 জ্ঞানী-গুণী মহাপুরুষের, লভি যেন তাঁর শরণ,
 মৈত্রী-করণা মুদিতায় আমার, জীবন হোক গঠন ।
 দান, শীল, পুণ্য কর্মে, পাই যেন স্বাধীনতা,
 তব আশীষ পেতে প্রভু, লিখেছি আমি এই কবিতা ।
 ভাস্তে তুমি মহাজ্ঞানী, আশীর্বাদ করো মোরে,
 সারা জীবন থাকি যেন, পুণ্যের পথ ধরে ।
 পুণ্যের বাঁধনে ভালোবাসায়, অহিংসার মহানতায়,
 জীবন সার্থক হয় যেন, মৈত্রী-করণা-মুদিতায় ।
 অনাগত আর্ঘ্যমিত্র, সেই সমুদ্রের শাসনে,
 লভি যেন প্রতিসন্ধি, পরম নির্বাণ অর্জনে ।
 আসব তৃষ্ণা মুক্ত হয়ে, নির্বাণ হোক দর্শন,
 জন্ম-মৃত্যু নিরোধ করে, হই যেন পরম ।
 তোমার সমীপে আমার প্রভু, এইটুকু মিনতি,
 আশীর্বাদ করো তুমি মোরে, জানাই হাজার প্রণতি ।
 আজ শুভ জন্মদিন তোমার, ৮ই জানুয়ারি,
 তব জয় রবে রণিত হোক, মর্ত্য-স্বর্গপুরী ।

এসো সবে ভাস্তের জন্মদিনে, লভিতে তাঁর শরণ,
ভাস্তের শুভ জন্মদিনটি, আনন্দে করি বরণ।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ২৭-০৭- ২০০৮ইং, স্থান-মিলনপুর প্রজ্ঞারণ্য কুটির, মহালছড়ি
বি:দ্র: পরম পূজ্য বনভাস্তের শুভ জন্মদিনে ভাস্তের সমীপে শ্রদ্ধা ও প্রার্থনা
নিবেদনের জন্য আমি শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা আদর্শী চাকমাকে উক্ত কবিতাটি লিখে
দিয়েছি।

আশীর্বাদ দাও প্রভু

কিভাবে জানাবো তোমায়, অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা,
নাই আমার ততটুকু ধর্মজ্ঞান, নাই তেমন কোনো প্রজ্ঞা।
নিবেদন করবো তোমায়, শুধু শ্রদ্ধা ভক্তি প্রণাম,
শুভ হোক তব জন্মদিনটি, হোক বিশ্বপ্রাণীর কল্যাণ।
বিশ্বপ্রাণীর কল্যাণার্থে, জন্ম নিয়েছ তুমি ভবে,
তব ধর্মদেশনার মর্মার্থ, বুঝতে পারি যেন সবে।
তোমার বাণীতে মুক্তির পথ, হোক মোদের সুগম,
তব ছায়ায় তব দয়ায়, থাকব মোরা আজীবন।
বুদ্ধের সমীপে প্রার্থনা মোর, ভাস্তের আয়ু হোক দীর্ঘ,
ভাস্তের করুণায় যেন সবাই, মরণে পাই স্বর্গ।
জনমে জনমে শ্রেষ্ঠ সুখ, লভিয়া সদা ভুবনে,
অজর-অমর হই যেন, অবশেষে নির্বাণে।
যতদিন নির্বাণ রাজ্যে, পৌঁছিতে না পারি,
জন্মে জন্মে আর যাতে, না হই আমি নারী।
চারি অপায় বন্ধ হোক, জন্মে জন্মে আমার,
ধন্য করো ওগো প্রভু, আশীর্বাদ দিয়ে তোমার।
এই জীবনে নারী হয়ে, জন্ম নিয়েছি ধরায়,
নারী বলে প্রব্রজ্যা নিতে, পারছি না তব ছায়ায়।
প্রব্রজ্যা হবার কত সাধ, জাগে আমার জীবনে,
এসেছি আমি নারী হয়ে, অতীত কর্মের কারণে।
কর্মের দোষে-দোষী আমি, জন্মেছি তাই নারী,
নারী জন্ম অবসান করতে, পুণ্যের ফলে যেন পারি।

কোন পাপের ফলে নারী জনম, নিয়েছি আমি জানি না,
ক্ষমো প্রভু সকল অপরাধ, আমি অভাগিনী রোপিণা।
নারী জনম থেকে মুক্তি পেতে, থাকে যেন ধর্মজ্ঞান,
সম্যক পথের পথিক হতে, বর্ধিত হোক সম্যক ব্যায়াম।
অতীতে যেই অকুশলকর্ম করে, হয়েছি আমি নারী,
জীবনে যাতে সেই অকুশল, কোনোকালে না করি।
ভাস্তের সমীপে করজোড়ে, এই প্রার্থনা মোর,
পুরুষত্ব লাভ করে জন্মে জন্মে, হই যেন ভাল নর।
পঞ্চশীল সদা আমি, ইহকালে করিয়া পালন,
জ্ঞানী ধার্মিক সৎপুরুষ, করি যেন জন্ম ধারণ।
জগৎ পূজ্য অনাগত, আৰ্যমিত্র সম্যক সম্বন্ধের-
শাসন লভি মুক্তি পাই যেন, মারের সাথে যুদ্ধে।
আৰ্যমিত্র সম্বন্ধের শাসন, করে আমি লাভ,
ধ্বংস করতে পারি যেন, জন্ম-মৃত্যু শোক-তাপ।
আকুলিত প্রাণে প্রার্থনা মোর, প্রভু তোমার কাছে,
মুক্ত তুমি, জ্ঞানী তুমি, অবিদ্যা, তৃষ্ণা ক্লেশ নাশে।
ধন্য হোক শুভ হোক, শুভ জন্মদিনটি তোমার,
সম্যক চেতনায় ধর্মজ্ঞান, বর্ধিত হোক আমার।
আজ তোমার জন্মদিন বলে, কতই না খুশী আমি,
জানুয়ারি আট তারিখ, পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছ তুমি।
জন্ম নিয়ে এমন জীবন, করেছে তুমি গঠন,
নিজে মুক্ত হয়ে অপরে, শিক্ষা দিতেছ এখন।
তোমার জন্ম তোমার ধর্ম, জগতের কল্যাণে,
বেঁচে থেকো কল্পকাল প্রভু, অনুকম্পা করে ভুবনে।
ভুবন মোহন তোমার জীবন, অহিংসা তোমার বাণী,
শান্তির নীড় খুঁজতেছে আজ, হাজার হাজার প্রাণী।

সাপু! সাধু! সাধু!

তাং:২১-০৭-২০০৯ইং, স্থান: মিলনপুর প্রজ্ঞারণ্য কুটির, মহালছড়ি।
বি:দ্র: শ্রাবকবুদ্ধ পরম শ্রদ্ধেয় বনভাস্তের শুভ জন্মজয়ন্তীতে ভাস্তের সমীপে বিশেষ
প্রার্থনা ও প্রাণঢালা শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সদ্ধর্মের অনুরাগী শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা
রোপিণা চাকমাকে আমি এই কবিতাটি লিখে দিয়েছি।

তোমার চরণে আমি

জন্ম-মৃত্যু জয় করিতে, এই ভবের মাঝে,
 এসেছ তুমি জনম নিয়ে, বৌদ্ধ জাতির কাছে ।
 সূর্যের মত জ্ঞানালো দিতে, এই অবিদ্যা আঁধারে,
 বেছে নিয়েছ সন্ন্যাসী ধর্ম, না থেকে এই সংসারে ।
 এই তোমারি মত, নেই বুঝি আর কেউ,
 পৃথিবীতে তুমিই শ্রেষ্ঠ, মোদের আশীষ দিও ।
 তোমার দর্শন লাভে প্রভু, ধন্য হলাম আমি,
 প্রেরণা পেলাম পালন করতে, তোমার মুক্তির বাণী ।
 অজ্ঞানীদের জ্ঞান দিতেছ, ছড়িয়ে দিয়ে আলো,
 অবিদ্যা তৃষ্ণা ক্ষয় করে তুমি, হয়েছ মহান ভালো ।
 বিস্ময় মুগ্ধ হই যে আমি, তোমার দেশনা শুনে,
 নির্মল হয় চিত্ত-অন্তর, শ্রদ্ধা জাগে প্রাণে ।
 তোমার দেশনা শুনি আমি, পবিত্র করতে অন্তর,
 তুমি মহান আর্য্যশ্রাবক, তুমি অতি সুন্দর ।
 তোমার আশীষ পেতে আমি, থাকবো তোমার শাসনে,
 শ্রদ্ধা ভক্তি অন্তরে রেখে, সেবিব তোমায় জীবনে ।
 তুমি এমন মহাজ্ঞানী, বুদ্ধজ্ঞানের চাঁদ,
 আলো জ্বেলে দিয়েছ ধরায়, তুমি সত্য জ্ঞানে অপ্রমাদ ।
 তোমার জ্ঞানের আলোকে আজ, পথ খুঁজে পেয়েছি আমি,
 ডুবে যেতাম অন্ধকারে, যদি না আলো দিতে তুমি ।
 জীবন চলার পথ আজ, হয়েছে মোদের সুগম,
 সত্যপথে চলার প্রয়াস, পেয়েছি সবাই এখন ।
 অজ্ঞান মিথ্যাদৃষ্টি পথ ভুলে, বৌদ্ধ জাতি আজি,
 জ্ঞানের সন্ধান করিতেছে, মুক্তির প্রয়াস লাগি ।
 তোমার মুক্তির বাণী শুনতে, নিত্য ভক্তগণ আসে,
 নির্বাণপথের সন্ধান যাতে, পাই তব কাছে ।
 বুদ্ধজ্ঞানের অধিকারী, বুদ্ধের শ্রাবক তুমি,
 আশীর্বাদ করো বুদ্ধজ্ঞান, পাই গো যেন আমি ।
 জীবনে-মরণে তব শিক্ষা, গ্রহণ করে নেবো,
 ক্রমে ক্রমে মুক্তির সন্ধান, একদিন আমি পাবো ।

এই বিশ্বাস অন্তরে রেখে, চলিব জীবনপথে,
 অপায় দুঃখে না পড়ি যেন, আমি কোনো মতে ।
 প্রতিদিন তোমার কাছে, আমার এই প্রার্থনা,
 পূর্ণ হয় যেন প্রভু, আমার মুক্তির বাসনা ।
 সাধু! সাধু! সাধু!

রচনা তাং: ১৭-০৯ ২০০৯ইং, স্থান: মিলনপুর বনবিহার, মহালছড়ি ।

প্রার্থনা করি

তুমি মহাত্যাগী মহাজ্ঞানী, প্রভু বনভাস্তে,
 ক্ষমা করে দিও মোরে, যদি পাপ করি অজানতে ।
 প্রণাম জানাই প্রভু আমি, তোমার শ্রীচরণে,
 কুশল কর্মে থাকি যেন, বাঁচি যত জীবনে ।
 সুখে থাকি যেন আমি, ভাস্তে তব ছায়ায়,
 দুঃখ-বিপদ না আসুক মোর, তব দয়া কৃপায় ।
 প্রভু আমি যতদিন, যেতে না পারি নির্বাণে,
 কুশল কর্মের পুণ্য চেতনা, থাকে যেন প্রাণে ।
 আসুক যত বাঁধা-বিঘ্ন, করতে পারি যেন জয়,
 কোনো কালে না হোক মোর, দুঃখ পরাজয় ।
 জনম জনম সুখের আশা, পূর্ণ হোক মোর বাসনা,
 কোনো কালে না পাই যেন, অপায় দুঃখ যন্ত্রণা ।
 জন্মে জন্মে প্রতিকূপ দেশে, লভি যেন জনম,
 তব কাছে এ প্রার্থনা মোর, হে পতিত পাবন ।
 অনাগত আর্যমিত্র, সম্যক সম্বুদ্ধের শাসনে,
 তৃষ্ণা ক্ষয় হয় যেন মোর, বুদ্ধের দেশনা শ্রবণে ।
 তাবৎ কাল যেন আমি, স্বর্গে যেতে পারি,
 কোনো কালে চারি অপায়ে, যাতে আমি না পড়ি ।
 তুমি মহাজ্ঞানী মহাপ্রভু, হয়েছ স্বাধীন মুক্ত,
 আমিও যেন অশান্ত চিন্ত, করতে পারি শান্ত ।
 সাধু! সাধু! সাধু!

আমার প্রার্থনা

নমি প্রভু বনভাস্তে, নমি তোমায় নমি,
 তব আশীষ পাই যেন, জন্মে জন্মে আমি।
 প্রভু আমি বন্দি তোমায়, তোমারি শ্রীচরণ,
 রুদ্ধ হোক চারি অপায়, দুঃখ হোক বারণ।
 নতশিরে প্রণাম তোমায়, আশীর্বাদ করো প্রভু,
 শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা থেকে, ভেসে না যায় কভু।
 আমি তোমায় স্মরণ করি, ওগো প্রভু বনভাস্তে,
 জ্ঞান দিয়ে সত্য মিথ্যা, পারি যেন জানতে।
 তব আশীষ চাই আমি, মারকে করতে জয়,
 শীল-সমাধি, স্মৃতি-প্রজ্ঞায়, তৃষ্ণা করতে ক্ষয়।
 নির্বাণের পথ হোক সুগম, তোমার আশীর্বাদে,
 সাক্ষাৎ হয় যেন আমার, আর্য্য জ্ঞানীর সাথে।
 ভিক্ষা চাই তব আশীষ, এই দুঃখে ভরা জীবনে,
 দুঃখ নিরোধ করে অতি, ঠাঁই লভিতে নির্বাণে।
 শ্রদ্ধা চিন্তে প্রণমি আমি, তোমার চরণ তলে,
 চিন্তে যেন শান্তি আসে, মার্গ জ্ঞানের ফলে।
 ধৈর্য্য-সহ্য, ক্ষমা-মৈত্রী, থাকে যেন মোর মনে,
 হতে পারি যেন ধনী, বুদ্ধজ্ঞানের ধনে।
 লৌকিক সুখে সুখীত আর ধর্ম জ্ঞানে-জ্ঞানী,
 হই যেন জন্মে জন্মে, নিরহঙ্কার আমি।
 হে প্রভু তোমার সমীপে, আমার এই মিনতি।
 রোগ-ব্যাদি বিনাশ হয়ে, অন্তরে আসুক প্রীতি।
 জন্ম হলে এই সংসারে, নেই তো কোনো সুখ,
 ক্লেশদুঃখ স্কন্ধরোগে, নিত্য কাঁদে বুক।
 এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে, করছি আকুল প্রার্থনা,
 ধ্বংস হোক রোগ-ব্যাদি, ক্লেশ দুঃখ যন্ত্রণা।
 ক্লেশ রোগের চিকিৎসক তুমি, হে পতিত পাবন,
 ধর্মের ঔষধ দাও গো মোরে, দুঃখরাশি করতে বারণ।
 রোগ-শোক হতে অচিরেই, মুক্তি যেন পাই,
 হে প্রভু বনভাস্তে, আশীর্বাদ করো আমায়।

রোগ-ব্যাদি হতে মুক্ত হয়ে, থাকি যেন সংসারে,
 চিত্ত শুদ্ধ, ধর্ম জ্ঞান, আসুক মোর অন্তরে ।
 সংসারে সঞ্চারণ কালে, হই যেন রোগহীন,
 আপদ-বিপদ, দুর্ঘটনা, না হোক মোর কোনোদিন ।
 হীন চিন্তা, হীন কর্ম, না আসুক কখনও মনে,
 মুক্তির চিন্তায় আর্য্য জ্ঞান, লভি যেন ধ্যানে ।
 প্রার্থনা করি হাত জোড় করে, অবনত শিরে,
 করুণা সাগর বনভাস্তে, আশীর্বাদ করো মোরে ।
 তব আশীষ যোগাবে আমায়, পরম মুক্তির প্রেরণা,
 চিত্ত থেকে ধ্বংস করতে, অবিদ্যা ক্লেশ তৃষ্ণা ।
 সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ১১-১২-২০০৮ইং, স্থান: রত্নাকুর বনবিহার, নানিয়ারচর ।

সত্যের সূর্য বনভাস্তে

ভাস্তে তোমার শুভ জন্মদিনে, জানাই তোমায় বন্দনা,
 সুদীর্ঘ বার বছর তুমি, করেছ বনে সাধনা ।
 তুমি গভীর জঙ্গলে রয়েছিলে, অনাহারে অনিদ্রায়,
 বাঘ-ভালুকের বাসস্থানে, অহিংসা-মৈত্রী-করণায় ।
 প্রভু তব জীবনের মহিমা, সাগরের চেয়েও গভীর,
 বৌদ্ধ জাতির সত্যের সূর্য, হয়েছ জ্ঞানে মহাবীর ।
 একাকী বনে রয়েছ তুমি, মুক্তির মহৎ প্রাণে,
 সংসার বন্ধন ছিন্ন করতে, ছিলে কঠোর ধ্যানে ।
 হিংস্র জন্তু জীবকে তুমি, অহিংসা মৈত্রী বলে-
 শান্ত করে রেখেছিলে, সেই গভীর জঙ্গলে ।
 তোমার জীবন অতিশয় মহান, পেয়েছ নির্বাণ ধর্ম,
 সত্যের সাধক, ধর্মের ধারক, বিমুক্তি তোমার কর্ম ।
 বৌদ্ধ জাতির জীবনে তুমি, বুদ্ধ সূর্যের আবির্ভাব,
 হই যেন আলোকিত, করো প্রভু আশীর্বাদ ।
 শাস্ত্র সুখ পেয়েছ তুমি, অজর-অমর নির্বাণ,

সেই সুখের তরে হবো আমি, সত্যধর্মে আগুয়ান ।
 ত্রিলোকেতে উদিত এক, বুদ্ধ সূর্য তুমি,
 তোমার মহিমায় আলোকিত, হয়েছে ত্রিলোকভূমি ।
 তুমি বুদ্ধজ্ঞানে ত্রিভুবনে, সবার চেয়ে ধনী,
 তাই আমি মুগ্ধ হয়ে, তোমার বাণী শুনি ।
 অবিদ্যা আঁধারে দিয়েছ জেলে, তোমার জ্ঞানের আলো,
 তোমার দুর্লভ মুখের বাণী, শুনতে লাগে ভালো ।
 তুমি তৃষ্ণা ক্ষয় করে আছ, সোপাদিশেষ নির্বাণে,
 ধাবিত তাই তোমার চিত্ত, নিবৃত্তি সুখের পানে ।
 নিবৃত্তি সুখের বাণী তুমি, শোনাও মোদের প্রতিদিন,
 আজ তোমার ৯১ তম, সুন্দর শুভ জন্মদিন ।
 ভিক্ষু-শ্রামণ, দায়ক-দায়িকা, পুলকিত মনে,
 সমবেত হয়েছে আজ, তোমার শুভ জন্মদিনে ।
 দাও প্রভু জ্ঞানের আলো, সত্যধর্মের বাণী,
 সেই আলোকে মুছে যাক, আছে যত দুঃখ গ্লানি ।
 সুখ যাতে বয়ে আসে, সকল জীবের জীবনে,
 তোমার কাছে এই প্রার্থনা, দাও গো আশীষ কল্যাণে ।
 রাজবন বিহারে আছ তুমি, আমরা কত ভাগ্যবান,
 বিশ্বাস করি এই যুগের, তুমি সবার ভগবান ।
 সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ১১-১০-২০০৯ইং, স্থান: মিলনপুর বনবিহার, মহালছড়ি ।

তুমি বড় মহাপুরুষ

কত বড় মহাপুরুষ, ছিলে তুমি বনভাস্তে,
 এই কথাটি দেব-মানব, পারুক সবাই জানতে ।
 পুড়ে গেছে রাজবাড়ি, হয়ে গেছে সব ছাই,
 তোমার ছবি যায়নি পুড়ে, তুমি মহাপুরুষ তাই ।
 মহাপুরুষ মহাজ্ঞানী, পৃথিবীতে ছিলে তুমি,
 অশান্ত মানুষ হয়েছে শান্ত, তোমার অমৃত বাণী শুনি ।

যুগে যুগে থাকবে প্রভু, তোমারি কীর্তিগাথা,
 স্মরণ করবে বৌদ্ধ জাতি, ক্ষণে ক্ষণে তব কথা ।
 জীবের কল্যাণে তুমি, দিয়েছ বিলিয়ে জীবন,
 হিংসা-বিদ্বেষ-মোহ নয়, অহিংসা তোমার শাসন ।
 করেছ বন্ধন ছিন্ন তুমি, মারের বন্ধন হতে-
 মুক্ত এখন হয়েছ স্বাধীন, চলে গেছ নির্বাণেতে ।
 মাগি তব চরণতলে, পরম সত্যের সন্ধান,
 পাই যেন অতি মোরা, পরম সুখ নির্বাণ ।
 জন্ম তোমার সার্থক প্রভু, করেছ জীবন ধন্য,
 পৃথিবীতে জন্ম তোমার, সকল প্রাণীর জন্য ।
 তোমার উপদেশ শুনি মোরা, মন-প্রাণ খুলে,
 জীবনে তোমায় যাবো না প্রভু, কোনো কালে ভুলে ।
 পরম গুরু ছিলে তুমি, দেব-মানব গণের,
 অধিকারী ছিলে তুমি, আর্য্য সত্য জ্ঞানের ।
 তব সেই সত্যের ধ্বনি, আজও পড়ে মনে,
 যদিও ভস্তু মোদের ছেড়ে, চলে গেছ নির্বাণে ।
 চলে গেছ তুমি ছেড়ে, হাজার হাজার ভক্তগণ,
 খুঁজে ফেরে তোমায় আজও, এই অবুঝ মন ।
 সবার হৃদয়ে আছ তুমি, থাকবে প্রভু চিরদিন,
 কখনো তোমায় ভুলবো না, বাঁচি মোরা যতদিন ।
 কাঁদে আজও মোদের হৃদয়, মনে পড়ে তোমায়,
 তব শাসন পেয়েছি প্রভু, কৃতজ্ঞ প্রণাম জানাই ।
 তুমি প্রভু মহাপুরুষ, মোরা সকলে তা জানি,
 নির্বাণ তোমার ধর্ম দেশনা, অমূল্য তোমার বাণী ।
 ভস্তু তুমি চলে গেছ, আমার ভুবন নির্বাণে,
 জন্ম-জরা, ব্যাধি-মৃত্যু, দুঃখ নেই যেখানে ।
 ওগো প্রভু বনভাস্তে, যে জন বলে তুমি অরহত নয়,
 সেজন বিশ্ববাসীর কাছে, মূর্খ বলে হয় পরিচয় ।
 ছিল তোমার অলৌকিক শক্তি, বিবিধ ঋদ্ধিজ্ঞান,
 পারতে তুমি ধ্বংস করতে, এক সেকেণ্ডে ধরাধাম ।
 পরাশক্তিধর রাষ্ট্র যত, আছে এই পৃথিবীতে,

বলতে তুমি কিছুই নয়, সেই দেশ ছাই করতে ।
 রাজশক্তি, জনশক্তি, ধনশক্তি, অস্ত্রশক্তি আর,
 মারশক্তি, ধ্যানশক্তি, জ্ঞানশক্তি—সাত প্রকার ।
 এই সাত প্রকার শক্তির মধ্যে, ধ্যান আর জ্ঞানশক্তি,
 যিনি আয়ত্ত করতে পারে, কিছুই নয় তার ঐ পাঁচ শক্তি ।
 ছিল তোমার ধ্যান আর জ্ঞানশক্তি, তাই তুমি শক্তিমান,
 জগৎ দুর্লভ শ্রেষ্ঠ মহান, ঋদ্ধিবলে বলীয়ান ।
 প্রতাপশালী সূর্যকে তুমি, ঋদ্ধিশক্তি দিয়ে পারতে-
 ইচ্ছা করলে বরফের মত, শীতল করে ধরতে ।
 তাই তুমি মহাপুরুষ, অলৌকিক ঋদ্ধিমান,
 তোমার জীবনের ইতিহাস, মহতের চেয়েও মহান ।
 সাধু! সাধু! সাধু!

তারিখ: ২৬/০৫/২০১৩ইং, স্থান : মৈত্রীবন বিহার, চট্টগ্রাম ।

হে গুরুদেব বনভাস্তে

প্রণাম তোমায় হে গুরুদেব, সকৃতজ্ঞ চিন্তে-
 ধন্য করতে মোদের জীবন, তব আশীষ পেতে-
 চাই মোরা অবিরত, তোমার শীতল ছায়া,
 মোদের প্রতি করুণা করে, করো প্রভু দয়া ।
 জীবন চলার পথ মোদের, হয় যেন সুগম,
 তোমার মত লোকান্তর জ্ঞানে, দুঃখ হোক নিবারণ ।
 তুমি মোদের পরম গুরু, পরম আশ্রয় দাতা,
 তাই কৃতজ্ঞতায় প্রতিদিন, স্মরি তোমার কথা ।
 দুই হাজার বার সালে, দশটি বছর পেরিয়ে,
 সদ্য স্থবির হয়েছি যারা, ত্রিপিটক বই ছাপিয়ে-
 গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তোমায়, করছি মোরা দান,
 গ্রহণ করো হে গুরুদেব, মোদের সশ্রদ্ধ প্রণাম ।
 দেওয়ার মত নেই কো মোদের, অন্য তেমন কিছু,
 হৃদয় নিগুড়ানো গভীর শ্রদ্ধা, জানাই নিয়ত শুধু ।

বলেছিলে অতীতেও, আমাদের গুরু ছিলে তুমি,
 শ্রদ্ধা জাগে তব মুখে, এই কথাটি শুনি।
 ইহ জীবনেও পেয়েছি তোমায়, লোকোত্তর গুরু হিসেবে,
 মুক্তির লাগি তব ছায়ায়, প্রব্রজ্যা নিয়েছি সবে।
 ভাস্তে তুমি মোদের সবার, পরম উপকারী,
 ঠাই দিয়েছ তব শাসনে, কখনও তোমায় ভুলতে নারি।
 চির কৃতজ্ঞ তোমার প্রতি, থাকবো মোরা আজীবন,
 আশীর্বাদ করো ধর্ম জ্ঞানে, জীবনটা হোক গঠন।
 তোমার মত প্রাণী যত, কেউ নেই আর ত্রিভুবনে,
 সার্থক জীবন হয় গো যেন, তব সুন্দর সুশাসনে।
 ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু, হোক মোদের উদয়,
 অবিদ্যা তৃষ্ণা অন্তর থেকে, অচিরেই হোক ক্ষয়।
 জন্ম-মৃত্যু অবসান করতে, দাও আশীষ ঢেলে,
 অপায়গতি রোধ হয় যেন, তব ছায়া তলে।
 আমরা সবাই মহাভাগ্যবান, পেয়েছি তব শাসন,
 নয়তো অনেক পাপের স্রোতে, ডুবে যেত এই জীবন।
 তব শাসন পেয়ে আজি, অহিংসা মৈত্রী ভেলায়,
 দুঃখসাগর পাড়ি দিতে, চেষ্টা করছি সবাই।
 মোদের পরম গুরু তুমি, করি শ্রদ্ধা নিবেদন,
 তব শাসনে সদ্ধর্মে রত, থাকি যেন নিমগন।
 দেব-মানবের পূজ্য তুমি, সার্থক তব জীবন,
 জ্ঞান সাধনায় হয় গো যেন, তব শাসনে মরণ।
 জ্ঞান লাভে যেন লভি, অমর নির্বাণভূমি,
 হে গুরুদেব বনভাস্তে, আশীর্বাদ করো তুমি।
 জ্বলে উঠুক মোদের অন্তরে, বুদ্ধজ্ঞানের সবিতা,
 তোমারি স্মরণে শ্রদ্ধা প্রাণে, মোদের এই কবিতা।

সাপু! সাপু! সাপু!

তাং-২৪-০১-২০১২ইং, স্থান: প্রশান্তি অরণ্য কুটির, আটারকছড়া, লংগদু।

বারে বার চাই

তুমি সত্যধর্মের অগ্রপথিক, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ মোরা,
 অহিংসা ধর্মে নতুন উদ্যমে, জাগ্রত করেছ এই বসুন্ধরা ।
 নিজে জাগ্রত হয়ে প্রভু, জাগালে বৌদ্ধ জাতিকে,
 দেখালে পথ, শেখালে তুমি, সঠিক বুদ্ধ ধর্মকে ।
 বুদ্ধ ধর্মের পরম জ্ঞানে, ছিলে তুমি মহাজ্ঞানী,
 বুদ্ধের শ্রাবক, প্রাজ্ঞপুরুষ, অনন্ত জ্ঞানের খনি ।
 তোমার সেই জ্ঞানালোকে, আলোকিত আজ সবাই,
 তাই স্মরণ করছি ভাস্তে তোমায়, চির কৃতজ্ঞতায় ।
 জীবের জন্য জীবন দিয়ে, করেছ তুমি সাধনা,
 মুক্তি লভি, দেব-মানবের, দিয়েছ জেগে চেতনা ।
 শমথ, বিদর্শন জ্ঞান সাধনায়, নিজেকে করেছ মুক্ত,
 বুদ্ধজ্ঞানে নির্বাণ পুকুরে, হয়েছে চির সিক্ত ।
 তাই তুমি শ্রাবকবুদ্ধ, বুদ্ধজ্ঞান লভি,
 সংসার অকূল সাগরে আর, যাবে না কখনো ডুবি ।
 নির্বাণ শান্তিতে সিক্ত তুমি, অমর সুখেতে অম্লান,
 হয়েছে আজি জগৎ পূজ্য, ভুলব না তব অবদান ।
 ধন্য তোমায় দর্শন পেয়ে, মোদের এই জীবন,
 ধর্মের সঠিক মার্গপথে, হয় গো যেন মরণ ।
 তোমারি মত মহাপুরুষ, অনির্বাণকাল জীবনে,
 দর্শন পাই যেন সদা, জনমে জনমে বুদ্ধ শাসনে ।
 কখনো যাতে অধোপাতে, না যাই প্রভু আমি,
 সঠিক পথে মার্গস্রোতে, বুদ্ধজ্ঞানে হই ধনী ।
 মহাপুরুষ দর্শন পাওয়া, অতি দুর্লভ ব্যাপার,
 প্রার্থনা করি জনমে জনমে, সুলভ হোক আমার ।
 অধর্ম আর অকুশল পাপে, লিপ্ত যেন না হই,
 লোভ, দ্বেষ, মোহ, জালে, যেন ডুবে না রই ।
 জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশল আমার, অন্তরে যেন থাকে,
 সদা জাগ্রত ব্যক্তির ন্যায়, রাখতে পারি নিজেকে ।
 ক্ষমা, মৈত্রী ভালোবাসায়, ভালো কর্মে জীবনে,
 চলার পথ হোক গঠন, মহান ত্রিরত্নের শরণে ।

তোমার কাছে ওগো ভাস্তে, এই মোর প্রার্থনা,
 জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, অতি দুঃখ যাতনা-
 হইতে আমি পরিদ্রাণ, পাই গো যেন অতি,
 বুদ্ধজ্ঞানে চিত্ত আমার, হোক নির্বাণগতি ।
 তোমারি মত নিজেকে আমি, উদ্ধার করিতে-
 পারি যেন লোকোত্তর ধর্ম, সহজে বুঝিতে ।
 নিজেকে উদ্ধার করেছে তুমি, মাররাজ্য হতে,
 আশীর্বাদ মাগি তব কাছে, দুঃখমুক্তি পেতে ।
 তুমি আজ নেই প্রভু, চলে গেছ নির্বাণ,
 তব শুভ জন্মদিনে, করছি মোরা তোমায় স্মরণ ।
 নির্বাণ গেলেও মোদের হৃদয়ে, থাকবে তুমি চিরদিন,
 কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করবো, বাঁচি পৃথিবীতে যতদিন ।
 তুমি স্মরণীয় বরণীয়, সর্বকালের সর্ব সেরা,
 তব শাসনে জীবন যেন, সপে দিতে পারি মোরা ।
 আর্ষসত্যের সঠিক মর্ম, মোদের হৃদয় দর্পণে,
 ভেসে উঠুক অনাবিল জ্ঞান, দুঃখমুক্তি সাধনে ।
 এই বর আমি তব সমীপে, প্রভু বারে বার চাই,
 মারভুবন হতে যেন, সহজে মুক্তি পাই ।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ১২-০৬-২০১২ইং, স্থান: প্রশান্তি অরণ্য কুটির, আটারকছড়া, লংগদু ।

জাগালেন যিনি শেখালেন তিনি

এ দেশের বৌদ্ধ সমাজ, যখন কুসংস্কার অন্ধকারে-
 নিমজ্জিত ছিল তখন, রথীন্দ্র নাম ধরে,
 জন্ম নিলেন একটি শিশু, মোরঘোনা গ্রামে,
 উনিশশত বিশ সালে, অতি মহৎ জ্ঞানে ।
 প্রথম সন্তান হয়ে আসলেন, হারুমোহন ঘরে,
 মমতাময়ী বীরপুদির কোল আলোকিত করে ।
 শান্তশিষ্ট মহৎ হৃদয়, মহৎ প্রাণ তাঁর,
 জ্ঞানময় চালচলন, সবার সাথে ব্যবহার ।

শিষ্টাচার দেখে লোকে, অবাক হয়ে ভাবে,
 এখনও ছোট্ট শিশু তিনি, বড় হলে কি হবে।
 জানে না কেউ শিশুটি একদিন, জ্ঞানালো দেবে জ্বলে,
 শ্রামণ হয়ে জ্ঞানসাধনায়, থাকবে গভীর জঙ্গলে।
 বড় হতে হতে যখন তিনি, ঊনত্রিশ বছর হলেন,
 মায়ের কাছে আশীর্বাদ নিয়ে, চট্টগ্রামে গেলেন।
 নন্দনকানন বৌদ্ধ বিহার। তখনকার দিনে,
 শিক্ষিত ভিক্ষু বিএ পাস, দীপংকর ভাস্তের অধীনে।
 শ্রামণ হলেন ঊনিশশত, ঊনপঞ্চাশ সালে,
 শুভ ফাল্গুনী পূর্ণিমায়, সবকিছু ফেলে।
 গভীর শ্রদ্ধায় বিশ্বাস করতেন, বুদ্ধের বিনয়নীতি,
 লালন করতেন মনেপ্রাণে, অন্তরে রেখে প্রীতি।
 ধ্যান সাধনায় থাকতেন তিনি, অতি তন্ময় হয়ে,
 তাঁর সতীর্থ বন্ধু ছিল যারা, দেখতেন অবাক হয়ে।
 পরে তিনি ধ্যান সাধনার, পরিবেশ না পেয়ে,
 গুরুর নিকট বিদায় নিলেন, শুভ আশীর্বাদ লয়ে।
 ধনপাতায় গভীর বনে, চলে আসলেন তখন,
 বুদ্ধকে আসল গুরু মেনে, সাধনায় হলেন নিমগন।
 সেই বনেতে বাঘ ভালুক, ভয়ঙ্কর জন্তু ছিল,
 দেহকে তিনি তুচ্ছ করে, উৎসর্গ করে দিল।
 বাঘ ভালুকে মারলে মারুক, নেই তাতে ক্ষতি,
 দুঃখমুক্তির কথা ভেবে, শমথ বিদর্শন স্মৃতি-
 করতেন তিনি দিবা-রাত্র, জীবনের মমতা ত্যাগ করে,
 জ্ঞান না পেলে যাবো না আমি, এই জঙ্গল ছেড়ে।
 গহীন বনে থাকেন বলে, ভক্তগণের মাঝে,
 পরিচিত হলেন তিনি, বনশ্রামণ নামে।
 একাকী থাকেন সাধনা করেন, সেই বনের ভিতর,
 কেটে যায় দিন মাস, বছরের পর বছর।
 স্মৃতি জ্ঞানে অবস্থান করলেন, অনেক বছর জঙ্গলে
 তাঁর মহৎগুণ দেখে লোকে, শ্রদ্ধা করতেন সকলে।
 বনশ্রামণ বার বছর পর, যখন ভাস্তে হলেন,

তখন থেকে বনভাস্তে নামে, ভক্তগণে ডাকেন ।
 উপসম্পদা গুরুগণ, শ্রদ্ধেয় বনভাস্তেকে,
 সাধনায় তাঁর আনন্দ বলে, সাধনানন্দ নাম রেখে-
 দিলেন তাঁরা সেই সময়, উপস্থিত ছিলেন যারা,
 সাধনানন্দ সাধনা বলে, জাগিয়ে দিলেন ধরা ।
 উনিশশত একষষ্টি সালে, লভিলেন উপসম্পদা,
 হলেন তিনি সকল জীবের, অভয় জ্ঞানদাতা ।
 বৌদ্ধ ধর্মের সঠিক নীতি, দিলেন ভাস্তে বুঝিয়ে,
 অন্ধকারের বৌদ্ধ সমাজ, নতুন করে জাগিয়ে ।
 কুসংস্কারে নিমজ্জিত, ছিল যখন বৌদ্ধগণ,
 বনভাস্তে জ্ঞান দান দিয়ে, জেগে তুললেন জনগণ ।
 ভাস্তের ধর্ম জ্ঞান দানে, এখন আমরা সবাই,
 নানা কুশল কর্মে রত, বন্ধ করতে অপায় ।
 ভাস্তের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, আছে মোদের অন্তরে,
 তাঁর দেশনা উপদেশ তাই, গ্রহণ করি সাদরে ।
 ধর্ম আর অভয় জ্ঞান, করতেন তিনি দান,
 এই যুগের ভাস্তে মোদের, পরম পূজ্য ভগবান ।
 ধর্ম দানে জয় করেছেন, ভক্তগণের হৃদয়,
 উপদেশ দিতেন দয়া করে, জ্ঞান যাতে হয় উদয় ।
 জীবের প্রতি ভালোবাসা, দেখালেন তিনি এই যুগে,
 হিংসা, বিদ্বেষ পরিহার করে, থাকি যেন সুখে ।
 তাই সবাই কৃতজ্ঞতায়, ভাস্তেকে জানাই প্রণাম,
 যুগে যুগে স্মরণ করবো, ভাস্তের এই অবদান ।
 ভাস্তে যদিও আমাদের মাঝে, আর বেঁচে নেই,
 বেঁচে থাকবে যুগ যুগ ধরে, তাঁর উপদেশ শিক্ষাতেই ।
 আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, ব্যক্তিগত ভাবে,
 আমার হৃদয় থেকে বনভাস্তে, কোনোদিন হারিয়ে না যাবে ।
 এই অনিত্য জগতে ভাস্তে, যতদিন বেঁচে ছিলেন,
 ততদিন তিনি নির্বাণের শিক্ষা, উপদেশ দিয়ে গেলেন ।
 অবশেষে শ্রদ্ধেয় ভাস্তে, তিরানব্বই বছর বয়সে,
 মহাপরিনির্বাণ লাভ করলেন, সকল দুঃখ নিঃশেষে ।

ত্রিশ তারিখ জানুয়ারি, দুই হাজার বার সালে,
 বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা, স্কয়ার হাসপাতালে।
 ক্ষয় নির্বাণ লাভ করিয়া, অমর হয়ে গেলেন,
 ভাস্তের মত মুক্তি চাইলে, তাঁর শিক্ষাতে চলেন।
 সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ০৮-০৭-২০১২ইং, স্থান: প্রশান্তি অরণ্য কুটির, আটারকছড়া, লংগদু।

আকুল প্রার্থনা

হে প্রভু বনভাস্তে, তোমারি চরণে পড়ি,
 জানাই আকুল প্রার্থনা, আমি ভিক্ষু করুণাশ্রী-
 চারি অপায় রোধিতে, নির্বাণসুখ লভিতে।
 তুমি মহান তুমি মুক্ত, লিপ্ত নয় এই বিশ্ব জগতে।
 ফুলের তোড়া দিয়ে প্রভু, করছি তোমায় পূজা,
 ফুলের মত পবিত্র হৃদয়ে, মুক্তির পথ হোক সোজা।
 তব নিষ্প্রাণ দেহধাতু পূজিয়া, পুণ্য হয়েছে মোর যত,
 অপায় গতি রোধ হয় যেন, অনির্বাণকালের মত।
 পবিত্র হৃদয়ে অনাবিল জ্ঞানে, যত জনম করি সঞ্চরণ,
 দেব-মানবে ভালোবাসুক মোরে, সুন্দর ফুলের মতন।
 হে সুন্দর ফুলের তোড়া ফুল, মোর নাই জ্ঞান আমি বড় ভুল,
 তোমায় দিয়ে প্রভু ভাস্তেকে পূজি, অতিক্রমিতে সংসার অকূল।
 তোমারি সহায়তায় চাই গো পেতে, পরম শান্তির ঠিকানা,
 যেখানে গেলে পাবো না আমি, জন্ম-মৃত্যু-দুঃখ-যাতনা।
 পাই যেন সেই জ্ঞানের শক্তি, পূজ্য ভাস্তের দেহকে পূজি,
 জনমে জনমে সন্ধর্মের পুণ্যরসে, চিত্ত যেন থাকে মজি।
 পাপ অকুশল কর্ম ছাড়ি,
 ক্ষমা মৈত্রীর পথ ধরি,
 জীবন যেন চলে মোর,
 ছাড়ি মোহ অবিদ্যা ঘোর।
 সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ৩০-১-২০১৩ইং, স্থান: মৈত্রীবন বিহার, চট্টগ্রাম।

আজও কাঁদে প্রাণ

বুদ্ধশাসনে তোমায় পেয়ে, আমরা সবাই গর্বিত,
তোমারি মত মার্গজ্ঞানে, হই গো যেন প্রতিষ্ঠিত।
তুমি গেছ নির্বাণ চলে, তোমায় মোরা যায়নি ভুলে,
মন কাঁদে, প্রাণ কাঁদে, চোখ ভেসে যায় নয়ন জলে।
পূর্ণ হলো আজ একটি বছর, চলে গেছ তুমি নির্বাণে,
আমরা আছি অকূল সংসার, দুগ্ধে ভরা জীবনে।
তোমার পথের পথিক হতে, আমরা যেন পারি,
হৃদয় নিঙড়ানো অকৃত্রিম শ্রদ্ধায়, এই প্রার্থনা করি।
তোমায় হারিয়ে মোদের হৃদয়, আজি শূন্যতায় ভরা,
হয়েছি মোরা চিরতরে, যেন অভিভাবকহারা।
তোমার দেহটি এখন প্রভু, হয়ে আছে নিষ্প্রাণ-
কপিনের ভিতর দেখলে আজও, নীরবে কাঁদে প্রাণ।
হয়তো বা আমি মরে যাবো, কোনো একদিন,
ভাস্তের স্মরণে আমার এ কবিতা, থাকবে অমলিন।
স্মরণ করি প্রতিদিন, পূজ্য বনভাস্তেকে আমি,
বিশ্বাস করি তিনি একজন, ষড়ভিঙ্গা অর্হৎ জ্ঞানী,
আমি তাই লিখি বনভাস্তের, অনন্ত গুণের গুণগান,
দিয়ে গেছেন তিনি জীব জগতে, অভয় জ্ঞান, ধর্মদান।

সাপু! সাপু! সাপু!

তাং: ২৮-০১-২০১৩ইং, স্থান- মৈত্রীবন বিহার, চট্টগ্রাম।

এসো হে আবার

অল্লমাত্র মনোরম বনভূমি, আছে এই জন্মুদীপেতে,
অন্যদিকে খাড়া দুর্গম কন্টকময়, স্থান বেশী পৃথিবীতে।
তদ্রূপ জ্ঞানী, পণ্ডিত লোকের সংখ্যা, অতিশয় কম,
অধিক কিন্তু নরাধম-খল ব্যক্তি, যারা সদা পাপপরায়ণ।
প্রজ্ঞাবান, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শীলবান, ধার্মিক সদাচারি লোক,
দেখা যায় অতি নগণ্য, কিন্তু অধিক মূর্খ পাপীলোক।
ধরাধামে নরাধম, মূর্খ, অধিক হয়েছে বলে আজি,

বিশ্বজুড়ে হানাহানি, হিংসার দাবানল, লুণ্ঠরাজ বোমাবাজি ।
 আজ মানবের হৃদয় থেকে, মনুষ্যত্ব, হারিয়ে গেছে সবি,
 আমি মানুষ, শিক্ষিত-জ্ঞানী, করে কিন্তু এই দাবী ।
 মানুষ হতে হলে ভাল-মন্দে, জ্ঞান, হুঁশ থাকা চাই,
 মান-হুঁশ, জ্ঞান ছাড়া কী, কখনো মানুষ হওয়া যায়?
 বুদ্ধ বলেন- জ্ঞানহীন হলে মানব, পশুর সদৃশ হয়,
 ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, বুঝা তাদের বড় দায় ।
 অজ্ঞানী-মূর্খ অধিক বলে, পৃথিবী আজ বড়ই অশান্ত,
 দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, নিত্য নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব ।
 তাই আজি বিশ্বব্যাপী, অশান্ত অস্থির দেখা যায়,
 অহিংসা ধর্মের মন্ত্র ছাড়া, শান্ত হওয়া বড় দায় ।
 লোভ-দেষ-মোহের তাড়নায়, যেন ভ্রান্ত পথের পথিক,
 সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, জানতে পারছে না সঠিক ।
 এসো হে আবার করুণাধার, অহিংসার বাণী নিয়ে,
 ধুয়ে-মুছে দাও ধরাধাম, নিক্কাম প্রেমের ঝর্ণাধারা দিয়ে ।
 তোমায় ডাকি আকুল প্রাণে, এসো হে প্রভু আবার,
 তোমার পদধূলিতে অশান্ত পৃথিবী, শান্ত হোক বারবার ।
 অহিংসা মৈত্রী ভালোবাসায়, বজ্রকণ্ঠে বলে দাও,
 লোভ-দেষ-মোহ নয় আর, মৈত্রী চেতনা জাগাও ।
 মৈত্রী করুণা সন্ধর্মের চেতনা, জাগিয়ে দিতে তুমি,
 আনো প্রভু জ্ঞানের সবিতা, হোক নব জাগরণী ।
 জাগরিত হোক পৃথিবী আবার, সৎ জ্ঞানের চেতনায়,
 সিন্ধু হোক বিশ্বপ্রাণী, অহিংসা মৈত্রী করুণায় ।
 জীবের প্রতি নেই কোনো দয়া, নিষ্ঠুর হৃদয় যারা,
 জীবের দুঃখ আপন হৃদয়ে, বুঝে যেন তারা ।
 জীবের প্রতি ভালোবাসা, অহিংসা চেতনা জাগুক,
 নিজের প্রাণের মত করে, প্রাণীগণে ভালোবাসুক ।
 আকুল প্রাণে ডাকে তোমায়, অসহায় দুর্বল যত প্রাণী,
 বিলিয়ে দিতে অন্ধকার ভুবনে, অহিংসা মৈত্রী-করুণার বাণী ।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং- ২০/০৯/২০১৪ই, স্থান- লুম্বিনীবন বিহার, হরিণা ।

কেন ভিক্ষু হই?

প্রব্রজ্যা জীবনে টাকা আর নারী, শত্রু বলে জেনেছি,
 পূজ্য বনভাস্তের দেশনায়, আমি শ্রবণ করেছি।
 ভিক্ষুর যদি লোভ, তৃষ্ণা, অজ্ঞানতা বাড়ে মনে,
 সারা জীবন থাকতে পারে না, এই পবিত্র শাসনে।
 প্রব্রজ্যা নিয়ে টাকা ও নারীর সাথে, যেজন মজে থাকে,
 লোভ, তৃষ্ণা বেড়ে একদিন, সে কাপড় ছেড়ে যাবে।
 টাকা-পয়সা জমা করলে, ভোগ করার আশায়,
 লোভের মনটা সেই ভিক্ষুকে, হীন দিকে নিয়ে যায়।
 কিছু টাকা-পয়সা জমা করলে, নিজেকে বড় দেখে,
 কৃপমণ্ডকের মত সে, সাগরেতে আছি ভাবে।
 ভিক্ষু টাকা জমা করে যদি, কাপড় ছেড়ে গেলে,
 ভোগ করতে পারবে না সে, দান দেওয়া টাকা খেলে।
 নিজে না খেয়ে শ্রদ্ধা করে, দাতাগণ দান দিচ্ছেন টাকা,
 সেই টাকা কাপড় ছেড়ে ভোগ করলে, জীবনটা হবে বাঁকা।
 বাঁকা পথে যাবে তিনি, চারি অপায়ের দিকে,
 সে মানুষ হয়ে জন্মিলেও, পাবে দুঃখ শোক বুকে।
 পূজ্য বনভাস্তে বলেছিলেন, ধর্ম দেশনায় এই কথা,
 লোভ বাড়িয়ে লোভেতে পড়ে, শেষ করো না জীবনটা।
 লক্ষ-কোটি, ধন-সম্পদ ছেড়ে, ভগবান বুদ্ধের শিষ্যগণ,
 তখন স্ত্রী-পুত্র-রাজ্যত্যাগী, এসেছিলেন ভিক্ষুগণ।
 সেই সময়ের ভিক্ষুগণ কি! টাকা জমা করেছিলেন?
 পাপ দুঃখের ভয়ে যারা, বুদ্ধের দীক্ষা নিয়েছিলেন।
 বর্তমানে টাকা জমা, লেখা-পড়া, করছে ভিক্ষু-শ্রামণরা,
 বুদ্ধের ত্যাগ নীতি-শিক্ষা, পালন করছে কি তারা?
 বুদ্ধের শিক্ষা অতি শ্রেষ্ঠ, রাজার মত থাকতে হয়,
 অকারণে অবেলায় ভিক্ষু, কোথাও যাওয়া উচিত নয়।
 বুদ্ধ ভিক্ষুদেরকে দিয়েছিলেন, প্রাতিমোক্ষ শীল যেটা,
 শীল পালন না করলে হবে, কেশচ্ছেদন করা বৃথা।
 কেশচ্ছেদন করে রং কাপড় পড়ে, ভিক্ষু হই কেন?
 জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু থেকে, সহজে মুক্তি লভি যেন।

টাকা জমা, লেখা-পড়া, করার জন্য ভিক্ষু নয়,
 সেটা করলে বুদ্ধ ধর্ম, পায়ে দেওয়ার সামিল হয়।
 বুদ্ধধর্ম পায়ে দিয়ে, যদি হীন সাধনা করলে-
 জ্ঞানহারী হয়ে ভিক্ষু; পাপ দুঃখকে না দেখলে-
 মুক্তি লাভ দূরে থাকুক, এই সুন্দর পবিত্র জীবনে,
 থাকতে পারবে না জনম ধরে, মহান বুদ্ধের শাসনে।
 ভিক্ষু হয়ে মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সাধনা করিলে,
 ইহ-পরকাল কোনোদিন তার, সুখ শান্তি না মিলে।
 যদি আর তন্ত্র-মন্ত্র বৈদ্যকর্মে, কোনো ভিক্ষু থাকলে,
 বুদ্ধের শিক্ষা বাদ দিয়ে, সেটি আসল ভাবলে।
 মুক্তি পাওয়ার আশা নেই, কোনোকালে তার,
 বনভাস্তের দেশনায়, সেই সাধনা করলে মার।
 ভিক্ষু হয়ে মারের কথা, যদি বিশ্বাস করে,
 সেই ভিক্ষু চারি অপায়, নিশ্চয়ই যাবে পড়ে।
 বৈদ্য আর মাস্টারের নিকট, কোনো শিক্ষা না লওয়া,
 বুদ্ধের শিক্ষা নীতিগুলো, শ্রেষ্ঠ আসনে স্থান দেওয়া।
 ত্রিপিটক আর পালি ছাড়া, অন্য শিক্ষা করিলে,
 যাবে সোজা চারি অপায়ে, সেই ভিক্ষুটি মরিলে।
 যারা টাকা-পয়সা জমা করে, লেখাপড়া করছেন,
 তারা এই হীন শিক্ষানীতি, আসল বলে ভাবছেন।
 বুদ্ধের কথা ভুলে গিয়ে, মাষ্টারকে স্যার ডাকেন,
 শ্রেষ্ঠ বুদ্ধধর্ম নীতিকে তারা, নীচে ফেলে দিচ্ছেন।
 বুদ্ধকে অজ্ঞান দেখে যারা, মাস্টারকে দেখেন জ্ঞানী,
 ধর্মকে তারা নষ্ট করছেন, বনভাস্তের এই বাণী।
 বুদ্ধকে যদি জ্ঞানী ভাবতেন, বুদ্ধের শিক্ষায় থাকতেন,
 স্কুল-কলেজে না গিয়ে, জ্ঞানের শিক্ষা করতেন।
 শ্রদ্ধেয় বনভাস্তে প্রায় বলতেন, লেখাপড়া করলে,
 বোঝাতে আমি পারবো না তাদের, নরকে যাবে মরলে।
 লেখা-পড়া করে যারা, তারা বুদ্ধধর্ম মানে না,
 অনাথ আশ্রম, চাকরী করে, করছেন হীন সাধনা।
 ভিক্ষু হয়েও যারা থাকেন, হীন কর্মে নিয়োজিত,

মরণ হলে কী যে হবে! নয় তারা অবগত ।
 বনভাস্তে বলেছিলেন, কয়েকজন ভাস্তের কথা,
 মৃত্যুর পরে এখন তাদের, কী হয়েছে দশা !
 রাজগুরু ভাস্তে, রাষ্ট্রপাল, বিশুদ্ধানন্দ আরও,
 নরকে পড়ে দুঃখ পাচ্ছেন, দীপঙ্কর মহাথেরো ।
 ভাস্তের কথা বিশ্বাস করে, যারা হীন কর্ম ছাড়েন,
 বিনয়-নীতি শিক্ষা করে, শীল সমাধির পথ ধরেন ।
 নিশ্চয় সার্থক হবে তাদের, এই দুর্লভ প্রব্রজ্যা জীবন,
 ক্ষমা-মৈত্রী সংযমতায়, মানলে বুদ্ধের শাসন ।
 আমাদেরকে ভালো-মন্দ, বলে দিয়েছেন বনভাস্তে,
 আমরা কিন্তু রাজি নয় কেহ, ভাস্তের উপদেশ মানতে ।
 কোথায় আমাদের সুখ আসবে, ইহকাল পরকালে?
 হয় কী না তা ভেবে দেখুন, জ্ঞানীগুণীগণ সকলে ।
 আর যারা ভিক্ষু হয়ে, নারীর সাথে মজে থাকে,
 এই পবিত্র জীবনকে তারা, অপবিত্র করে ।
 কাপড় ছেড়ে যেতেই হবে, কামতৃষ্ণার কারণে,
 বিয়ে করে সংসার দুঃখে, পড়তে হবে জীবনে ।
 স্বামী-স্ত্রী হয়ে যেই, সংসারেতে সুখ পাই,
 সেই সুখের প্রলোভনে পড়ে, অনন্ত দুঃখে পড়ে যায় ।
 দিবা-রাত্র জীবনে তিনি, সীমাহীন দুঃখ পাবে,
 কামতৃষ্ণার আগুনেতে, জ্বলে পুড়ে মরে যাবে ।
 সংসারেতে ক্ষণিক সুখ, যে জ্ঞাননেত্রে দেখে,
 সুখভোগ করবো না আমি, সে প্রতিনিয়ত ভাবে ।
 সামান্য সুখ জ্ঞানীরা, কখনো তাঁরা না করে,
 ত্যাগই সুখ ভোগই দুঃখ, বুদ্ধের কথা ধরে ।
 বুদ্ধের কথা ধরে তাঁরা, ত্যাগ করে নারীকে,
 নারীজাতি যদিও আছে, নিত্য তার নিকটে ।
 নারী বাঘের হাতে যদি, কোনো ভিক্ষু পড়ে যায়,
 জ্ঞান হারা হয়ে তিনি, দুঃখে করে হায় হায় !
 দুঃখ পেলেও জানে না সে, শান্তি সুখে আছি ভাবে,
 কিন্তু জ্ঞানীরা তার দুঃখরাশি, দেখেন জ্ঞানচোখে ।

স্বামী-স্ত্রী সংসারী হয়ে, সুখ ভোগ করিলে,
 ভাস্তে কয় পাপ হয়, মুক্তি সহজে না মিলে।
 দুঃখ থেকে মুক্তি চাইলে, সুখ ভোগ ত্যাগ কর,
 আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ পথে, শীল সমাধির পথ ধর।
 এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ছাড়া, অন্য কোনো মার্গ নেই,
 দুঃখমুক্তির সোজা রাস্তা, যেতে হবে এ পথেই।
 বনভাস্তের উপদেশ ধরি, পবিত্র জীবন সাজাবো,
 অহিংসা মৈত্রী ভাস্তের শিক্ষায়, আমরা অপায় না যাবো।
 বনভাস্তের উপদেশ আমি, কবিতার সুরে লিখিলাম,
 কারো জীবনের সাথে মিলে গেলে, তজ্জন্য ক্ষমা চাইলাম।
 যদিও ভাস্তে আর বেঁচে নেই, আছে তাঁর উপদেশবাণী,
 ভাস্তের শাসন মেনে চলি, সার্থক করবো জীবনখানি।
 বনভাস্তের শাসন মানে, ভগবান বুদ্ধের শাসন,
 টিকে থাকবে এই দেশে, নিয়মনীতি করলে পালন।
 যুগ যুগ ধরে টিকে থাকুক, পূজ্য বনভাস্তের শাসন,
 বনভাস্তের অবদান মোরা, স্মরণ করবো আজীবন।
 সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ১৫-০৯-২০১২ইং, স্থান: প্রশান্তি অরণ্য কুটির, আটারকছড়া, লংগদু।

নারীর প্রলোভন

নারীরা হল মারের কন্যা, ভোলাবে তোমার মন,
 পড়ো না কখনো নারীর ফাঁদে, দেখাক যত প্রলোভন।
 সহাস্যে এসে তোমার কাছে, মিষ্টি সুরে বলবে কথা,
 বলবে আমায় বিয়ে কর, দেবো তোমায় প্রাণের সুধা।
 কিন্তু সেটা সুধা নয়রে, নারীর মায়া প্রলোভন,
 নারীর মায়া ভয়ঙ্কর ভেবে, জ্ঞান করো উৎপাদন।
 তাদের মিষ্টি হাসি মধুর কথায়, আছে মহা মায়া,
 নারীর মায়ায় মুগ্ধ হলে, নেমে আসবে দুঃখের ছায়া।
 নারীরা হল স্বার্থবাদী, তাদের নিয়ে সুখ খোঁজ না,
 বিয়ে করে সংসারী হলে, জীবন হবে যন্ত্রণা।

নারীর জীবনসঙ্গী হলে, হবে মহা ভয়াবহ,
 নিশ্চিত দুঃখ পেতেই হবে, জীবনে অহরহ ।
 নারীরা চাই সোনা-রূপা আর যেথায় আছে ধন,
 করবো আমি তাদের বিয়ে, নারীরা করে পণ ।
 উচ্চশিক্ষা, ধনসম্পত্তি, ‘খোঁজে’ আছে যত নারী,
 টাকা-পয়সা অর্থ বিভূ, সুন্দর সুন্দর ঘর-বাড়ি ।
 বনভাস্তে দেশনায় বলেন, বিড়ালের মত তারা,
 যেখানে পাই সেখানে যায়, স্বার্থবাদী নারীরা ।
 নারী বাঘ হতে সাবধান থেকো, মুক্তিকামী যারা,
 মন-চিন্তকে দূরে রাখবে, যদিও আসে তারা ।
 নারীরা হল বাঘের মত, তাদের কাছে ধরা দিলে,
 খেয়ে দেবে জ্ঞান-পুণ্য, দুঃখে পড়বে অনন্ত কালে ।
 শহরের গুন্ডার মত নারী, তোমার মনকে করবে চুরি,
 সাবধান থেকো নিত্য তুমি, মন চিন্তকে শক্ত করি ।
 মিষ্টি কথায় বলবে তোমায়, আমায় করো বিয়ে,
 সুখে থাকবো সারা জীবন, তুমি আর আমি নিয়ে ।
 নারীর মায়ায় পড়লে তুমি, দুঃখ পাবে সার,
 সংসার কারায় বন্দী হলে, মুক্তি কোথায় আর ।
 ছটফট করবে তখন তুমি, বন্দী হবে যখন,
 বিলাপ সুরে বলবে হায়! মুক্তি পাবো কখন ।
 তোমার সশ্রম কারাদণ্ড, হবে যাবজ্জীবন,
 জামিন নাই মুক্তি নাই, সংসারধর্ম এমন ।
 চুরি-ডাকাতি করলে যেমন, শাস্তি পেতে হয়,
 সেরূপ বিয়ে করে সংসারী হলে, দুঃখ ছাড়া সুখ নাই ।
 সুখ ভ্রমে অসংখ্য দুঃখ, করো না কেউ আলিঙ্গন,
 জ্ঞানের চক্ষু উন্মোচন করে, জ্ঞান করো উৎপাদন ।
 ত্যাগের মাঝে সুখ আছে, ভোগ-বিলাসের মাঝে নয়,
 মনের যত লোভাসক্তি, জ্ঞানের অশ্রু করো ক্ষয় ।
 নারী জাতিরা মারের কন্যা, তারা ভীষণ ভয়াবহ,
 নারীর মায়ায় মোহিত হলে, দুঃখ পাবে অহরহ ।
 তারা আরো চুম্বকের মত, করবে তোমায় আকর্ষণ,

কৃষ্ণসর্পের মত জ্ঞান করে, করিও না আলিঙ্গন ।
 মিষ্টি ভাষায় বলবে কথা, আছে যত মহিলা,
 হয়তো তুমি মনে করবে, সে বড়ই সুশীলা ।
 কিন্তু সেটা সুশীল নয়রে, বিষধর সাপের মত,
 সে যখন কামড় দেবে, করবে তোমায় আহত ।
 কামড় দিয়ে বিষ যখন, ছিটবে তোমার দেহে,
 পৃথিবীতে থাকবে তখন, চির রোগী হয়ে ।
 সেই রোগের যন্ত্রণায় যখন, করবে তুমি বিলাপ,
 সংসার দুঃখে মুহ্যমান হয়ে, বকবে সদা প্রলাপ ।
 সংসার মানে দুঃখে ভরা, জ্ঞাননেত্রে দেখে যারা,
 নারী সহবাস ত্যাগ করে, পঙ্কের মত জ্ঞানে তারা ।
 জ্ঞাননেত্রে দর্শন করো, সংসারের দুঃখরাশিগুলো,
 নারীর প্রলোভন ত্যাগ করে, নির্বাণ পথে চলো ।
 চলো সবাই নির্বাণপথে, শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্য জ্ঞানে,
 দুঃখ সাগর পাড়ি দিতে, এসো বুদ্ধের শাসনে ।
 বুদ্ধের শাসন পরম সুখ, নির্বাণ স্বাধীন মুক্ত,
 জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, নেই সেখানে যুক্ত ।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ১১-০৭-২০০৮ইং, স্থান: মিলনপুর প্রজ্ঞারণ্য কুটির, মহালছড়ি ।

কুশল ধর্মই শ্রেষ্ঠ

নিরেট সত্য বুদ্ধের বাণী, মন দিয়ে শোন সম্যক জ্ঞানী,
 জ্ঞানের ফুল ফোঁতে হবে, পাপ-পুণ্য প্রজ্ঞায় জানি ।
 পাপ হল লোভ-দ্বेष-মোহ, যা মনকে কলুষিত করে,
 লোহার ময়লা লোহাকে যেমন, ধরে নষ্ট করার তরে ।
 পাপকর্মও জীবের জীবন, করে ইহ-পরকাল নষ্ট,
 পাপীগণকে প্রদান করে, অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ।
 পুণ্য করে সুখ প্রদান, পুণ্য সম্পাদনকারীগণে,
 পুণ্যের ফল ভোগ করা যায়, আনন্দে হাসি-খুশী মনে ।
 মায়ের কোলে শিশুরা যেমন, থাকে নিরাপদে-নির্বিন্নে,

পুণ্যবান জ্ঞানীগণও, থাকে সুখে এ ত্রিভুবনে ।
 জ্ঞানবানের থাকে প্রজ্ঞা, সত্য-মিথ্যা বুঝিবার,
 ন্যায়-অন্যায়, কুশল-অকুশল, সম্যকভাবে জানিবার ।
 ভালো-মন্দের সঠিক মর্ম, প্রজ্ঞায় উপলব্ধি করা যায়,
 ধর্মে-কর্মে জ্ঞান না থাকলে, সুখ লাভ করা বড় দায় ।
 কুশল ধর্মের বিপরীত একটা, অকুশল ধর্ম আছে,
 সেই অকুশল ধর্ম সত্ত্বগণকে, চারি অপায়ে দেয় পৌঁছে ।
 অকুশল কর্ম ভীষণ ভয়ঙ্কর, অতীচি মহা নিরয়ে-
 লয়ে যায় । তাই সাবধান, কর্ম কর জ্ঞান দিয়ে ।
 কিন্তু কুশল কর্ম সম্পাদনকারীর, সুখ এসে দেয় ধরা,
 ইহ-পরকাল সুখ লভিয়া, আলোকিত হন তাঁরা ।
 দেবতা-ব্রহ্মা, অরহত মার্গ, কুশল পুণ্যের বলে,
 লাভ করা যায় অনায়াসে, স্বর্গ-মর্ত্য, ভূমণ্ডলে ।
 তাই যত প্রকার ধর্ম আছে, কুশল ধর্মই প্রধান,
 সকল মুনি-ঋষিদের মাঝে, বুদ্ধই সর্ব ধর্মে বিদ্বান ।
 ক্ষেত্র মাঝে সংঘই উর্বর, অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র,
 তারা সুপথে গমনকারী, বুদ্ধের আসল শিষ্য ।
 বুদ্ধের এই শ্রেষ্ঠ ধর্মে, লোভ-দ্বेष-মোহের ঠাঁই নাই,
 অলোভ-অদ্বेष-অমোহ, আছে অপ্রমাদ সদাই ।
 বুদ্ধের শিষ্যগণ জ্ঞানে জাগরণ, থাকে স্মৃতিতে দিবা-রাত্রি,
 লোকোত্তর ধর্মে অরহত মার্গে, নির্বাণ রাজ্যের যাত্রী ।
 বনভাস্তেও ছিলেন একজন, বুদ্ধের আসল শিষ্য,
 জাগতিক দুঃখ অবসান করে, গেলেন নির্বাণরাজ্য ।
 সাধু! সাধু! সাধু!

তাং-১৩/০৫/২০১৫/ লুম্বিনীবন বিহার, হরিণা

কাউকে ক্ষতি করবে না

লোভ ত্যাগ, হিংসা ত্যাগ, অজ্ঞান ত্যাগ কর,
 পাবে তবে প্রকৃত সুখ, বনভাস্তের উপদেশ ধর ।
 লোভ করলে প্রেত লোকে, জনম নিতে হয়,

হিংসা করলে নরকে গমন, পূজ্য বনভাস্তে কয়।
 অজ্ঞান হলে পশু-পক্ষী, তির্য্যক কুলে ঠিকানা,
 তাই লোভ-দেষ-মোহ দমন কর, বনভাস্তের দেশনা।
 দুঃখের মূল অবিদ্যা-তৃষ্ণা, লোভ-হিংসাও তাই,
 লোভ-দেষ-মোহের অধীন থাকলে, মুক্তির আশা নাই।
 আর মিথ্যাদৃষ্টি, অকৃতজ্ঞ, নরাধম মানব যারা,
 এই সুন্দর পৃথিবীতে, উই-ইঁদুরের মত তারা।
 দেবদত্ত অকৃতজ্ঞ বলে, পড়েছে অবীচি মহানরকে,
 অকৃতজ্ঞ মানুষ মহাপাপী, জেনে রাখ এ জগতে।
 করবে না তুমি কাউকে ক্ষতি, উই-ইঁদুরের মত,
 কৃতজ্ঞ চিন্তে বিনয়ের সাথে, হও উপকারে রত।
 উপকার করতে না পারলেও, কাউকে ক্ষতি করবে না,
 তাতেও হবে অনেক পুণ্য, মনে রাখবে এ চেতনা।
 পরোপকার করা মহাপুণ্য, জেনে রাখ মনে,
 বিন্দুমাত্র ক্ষতি করবে না, কোনোকালে জীবনে।
 সমানভাবে দয়া করবে, কীট-পতঙ্গ সবে,
 মানুষ হতে পশু-পক্ষী, নিজের মত হৃদয়ে ভেবে।
 যার প্রাণ তার অতি প্রিয়, বুঝে নিও সেটা,
 নির্দয়-নিষ্ঠুর হয়ো না কখন, দিও না জীবে ব্যাথা।
 ভালবাস যেমন তুমি, তোমার নিজের প্রাণ,
 অন্য জীবকে না করবে হত্যা, করবে জীবন দান।
 তাহলে তুমি দেব-মানবের, অতি প্রিয় হবে,
 মনের হিংসা-বিদ্বেষ ভাবও, শান্ত হয়ে যাবে।
 সম্যক জ্ঞানে নীতি-ধর্ম, জীবনে করলে আচরণ,
 লোভ-দেষ-মোহ অন্তরেতে, হবে নিশ্চয় দমন।
 লোভ-দেষ-মোহ ক্ষয়িবে যবে, অপায় দ্বার হবে বন্ধ,
 আসবে মনে অনাবিল সুখ, হবে জীবন শান্ত।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং-১৫/০৫/২০১৫ইং, লুম্বিনী বন বিহার, হরিণা।

জীবনের সার্থকতা

বুদ্ধাদি সৎপুরুষ, চারি আর্য্যসত্য দর্শন,
 লাভ হলে সার্থক হয়, দুর্লভ এই মানব জীবন।
 এই দুটির মধ্যে কোনোটিই, দর্শন লাভ না হলে,
 অনন্তকাল সীমাহীন দুঃখ পেতে হয় নরকানলে।
 সৎপুরুষ কল্যাণমিত্র, বুদ্ধজ্ঞানে জ্ঞানী যারা,
 রক্ষা করেন দেব-নরে, সদুপদেশ দিয়ে তাঁরা।
 জ্ঞান-পুণ্য কুশল কার্য্য, যাহা সদগতি করায়,
 শিক্ষা দেন মহাপুরুষগণ, মহামৈত্রী করণায়।
 পাপ-অকুশল কর্ম থেকে, বিরত হওয়ার জন্য,
 সুশিক্ষা জ্ঞানদান করেন, জ্ঞান লাভের জন্য।
 জ্ঞানীগণ পাপ-অকুশল, কস্মিনকালে করে না,
 পাপ-অকুশল না করলে, অপায়ের ভয় থাকে না।
 তাই সৎ পুরুষ কল্যাণমিত্র, দর্শন লাভ জীবনে,
 পুণ্য হয়, ধন্য সার্থক, জন্মলাভ এই ধরাধামে।
 আর চারি আর্য্যসত্য যদি, সাক্ষাৎ করতে পারলে,
 চারি অপায় রোধ হয়ে যায়, আর্য্যসত্যের বলে।
 দুঃখ সত্য জ্ঞাত হয়ে, সমুদয় সত্য ত্যাগ করি,
 নিরোধ সত্য প্রত্যক্ষ করে, মার্গসত্য গঠন করি।
 যদি কেহ হয় পরিচয়, এই আর্য্যসত্যের সাথে,
 কোনো বাধা রবে না তাঁর, নির্বাণ গমন পথে।
 সে দুঃখসাগর পার হবে, মারভুবন ছাড়ি,
 নির্বাণরাজ্যে যাবে সোজা, ক্লেশ অরি ধ্বংস করি।
 তাই চারি আর্য্যসত্য দর্শন, অতিশয় প্রয়োজন,
 চেষ্টা করো যারা জ্ঞানী, দেব-নর বিজ্ঞগণ।
 মানব জীবনের সার্থকতা, বুদ্ধাদি সৎপুরুষ লাভ,
 আর্য্যসত্য সাক্ষাৎ পেলে, থাকবে না দুঃখতাপ।
 বুদ্ধাদি আর আর্য্যসত্য, জীবনে দর্শন না পেলে,
 সার্থক হয় না মানব জীবন, মহাপুরুষগণ বলে।
 সৎপুরুষ কিংবা আর্য্যসত্য, দুটির মধ্যে একটিও,
 জীবনে সাক্ষাৎ না পেলে, কল্পকাল দুঃখ জানিও।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ০৮/১০/২০১৪ইং/ স্থান : লুম্বিনী বন বিহার, হরিণা ।

এসো কূল ধরি

যেসব কর্ম দোষাবহ আর নিরয় উৎপত্তি মূলক,
যেসব ধর্ম ইহ-পরকাল, দুঃখপূর্ণ দুঃখের জনক ।
সেই ধর্ম কর্ম সম্পাদন করা, অতিশয় সহজ,
অনন্তকাল দুঃখের অনলে, পড়ে যায় তাই মানব ।
যেই কর্ম অতি সুখাবহ, সদা সদগতি করায়,
দেব-ব্রহ্মা, মানবগণের, নির্বাণসুখ ভরায় ।
সেই কর্ম সম্পাদন করা, বড়ই কঠিন হয়,
তাই দেব-মানবের সুখ সম্পত্তি, বহু দূরে রয় ।
এমন কর্ম করিও না, যাহা ইহ-পরকালে,
রোদন করে ভোগ করতে হয়, পড়ে দুঃখানলে ।
যেই কর্ম ইহ-পরকাল, দুঃখ করে প্রদান,
তেমন কর্ম করা থেকে, থেকে অতি সাবধান ।
যেই কর্ম হাসি মুখে, ভোগ করতে পারা যায়,
সেরূপ কর্ম করাই ভালো, করে যাও তাহা সবাই ।
লোভ, দ্বেষ, মোহ মায়ায়, বশীভূত হলে,
পাপ কর্ম করে মানব, দুঃখ ভোগে কর্মফলে ।
যেজন যেরূপ কর্ম করে, সেরূপ ফল পায়,
কর্মফল থেকে পালিয়ে যাবার, কোনো স্থান নাই ।
অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ, কুশল কর্মের মূল,
কুশল কর্ম সম্পাদন করে, ধরো সবাই কূল ।
কূল না ধরলে ভেসে যাবে, পাপ অকুশল স্রোতে,
উদ্ধার করার মত লোক, থাকবে না কেউ জগতে ।
দুঃখজনক কর্ম যাহা, সদা দুঃখ করে প্রদান,
এড়িয়ে চলো সেরূপ কর্ম, যারা সাধু জ্ঞানবান ।
সুখের প্রলোভনে পড়ে, জ্ঞানহারী হইও না,
আবার দুঃখের মাঝে কখনো, ভেঙ্গে পড়ো না ।

সুখ-দুঃখের প্রতিঘাতে, স্থির রেখো মন,
আপন মনে কুশল কর্মে, এগিয়ে নাও জীবন।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং : ২১/১০/২০১৪ইং, স্থান : লুম্বিনী বন বিহার, হরিণা।

শ্রেষ্ঠধর্মে গর্বিত মোরা

ফুল ফুটলে ফুল বাগানে, দেখতে সুন্দর দুই নয়নে,
সত্য সুন্দর পথ অন্বেষণে, মানুষ সুন্দর হয় জীবনে।
কাকের স্বভাব পাঁচা খোঁজা, পাপীর স্বভাব পাপে মজা।
অজ্ঞানীর পথ আঁকাবাঁকা, জ্ঞানীর রাস্তা নির্মল সোজা।
খল-মূর্খ আছে যত, স্বভাব তারার ইঁদুরের মত,
পণ্ডিত ব্যক্তি সূর্যের মত, করে জগৎ আলোকিত।
সাধু ব্যক্তির শীলবান, অসাধু জনেরা অসাবধান,
মুক্তিমার্গ অন্বেষণ, করে সম্যক জ্ঞানীজন।
আছে যত ধর্মগ্রন্থ, শুধু ত্রিপিটকে অহিংসা মন্ত্র,
ন্যায়সাগর ত্রিপিটক শাস্ত্র, শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা অস্ত্র।
অস্ত্রের দ্বারা মারের বাঁধন, ছিন্ন করলে নির্বাণ দর্শন,
প্রাণীর প্রতি নির্মম আচরণ, নেই বুদ্ধধর্মে দৃষ্টান্ত এমন।
বুদ্ধধর্মে যে সব নীতি, নির্দয় নয়, দয়াবান অতি,
শ্রেষ্ঠ ধর্মের পবিত্র নীতি, গর্বিত মোরা বৌদ্ধ জাতি।
বুদ্ধের নীতি বিশ্ব মাঝে, ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানীর কাছে,
জ্ঞানীগণ জ্ঞানের সাথে, এ ধর্ম অতি সহজে বুঝে।
বুদ্ধধর্ম জ্ঞানের ধর্ম, জ্ঞানীগণ বুঝে মর্ম,
এ ধর্মে লোকান্তর কর্ম, নিরোধ করে দুঃখ জন্ম।
বুদ্ধ ধর্ম সঠিক আচরণ, করে শুধু জ্ঞানীগণ,
আর্যধর্মে আর্যগণ, অরহত জ্ঞানে মুক্ত হন।
জন্ম-জরা, ব্যাধি-মরণ, করে যারা অতিক্রম,
শাস্ত্রত সুখেতে সুখী হন, জন্মান না আর ত্রিভুবন।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং : ১৭/১১/২০১৪ইং, স্থান : লুম্বিনী বন বিহার, হরিণা।

সার্থক জীবন গড়ি

বৌদ্ধধর্ম জ্ঞানের ধর্ম, সদা নির্মল পবিত্র,
 বুদ্ধধর্মের শরণ নিয়ে, সুন্দর করো চরিত্র।
 বুদ্ধ ছিলেন মহাজ্ঞানী, লও হে জ্ঞানের শরণ,
 অজ্ঞানীর শরণ নিলে, হবে নিশ্চিত মরণ।
 জ্ঞানীরা চলেন সত্যপথে, ন্যায় নীতির শরণে,
 গঠন করেন সুন্দর জীবন, বুদ্ধের শিক্ষা ধারণে।
 বুদ্ধের শিক্ষায় পাবো মোরা, পরম সুখের ধন,
 শীল-সমাধি, মৈত্রী-প্রেমে, রাখ তুষ্ট মন।
 পঞ্চশীলের শিক্ষা নীতি, পালন করো সযতনে,
 সকাল-বিকাল অবিরত, থেকো মৈত্রী মনে।
 ক্ষমা-মৈত্রী ভালোবাসা, দাও করে দাও বিস্তার,
 সেই পুণ্যের ফলে পাবে, ইহ-পরকাল পুরস্কার।
 পাপের পথে পা দিওনা, মিথ্যার পথেও তাই,
 পাপের বোঝা বেশী হলে, কোনো নিস্তার নাই।
 নরকেতে যেতে হবে, পাপ অকুশল করলে,
 চারি অপায় খোলা থাকবে, মিথ্যা পথে চললে।
 পাপ অকুশল পরিহরি, সত্যপথে চলো,
 বুদ্ধের শিক্ষা ধারণ করে, জ্ঞানের মশাল জ্বালো।
 মুক্তির পথ খোলা থাকবে, সুখের হবে জীবন,
 লোভ, দ্বেষ, মোহ হতে, নিজকে কর দমন।
 নিজের চিণ্ট দমন হলে, থাকবে না কোনো ভয়,
 বুদ্ধের শরণ নিলে কখনো, হবে না পরাজয়।
 ত্রিরত্নের শরণ নাও, জয়ী হবে জীবনে,
 পঞ্চনীতি পালন করো, এসে বুদ্ধের শাসনে।
 এসো সবে মিলে মোরা, সুন্দর জীবন গড়ি,
 মনে-প্রাণে কুশল কর্মে, আত্মনিয়োগ করি।
 নিন্দনীয় অকুশল কর্ম থেকে, সদা দূরে সরে রবে,
 ইহ-পরকাল পাথেয় স্বরূপ, পুণ্য করো সবে।
 পুণ্য করলে মুক্তির দুয়ার, আপনিই খুলে যাবে,
 তাই তো সবাই পুণ্য করো, জীবন সুখের হবে।

দুঃখ কারোর কাম্য নয়, সুখ-শান্তি অভিলাষী,
 সুখ-শান্তি পেতে হলে, হও সত্য মিতভাষী।
 অজ্ঞান হলে দুঃখ আসে, শান্তি দূরে সরে রয়,
 জ্ঞানীর সাথে সখ্য করে, অজ্ঞান করো ক্ষয়।
 সুখের লাগি মাতোয়ারা, প্রাণী সত্ত্ব আছে যারা,
 আলিঙ্গন করে অসংখ্য দুঃখ, সুখ খুঁজে পাই না তারা।
 সুখ আছে ত্যাগের মাঝে, দান, শীল, ভাবনে,
 অবিদ্যা, তৃষ্ণা ত্যাগের তরে, এসো বুদ্ধের শাসনে।
 বুদ্ধের শাসনে দীক্ষা নিয়ে, সুখ করো হে অন্বেষণ,
 শীল-সমাধি, প্রজ্ঞায়, সার্থক করো এ জীবন।
 মানব জীবন পেয়েও যারা, অবহেলা করে,
 সার্থক হয় না তাদের জীবন, নরকে পড়ে মরে।
 সাবধান থেকো জ্ঞানী যারা, দুঃখ যাতে না আসে,
 বিলাপ করতে না হয় যেন, জীবনের অবশেষে।
 চারি অপায় দুঃখ যে কি, বর্ণনা করতে নারি,
 পণ করো পাপ করবো না, অপায়ে যাতে না পড়ি।
 ধন্য করো মানব জীবন, ত্রিরত্নের শরণ নিয়ে,
 দুঃখ মুক্তি হয় যেন, সংসার সাগর পাড়ি দিয়ে।
 অনির্বাণকাল বুদ্ধের শাসনে, লভি যেন ঠাঁই,
 মাররাজ্য ছেড়ে যেন, অচিরেই নির্বাণ পাই।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ২১/০৭/২০০৮ইং, স্থান: মিলনপুর প্রজ্ঞারণ্য কুটির, মহালছড়ি।

সুখের অন্বেষণে

জীবন হলো শিশির বিন্দু, কখন যে ঝড়ে পড়ে,
 জ্ঞানী ছাড়া এই মর্মার্থ, কেবা চিন্তা করে।
 থাকে সদা ভোগানন্দে, মৃত্যুর চিন্তা নাই,
 সর্পরূপী মৃত্যু এসে, কখন যে নিয়ে যায়।
 সর্প যেমন ব্যাঙকে খোঁজে, যেখানে পাই খায়,
 একটার পর একটা খোঁজে, কোনো তৃপ্তি নাই।

সর্পরূপী মৃত্যু যখন, আমাদের মাঝে আসে,
 শিশু, যুব, তার চোখে নাই, যাকে পাই তারে নাশে।
 জন্ম হলে এই সংসারে, দুঃখ ছাড়া নেই তো সুখ,
 জরা-ব্যাধি, মৃত্যু-শোকে, সত্ত্বগণ পাচ্ছে দুখ।
 সুখ-শান্তি খুঁজে বেড়ায়, আছে যত সত্ত্বগণ,
 কোথায় আছে সুখ-শান্তি, পারে না করতে নির্ধারণ।
 লোভ, দ্বেষ, মোহ তৃষ্ণা যার, চিন্তের মাঝে আছে,
 সুখ-শান্তি তার পরাহত, সদা দুঃখ তার সাথে।
 যার চিন্তে নাই লোভ, দ্বেষ, মোহ, তৃষ্ণা বিদ্যমান,
 তার চিন্তে থাকে সদা, সুখ-শান্তি বিরাজমান।
 লোভ, দ্বেষ, মোহ ত্যাগী সবে, সুখ করো হে অন্বেষণ,
 শ্রদ্ধা-বীর্য, স্মৃতি-জ্ঞানে, করো সদা বিহরণ।
 নির্বাণসুখ হবে তোমার, পূজ্য বনভাস্তে বলেন,
 আসব, তৃষ্ণাক্ষয় নিমিত্ত, স্মৃতি জ্ঞানে চলেন।
 পরম সুখ-শান্তি আসবে, আপনা আপনি করে,
 স্নান করতে পারবে তখন, পরম নির্বাণ পুকুরে।
 সেই পুকুরে নাই কুমির, ভয়ের কোনো কারণ,
 বনভাস্তের সন্ধর্মের নীতি, করো সবাই ধারণ।
 যদি নির্বাণ রাজ্যে যেতে চাও, মারকে করো জয়,
 সেখানে নাই দুঃখের আশঙ্কা, নাই কোনো ভয়।
 নির্বাণ পুকুরে করো স্নান, সদা শীতল পানি,
 উপমা দিয়ে বলেন ভাস্তে, আমরা সবাই জানি।
 সেখানে জরা-ব্যাধি, মৃত্যু ভয়ের, নেই কোনো কারণ,
 অবসান হয় চিরতরে, মারশক্তি বারণ।
 নির্বাণ রাজ্যে এসো সবাই, বুদ্ধ বলে গেলেন,
 আর্য পথে চলো ধীরে ধীরে, পূজ্য বনভাস্তে বলেন।
 ধীর ব্যক্তি জ্ঞানী যারা, তাঁরা নির্বাণ খুঁজে পান,
 জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু, হয় তাঁদের অবসান।
 জন্ম-জরায় অভিভূত, সত্ত্বগণ যারা আছে,
 মার তাদের সর্পের মত, তিলে তিলে নাশে।
 মারপাশ ছাড়িবার তরে, আর্যপথ ধরো,

স্মৃতি-বীর্যে মার্গজ্ঞানে, মারকে পরাজিত করো ।
 পঞ্চমার চিত্তের মাঝে, আর যদি না থাকে,
 কোনো কালে কোনো জন্মে, চারি অপায়ে না যাবে ।
 তৃষ্ণা, আসব মুক্ত হলে, আর মারের বন্ধন হতে,
 বাধা বিঘ্ন থাকবে না তখন, নির্বাণ যাবার পথে ।
 মন চিত্ত মুক্ত হলে, থাকবে না আর কোনো ভয়,
 বিমুক্তি সুখ লভি নিশ্চয়ই, মার পরাজয় ।
 সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ০৪/০৮/২০০৭ইং, স্থান: ক্ষান্তিপুৰ বন কুটির, গড়গয়াছড়ি

পরিণাম

ত্যাগ কর পাপ কর্ম, মন্দ যাহা অকুশল,
 পুণ্য কর্ম কর সবাই, যাহা করলে হয় কুশল ।
 পাপ অকুশল কর্ম করে, মূর্খ মানব যারা,
 পরিণাম কি যে হবে, একটুও ভেবে দেখে না তারা ।
 মূর্খজন পাপে মজে, পাপকে মধুময় ভেবে,
 আপাত তার পাপ কর্মে, অতিশয় মধুর লাগে ।
 পাপ কর্মের কুফল যখন, মূর্খের মাঝে আসে,
 পাপের পরিণাম কি যে দুঃখ, সে তখন বুঝে ।
 পাপ কর্মে রুচিবোধ, যেই জনে করে,
 সেই জনে দুঃখের বোঝা, নিয়ত জমা করে ।
 পাপের বোঝা ভারী হলে, জ্ঞান পাই লোপ,
 পরিণামে পেতেই হবে, দুঃখ বিলাপ শোক ।
 লোভ, দ্বেষ, মোহ সবার, পাপ কর্মের হাতিয়ার,
 অবিদ্যা, তৃষ্ণা থেকে নিত্য, থেকো সবাই হুঁশিয়ার ।
 লোভের কারণে লোভীগণ, পাপ করে জীবনে,
 পর বিভ্র, ধন সম্পদ, পেতে চাই মনে ।
 হিংসুকগণ হিংসা করে, মারামারি হত,
 দুঃখানলে জ্বলে তারা, সদা দাবান্নির মত ।

ভাল-মন্দ জানে না তারা, অবিদ্যার কারণে,
 তাই অকুশল কর্ম করে, দুর্লভ এই জীবনে ।
 যার চিন্তে জ্ঞান থাকে, সে ভাল-মন্দ জানে,
 বর্জন করেন অকুশল পাপ, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ।
 ভাল-মন্দ নিরিখিয়ে, চলেন সদা জ্ঞানীগণ,
 কুশল কর্ম করতে তাঁরা, অতি প্রাণোচ্ছল মন ।
 পাপ কর্মের পরিণতি, ভয়ঙ্কর অপায় নরকে,
 পুণ্য কর্মের ফল মধুর, সুখের স্থান স্বর্গেতে ।
 কর্মের মাঝে পাপ আর পুণ্য, এই জীব জগতে,
 সু-কর্মে আর কু-কর্মে প্রাণী, ভাসমান ত্রিলোকেতে ।
 একবার যদি কু-কর্ম করে, মানব জীবন হারায়,
 মরণের পর দাঁড়াতে হবে, নরকের কাঠগড়ায় ।
 মৃত্যুর বিচারালয়ে পাপী, যখন অপরাধী হবে,
 ভয়ঙ্কর স্থান অপায়ে তখন, তার যেতেই হবে ।
 পাপ অকুশল কর্ম করলে, হয় নিজেই হত,
 নরকানলে পড়ে পাপী, থাকে সদা ভীত ।
 পেয়েছি কত পুণ্যের ফলে, এই মানব জীবন,
 অকুশল কর্মে যেন ধ্বংস, করো না কেউ কখন ।
 একবার যদি হারিয়ে ফেলি, অকুশল কর্ম করে,
 সীমাহীন দুঃখ পেতেই হবে, চারি অপায়ে পড়ে ।
 নরক, প্রেত, অসুর আর পশুপাখী কুলে,
 জনম নেয় পাপীগণ, পাপ কর্মের ফলে ।
 মানব জীবন পুনঃ পাওয়া, সুদূর পরাহত,
 পাপীর শাস্তি পেতেই হবে, চারি অপায়ে নিয়ত ।
 পাপ কর্মে রুচি বোধ, করো নারে মানবগণ,
 কুশল কর্ম করতে প্রয়াস, চিন্তে করো গঠন ।
 খাদ্য ছাড়া প্রাণী যেমন, বাঁচতে পারে না,
 সেরূপ পুণ্য ছাড়া সুখ, জীবনে কারো আসে না ।
 পুণ্য সম্পদ ছাড়া যে জন, সুখী হতে চাই,
 অরণ্যে রোদন করার মত, কোনো সার্থকতা নাই ।
 তাই আমার অনুরোধ, সকল জনের প্রতি,

কুশল কর্মে আত্মনিয়োগ, করো নিজের মতি ।
 ভয়ঙ্কর চারি অপায়ে যেন, কারো পড়তে না হয়,
 জীবন চলার পথে সবাই, পুণ্য করো সঞ্চয় ।
 পুণ্য সম্পদ যার যত, তার ততই হবে সুখ,
 মুক্তির পথ খোলা থাকবে, রুদ্ধ হবে অপায়মুখ ।
 সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ০৬/১১/২০০৮ইং, স্থান: রত্নাকুর বনবিহার, নানিয়ারচর ।

মানবতার কল্যাণে

(১)

নিজেরে মানব বলে, এই ধরামাঝে,
 পরিচয় দিতে যদি চাও,
 অধম পতিত জনে, সকলের আগে,
 ধুলা হতে তুলে নাও ।

(২)

এমনও সুন্দর জীবন মোরা, গড়িব সবে মিলে,
 মানবতার কল্যাণে নিবেদিত প্রাণে, এসো সবে দলে দলে ।
 সদাচার হবে মোদের, মহৎ প্রাণের সাধনা,
 সভ্যতা বিকাশে মোরা, যোগাবো সত্যের প্রেরণা ।
 সদাচার যবে মোদের হবে,
 জীবন হবে অতি সুন্দর ।

(৩)

সততা আর ভালোবাসা, ঐক্য মোদের চেতনা,
 বিশ্বের কল্যাণে শান্তির নীড়, করিব মোরা রচনা ।
 শান্তি সুখের নীড়ে মোরা, জ্বালাবো জীবন দ্যুতি,
 সকল জীবে করিয়া দয়া, অন্তরে রাখিব প্রীতি ।
 আকাশে বাতাসে বিশ্বমাঝে, সভ্য নীতি উড়াবো,
 জীবের প্রতি ভালোবাসা, বিশ্ববাসীকে শিখাবো ।
 জয় করিব বিশ্ব মোরা
 অহিংসা মৈত্রী প্রেমে ।

(৪)

নৈতিকতা ভালোবাসা, রাখিব হৃদয় মন্দিরে,
 জীবের প্রতি ক্ষমা, মৈত্রী, বিলিয়ে দেব প্রান্তরে।
 উদার মনের সুখ সাধনা, প্রাণের প্রীতি কল্যাণে,
 অহিংসা নীতি দানে প্রীতি, জ্ঞান সাধনায় সংঘমে।
 সুখ সাগরে ডুবে যাবো, কল্যাণ কর্মে থাকিয়া রত,
 ধৈর্য সাহস অন্তরে রাখিয়া, বীর পুরুষের মত।
 বীর সাহসী হইবো মোরা, সত্যধর্মের পথে গিয়া,
 সুন্দর করিব জীবনটাকে, জীবে ভালোবাসা দিয়া।

(৫)

ধর্মপ্রাণ মানব যারা, করে সুখের সাধনা,
 হিন্দু-মুসলিম এই ভেদাভেদ, বৌদ্ধ নীতি মানে না।
 সকল ভেদাভেদ ভুলে মোরা, মৈত্রী সেতুর বন্ধনে,
 ধর্মময় গড়িব জীবন, বুদ্ধের অহিংসা নীতির মস্ত্রে।
 বুদ্ধের নীতি হবে মোদের, জীবন চলার সাথী,
 ধর্মের নীতি করিয়া ধারণ, চিত্ত করবো খাঁটি।
 শীল মানবের মহৎ নীতি, দুর্লভ এই জীবনে,
 জ্ঞানীরা করেন শীলাচরণ, মহৎ জীবন গঠনে।
 মহৎ জীবন করিতে গঠন, জ্বালাবো জ্ঞানের দ্যুতি,
 ধারণ-পালন করিব মোরা, সত্যধর্মের নীতি।

(৬)

থাকিব মোরা প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম নীতি শীলে,
 সুখী হতে পারিব তাহাতে, ইহকাল-পরকালে।
 কুশল কর্মে থাকিব রত, বিশ্বাস করে বুদ্ধের বাণী,
 জীবের কল্যাণে বিলিয়ে দেব, মোদের জীবন খানি।
 ধরাধামে মৈত্রী প্রেমে, করবো সদা বসবাস,
 গ্রহণ করবো বুদ্ধের শিক্ষা, দুঃখকে করতে বিনাশ।
 নিজেকে সদা অকল্যাণ থেকে, আত্ম সংঘমে রক্ষিব,
 কল্যাণ কর্মে এই জীবন, সার্থক করিয়া তুলিব।
 ভালোবাসা সমাদর, অন্তরে রাখিব বহুতর,
 মৈত্রী-প্রেমে মধুর মিলনে, থাকিব মোরা পরস্পর।

সকল জীবে করিব দয়া, হিংসা করিব বিসর্জন,
নিকাম ভালোবাসায় মোরা, পাড়ি দিব এ জীবন।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ১৫-১২-২০১০ইং, স্থান: আমতলী ধর্মোদয় বনবিহার, জুড়াছড়ি।

মনই প্রকৃত বন্ধু

একদিন যেতে হবে একা, এই দুনিয়া ছেড়ে,
মাতাপিতা, ভাই-বোন, অনিত্য এই সংসারে-
যাবে না তো কোনো কিছু, সঙ্গে করে তোমার,
টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, বিভূষিতসম্পদ আর-
গাড়ি-বাড়ি পড়ে রবে, সবি হাহাকার,
যাবে শুধু পাপ-পুণ্য, হয়ে একাকার।
কুশলাকুশল কর্ম যাহা, করি আমরা জীবনে,
সুখ-দুঃখ প্রদানিবে, জন্মি যখন ধরাধামে।
চেষ্টা করো পবিত্র মনে, কুশল কর্ম করার,
পুণ্যরূপী কুশল বন্ধু, সাথে নিয়ে যাবার।
কুশলরূপী বন্ধু বিনে, যাযাবর হয়ে ভবে,
সঞ্চরণ করতে হবে, সীমাহীন দুঃখ পেয়ে।
বেঁচে থাকতে এই জীবনে, পুণ্য সঞ্চয় করো,
অকুশলরূপী শত্রুকে, ভয় জ্ঞানে ছাড়।
প্রাণীহত্যা, চুরি, মিথ্যা, ব্যভিচার এই-
মদ, গাঁজা, হিরোইন সেবন, অকুশল জানিবেই।
আরও যদি মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা জ্ঞানী হয়,
লোভ, দ্বেষ, মোহে সদা, যিনি ডুবে রয়।
ধরাধামে অকুশল পাপে, থাকে যিনি ভরপুর,
সুখ রূপী কুশল বন্ধু, রবে তার বহুদূর।
ভালো কর্মে ভাল ফল, মন্দ কর্মে দুঃখ পাই,
মন্দ কর্ম ত্যাগ করে, জ্ঞানীগণ সুখী হয়।
ভালো কর্ম করে জ্ঞানী, মন্দ কিছু করে না,
কুশল কর্মে রত থেকে, করে মুক্তির সাধনা।

জ্ঞানীরা ভাবে পরলোকে, যাবে শুধু কর্মফল,
 ধন-সম্পদ, আত্মীয়স্বজন, যাবে না তো এ সকল।
 রঙ্গমঞ্চের মত সংসার মিথ্যা, দুঃখ এই পৃথিবীটা,
 মোহ মায়ার বাঁধন শুধু, আপন কেহ নয় জ্ঞাতী-ভ্রাতা।
 ছলনার খেলা এই দুনিয়া, সবি ক্ষণিকের তরে,
 গাড়ি-বাড়ি, ধন-সম্পদ, আমার আমার বলি যারে।
 বাতাহত প্রদীপের মত, ক্ষণিকের এই জীবনে,
 কুশল কর্মে আত্মনিয়োগ, করো মনে-প্রাণে।
 আমার ধন সম্পদ আছে বলে, করে যিনি অহঙ্কার,
 মৃত্যুর আঘাতে একদিন, সব চুরমার হবে তার।
 ধন-সম্পদ, আত্মীয়স্বজন, যদি নিজের হতো,
 মৃত্যু হলে পরলোকে, নিশ্চয়ই সাথী করে যেতো।
 নিজেই নিজের নয় কি করে হবে, মাতাপিতা পরিজন?
 ক্ষণিকের জন্য সাক্ষাৎ ভবে, নয় তারা কেহ আপন।
 অতীতের সু-কর্মের ফলে, সাক্ষাৎ হয়েছে ভবে,
 আবার পরলোকে যাবার সময়, কেহ নাহি যাবে।
 সঙ্গী হয়ে যখন কোনো কিছু, যাবেনা পরলোকে সাথে,
 করো মন-চিন্তা পরিশুদ্ধ, সুখ-শান্তি আসে যাতে।
 জীবনে প্রকৃত বন্ধু নহে, স্ত্রী-পুত্র, ধন-পরিজন,
 জানিবে সবাই পরম বন্ধু, কুশলে নিয়োজিত মন।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ১৫-১১-২০০৮ইং, স্থান: রত্নাংকুর বনবিহার, নানিয়ারচর।

এ জীবন নাটকের মত

নাটকের মতো এ জীবনে, নয়তো কেহ আপন,
 ক্ষণিকের তরে এ সংসারে, হয়েছে মোরা দর্শন।
 আপন ভেবে যারে আমি, আপন করে রাখি,
 সেও তো একদিন যাবে চলে, সবারে দিয়ে ফাঁকি।
 আপন কেন আপন নয়, সেও তো কর্মের খেলা,
 সংসারের অনিত্য রঙ্গমঞ্চের, শুধু ক্ষণিকের মেলা।

সুখের স্বপ্ন নিয়ে সবাই, সুখের সংসার পাতে,
 পরিণামে সীমাহীন দুঃখ, পেতে হয় তাতে ।
 এ দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে, সবকিছু ফেলে একা,
 কর্মের দুরন্ত বাঁধনে মোদের, শুধু ক্ষণিকের দেখা ।
 সবার জীবনে জরা-ব্যাধি, অবিরত পিষে,
 চুরমার করে দেয় মৃত্যু এসে, জীবনকে অবশেষে ।
 মৃত্যুর নিদারুণ আঘাতে সব, হয়ে যায় পর,
 এ সংসারে মাতাপিতা, ভাই-বোন, শুধু মিছে খেলাঘর ।
 মিথ্যা এই খেলাঘরে, আপন বলতে কেহ নেই,
 আপন আপন ভাবি কিন্তু, সব মিথ্যা এ সংসারেই ।
 একা এসেছি একা যাবো, কারো সাথী কেহ নয়,
 আমি আমার আত্মা বলা মানে, প্রলাপ বকা হয় ।
 পরিবর্তনশীল এই জগৎ, অনিত্য দুঃখ অসার,
 শুধু মিথ্যা ছলনায় ভরপুর, এই মায়াময় সংসার ।
 কদলী বৃক্ষে যেমন, সার বলতে কিছুই নাই,
 অনিত্য সংসারেও আপন বলে, কিছু নাহি খুঁজে পাই ।
 এ দেহ কুণ্ডের মত ভঙ্গুর, অনিত্য দুঃখ অসার,
 জন্ম-জরা, ব্যাধি-মৃত্যু, আছে অশুচি ভাণ্ডার ।
 রাখাল যেমন গরুগুলি, লাঠি দ্বারা তাড়িয়ে নেয়,
 তেমনি জরা-ব্যাধি মৃত্যুও, জীবের জীবন ধ্বংস করে দেয় ।
 এ জীবন পদে পদে দুঃখ আর অশুচিতে ভরা দেহ,
 এ দেহচর্মের দ্বারা লেপন বলে, সুন্দর ভাবিও না কেহ ।
 বিষ্ঠা, মূত্র, অস্ত্র, হাঁড়, অশুচিতে সমাহার,
 ঘৃণিত অশুচি দেহ, ভেবে দেখ বহুবার ।
 অশুচি আর দুঃখময় ভেবে, দেহের মায়া ত্যাগ কর,
 সুখ ভ্রমে দুঃখরাশি, যাতে আলিঙ্গন না কর ।
 মুখর্জনে দেহকে ভাবে, শুচি-শুভ সার,
 বিদ্যমান আছে তার চিন্তে, অনিষ্টকারী মার ।
 অবিদ্যার কারণে মারের কান্ড, যারা বুঝতে পারে না,
 তাদের থাকে লোভ, দ্বেষ, মোহ আর অফুরন্ত কামনা ।
 মার মানে কামনা-বাসনা, মন চিন্তে যদি থাকে,

অবিদ্যা তৃষ্ণার কারণে যিনি, মুক্তির পথ না দেখে ।
 সংসারের পার্থিব সুখে, যার মন থাকে ডুবে,
 মারের ফাঁদে পড়ে তিনি, দুঃখ পাই ত্রিভবে ।
 মারের বন্ধন ছিন্ন করতে, করো সবাই ভাবনা,
 দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে, করো স্মৃতি সাধনা ।
 বিদর্শন ভাবনা করো সবাই, মারের বন্ধন ছেদনে,
 মাররাজ্য ত্যাগ করো, আর্য্যসত্য জ্ঞানে ।
 দুঃখ আর দুঃখের কারণ, যখন জ্ঞাত হবে,
 নিরোধসত্য মার্গজ্ঞান, আপনিই এসে যাবে ।
 জ্ঞানযোগে করলে ধ্যান, স্মৃতি বীৰ্য্য সাধনা,
 ধ্বংস হবে চিন্তের মোহ, পূর্ণ হবে বাসনা ।
 যেখানে গেলে সুখ-দুঃখ, কোনো কিছু রবে না,
 নিবৃত্তি সুখ সেখানে শুধু, বনভাস্তের দেশনা ।

সাদু! সাদু! সাদু!

তাং: ১৭/১১/২০০৮ইং, স্থান: রত্নাংকুর বনবিহার, নানিয়ারচর ।

বিশুদ্ধানন্দ ভাস্তের অবদানে

নানিয়ারচর একটি নাম, সকলের মাঝে পরিচিত,
 তারি মধ্যে রত্নাংকুর বনবিহার, হয়েছে প্রতিষ্ঠিত ।
 রত্নাংকুর বনবিহার মানে, বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠান,
 বিশুদ্ধানন্দ ভাস্তে যেথায়, করেন সদা অবস্থান ।
 উনিশশত সাতানব্বই সালে, এসেছেন বিশুদ্ধানন্দ ভাস্তে,
 নিষ্ঠীকভাবে বুদ্ধের বাণী, শুনাতেন শ্রুতিমধুর কণ্ঠে ।
 ভাস্তের অমিত বাণী শুনে, ধর্ম পিপাসুগণে,
 ধর্মসুধা পেতে আসেন, ভাস্তের কাছে জনে জনে ।
 মনে মনে ভাবে সবাই, ভাস্তে কত মহিয়ান,
 সদ্ধর্মের পথে এ জীবনে, হবো আমরাও আশ্রয়ান ।
 অন্ধকে পথ দেখানোর মত, দেখালেন মুক্তির পথ,
 ধর্মের অনুবলে কেটে গেল, অনেক আপদ-বিপদ ।
 এসেছিলেন তিনি জাগিয়ে দিতে, ঘোর অবিদ্যা ঘুম থেকে,

পাপী-তাপী উঠেছেন জেগে, ভাস্তের শ্রুতি মধুর ডাকে ।
 ঘুমের ঘোরে না থেকে প্রায়, করেছেন আঁখি উন্মিলন,
 নানিয়ারচর এলাকাবাসী, ধর্ম পিপাসু জনগণ ।
 বিশুদ্ধানন্দ ভাস্তের অবদান, ভুলবো না কোনো কাল,
 কৃতজ্ঞ চিন্তে মোরা সবাই, স্মরণ করবো চিরকাল ।
 সদ্ধর্ম কাকে বলে কিছু, জানা ছিল না সবার,
 অজ্ঞতার মোহে রয়েছি ডুবে, না ছিল যখন রত্নাংকুর বনবিহার ।
 রত্নাংকুরে রত্ন হয়ে এসেছিলেন, ভাস্তে বিশুদ্ধানন্দ,
 তাঁর দেশনায় অশান্ত মানুষ, হয়েছেন শান্ত-দান্ত ।
 ভাস্তে রত্নাংকুরে আছেন বলে, সদ্ধর্মের জোয়ার ভাটা-
 বিরাজ করছে প্রতিনিয়ত, আসছে আরো কত দাটা ।
 দান করেন দেশনা শুনে, পুণ্য লাভের তরে,
 মনমাতানো পুণ্য ভূমি, রত্নাংকুর বনবিহারে ।
 চোখ জুড়ানো স্বর্ণপদ্মে, রেখেছেন বুদ্ধের দন্তধাতু,
 পবিত্রতায় ভরা যেন, অনেক কিছু জাদু ।
 বুদ্ধের ধাতু যেখানে থাকে, পবিত্র হয় সেই জায়গা,
 পরম পূজ্য বনভাস্তে বলেন, এই সত্য কথা ।
 রত্নাংকুরে এনেছেন বুদ্ধের ধাতু, বিশুদ্ধানন্দ মহোদয়,
 তিনি নানিয়ারচর এলাকাবাসীর, কতই না দয়াময় ।
 ভাস্তে রত্নাংকুরে আছেন বলে, আমরা কত ভাগ্যবান,
 নানিয়ারচরে অল্লান রবে, বিশুদ্ধা ভাস্তের অবদান ।
 বাধিত হবো আমরা সবাই, ভাস্তের এই অবদানে,
 ধন্য হয়েছি পুণ্য পেয়েছি, এখানে তাঁর আগমনে ।
 রত্নাংকুরে ধৈর্য্য ধরে, এখনো আছেন সুখে-দুঃখে,
 বহু বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে, আনন্দে হাসি মুখে ।
 ভাস্তের কত যে মহিমা, কিছুতেই আমরা ভুলব না,
 অবনত শিরে ভাস্তের চরণে, জানাই হাজারো বন্দনা ।
 আঁধার ঘরের প্রদীপের মতো, চেতনা দান করেছেন তিনি,
 রত্নাংকুরে রত্ন হয়ে, ধন্য করেছেন এই বনভূমি ।
 আগে ছিল অনেক বেশী, চুরি, মিথ্যা, ব্যভিচার,
 থমকে গেছে অনেক কিছু, মাদক সেবন অত্যাচার ।

হিংসা-বিদ্বেষ পরিহরি, সাম্য মৈত্রীর ঐকতানে,
 শিশু-যুব, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, আশ্রয়ান আজি সত্যের পানে ।
 অধর্ম আর কুসংস্কারে, সমাজ ছিল কলুষতা,
 সমাজপতি মুরব্বিদেবেরও, ছিল না তখন মানবতা ।
 দেব-দেবীর নামে যাগ-যজ্ঞ, পশুবলি করা হতো,
 না ছিল তখন ধর্মজ্ঞান, ছিল সবাই অন্ধের মতো ।
 ভাস্তে যখন প্রচারিলেন, বুদ্ধের অহিংসার বাণী,
 অনাচার-অত্যাচার থেকে মুক্ত হলেন, হাজার হাজার প্রাণী ।
 প্রেরণা পেলেন মোহান্ন মানব, সত্যপথে আসার,
 পঞ্চনীতির মধ্য দিয়ে, মুক্তির পথ খোঁজার ।
 দান, শীল, ভাবনা করেন, মুক্তি লাভের তরে,
 কুশল কর্মে নিয়োজিত, আজ প্রায় ঘরে ঘরে ।
 আমরা যারা কুশল কর্মে, হয়েছি আজি আশ্রয়ান,
 স্বীকার করতে হবে মোদের, বিশুদ্ধ ভাস্তের অবদান ।
 অনুকম্পা করে আজো তিনি, করে যাচ্ছেন ধর্মদান,
 ভাস্তে রত্নাংকুরে রত্ন হয়ে, থাকবে চির অল্লান ।
 ভেবে দেখ এলাকাবাসী, উপাসক-উপাসিকাগণ,
 বিশুদ্ধানন্দ ভাস্তের অবদান, ভুলবো না কখন,
 পুঞ্জ পুঞ্জ আকাশের তারা, না হরে আঁধার,
 এক চন্দ্র আলোকিত করে, এ জগৎ মাঝার ।
 জগতে যত প্রাণী আছে, হোক সবাই সুখী,
 দুঃখ সাগর পাড়ি দিতে, হোক নির্বাণমুখী ।

সাদু! সাদু! সাদু!

তাং: ১০/১১/২০০৮ইং, স্থান: রত্নাংকুর বনবিহার, নানিয়ারচর ।

পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষুসংঘ

রাঙ্গামাটি রাজবন বিহার, বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠান,
 পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষুসংঘ, সদা করেন অবস্থান ।
 বুদ্ধের ধর্ম শান্তির ধর্ম, এই নীতিকে অনুসরি,
 ভিক্ষুসংঘ সেবাপূজায়, আত্মনিয়োগ করি ।

আদর্শ জীবন করবো গঠন, ভিক্ষুসংঘ সেবা করে,
 ভালোবাসবো সকল প্রাণী, নিজের মত দয়া করে ।
 পরম পূজনীয় ভিক্ষুসংঘ, মহা গরীয়ান,
 বৌদ্ধ ধর্মের ধারক বাহক, তাঁরাই সুমহান ।
 তাঁদের বাণী মৈত্রীর বাণী, সকল প্রাণীর দয়া,
 লভি যেন ঠাঁই মোরা, তাঁদের মৈত্রীর ছায়া ।
 মৈত্রী করুণার প্রতীক তাঁরা, সকল প্রাণীর তরে,
 প্রচার করেন অহিংসার বাণী, গিয়ে ঘরে ঘরে ।
 তাঁরা প্রাণীর মঙ্গলাধার, মঙ্গল প্রদীপ বাতি,
 প্রজ্ঞা আলো জ্বালিয়ে তাঁরা, চিত্ত করেন খাঁটি ।
 সত্যধর্মের প্রতি তাঁদের, থাকে সদা আকর্ষণ,
 আর্যনীতি আচরণে, পাপকে করেন বিসর্জন ।
 আমরাও করবো সত্যধর্ম, আসলে আসুক মরণ,
 বুদ্ধের নীতি অহিংসার বাণী, করবো মনে ধারণ ।
 পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষুসংঘ, মোদের গর্ব তাঁরা,
 সেবাপূজা করেন তাঁদের, পুণ্যকামী যারা ।
 ভিক্ষুসংঘ সেবা পূজায় আর দান, শীল, ভাবনে,
 কুশলপুণ্য সঞ্চয় হয়, জীবনে আর মরণে ।
 সেই কুশল পুণ্যের ফলে, সুখী হবার কারণ,
 বুদ্ধের নীতি পালন করে, অপায় করবো বারণ ।
 অপায় দুঃখ বড় ভয়াবহ, বর্ণনা করতে নারি,
 সেই দুঃখকে মোচন করতে, পুণ্য সবাই করি ।
 কর্ম যারা করে না বিশ্বাস, ধর্মের প্রতিও তাই,
 পাপ অকুশল করতে তাদের, লজ্জা ভয় নাই ।
 পাপ করতে যাদের লজ্জা, দুঃখকে করেন ভয়,
 শ্রদ্ধা-স্মৃতি, বীর্য্য জ্ঞানে, দুঃখকে করেন ক্ষয় ।
 পাপ অকুশল ক্ষয় করে, পুণ্য করেন জমা,
 মন-চিন্তে স্থান দেয়, সাম্য-মৈত্রী ক্ষমা ।
 সাম্য-মৈত্রী ঐক্যতানে, জীবন করো গঠন,
 ধারণ পালন অনুকরণে, রাখ বুদ্ধের শাসন ।
 নিজের মন চিন্তে বুদ্ধের শাসন, করো প্রতিষ্ঠিত,

বিশ্বপ্রাণীর মঙ্গল তরে, হবে বহু হিত ।
 সহনশীলতার মহৎ গুণে, হও গুণান্বিত,
 ধৈর্যের সহিত অর্জন করো, হবে মহিমান্বিত ।
 জ্ঞানালো জ্বালাতে সবাই, বুদ্ধের সাম্য মৈত্রী,
 মৈত্রী করুণা মুদিতায় সদা, রাখ মনে প্রীতি ।
 প্রীতি মনে কুশল কর্ম, যদি করে কোনো জন,
 ইহ-পরকাল সুখ হবে তার, ইহা বুদ্ধের বচন ।
 বুদ্ধের বাণী শান্তির বাণী, ধারণ করো মনে,
 বুদ্ধের নীতি পালন করলে, সুখ যে বয়ে আনে ।
 ধর্মাচরণ করলে সদা, চারি অপায় রুদ্ধ হয়,
 ধর্মাচরণ করো সবাই, না থাকে যেন ভয় ।
 বুদ্ধ! শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রচারিলেন, উর্ধ্বগতি যেতে,
 সমুদয় দুঃখরাশি জয় করে, নির্বাণসুখ পেতে ।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ২২-০৯-২০০৭ইং, স্থান: ক্ষান্তিপুর বন কুটির, গড়গয়াছড়ি ।

বুদ্ধের নীতি

বুদ্ধের নীতি হয় যদি, দয়া ক্ষমা মানবতা,
 সভ্যতা আর ভালোবাসা, মৈত্রী করুণা মুদিতা ।
 আমার এই দুর্লভ জীবন, ধন্য সার্থক করিতে,
 পালন করিব বুদ্ধের নীতি, অমর শান্তি লভিতে ।
 সুন্দর সৌরভ ফুলের মত, গড়িব মোর জীবন,
 পালন করিয়া বুদ্ধের নীতি, গ্রহণ করিয়া ত্রিশরণ ।
 জীব সংহার করিব পরিহার, অন্তরে রাখিব দয়া,
 জীবে প্রেম করিব নিত্য, আমি ভালোবাসা দিয়া ।
 পরদ্রব্য না করিব লোভ, বুদ্ধের কথা স্মরি,
 চলিব গভীর জীবন, পঞ্চ নীতির পথ ধরি ।
 ব্যভিচার নামে যে আছে, পরদার লঙ্ঘন,
 না করিব জীবনে আমি, সেই পাপ কখন ।
 মিথ্যা, বৃথা, কটু, ভেদ, দিব না অন্তরে স্থান,

মিথ্যাবাদী প্রতারক, না হইব ভণ্ড মাস্তান ।
 সুরা-গাজা-নেশাদ্রব্য, আছে যত মাদক,
 সেবন করিয়া কখনো তাহার, না হইব সেবক ।
 সেবক হইব আমি শুধু, ত্রিরত্নকে সেবিয়া,
 ফুলের মত গড়িব জীবন, শীল পালন করিয়া ।
 পবিত্র জীবন যাপিয়া আমি, মহৎ জ্ঞানী হইব,
 বুদ্ধ নীতি আচরণ করিয়া, মর্ত্যে স্বর্গ রচিব ।
 আমি সততা আর ভালোবাসা, দয়া করুণা ধনে,
 গঠন করিব মম জীবন, অনন্য মহৎ প্রাণে ।

সাপু! সাপু! সাপু!

তাং: ০৩-০২-২০১০ইং, স্থান: লুম্বিনী বন বিহার, হরিণা ।

এসো সবাই

এসো সবাই রত্নাংকুর, বনবিহারে যাই,
 কুশল কর্ম সম্পাদন করে, পাপকে করি ছাই ।
 ধর্মপুণ্য ছাড়া জীবনে, সুখী হতে পারে না,
 চলো সবাই পুণ্য করতে, আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা ।
 বুদ্ধ পূর্ণিমা মানে, বুদ্ধের শুভ জন্মদিন,
 অল্লান করে আমাদের মাঝে, থাকুক চিরদিন ।
 বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ, পরিনির্বাণ এই,
 তিনটি কার্য সম্পাদন বলে, বিদিত জগতেই ।
 তাই বৈশাখী পূর্ণিমা, বুদ্ধ পূর্ণিমা বলে,
 এই শুভ দিনে বিহারে যাবো, আমরা দলে দলে ।
 বিহারে গিয়ে বুদ্ধ পূজা, আর ধর্ম শ্রবণ করে,
 পুণ্য অর্জন করবো সবাই, না থেকে ঘরে চুপটি মেরে ।
 পঞ্চশীল পালন করবো, চুরি মিথ্যা বলবো না,
 প্রাণীহত্যা, ব্যভিচার, আমরা কেউ করবো না ।
 মদ-গাঁজা-হিরোইন, করবো না তো সেবন,
 সভ্য হয়ে বৌদ্ধ সমাজ, আমরা করবো গঠন ।
 ধর্ম জ্ঞানে সৎ চেতনে, বৌদ্ধ সমাজ দরদীগণ,

এসো সবাই সমাজ থেকে, অসভ্য করি নিবারণ ।
 ত্রিরত্নের শরণ নিয়ে, পালন করবো পঞ্চশীল,
 বুদ্ধ পূর্ণিমার মত আমরা, হই যেন অনাবিল ।
 জীবন সুন্দর হোক মোদের, পূর্ণিমা চাঁদের মত,
 ধ্বংস হোক পুণ্যের ফলে, পাপ কালিমা যত ।
 এসো সবাই রত্নাংকুরে, পুণ্য করতে যাই,
 পুণ্য ছাড়া সুখী হতে, কোনো বিকল্প নাই ।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ২৮-১১-২০০৮ইং, স্থান: রত্নাংকুর বনবিহার, নানিয়ারচর ।

স্বাগত জানাই

বিশ্বাস রাখিয়া কর্ম ফলে, বুদ্ধমূর্তি যাহারা করেন দান,
 সেই পুণ্যের ফলে হইবে তাহারা, জন্মে জন্মে প্রজ্ঞাবান ।
 প্রজ্ঞার আলোকে আলোকিত হইতে, আটাশ বুদ্ধ দান পূজা-
 করিতেছেন রত্নাংকুর বুদ্ধ পরিষদ, সকল উপাসক-উপাসিকা ।
 তাহাদের এই পুণ্য কাজকে, আমি স্বাগত জানাই,
 এই পুণ্যরাশি তাহাদের যেন, মুক্তির প্রেরণা যোগায় ।
 বুদ্ধ ধর্ম সংঘের পূজা, করেন যাহারা অবিরত,
 ধর্মের সৌরভে জীবন তাহাদের, হইবে সুরভিত ।
 সদ্ধর্মের সুগন্ধ সৌরভে, ভরিয়া উঠুক সবার জীবন,
 কুশল কর্মে নিরত থাকিয়া, সার্থক করো জনম-মরণ ।
 জন্মেছি যখন ধরাধামে, মৃত্যু হইবে সন্দেহ নাই,
 ধন্য করিতে মানব জীবন, কুশল কর্ম করো সবাই ।
 কুশল কর্ম জীবের জীবন, ফুলের মতন সাজাইয়া দেয়,
 অবিদ্যা-অসূয়া মুছিয়া দিয়া, নির্বাণরাজ্যে পৌছিয়া দেয় ।
 আটাশ বুদ্ধ দান আর, পূজা অর্চনা করিয়া,
 সুন্দর জীবন গঠন করিয়াছেন, জন্মান্তর লাগিয়া ।
 শেষে আরও স্বাগত জানাই, উপাসক-উপাসিকাদের প্রতি,
 কায়িক-বাচনিক আর্থিক যাহারা, দান করিয়াছেন বুদ্ধমূর্তি ।

রত্নাংকুর বনবিহার ভরিয়া উঠুক, অনেক কিছু রতনে,
কল্যাণ হোক সকল প্রাণীর, আটাশ বুদ্ধের পূজা দানে।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ২০-০৭-২০০৯ইং, স্থান: মিলনপুর প্রজ্ঞারণ্য কুটির, মহালছড়ি।

বোধিধারার আহ্বানে

ধর্ম সমাজ উন্নতির কল্পে, আগমন তোমার বোধিধারা,
তোমায় পড়ে সচেতন হোক, পাঠক-পাঠিকা যারা।
ধর্ম নামে যে কুসংস্কার, সমাজ থেকে হোক অবসান,
সভ্য সমাজ গড়ে উঠুক, এই তো তোমার আহ্বান।
তোমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে, পাঠক-পাঠিকাগণ,
সত্যপথে আগুয়ান হোক, সভ্য সমাজ করতে গঠন।
সমাজে যত কুসংস্কার, সব চলে যাক দূরে,
বোধ উদয় হোক মানুষের মনে, বোধিধারা পড়ে।
বোধি অর্থ কাণ্ডজ্ঞান, ধারা মানে প্রবাহ,
বোধিধারা পূর্ণাঙ্গ অর্থে, জ্ঞানের সমারোহ।
ধর্ম জ্ঞানে সৎ চেতনে, হোক সমাজ সচেতন,
সভ্য হোক বৌদ্ধ সমাজ, করো তুমি জাগরণ।
জেগে উঠুক সমাজ সেবক, সমাজ পতি যারা,
সভ্য ন্যায় সুন্দর সমাজ, প্রতিষ্ঠা করুক তারা।
সৎ নেতৃত্ব প্রদানিয়ে, বৌদ্ধ সমাজ দরদীগণ,
বোধিধারার সভ্য জ্ঞানে, অসভ্য হোক নিবারণ।
সাধু! সাধু! সাধু!

জীবনের শ্রেষ্ঠ শরণ

আমরা আছি তিনটি বোন আর মাতাপিতা ভাই,
ঘরে রেখে বৃদ্ধা নানী, আমরা কুটিরে যাই।
ভালো-মন্দ কুশলাকুশল, ভাব বিনিময়ে,
ভান্তেদের সাথে দেখা করি, সময়ে সময়ে।
মাতাপিতা ধার্মিক হলে, সুখশান্তি থাকে মনে,

তাই তো আমরা যাই কুটিরে, মাতাপিতা, ভাই-বোনে ।
 কুটির কিংবা বিহারে গেলে, দেয় না কেউ বাধা,
 সবার চেয়ে ভালোবাসি, আমরা মাতাপিতা ।
 আরো আমরা ভালোবাসি, বুদ্ধ ধর্ম সংঘরে,
 সকাল-বিকাল, দিবা-রাত্রি, স্মরণ রাখি অন্তরে ।
 বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘরত্ন, এই ত্রিলোকেতে মহান,
 জগতে কোনো রত্ন নেই আর ত্রিরত্নের সমান ।
 ত্রিরত্নের শরণে আমরা, আর মাতাপিতার কোলে,
 সেবা পূজায় থাকবো সদা, তাঁদের স্নিগ্ধ ছায়াতলে ।
 বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ আর মাতাপিতার শরণ,
 পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ সুখ, অনন্ত মহান পরম ।
 করবো পূজা ত্রিরত্নের আর মাতাপিতাগণ,
 সেবা পূজায় সুন্দর করবো, দুর্লভ মানব জীবন ।
 ইহ-পরকাল সুখের লাগি, করবো সেবা পূজা,
 পুণ্যের ফলে ক্ষয় হোক মোদের, সমস্ত পাপের বোঝা ।
 আমাদের আদি গুরু মাতাপিতা, এই পৃথিবীতে,
 আমরা যদি ভুল করলে, চাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে ।
 জন্ম থেকে আমাদের ঠাঁই, মাতাপিতার অঙ্কেপরে,
 অপত্য স্নেহে পালন করেন, মাতাপিতা আমাদেরে ।
 তাই কোনো কালে মাতাপিতার, হবো না দুঃখের কারণ,
 প্রণাম জানাই আশীষ পেতে, তাঁদের শ্রীচরণ ।
 দেবো না দুঃখ মাতাপিতাকে, এই করি পণ,
 হয়ে থাকবো তাঁদের অন্তরে, অতি আদরের ধন ।
 তাঁরা আমাদের দোয়া করেন, স্নেহ আদর দিয়ে,
 গর্ববোধ করি আমরা, মাতাপিতাকে নিয়ে ।
 পুণ্যের বাধনে ভালোবাসায়, অন্তরঙ্গভাবে,
 পেয়েছি ধার্মিক মাতাপিতা, অতীত পুণ্যের ফলে ।
 ছোট থেকে মাতাপিতা, আমাদের শিক্ষাগুরু,
 তাঁদের স্নেহ মৈত্রীর কোলে, আমাদের জীবন গুরু ।
 এহেন গুরু মাতাপিতাকে, দেবো না দুঃখ মনে,
 সেবা-পূজায় ভালোবেসে, থাকবো তাঁদের সনে ।

ভরণ পোষণ করে আমাদের, জীবন করেছেন দান,
 মাতাপিতার, সোহাগ-আদর, বড়ই সুমহান।
 মাতাপিতার অনন্ত গুণ, অসীম অতুলনীয়,
 সন্তানদের পক্ষে মাতাপিতা, পরম পূজনীয়।
 পূজনীয়দের সেবাপূজা, আমরা করে যাবো,
 পুণ্যের ফলে ইহ-পরকাল, সুখ-শান্তি পাবো।
 বায়ু যে রূপ ঘর্মান্তদের, নিকট মধুর হয়,
 সেরূপ মাতাপিতা সন্তানদের, পরম দয়াময়।
 লালন-পালন করেন সন্তান, স্নেহ আদর করে,
 খাদ্য ভোজ্য প্রদানিয়ে, বড় করান ঘরে।
 এহেন মাতাপিতার গুণ কী আমরা, বর্ণনা করতে পারি?
 কখনো তাঁদের দেবো না দুঃখ, যদিও বা হই নারী।
 নারী জনম নিয়েছি আমরা, তাতে কিবা যায় আসে,
 কুশল কর্মে রাখবো জীবন, জ্ঞানীর সহবাসে।
 বুদ্ধশাসন পেয়েছি আমরা, অতি মহাভাগ্যবান,
 পুণ্য করবো নারী জন্ম, করতে চির অবসান।
 নারী হয়ে এসেছি ভবে, অতীত কর্মের ফলে,
 সারা জীবন থাকবো এবার, ত্রিরত্নের শরণ তলে।
 অনির্বাকাল নারী হয়ে, আর যাতে না আসি,
 পুরুষত্ব লাভ করতে, আমরা অভিলাষী।
 সাধু ধার্মিক জ্ঞানী পুরুষ, হই যেন ভবে,
 সারা জীবন কুশল কর্মের, মহা পুণ্যের প্রভাবে।
 সার্থক করবো আমাদের জীবন, কুশল কর্ম করে,
 মাতাপিতা, জ্ঞানী গুণী, আশীর্বাদ করো আমাদের।
 তোমাদের দোয়া আশীর্বাদে, জীবন হোক ধন্য,
 মিনতি করছি সবার আশীষ, আমাদের বড়ই কাম্য।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ০৫-০৯-২০০৭ইং, স্থান: ক্ষান্তিপুর বন কুটির, গড়গয়াছড়ি।
 বি:দ্র: আমি এই কবিতাটি লিখেছি রিণ্ডা, রিমি ও ঝিমি দেওয়ানকে নিয়ে।
 তারা একদিন মা-বাবা এবং ভাইসহ ক্ষান্তিপুর বন অরণ্য কুটিরে গেলে,
 তাদের ধর্মময় জীবন ও অন্তরঙ্গ সম্প্রীতিভাব দেখে এই কবিতাটি লিখেছি।

শুভ হোক বৈশাখী পূর্ণিমা

বৈশাখী পূর্ণিমা শুভ হোক, করি আমি প্রার্থনা,
 আজ এই শুভ দিনে, জানাই ত্রিরত্নকে বন্দনা ।
 ধর্মময় জীবন গঠনে, জেগে উঠুক ধর্মচেতনা,
 পূর্ণ হোক মনের আশা, জীবনে যত বাসনা ।
 আজ রত্নাংকুর বনবিহারে, হাজার পূণ্যার্থী সমাগম,
 খুশী মনে করছি সবাই, বুদ্ধ পূর্ণিমা উদযাপন ।
 প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে ভরা, এই রত্নাংকুরের চূড়া,
 এখানে রত্নের মত বিশুদ্ধানন্দ, উজ্জ্বল এক তাঁরা ।
 নানিয়ারচর বাসী উঠেছেন জেগে, ভাস্তের ধর্মদেশনায়,
 তাই কুশল কর্মে নিরত সবাই, দুঃখ মুক্তি কামনায় ।
 রত্নাংকুর বনবিহারটি, বৌদ্ধ জাতির তীর্থ,
 পূণ্যার্থীগণ বিহারে আসেন, শান্ত করতে চিত্ত ।
 আজকে আমরা যে পুণ্য করছি, সব ভাস্তের অবদান,
 কুশল কর্মে মুক্তির পথ, করছি যারা সন্ধান ।
 তাই আমি ভাস্তেকে বলি, আমাদের জ্ঞান দাতা,
 মুক্তির পথ দেখাতে তিনি, বলেন বুদ্ধের কথা ।
 বুদ্ধের নীতি অন্তরে রেখে, মিথ্যা পথ ছেড়ে,
 পুণ্য করতে এসো সবে, পুণ্য ভূমি রত্নাংকুরে ।
 বিশুদ্ধা ভাস্তে এসেছেন বলে, সাতানব্বই সালে,
 পুণ্য করার হয়েছে সুযোগ, ভাস্তের ছায়াতলে ।
 ভাস্তের এই অবদান, ভুলবো না তো কখন,
 ভাস্তেকে পেয়ে ধন্য হলো, এলাকাবাসীর জীবন ।
 মুক্তির পথ দেখাতে ভাস্তে, রত্নাংকুরে থেকো তুমি,
 ধন্য-শান্ত পুণ্যময় হোক, নানিয়ারচরের ভূমি ।
 সুন্দর, সফল-ধন্য হোক, এই শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা,
 অহিংসা মৈত্রীর সুবাতাসে, জাগুক সবার চেতনা ।
 পুণ্য মনে এসো সবাই, বুদ্ধের শুভ জন্মদিনে,
 নিজের জীবন গঠন করি, বুদ্ধধর্ম আচরণে ।
 এই বৈশাখী পূর্ণিমায়, হয়েছেন বুদ্ধ আবির্ভূত,
 গয়াধামে সাধনা করে, হয়েছেন সম্যক সম্মুদ্র ।

দেহও ত্যাগ করেছেন তিনি, বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে,
 বুদ্ধ পূর্ণিমা খ্যাত তাই, বৌদ্ধ জাতির জীবনে।
 বুদ্ধ ছিলেন দেব-মানবের, পরম মুক্তিদাতা,
 অজর-অমর হয়েছেন মুক্ত, অগণিত শ্রোতা।
 অল্লান থাকুক বিশ্বের মাঝে, এই বুদ্ধ পূর্ণিমা,
 সবার মনে জেগে উঠুক, দুঃখমুক্তির চেতনা।
 অতি সুন্দর মনোরম, এই বৈশাখী পূর্ণিমা,
 বিশ্ব প্রাণীর শান্তি আসুক, করি এই প্রার্থনা।

সাধু সাধু সাধু

তাং: ১৪-১২-২০০৮ইং, স্থান: রত্নাকুর বনবিহার, নানিয়ারচর।

বুদ্ধের শরণ নাও

জীবনের দুঃখ যত, সবি করিতে অবসান,
 এসো বুদ্ধের শাসনে, হবে যে তুমি মহান।
 সুন্দর, মহান পবিত্র, করিতে এই জীবন,
 শরণ নাও জীবনে সবাই, এই ত্রিরত্নের শরণ।
 বুদ্ধ ধর্ম সংঘ এই, ত্রিরত্নের শরণ নিয়ে,
 ধন্য করো মানব জীবন, সত্যধর্ম আচরিয়ে।
 ত্রিরত্নের শরণ নিয়ে, শ্রাবকবুদ্ধ বনভাস্তে,
 বিমুক্তি সুখ করেছেন অর্জন, বলেন মুক্ত কণ্ঠে।
 মুক্ত মানব বুদ্ধের শ্রাবক, পেয়েছি মোরা দর্শন,
 বার বছর সাধনায় যিনি, নির্বাণ করেছেন অর্জন।
 মুক্তির প্রেরণা যোগান তিনি, মোদের সুপ্ত অন্তরে,
 জাগিয়ে দেন মৈত্রী, করুণা, বুদ্ধের অহিংসা মন্ত্রে।
 সকল প্রাণীর মুক্তির জন্য, করেছেন তিনি সাধনা,
 অবসান করিতে জীবের দুঃখ, চারি অপায় যন্ত্রণা,
 ষড়ভিঞ্জা অর্হত্ত্বজ্ঞান, ভাস্তে করেছেন অর্জন,
 অজর-অমর হয়েছেন তাই, অবিদ্যা তৃষ্ণা করে বর্জন,
 ত্রিরত্নের শরণ নিয়ে, চির দুঃখমুক্তির অন্বেষণে,
 হবো সবাই আশ্রয়ান, শ্রদ্ধা চিহ্নে এই জীবনে।

সাধু! সাধু! সাধু!

ভালোবাসার পরিণাম

মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকে, কত আশা বেঁধে বুকে,
 সুন্দর সুখের স্বপ্ন নিয়ে,
 কারো জীবনে হয় স্বপ্ন পূরণ, কারো জীবন হয় দুঃখে মরণ।
 আর কেহ থাকে বড় কষ্ট পেয়ে।
 কিছু কিছু মানুষের জীবনে, সুখের স্বপ্ন দেখা দু-নয়নে,
 হয়ে যায় শুধু বৃথা,
 সত্যি কিনা দেখে ভেবে, আমার এই কথাটি সবে,
 বলিনি তো কোনো অযথা?
 মানুষের জীবনে আশা যত, সব অলীক স্বপ্নের মত,
 হয় না তো কিছুই পূরণ,
 যত আশা বাঁধে বুকে, তত অনুতাপ পাই লোকে,
 মানুষ এভাবে দুঃখকে করে বরণ।
 সदा নিরাশার বেদনায়, না পাওয়ার যন্ত্রণায়,
 জীবনটা যায় ভেসে,
 ভালোলাগা ভালোবাসা, হয় সব মিছে আশা,
 জীবনের এই পরিণাম শেষে।
 ভালোবাসার অনুরাগে, হৃদয়ে আনন্দ জাগে,
 শুধু ক্ষণিকের তরে,
 ভালোবাসার অভিঘাতে, নিদারুণ শোকতাপে,
 অনুতাপ পেতে হয় পরে।
 অনুতাপানলে পড়ে যে, জীবনে সুখ পাই না সে,
 শুধু কষ্ট হয় বুকে,
 সে কষ্টে জীবন কাটায়, ভালোবাসার দুঃখ ব্যথায়,
 কান্নার জল নিত্য চোখে।
 সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ১০-০৭-২০১২ইং, স্থান: প্রশান্তি অরণ্য কুটির, আটারকছড়া, লংগদু।

অনিশ্চিত জীবন

জীবন একটি গল্প,
জীবন সবার অনিশ্চিত,
জীবন মানে সংগ্রাম,
সদা মৃত্যুর অনুকূলে,
মৃত্যুর মুখে অবশেষে,
ইহলোক গেলে ছাড়ি,
সবকিছু পড়ে রবে,
যাবে সাথে নিজ কর্ম,
কুশল কর্ম সুখ দেবে,
পাপে দেবে দুঃখ শাস্তি,
পুণ্য কর্ম করা ভাল,
মানব জীবন অতি দুর্লভ,
পুণ্য ছাড়া এই জীবন,
জীবন সার্থক করতে হলে,
কুশল পুণ্য জ্ঞান ব্যতীত,
কলুষিত জীবন পাপ,
জীবনের সঠিক মর্ম,
ধর্ম ছাড়া এই জীবনে,
জীবন হয় অতি সুন্দর,
অন্তর হয় দূষিত,
পাপ অকুশল কর্ম ছাড়ি,
যদি করলে অকুশল পাপ,
অভিশপ্ত হলে জীবন,
যাতে দুঃখ না হয়,
কর সবাই পুণ্য জমা,
রাখ মৈত্রী নিজ অন্তরে,
দুঃখ সবার কাম্য নয়,
দুঃখ থেকে পরিত্রাণ,
লাগবে নিজের অন্তরে,
জ্ঞান পুণ্য ছাড়া জীবনে,

জীবন অতি অল্প ।
মরণ কিন্তু নিশ্চিত ।
চলে জীবন অবিরাম ।
ক্ষণে ক্ষণে যায় চলে ।
পড়তে হয় নির্বিশেষে ।
যাবে না কোনো গাড়ি বাড়ি ।
শুধু একা যেতে হবে ।
কুশল অকুশল সব ধর্ম ।
অকুশল কর্ম অপায়ে নেবে ।
পুণ্যে আনে দুঃখ মুক্তি ।
পাপ-অকুশল ত্যাগী চল ।
পুণ্যবানের হয় সুলভ ।
সার্থক হয় না কখন ।
কর জ্ঞান সত্য বলে ।
জীবন হয় কলুষিত ।
হয় দুঃখ শোক বিলাপ ।
বুঝে কর সত্যধর্ম ।
সুখ হবে না মরণে ।
পবিত্র হলে নিজ অন্তর ।
হলে অকুশল সঞ্চিত ।
চালাও সদা জীবন গাড়ি ।
হয়ে যায় অভিশাপ ।
করতে হবে দুঃখবরণ ।
পাপ অকুশল কর ভয় ।
জীবের প্রতি নিত্য ক্ষমা ।
পড়বে না দুঃখ সাগরে ।
তবু দুঃখ পেতে হয় ।
পেতে হলে সত্যজ্ঞান ।
বলে দিলাম সকলেরে ।
সুখ আসবে না কখনে ।

জীবন চলমান পথে, অকুশল পাপ হতে-
 বিরত রাখ নিজেকে, তবে সুখ আসবে সহজে ।
 সুখ আমাদের সবার, ইচ্ছা হয় নিত্য পাবার ।
 শান্তি সুখ পেতে হলে, সত্যধর্মের অনুকূলে
 চালাও সবাই এ জীবন, লয়ে ত্রিরত্নের শরণ ।
 ত্রিরত্নের শরণ নিয়ে, চল জ্ঞানসত্য পথ দিয়ে ।
 জ্ঞানী লোকেরা করে পুণ্য, তাঁদের জীবন হয় ধন্য ।
 জ্ঞান আর সদ্ধর্ম লাভ, না হলে মানব করে পাপ ।
 পাপ করলে যায় অপায়ে, চল সবাই স্বভয়ে ।
 চেষ্টা কর জ্ঞানে সবাই, বন্ধ করতে চারি অপায় ।
 অপায় দুঃখ বড় ভীষণ, বিশ্বাস কর যারা সুজন ।
 অপায় ভীষণ দুঃখ হলে, তখন কী শান্তি মিলে?
 নেই কোনো শান্তির আশা, কোথায় আর ভালবাসা !
 হও সবাই যত্নবান, লভিতে চারি মার্গজ্ঞান ।
 মার্গজ্ঞানে দুঃখ রাশি, ধ্বংস করে আনে হাঁসি ।
 দান শীল ভাবনায়, নির্মল সুখ কামনায় ।
 চারি আর্য্যসত্য জ্ঞানে, যেতে হবে নির্বাণে ।
 নির্বাণ পরম সুখ, নেই জন্ম মৃত্যুর কোনো দুখ ।
 সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ১০-০৭-২০১২ইং, স্থান: প্রশান্তি অরণ্য কুটির, আটারকছড়া, লংগদু ।

নীতিকথা

জীবন চলে যায়, অবিরাম গতিতে,
 জীবন সুন্দর হয়, পবিত্র নীতিতে ।
 নীতি ছাড়া যদি চলে, পৃথিবীতে কোনোজন,
 অকুশল পাপে রমিত থাকে, তার অশান্ত মন ।
 অশান্ত মন বানরের মত, সদা চঞ্চল থাকে,
 নিজে হয় পাপে রত, আর অন্যকেও ডাকে ।
 অদমিত গরুর মত, চিন্তা যার হয়,
 মিথ্যাদ্‌ষ্টি পাপকর্মে, সে সদা ডুবে রয় ।

পাপে রত মানুষ যারা, সব কিছু করে তারা,
 তাদের সেই পাপকর্মে, কলুষিত হয় ধরা ।
 ধরাতলে নরাদম, খল আছে যত,
 ঠিক তারা উই আর ইঁদুরের মত ।
 উই-ইঁদুর গৃহস্থের কোনো, উপকারে আসে না,
 মূর্খেরাও উপকারের উপকার, স্বীকার করে না ।
 দেশ-জাতি সমাজে তারা, সর্বদা করে ক্ষতি,
 তাদের হৃদয় জানোয়ারের মত, নেই ভাল নীতি ।
 নীতি হারা, জ্ঞান হারা, হয় যার জীবন,
 পশুর মত নানা দুঃখে, করে সে বিচরণ ।
 বিচরণ করে পাপ পথে, হয়ে মতি হারা,
 ভাল কাজে কুশল কর্মে, দেয় না সে সাড়া ।
 অকাজে কু-কাজে তিনি, সদা উৎসাহ দেখায়,
 নিজে করে অকুশল কাজ, আর অন্যদেরও শেখায় ।
 যার অন্তরে বিন্দু মাত্র, নেই কাভাকাভ জ্ঞান,
 নিশ্চয় হয় তার জীবন, তির্যক প্রাণীর সমান ।
 পশুর মত জীবন যাপন, অজ্ঞানীরা করে,
 ইহ-পরলোকে তারা, অনন্ত দুঃখে পড়ে ।
 বিবেক হীন হয়ে যদি, কাটিয়ে দিলে জীবন,
 মূল্যহীন হয় তাদের, দুর্লভ মানব জনম ।
 ভাল-মন্দ বিচার করে, যে ভাল পথে চলে,
 জীবন তার ধন্য হয়, জ্ঞানীগণ বলে ।
 ধন্য করো এই জীবন, কুশল কর্ম করে,
 ক্ষমা-মৈত্রী ভালোবাসায়, অহিংসা পথ ধরে ।
 কত পুণ্যের ফলে মোরা, পেয়েছি মানব জীবন,
 গঠন করবো পুণ্যকর্মে, না হই যেন পতন ।
 মালাকার যেমন তার, ফুলের মালা সাজাই,
 তখন সেই ফুলের মালা, অতি সুন্দর দেখায় ।
 জীবের মধ্যে মানব জীবন, শ্রেষ্ঠ সবাই জানি,
 পুণ্যের ফলে পেয়েছি সেটা, কয়জনে তা মানি !
 এমন সুন্দর জীবন মোরা, পাপকর্ম করে,

নষ্ট করে ফেলি কেন? ভেবে দেখ জ্ঞান করে ।
 সত্যি করে নিজেকে যারা, ভালোবেসে থাকে,
 অন্য জীবকেও সে সদা , নিজের মত ভাবে ।
 নিজে যেমন দুঃখ কষ্ট, কেহ পেতে চাই না,
 নিজের সাথে তুলনা করে, জীবে দুঃখ দিও না ।
 সত্যি যদি দুঃখ তোমার, অপ্রিয় বলে মনে হয়,
 কোনো জীবে বধ বন্ধন করা, মোটেই উচিত নয় ।
 সকল জীবে থাকতে চাই, নিত্য মনের সুখে,
 নির্ভয়ে আর নিবিঘ্নে, আনন্দে হাসি মুখে ।
 তাই কোনো জীবকে হিংসা করে, যদি কেহ মারে,
 সেই পাপীর কখনো কী, সুখ আসতে পারে?
 যেমন আমার প্রাণ, তেমন তাদের,
 যেমন তাদের প্রাণ, তেমন আমার
 তুলনার তরে নিজেকে, সম্মুখে রাখিও,
 অপরের প্রাণ বোধ, কভু না করিও ।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ১০-০৭-২০১২ইং, স্থান: প্রশান্তি অরণ্য কুটির, আটারকছড়া, লংগদু ।

মানব জীবন

পেয়েছি মোরা মানব জীবন, অনেক পুণ্যের ফলে,
 আরো অনেক ভাগ্যবান, জন্মেছি বৌদ্ধ কুলে ।
 আমাদের ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম, বিজ্ঞানবিদরাও কয়,
 শ্রেষ্ঠ ধর্ম করি আচরণ, এসো আর দেরি নয় ।
 মূল্যবান এই জীবনটাকে, আমরা করি মূল্যায়ন,
 মূল্যায়ন করতে না জানলে, হবে না সার্থক এ জীবন ।
 মানব জন্ম না হয়ে যদি, নিরয়-প্রেতলোকে যেতাম,
 কুশল কর্ম করতে কী, কখনো সুযোগ পেতাম?
 অথবা তির্যক-অসুরলোকে, জন্ম নিতাম যদি,
 আচরণ করতে পারতাম না, কখনও ভালো নীতি ।
 চর্মচোখে যায় না দেখা, নিরয়-প্রেত-অসুর,

দেখা যায় কিন্তু তির্যক প্রাণী, চর্মচোখে প্রচুর ।
 তির্যক প্রাণীর কত যে দুঃখ, বর্ণনা করতে নারি,
 তাদের দুঃখ দেখে মোরা, জ্ঞান উৎপন্ন করি ।
 তির্যক প্রাণীর মধ্যে যেমন, বানর বনে দেখা যায়,
 বর্ষা কিংবা শীতকালে তারা, কীভাবে জীবন কাটায় !
 দিন, মাস, বছর ধরে, গাছের উপর বসবাস,
 ঝড়-তুফানে ঢুকবে ঘরে, নেই তাদের সেই অবকাশ ।
 শীতের সময় শীত লাগলে, একটু কাপড় পড়বে,
 কাপড় না পেলে নিশ্চিত এখন, সে ঠান্ডায় মরবে ।
 তবুও বানর কাপড়-ছোপড়, কখনও পাবে না,
 অতীতের অকুশল কর্মফলে, বানরের এই যন্ত্রণা ।
 বানরের মত অনেক প্রাণীর, জীবন দুঃখ দেখা যায়,
 গরু-ছাগল, পশু-পাখিরা, অবিরাম দুঃখে জীবন কাটায় ।
 নরক-শ্রেত-অসুরগণের, দুঃখ আরো বেশী হয়,
 জ্ঞান চোখে না দেখলে, চর্মচোখে দেখার নয় ।
 বিন্দুমাত্র পাই না যে সুখ, নরকে পড়ে যারা,
 পাপকর্ম তাদের শেষ না হলে, যায় না কেহ মারা ।
 তিলে তিলে দুঃখ ভোগ, করতে হয় সদা নরকে,
 চারি অপায়ের দুঃখ দেখে, সংযত করো নিজেকে ।
 সব কিছু শেষ হয়ে যায়, জীবের (মানুষের) মরণ হলে,
 অন্ধের মত অজ্ঞানী লোকেরা, এই কথাটি বলে ।
 জীবের জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ, শেষ না হবে যতদিন,
 ত্রিলোকেতে আসা-যাওয়া, করতে হবে ততদিন ।
 লোভ-আসক্তি, অবিদ্যা-তৃষ্ণা, জীবের জন্মের কারণ,
 জন্ম হলে কোনো মাফ নেই, হবে নিশ্চিত মরণ ।
 কখনও স্বর্গ, কখনও অপায়, কখনও ব্রহ্মলোকে,
 অনির্বাণকাল ঘুরতে হবে, জীবগণের এই ত্রিলোকে ।

সাধু! সাধু! সাধু!

প্রজ্ঞাময় জীবন গঠন করুন

(১) একটি সুন্দর সুশীল জীবন, কে না চাই করতে গঠন,
কিন্তু মানুষের প্রজ্ঞা অভাবে, অসুন্দর হয় সুন্দর ভূবন।

জ্ঞানময় জীবন গড়তে প্রজ্ঞা, সুন্দর এক কারিগর,
প্রজ্ঞা বিনা মানুষের এজীবন, হয় না তো অনুত্তর।

(২) ফুলের মত ফোটে এজীবন, আবার স্নান হয়ে যায়,
কেহ আগে কেহ পরে, মৃত্যুর কবলে পড়ে যায় !

কি নিয়ে যাব আমি জ্ঞান দিয়ে ভাবুন

সময় আসলে তো যেতেই হবে,

রয়ে যাবে সব কিছু, সঙ্গী হবে নিজ কর্ম শুধু

কুশল কর্ম করে যান মরণের আগে।

(৩) এই জীবন প্রদীপ হয়, একদিন নিভে যাবে,

যখন মরণ আসবে তখন, পর হয়ে যাবে সবে।

এখন আমরা যেসব ভাবছি, আপন-প্রিয় বলে,

সে সবকিছু বিচ্ছেদ হবে, মৃত্যুর আঘাত এলে।

(৪) মোহের আবেশে অন্ধ-বেহুশ, নর-নারীগণ,

তারা দুঃখকে সুখ ভাবে, মনেতে সারাক্ষণ।

সুখ আসে জীবনের সাথে, থাকে না তো মিশে,

তবু কেন সুখের নেশায়, মাতাল এ মানুষ কিসে ?

সুখের ছলনায় দুঃখ আসে, মোহাক্ষ মানব বুঝে না,

তাই দুঃখ মুক্তি নির্বাণের পথ, তারা শীঘ্র খোঁজে না !

(৫) ধন-জন নিয়ে কেন, করেন এত অহংকার,

জেনে রাখুন দু'দিন পরে, রবে না কিছু আর।

যশ-কীর্তি ক্ষমতা বলে, যেজন গর্ব করে,

সে বড়ই মোহের শ্রোতে, ডুবে রয় এসংসারে।

জ্ঞানীগণও পারে না হয় ! উদ্ধারিতে তারে,

পায় যে দুঃখ সেই মূর্খ, জন্মি ভবে বারেবারে।

(৬) বিএ এমএ ডক্টর ডিগ্রী, ডাক্তার, ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার,

খারাপ অন্যায় কাজ করলে, নেই তাদেরও নিস্তার।

লজ্জা-দুঃখ পেতেই হবে, ইহকাল না হয় পরকাল,

তাই সবাই হোন সাবধান, বাঁচেন যত আয়ুষ্কাল।

(৭) এ জীবন এক খরশ্রোত প্রবহমান নদীর মত,
 জীবনের এই পরমায়ু গতিময় অবিরত ।
 নেই কিছুতেই এই গতিধারা, করিবারে রোধ,
 যতক্ষণ না অন্তরে জাগে, অরহত জ্ঞান-চেতনা বোধ ।

(৮) জ্ঞানীর নিকট প্রাণী যত, সবাই এক সমান,
 সূর্য যেমন পৃথিবীতে, করে আলো দান ।
 পৃথিবীতে আলো দানিতে, হয় সূর্যোদয়,
 জ্ঞানীগণও আবির্ভাব হন, হয়ে জীবের সদয় ।
 দুঃখ গ্রস্ত প্রাণী সত্ত্ব, উদ্ধার করবার তরে,
 মুক্তি মার্গ দেখিয়ে দেন, জনম লয়ে সংসারে ।

(৯) নিত্য সংযমী-আত্মজয়ীকে, দেবতা-ব্রহ্মা-মার,
 পরাজয় করতে পারে না, বুদ্ধের উপদেশ সার ।
 চক্ষু কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা কায় মন,
 করুন সংযম, রক্ষা, দমন, ওহে জ্ঞানীগণ ।
 এ ষড়ইন্দ্রিয় এক একটি, মহাসমুদ্রের ন্যায়,
 তৃপ্তিহীন ভব সাগরে, ভেসে নিয়ে যায় ।
 লোভ দ্বেষ মোহ ঢুকে, ষড়ইন্দ্রিয়ের দ্বারে,
 তাই সীমাহীন দুঃখ পায়, সত্ত্বগণ বারে বারে ।

সাধু! সাধ! সাধু!

তাৎ- ০৫/১০/২০১৫ইং, লুম্বিনী বন বিহার, হরিণা ।

লক্ষ্য শুধুই নির্বাণ

বুদ্ধ ধর্ম সংঘ রত্নই, এই ত্রিলোকের ভিতর,
 সর্বের সর্বী তুলনা বিহীন, যাহা শ্রেষ্ঠ অনুত্তর ।
 পুণ্যক্ষেত্র আছে যত, সংঘ ক্ষেত্রই প্রধান,
 অজর-অমর ফল ধরে, বলেন বুদ্ধ ভগবান ।
 অনুত্তর এই সংঘের প্রতি, উদার, প্রসন্নতা মনে,
 দান করবো সাধ্য মত, দায়ক-দায়িকাগণে ।
 পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষু সংঘে, নির্বাণ তরে করবো দান,

শ্রদ্ধা চিন্তে খাদ্য-চীবর আর ঔষধাদি-বাসস্থান ।
 এপুণ্য মোদের করবে ধারণ, চারি অপায় হতে,
 প্রার্থনা করবো বুদ্ধের নিকট, বুদ্ধ জ্ঞান পেতে ।
 দান ধর্মে থাকবো রত, কৃপণতাভাব ত্যাগী,
 হবো যে এতে জীবনেতে, অশেষ পুণ্যের ভাগী ।
 মাৎস্য আর কৃপণতা, আছে মন-চিন্তে যত,
 শ্রদ্ধা অস্ত্রের বদান্যতায়, করবো জ্ঞানে হত ।
 সকল জীবের প্রতিও দয়া, মৈত্রী-করণা পোষণ-
 করবো বুদ্ধের অহিংসা ধর্মে, সম্যক জীবন-যাপন ।
 বুদ্ধ নীতির অহিংসা ভেলায়, এই জীবন সাজাবো,
 দুঃখ সাগর ধীরে ধীরে, অতিক্রম করে যাবো ।
 বলবতী করবো চিন্ত, জ্ঞান-পুণ্য শক্তি দিয়ে,
 কুশল ধর্মে কাটাবো জীবন, নির্বাণ মুখী হয়ে ।
 কায়-বাক্য-মনো দ্বারে, করবো চিন্ত সংযত,
 সুচিন্তা আর সুকর্মেতে, দিবা-রাত্রি নিয়োজিত ।
 মোদের এই কুশল কর্মের, হবে যত পুণ্যফল,
 দেব-মানব তা লভে লভুক, আয়ু-বর্ণ-সুখ-বল ।
 জ্ঞান-সত্য আর সদ্ধর্ম হারা, না হই যেন জীবনে,
 হোক শুধুই লক্ষ্য মোদের, পরম সুখ নির্বাণে ।
 সংঘ ক্ষেত্রে দান দিয়ে, হোক নির্বাণ দর্শন,
 নির্বাণ মার্গের লক্ষ্য পথে, থাকুক মন সারাক্ষণ ।

সাপু! সাধু! সাধু!

তাং-০২/০৮/২০১৫ইং, লুম্বিনী বন বিহার, হরিণা ।
 বিপ্লবঃ শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা- দীপেন মায়ের অনুরোধে আমি এই কবিতাটি,
 চট্টগ্রাম মৈত্রীবন বিহারে ২০১৫ স্মরণীকায় তার নামে লিখে দিয়েছি ।

সাবধান হও

জ্ঞান চক্ষু উন্মিলন করে, দেখ হে একবার জ্ঞানীগণ,
 মানব জীবনের চেয়ে অনেক, তির্যক প্রাণীর দুঃখ ভীষণ ।
 তির্যক জাতি আর কীট পতঙ্গের, নেই কোন সুখ জীবনে,

আছে শুধু সীমাহীন দুঃখ তাদের, মৃত্যু ভয় ক্ষণে ক্ষণে ।
 কোথায় যাবে কোথায় রবে, হায়রে জানেনা যে তারা,
 দুর্বলের প্রতি সবল জীবের, অবিরাম চলে তাড়া ।
 মৃত্যুর ভয়ে বিপন্ন ভীষণ, নিরাপদ হীন তির্যক জীবন,
 বড় অসহায় উদ্ভিগ্নতায়, কেটে যায় তাদের দিন-যাপন ।
 তির্যকের চেয়ে ভয়ঙ্কর দুঃখ, প্রেত-অসুর-নরকে,
 এই সতর্ক উপদেশ বাণী, মহাজ্ঞানী বুদ্ধগণের মুখে ।
 বুদ্ধগণের মুখ নিঃসৃত বাণী, কখনো ব্যর্থ হবার নয়,
 আকাশে ঢিল ছুড়লে যেমন, অবশ্যই মাটিতে পড়তে হয় ।
 জ্ঞানযোগে ভেবে ক্ষণিক এই ভবে, পাপে রমিত হইও না,
 এই জীবন যেন বৃথা না যায়, জাগাও মনেতে জ্ঞান চেতনা ।
 জ্ঞানহীন হয়ে যদি কোনদিন, হলে পাপ কর্মে রমিত,
 নিজের কৃত সেই পাপকর্ম, দুঃখ দেবে জন্মান্তরে নিয়ত ।
 পাপের পরিণাম দুঃখ অবিরাম, পাপীকে করে প্রদান,
 ইহ-পরলোকে দুঃখানলে পড়ে, সেই দুঃখ যায় না করা অনুমান ।
 হে মানবগণ হও সাবধান, পাপকর্ম পরিত্যাগ করি,
 জীবনকে তোমরা অবহেলা কর না, মোহ-তৃষ্ণার শোতে পড়ি ।
 বাঁচবার জন্য মানুষ যেভাবে, বিষধর সর্প দংশন হতে,
 অনেক দূরে সরে যায়, জীবন নিরাপদে রক্ষা করতে ।
 সেইরূপ জ্ঞানীগণ পাপে বিরত, রাখ নিজেকে অনুক্ষণ,
 অপায়ে পতিত না হয় যাতে, ধর্মপথে কর বিচরণ ।
 ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে, মহাজ্ঞানীগণের দেশনা,
 অন্তরে এই বিশ্বাস রেখে, কর নিজেকে পরিচালনা ।
 পাপ পথ ছেড়ে ধর্মপথ ধরে, কর নিজেকে উদ্ধার,
 অপায় দুঃখ হতে জনমের তরে, না আসে যেন ঘিরে অন্ধকার ।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাৎ-১৬/০৮/২০১৫ইং, লুম্বিনী বন বিহার, হরিণা ।

ত্রাণ

জগতে বড়ই দুঃখ আছে, সকলেরই জানা,
 দুঃখসত্য কি আসলে, কেউ সঠিক জানে না।
 বুদ্ধ বলেন, জন্ম-জরা, ব্যাধি-মৃত্যু, ইহাই দুঃখ সত্য,
 প্রতীক্ষা হতে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত, দুঃখ পেতে হয় নিত্য।
 জন্মের পরেও প্রতিনিয়ত, জরা-ব্যাধির আক্রমণ,
 সেই যন্ত্রণায় চিত্ত খোঁজে, মুক্তির পথ সারাক্ষণ।
 স্বর্গ-ব্রহ্ম-মর্ত্য কিংবা, নরকে উৎপন্ন অপরিহার্য,
 কর্মের স্রোতে পরতে হয়, সত্ত্বগুণের অনিবার্য।
 মৃত্যুমারের মৃত্যুদুঃখ, বর্ণনাতে পেতে হয়,
 মৃত্যুদুঃখ নিরোধ করার, খুঁজতে হবে উপায়।
 মরণ স্মৃতি সাধনার দ্বারা, নিরোধ করতে হবে,
 জন্ম-মৃত্যু রোধ না হলে, কোথাও সুখ নাই ভবে।
 জীবন দুঃখ অতিক্রম করতে, নানা যজ্ঞ করে থাকি,
 মিথ্যা যজ্ঞ করার ফলে, সুখ-শান্তি দেয় মোদের ফাঁকি।
 করবো এবার আমরা সবাই, প্রকৃত সুখের সন্ধান,
 পঞ্চশীলের সৎ নীতিতে, লভিব সম্যক পরিত্রাণ।
 শীল পালনের পাশাপাশি, মৈত্রী ভাবনা করি,
 অহিংসা ধর্মের মার্গ পথে, উঠবো নির্বাণ সিঁড়ি।
 এসো আমরা বুদ্ধ ধর্মে, নির্বাণের উপদেশ শুনি,
 নির্বাণের শিক্ষা উপদেশ, সম্যক ভাবে জানি।
 নির্বাণের ট্রেনিংও নিতে হবে, নির্বাণ লাভের জন্য,
 আত্ম-চিন্তা-ইন্দ্রিয় দমনে, অবিদ্যা তৃষ্ণা করি শূন্য।
 সাধু! সাধু! সাধু!

লেখক: দেবময় চাকমা, দক্ষিণ ফিরিঙ্গী পাড়া, নানিয়ারচর।
 তাং- ১৭/০৯/২০১৪ইং

বুদ্ধের দোকান

আমার মার্কেটে আটটি দোকান, মুক্তিকামীর জন্য,
 এই দোকানের কাস্টমার যিনি, হবে তিনি ধন্য।
 আমার পুষ্প দোকানে, অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম সংজ্ঞা বিদ্যমান,
 মরণানুস্মৃতি, চারি ব্রহ্মবিহার, আনাপানস্মৃতি বিরাজমান।
 সকল সংস্কারে অনিত্য সংজ্ঞা, আছে বিরাগ আদীনব,
 কায়গতাস্মৃতি ভাবনা, নিরোধসংজ্ঞা আছে এসব।
 গন্ধের দোকানে শীলের সৌরভ, চারিদিকে হয় প্রবাহিত,
 যত প্রকার নীতিশীল আছে, তা গন্ধের দোকান হও অবগত।
 ফল দোকানে ফল বিদ্যমান, চারি প্রকার মার্গফল,
 ঔষধের দোকানে চারি আর্ষসত্য, দুঃখমুক্তির কর্মস্থল।
 ভেষজ দোকানে আছে, চারি মহাসতিপট্টান,
 পঞ্চইন্দ্রিয় পঞ্চবল, চারি সম্যক প্রধান।
 এই দোকানে চারি ঋদ্ধিপাদ, সপ্ত বোধি-অঙ্গ,
 দুঃখমুক্তির সঠিক উপায়, আছে অষ্টাঙ্গিক মার্গ।
 অমৃত দোকানে জন্ম-জরা, ব্যাধি-মৃত্যু পরিদেবন,
 নেই কোনো দুঃখ মনস্তাপ, দুষ্টিতা শোক-রোদন।
 রত্ন দোকানে পাওয়া যায়, শীল সমাধি প্রজ্ঞারত্ন,
 বিমুক্তি জ্ঞান, বিমুক্তি দর্শন, প্রতিসম্প্রদা জ্ঞানরত্ন।
 আছে আর সপ্ত বোধ্যঙ্গ, অমূল্য রত্নের সমাহার,
 ক্রয় কর কর্মমূল্যে, রত্নমালা যাহা দরকার।
 সর্বদ্রব্য দোকানে আছে, নবাজ বুদ্ধের বাণী,
 শরীরের পূতাস্থি, ব্যবহৃত দ্রব্যসহ, সমুদয় চৈত্যান্থি।
 আছে আর সংঘরত্ন, বুদ্ধের সাধারণ দোকানে,
 ত্রিবিধ সম্পত্তিসহ, জানিও বিজ্ঞ-প্রজ্ঞগণে।
 এই দোকানে কোনো দ্রব্যের, অপূর্ণতা নেই জান,
 চক্রবালের ক্রেতা আসলেও, অভাব নেই কোনো।
 আমার দোকানে শ্রদ্ধারূপী, টাকা নিয়ে যে আসবে,
 শ্রদ্ধামূল্যে সব সরঞ্জাম, একমাত্র সে-ই পাবে।
 কিনে দেখ একটা জিনিস, শ্রদ্ধারূপী দাম দিয়ে,
 পাবে অবশ্যই মুক্তির স্বাদ, নির্বাণ রাজ্যে গিয়ে।

নির্বাণরাজ্য সুখের নগর, নেই কোনো দুঃখের স্থান,
 ক্রয় কর যথা মূল্য দিয়ে, জ্ঞানীগণের এই আহ্বান।
 ফল দোকানের ফল যখনই, ক্রয় করে নিবে,
 অনাবিল শান্তিতে তোমার মন, অম্লান সুখে রবে।
 এবার চলো আমরা সবাই, যায় বুদ্ধের দোকানে,
 শ্রদ্ধারূপী কর্মের দ্বারা, ক্রয় করি আর্যজ্ঞানে।
 ফল দোকানে গিয়ে মোরা, ফল কিনে নেবো,
 অমৃত ফলের সুধা পানে, নির্বাণ চলে যাবো।

সাধু! সাধু! সাধু!

লেখক: দেবময় চাকমা, দক্ষিণ ফিরিঙ্গী পাড়া, নানিয়ারচর।

তাং- ১৮/০৯/২০১৪ইং

শুভ জন্মদিন

অশোক আর পাহাড়িকার ঘরে, ষোল তারিখ নভেম্বর,
 জন্ম আমার মাস্টার পাড়ায়, ২০০৬ইং নানিয়ারচর।
 তাঁরা আমার জনক-জননী, আমায় জন্ম দিয়েছেন,
 মাতাপিতাগণ আদি গুরু, জ্ঞানীজন বলেছেন।
 এই শুভ দিনে শুভক্ষণে, জন্মেছি আমি ধরাধামে,
 আমি এখন পরিচিত, অর্পা দেওয়ান এই নামে।
 সবার আশীষ চাই আমি, চাই আরো ভালোবাসা,
 জীবন চলার পথে আমার, পূর্ণ হয় যেন সকল আশা।
 একদিন আমি বড় হবো, লেখা-পড়া শিখে মানুষ হবো,
 সবার আশীষ নিয়ে আমি, সকল বাঁধা পেরিয়ে যাবো।
 জীবনেরি ফুল ফোটাবো, সৎ সাহসে এগিয়ে,
 মানবতার সৎ নীতিতে, যাবো জীবন রাঙিয়ে।
 জীবন যুদ্ধে জয়ী হই যেন, করো গো দোয়া মোরে,
 জ্ঞান-বিজ্ঞানে সম্যক চেতনায়, গুরুজনে গৌরব করে।
 গুরু জনের প্রতি আমি, শ্রদ্ধাশীল হবো,

সকল বন্ধু-সখী-সাথীদের, ভালোবাসা দেবো ।
 অন্তরঙ্গ ভালোবাসায়, সব মানুষের জীবনে,
 স্থান করে নেবো আমি, সহনশীলতা মৈত্রী গুণে ।
 বাবা-মায়ের স্নেহ-আশীষ, হবে আমার সাথী,
 সকল জীবে ভালোবাসায়, জ্বালাবো জীবন দ্যুতি ।
 আমার এই শুভ জন্মদিনে, করছি এই পণ,
 করো আশীষ মা-বাবা আর, সকল গুণীজন ।
 সাধু! সাধু! সাধু!

মাতাপিতার গুণ

মা-বাবা সন্তানদের, সকলের আদি গুরু,
 ছোট থেকে মা-বাবার কোলে, শিশুর জীবন গুরু ।
 সন্তানদের পালন করেন, স্নেহ আদর দিয়ে,
 পৃথিবীতে নেই আর গুরু, মাতাপিতার চেয়ে ।
 জন্ম থেকে সন্তানের ঠাই, মাতাপিতার অঙ্কোপরে,
 পুত্র কন্যা আদরের ধন, হয় তাঁদের অন্তরে ।
 সন্তানকে তাঁরা ভালোবাসেন, স্নেহ মৈত্রী দিয়ে,
 গর্ববোধ করে সন্তান, মাতাপিতাকে নিয়ে ।
 এহেন গুরু মাতাপিতাকে, দুঃখ দিও না কখন,
 সেবা-পূজা কর তাঁদের, হবে অতি আদরের ধন ।
 ডাকবে যখন মা-বাবা, আপন সন্তানেরা,
 অপত্য স্নেহ মৈত্রী দিয়ে, কোলে তুলে নেয় তাঁরা ।
 মাতাপিতার স্নেহ আদর, যখন সন্তানেরা পাই,
 তখন তাঁরা অতি আনন্দে, মা-বাবার কোলে যায়,
 মাতাপিতার কোলে থেকে, জ্ঞানী সন্তানেরা,
 জীবন দিয়ে চেষ্টা করে, মাতাপিতার সেবা করা ।
 জ্ঞানী গুণীরা মনে করেন, দেব ব্রহ্মার মতন,
 করবে সদা তাঁদের পালন, করে অতি যতন ।
 মাতাপিতার ঋণ পরিশোধ, করতে পারে না কেউ-
 মিথ্যা থেকে সম্যক দৃষ্টি, যদি করে কেউ-

তবে তাদের ঋণ পরিশোধ, নিশ্চয়ই হবে জান,
 সেবা পূজায় মাতাপিতাকে, সত্য পথে আন।
 মাতাপিতার গুণ মহিমা, ভুলে যেওনা কখন,
 দিবা-রাত্র সেবিবে তোমরা, পুণ্য হবে তখন।
 সন্তানদের তাঁরা বড় করেন, শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে,
 যখন যেখানে যাও না তুমি, যাবে আশীর্বাদ নিয়ে।
 মাতাপিতার আশীষ হবে, তরু ছায়ার মত,
 নিজের সন্তান ভালোবাসেন, মাতাপিতা যত।
 জন্মদাতা মাতাপিতাকে, দিও না দুঃখ মনে,
 সেবাপূজায় ভালোবেসে, থেকো তাঁদের সনে।
 মাতাপিতাকে সেবা পূজায়, হও সবাই রত,
 অভিজাত, অনুজাত ধার্মিক, পুত্র কন্যা যত।
 মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধা, জেগে উঠুক সবার,
 সেবা পূজা করুক সন্তান, এই কামনা আমার।
 অন্ন দানে পোষে যেই, জননী জনকে,
 দেহান্তে তাঁহার গতি, হয় স্বর্গলোকে।

সাপু! সাপু! সাপু!

তাং: ১৭-০৭-২০১২ইং, স্থান: রত্নাংকুর বনবিহার, নানিয়ারচর।

বাবা আর নেই

এই সুন্দর পৃথিবীকে দেখাতে যিনি আমার জনক হয়ে আমাকে জন্ম দিয়েছেন, সেই প্রয়াত জনকের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ চিন্তে তার অতুলনীয় গুণকে স্মরণ করে আমাদের মাঝে তাকে স্মৃতিময় করে রাখার জন্য এই কবিতাটি লিখেছি। তিনি বিগত ১৪ জুলাই ২০০৭ইং, ৩০শে আষাঢ় ১৪১৪ বাংলা, রোজ শনিবার এই মায়াময় পৃথিবী ছেড়ে চিরদিনের জন্য পরলোক গমন করেন এক অশুভ শক্তির আক্রমণের কারণে।

ভালো হোক আর মন্দ হোক, বাবা আমার বাবা,
 পৃথিবীতে বাবার মত, আর আছে কেবা।
 যেতে নাহি দিব তোমায়

তবু যেতে দিতে হয় ।

বাবা! যে তোমাকে দিয়েছে, বিষে ভরা বাণ,

আমি দিই তাদেরকে, স্নেহ মৈত্রী দান ।

বিদায় দিতে চাইনি বাবা, পারিনি তোমায় রাখিতে,

চলে গেছ মোদের ছেড়ে, কোনো এক অজানাতে ।

তুমি কি আর আসবে না, মোদের মাঝে ফিরে?

নাকি শুধু চেয়ে থাকবে, অপলক চোখে দাঁড়িয়ে ।

তোমাকে তো আর দেখবো না, কোনোদিন কোনো কালে,

বাবা! হঠাৎ করে কেন তুমি, মোদের ছেড়ে চলে গেলে ।

কোথায় জনম নিয়েছ তুমি, নেই কোনো ঠিকানা,

স্বর্গে হোক তোমার জনম, এই মোদের কামনা ।

কত চেষ্টা করেছি তোমায়, মোদের মাঝে রাখিতে,

তোমার অকাল মৃত্যুতে সবাই, মর্মান্বিত বাড়িতে ।

বাবা বলে ডাকি তোমায়, এখন ডাকি বলো কারে?

অসময়ে কেন তুমি, চলে গেলে মোদের ছেড়ে,

এভাবে তুমি যাবে চলে, ভেবে পাইনি কোনোকালে,

দুরারোগ্য ব্যাধি তোমায়, নিয়ে গেল পরলোকে ।

কোথায় গেছ কেমন আছ, ঠিকানা মোরা জানিনি,

এভাবে তুমি যাবে চলে, কখনো সেটা ভাবিনি ।

দেখালাম কত ডাক্তার বৈদ্য, তোমাকে সুস্থ করে তুলিতে,

আরোগ্য লাভ করে তুমি, সুস্থ দেহে চলিতে ।

আমার কত আশা ছিল, শামণ করে দেবো তোমায়,

তোমার অকালমৃত্যু হওয়ায়, ব্যর্থ করে দিল আমায় ।

বাবা! তুমি কোথায় গেলে, জন্ম হোক তোমার স্বর্গকূলে,

পুণ্যদান করছি তোমায়, যাও যেন স্বর্গে চলে ।

অনির্বাকাল সুখে থেকো, এই মোদের কামনা,

চারি অপায় বন্ধ হয়ে, স্বর্গেতে হোক ঠিকানা ।

স্বর্গে তোমার জন্ম হোক, জনম জনম ধরে,

চারি অপায় বন্ধ হোক, এই পুণ্য দানের ফলে ।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ১৭-০৭- ২০০৭ইং, স্থান: রত্নাংকুর বন বিহার, নানিয়ারচর ।

ক্ষমা করো বাবা

বাবা! দিয়েছি দুঃখ অগণিত, ছোটবেলা হতে,
 জানতে পারিনি তখন মোরা, কত যে পাপ হয় তাতে।
 সন্তানের প্রতি ছিলে গো তুমি, অতিশয় মহৎ ক্ষমাশীল,
 দিয়েছি তোমায় দুঃখ ব্যথা, তবু তুমি সহনশীল।
 অবুঝ মোরা দিয়েছি দুঃখ, সহেছ তুমি নীরবে,
 আমাদের হৃদয় ভরে উঠে, বাবা নামটির গৌরবে।
 রক্ষা করেছিলে মোদের, আদর যত্নসহকারে,
 মাঠে-ঘাটে কোলে পিঠে, দুই নয়ন গোচরে।
 তোমার কোলে থাকি যখন, করি না কোনো ভয়,
 বাবার আশীষ থাকলে সাথে, হবে অবশ্যই জয়।
 বাবা! ছিল মোদের অভিপ্রায়, সুখে-দুঃখে থাকবো,
 আজীবন “বাবা” এই নামটি, মধুর সুরে ডাকবো।
 কিন্তু তোমায় মৃত্যুমার, করে নিয়েছে হরণ,
 হঠাৎ অসময়ে অকালে, হলো তোমার মরণ।
 বয়স হয়নি মরে যাওয়ার, তবু যেতে হলো মরে,
 যেজন ছিল শত্রু তোমার, ক্ষমা করে দিও তারে।
 জানা-অজানায় বাবা তোমায়, দিয়েছি দুঃখ ত্রিধারে,
 ক্ষমা করে দিও মোদের, প্রণাম তব চরণে পড়ে।
 সন্তানের জীবনে পিতামাতা, কত যে বড় মহান,
 কোনো দিন পিতামাতার গুণ-ঋণ, যায় না করা অনুমান।

সাপু! সাপু! সাপু!

লেখক: দেবময় চাকমা, দক্ষিণ ফিরিঙ্গী পাড়া, নানিয়ারচর।

তাং- ০৫/০৮/২০০৭ইং

মা জননী

হে কল্যাণী মা জননী, প্রণাম নিও আমার,
 ভালো সুস্থ সুন্দর হোক ‘মাগো’ এই জীবন তোমার।
 তোমার সন্তান হয়ে মাগো, ধন্য আমার জীবন,

তোমার স্নেহ ভালোবাসায়, করেছে আমায় পালন ।
 পালন করেছে অপত্য স্নেহে, মৈত্রী করুণা মুদিতায়,
 মা! তোমার এ গুণ স্মরণ করে, শ্রদ্ধায় প্রণাম জানাই,
 স্তন্য দানে মাগো তুমি, জীবন করেছে দান
 পৃথিবীতে একমাত্র, মাগো তুমি শ্রেষ্ঠ সুমহান ।
 তোমায় যখন মা বলে ডাকি, কী যে মধুর লাগে,
 আমার এক বিমলানন্দ, অন্তরে এসে জাগে ।
 তুমি আমার সব কিছু মা, তুমি আমার জান,
 অতি আদরে স্তন্য দানে, বাঁচিয়েছ মা প্রাণ ।
 প্রত্যক্ষ দেবী মাগো তুমি, পরম কল্যাণকারিণী,
 পৃথিবীতে আর পাবো না, তোমার মত জননী ।
 তাই তো তোমায় ভালোবাসি, আমার জীবন দানী,
 আমার কাছে সবচেয়ে মা, তোমার জীবন দামী ।
 মমতাময়ী মা তুমি, তোমার সোহাগ পেয়ে,
 ধন্য মাগো আমার জীবন, তোমার সন্তান হয়ে ।
 তোমার কাছে চির দিন, ‘মাগো’ থাকবো আমি ঋণী,
 জীবনে তোমায় করবো সেবা, সুখী হই যেন আমি ।
 গৌরবতায় করবো সেবা, সর্ব স্বার্থ দিয়ে,
 যেখানে যায় যাবো আমি, তোমার আশীষ নিয়ে ।
 তোমার আশীষ থাকলে মাগো, হবে আমার জয়,
 জীবন যুদ্ধে জয়ী হবো মা, থাকবে নাকো ভয় ।
 লালন-পালন করে আমায়, বড় করেছে তুমি,
 মাগো তোমার এই অবদান, ভুলে যাবো না আমি ।
 তোমার স্নেহ আদর ভালোবাসা, স্বর্গের সুধার মত,
 তাই আমার সাধ মিটে না, মা! মা! বলে ডাকি যত ।
 মাগো তুমি কি জিনিস মা, অতি সুন্দর নাম,
 সুখে-দুঃখে ডাকি তোমায়, জুড়াতে আমার প্রাণ ।
 সারা জীবন থাকবো মাগো, তোমার শীতল ছায়ায়,
 শান্তি খুঁজে পাই যাতে মা, তোমার পরম দয়ায় ।
 তোমার ছায়া মায়া জুড়ে, শান্তি খুঁজে পাই,
 পৃথিবীতে তোমার মত মা বুঝি, আর কোথাও নাই ।

তোমার স্নেহ মায়া মমতায়, ভরে যায় আমার বুক,
সব দুঃখ ভুলে যায় মাগো, দেখলে তোমার মুখ

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ০১-০৬-২০০৮ইং, স্থান: বড় খাড়িকাটা কুটির, লংগদু

সুখে থেকে মাগো

এই অনিত্য সংসারে জন্ম গ্রহণ করলে একদিন মাতাপিতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পদ, আত্মীয়স্বজন, সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে হবে চিরদিনের জন্য চিরতরে। এই অমোঘ চিরন্তন সত্যের বাণী আমরা সবাই জানি। তবুও আমাদের হৃদয়ের দুরন্ত ভালোবাসার মায়ার বন্ধনের ফলে এই মায়াময় পৃথিবীতে অদৃশ্যভাবে কি যেন এক মায়া থেকে যায়, আর রয়ে যায় জীবনের অনেক কিছু স্মৃতি। বিগত ১৬-১২-২০০৭ইং, তারিখে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সারিপুত্র ভাস্তের (দায়কের) ‘মা’ হঠাৎ করে অকাল মৃত্যু বরণ করায় আমি সেই পরলোকগত স্নেহময়ী মাতার স্মৃতিকে স্মরণ করে আমাদের মাঝে স্মৃতিময় করে রাখার জন্য এই কবিতাটি লিখে দিয়েছি, শ্রদ্ধেয় সারিপুত্র ভাস্তের অনুরোধে।

মাগো! তোমার স্নেহ আদর, ভালোবাসা দিয়ে,
লালন-পালন করেছ, মা আমাদের,
আজ তুমি আর নেই মা, আমাদের মাঝে,
চলে গেছ পুত্র-কন্যা আর আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে।
ভাবতেও আমাদের কষ্ট হয় মা, তুমি আজ আর নেই,
বেদনা ভরা অন্তরে মাগো, আছি আমরা সবাই ঘরেই।
দুষ্ট ব্যাধি হরণ করে নিল মা, তোমার অমূল্য জীবন,
তুমি আজ আর নেই বলে, এতিম হয়েছি আমরা এখন।
একটু ব্যথা পেলে মাগো, তোমাকে মা! মা! বলে ডাকি,
হঠাৎ করে কেন চলে গেলে মা, আমাদেরকে দিয়ে ফাঁকি।
ছোট থেকে ভালোবাসা দিয়ে, বড় করেছ মা আমাদের,
তোমাকে হারানোর ব্যথায়, ঘরে আছি দুঃখে ভরা অন্তরে।
শৈশবে আমাদের বাঁচালেন, মাগো করি স্তন্যদান,
কতই না দুঃখ কষ্টে রক্ষা, করেছ মা আমাদের প্রাণ।
তোমাকে যখন মা! মা! বলে ডাকি, কত যে লাগে মধুর,

তুমি আমাদের মাঝে আর নেই বলে, অন্তর বেদনায় বিধুর।
 হঠাৎ করে অসময়ে কেন, তুমি চলে গেলে মাগো,
 রেখে গেছ শুধু তোমার স্মৃতি, তোমাকে আর দেখবো না তো।
 স্নেহ মহিমাময় মা তুমি, দিয়েছ আমাদের ভালোবাসা,
 চিকিৎসা করে আরোগ্য করবো তোমায়, মোদের ছিল আশা।
 তোমাকে সূত্র শ্রবণ করাবো বলে, কত আশা ছিল মা,
 তোমার হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায়, আর শ্রবণ করাতে পারলাম না।
 আমাদের ক্ষমা করে দিও তুমি, ওগো মা জননী,
 তোমার কাছে থাকবো আমরা, হয়ে চিরদিন ঋণী।
 আজ আমাদের যা পুণ্য হলো, এই দানানুষ্ঠান করে,
 সেই পুণ্য দান করছি মাগো, তোমার স্বর্গসুখের তরে।
 অনুমোদন করো মা তুমি, যেখানে থাকো না কেন,
 সুখে থেকো কামনা করি, এই পুণ্যের ফলে যেন।
 ইহকালে রোগ শোকে, চলে গেলে মা পরলোকে,
 পুণ্য দান করছি তোমায়, যেখানে যাও থেকো সুখে।
 জন্ম জন্ম মাগো তোমার, চারি অপায় বন্ধ হোক,
 তোমার যেন আর না থাকে, অনির্বাকাল রোগ শোক।

সাদু! সাদু! সাদু!

তাং: ১৭-০৭-২০০৭ইং, স্থান: রত্নাংকুর বনবিহার, নানিয়ারচর।

শ্রদ্ধাজলি

নমো তস্মৈ ভগবতো অরহতো সম্মাসম্মুদ্রস্মৈ (৩)

জয় হোক বুদ্ধের শাসন, জয় হোক বনভাস্তের শাসন,
 জয় হোক আমাদের, এ অনুষ্ঠান স্থবির বরণ।

জীবনে আমরা সবাই সুখ-শান্তি পেতে চাই, তাই কর্ম ফলের প্রতি বিশ্বাস
 রেখে, জন্ম-মৃত্যু দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রসন্ন মনে কুশল কর্ম
 সম্পাদন করে থাকি। মহামানব আৰ্যপুরুষ পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ
 মহাস্থবির বনভাস্তে মহোদয় চট্টগ্রাম ইপিজেড বন্দর এলাকায় মৈত্রী

বনবিহারকে শাখা বনবিহার হিসাবে অনুমতি দিয়ে এই এলাকায় অবস্থান রত সদ্ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ উপাসক-উপাসিকাগণ কী যে সৌভাগ্যবান হয়েছি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আজকের স্থবির বরণ পুণ্যানুষ্ঠানে শ্রাবকবুদ্ধ বনভাস্তেকে হৃদয় নিঙড়ানো গভীর শ্রদ্ধায় পরম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে অবনত মস্তকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। পূজ্য বনভাস্তের আশীর্বাদে এই মৈত্রী বনবিহারে সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাগণ সদ্ধর্মের প্রতি আস্থাশীল হয়ে আমরা প্রতিনিয়ত কুশলকর্ম সম্পাদন করে যাচ্ছি। আজকেও আমরা গভীর শ্রদ্ধাসহকারে এমন একটা পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে যাচ্ছি, যা জীবনের পুণ্যময় স্মৃতিতে আমাদের হৃদয় মন্দিরে স্মৃতিময় হয়ে থাকবে যুগ যুগ ধরে। জগৎ দুর্লভ মহাজ্ঞানী শ্রাবকবুদ্ধ পরম শ্রদ্ধেয় বনভাস্তের শাসনে যারা সুদীর্ঘ দশটি বছর অতিবাহিত করে পবিত্র জীবন যাপনের মাধ্যমে দুই হাজার বার সালে সম্মতি স্থবির পদে উন্নীত হয়েছেন, তাঁদেরকে কেন্দ্র করেই আমাদের এই মহতী পুণ্যানুষ্ঠানের আয়োজন।

দশটি বছর পেরিয়ে, তোমরা স্থবির হয়েছ,
ভাস্তের দেশনায় সংসার যন্ত্রণা, মর্ম সহজে বুঝেছ।
আছ তোমরা কত সুখে, নেই কোনো হারাবার ভয়,
যৌবনকালে হয়েছ ভিক্ষু, অবিদ্যা, তৃষ্ণা করিতে ক্ষয়।
আমরা আছি মায়ার বাঁধনে, সংসারে আবদ্ধ হয়ে,
তাই তো মোদের জীবনে সদা, দুঃখ আসে ঘুরে ফিরে।
দুঃখকে মোরা সুখ ভেবে, অজ্ঞান-মোহে ডুবে থাকি,
জ্ঞান হয় যাতে মোদের চিত্তে, এই প্রার্থনা করছি আজি।

আজকে আমাদের এই মহতী পুণ্যানুষ্ঠানে উপবিষ্ট শীলগুণে বিভূষিত
গুণোত্তম পূজনীয় ভিক্ষুসংঘের প্রতি নিবেদন করছি হৃদয় নিঙড়ানো গভীর
‘শ্রদ্ধাজলি’

হে অনুত্তর পূজনীয় ভিক্ষুসংঘ!

কদলী বৃক্ষে যেমন সার খুঁজলে, কোনো সার বস্তু খুঁজে পাওয়া যায় না, শুধু
অরণ্যে রোদন করা ব্যক্তির মত কোনো সার্থকতা নেই। তোমরাও এই
সংসার জীবনের কোনো সার সুখ না দেখে সংসার মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ না
হয়ে, প্রিয়-পরিজন ছেড়ে জীবন দুঃখ অবসানের জন্য আর্য শ্রাবক পরম
কল্যাণমিত্র পূজ্য বনভাস্তের পবিত্র শাসনে তোমাদের দুর্লভ অমূল্য জীবনকে

সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের জন্য সাঁপে দিয়েছ।

জীব-জগতের কল্যাণে তোমরা, বছরের পর বছর ধরি,

শীল সমাধির পথ ধরেছ, হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করি।

ধৈর্য্য সহ্য করে, ক্ষমা-মৈত্রীর পথ ধরে,

চলিতেছ অবিরত, অষ্টাঙ্গিক মার্গ পথ ধরে।

বুদ্ধের অহিংসা মন্ত্র, ঠাঁই দিয়ে মনে,

তোমাদের সম্যক অভিযাত্রা, দুঃখমুক্তি নির্বাণে।

তোমাদের সুন্দর প্রব্রজ্যা জীবনের পবিত্র চলার পথ দেখে আমাদেরও ইচ্ছা হয় যে, সেই নিকটক সন্ন্যাস জীবনে দীক্ষিত হয়ে শীল সমাধি প্রজ্ঞার পথ ধরে অবিরামভাবে অবিরত চলার। কিন্তু তোমাদের মত করে সংসারের অনন্ত দুঃখরাশিকে অনুভব করতে না পারায় আমাদের জীবনে সেই সৌভাগ্যটা সম্ভবপর হয়নি, মনের সুগভীরে লুকিয়ে থাকা লোভ, দ্বেষ, মোহ ও অজ্ঞানতার কারণে।

তাই আমাদের তোমরা জ্ঞান দান দিয়ে,

দাও সত্যধর্মের সঠিক মার্গপথ দেখিয়ে,

চারি আর্য্যসত্য দর্শন করি যেন মোরা,

কোনো কালে না হই যেন জ্ঞান ও সদ্ধর্মহারা।

তোমাদের মত একদিন আমরাও যেন মুক্তি লাভের জন্য দুর্লভ প্রব্রজ্যা জীবন লাভ করে নির্বাণ লাভের পথ সুগম করতে পারি আজকের এই পুণ্যময় দিনে পূজনীয় ভিক্ষুসংঘের সমীপে আমাদের এই প্রার্থনা।

বুদ্ধের শাসনে বনভাস্তের অধীনে, ভিক্ষু হয়েছ তোমরা,

লোভ, দ্বেষ, মোহ ক্ষয়ে, আলোকিত করতে অশান্ত বসুন্ধরা।

তাই তো তোমাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে আমরা কুশল কর্ম সম্পাদন করে থাকি অনির্বাণকাল চারি অপায় দ্বার বন্ধ করে চিরমুক্তি লাভের প্রত্যাশায়।

হে মুক্তিপথের পথিক পূজনীয় ভিক্ষুসংঘ!

পরম শ্রদ্ধেয় বনভাস্তে জীবনের মায়ামমতা ত্যাগ করে ধনপাতা নামক সেই গহীন অরণ্যের মাঝে বুদ্ধের অহিংসা মন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করে লোভ, দ্বেষ, মোহকে ক্ষয় সাধন করে অর্হৎ জ্ঞানে আলোকিত হয়ে সকল জীবের হিত-সুখ মঙ্গলের জন্য সঠিক বুদ্ধধর্মের জ্ঞানের আলো আমাদের মাঝে তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন এক অভিনব

জাগরণে। সেই জ্ঞানের আলোকে তোমরা আলোকিত হয়ে পূজ্য বনভাস্তের শাসনে দীক্ষা নিয়ে, সুদক্ষ মালাকারের মত সুন্দর করে জীবনকে সাজিয়ে তুলতেছ শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা আচরণ ও অনুশীলনে। শ্রদ্ধেয় বনভাস্তে যদি ভিক্ষু না হতেন, তাহলে কোনো কালে আমাদের জীবনে এতগুলো শীলবান স্থবির-মহাস্থবির ভাস্তে একসাথে দর্শন লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ হতো। আমরা যদি জ্ঞান দিয়ে একটু চিন্তা করে দেখি, পূজ্য বনভাস্তের মত একজন মহান পুরুষের শাসন পেয়ে এবং তাঁর হাতে গড়া শীলবান পূজনীয় ভিক্ষুসংঘকে শ্রদ্ধা ও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করতে পেরে আমরা আজ কত যে সৌভাগ্যবান, তা জ্ঞানী মাত্রেই অনুধাবন করতে পারবেন।

শ্রদ্ধেয় বনভাস্তে বলতেন, বুদ্ধের শাসনে ভিক্ষু জীবন লাভ করা বড়ই দুর্লভ। যারা ভিক্ষু-শ্রামণ হয় তাঁরা সাত রাজার ধন হাতে পেয়ে থাকে। অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষুসংঘেরাও বুদ্ধের শাসনে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হয়ে সেই সাত রাজার ধনের অধিকারী হয়েছেন নিঃসন্দেহে বলা যায়। পূজ্য বনভাস্তে উনিশ শত ঊনপঞ্চাশ সালে চাকমা জাতি থেকে সর্বপ্রথম বুদ্ধের শাসনে ভরা যৌবনে ভিক্ষু হয়ে বুদ্ধের ত্যাগ সাধনায় অভীষ্ট সিদ্ধি সাধন করেছেন বলে আমরা ভাস্তের নিকট আসল বুদ্ধধর্মের শিক্ষা নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষা করতে পেরেছি। এই সদ্ধর্মের নীতি পুনর্জাগরণে পূজ্য বনভাস্তের অবদান অপরিসীম। পূজ্য ভাস্তে এখন আর আমাদের মাঝে নেই, উদিত সূর্য ডুবে যাওয়ার মত ডুবে গেছেন চিরদিনের জন্য আমার ভুবন নির্বাণে। রেখে গেছেন শুধু তাঁর সুশিক্ষা, সৎ উপদেশ আর শীলবান শিষ্য শ্রদ্ধেয় ভিক্ষুসংঘকে।

পরিশেষে পূজনীয় ভিক্ষুসংঘের সমীপে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি প্রার্থনা করছি, আজকের এই স্থবির বরণ পুণ্যানুষ্ঠানে যদি কোনো প্রকারে আমরা অজ্ঞানতার কারণে ভুল-ত্রুটি ও অপরাধ করে থাকলে তজ্জন্য পূজনীয় ভিক্ষুসংঘের চরণে অবনত শিরে বন্দনা জ্ঞাপন করে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

সুখী হউক সকল প্রাণী, আমাদের পুণ্যের ফলে,

দুঃখ থেকে মুক্ত হউক, এই পুণ্যশক্তির বলে।

সাধু! সাধু! সাধু!

তারিখ: ২৬শে মার্চ ২০১৩ইং, ২৫৫৬ বুদ্ধাব্দ।

শ্রদ্ধাজলি

নমো তস্ ভগবতো অরহতো সম্মাসমুদ্রস্ (৩)

সর্ব প্রথমে বন্দনা করি, বুদ্ধ ভগবানে,

অতঃপর প্রণাম জানাই, বনভাস্তের চরণে।

আর যারা ভিক্ষুসংঘ, আছেন মঞ্চে উপবিষ্ট,

প্রণাম জানাই ভক্তি শ্রদ্ধায়, করি শির অবনত।

হে শ্রেষ্ঠ গুণাধার ভিক্ষুসংঘ!

আপনারা বুদ্ধশাসন দরদী হয়ে এবং আত্মমুক্তির পরম অন্বেষায় কঠোর সংকল্প নিয়ে সর্বজন পূজ্য মহামানব পরিনির্বাণ প্রাপ্ত পরম গুরু শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভাস্তের পবিত্র শাসনে দীক্ষা নিয়ে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। শুধু আত্মমুক্তির জন্য আপনারা জীবনকে উৎসর্গ করেননি, বরং সকল জীবের হিত-সুখ ও মঙ্গলের জন্য এবং বুদ্ধের শাসন রক্ষার্থে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে বুদ্ধের সদ্ধর্মের বাণী দিকে দিকে প্রচার ও প্রসার করতে আপনারা বদ্ধপরিকর। তাই আপনাদের প্রতি হৃদয় নিঙড়ানো পরম কৃতজ্ঞ প্রণাম জানিয়ে ২য় তম কঠিন চীবর দান উপলক্ষে শীলাচার বনবিহারের উপাসক-উপাসিকাদের পক্ষ থেকে জানাই বিনম্র চিত্তে গভীর

শ্রদ্ধাজলি

হে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষুসংঘ!

এতদঞ্চলে নিভে যাওয়া সদ্ধর্মকে যেভাবে পূজ্য বনভাস্তে জ্ঞান-সত্য ও প্রজ্ঞা বলে নব সূর্যোদয়ের মত করে আলোকিত-উজ্জীবিত ও নবজাগরণ করেছেন, আপনারা ও সেভাবে পূজ্য ভাস্তের আবিষ্কৃত সদ্ধর্মনীতি শাসনকে জীব-জগতের কল্যাণের তরে ধর্মজ্ঞান বিলিয়ে দিয়ে সমুজ্জ্বল করে রাখতে সক্ষম হবেন এটাই আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস। শ্রদ্ধেয় বনভাস্তে ৩০শে জানুয়ারি ২০১২ সালে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হলেও আমরা কখনও এত বেশী আশাহত হইনি যে, এতদঞ্চলে বুদ্ধের শাসন ঠিকে থাকবে না এই কথা ভেবে। কারণ বনভাস্তের শিক্ষা-উপদেশ-বাণী এবং তাঁর উত্তরসূরি সুযোগ্য শিষ্যসংঘ দিবালোকের মত আমাদের মাঝে প্রতীয়মান। তাই আমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি পূজ্য বনভাস্তে আমাদের মাঝে ধর্মকায়িক রূপে আছেন এবং থাকবেন যুগ যুগ ধরে সবার হৃদয় মন্দিরে।

হে সদ্ধর্মের ধারক ও বাহক!

আপনারা যদি পুজ্য বনভাস্তের একান্ত সান্নিধ্যে গিয়ে সদ্ধর্মকে হৃদয় মন্দিরে ধারণ না করতেন এবং তা আমাদেরকে পরম করুণাদ্র চিত্তে বিলিয়ে না দিতেন তাহলে আজকে আমরা পাপের অকুশল স্রোতে নিপতিত হয়ে অনন্তকালের জন্য দুঃখপূর্ণ চারি অপায়ে টলিয়ে যেতাম অবিরামভাবে-অবিরত। আপনাদের অমিত সদ্ধর্ম দেশনায় উজ্জীবিত হয়ে ঐহিক-পারত্রিক সুখের পথ সুগম করতে অকুশল পাপ পথ ছেড়ে সদ্ধর্মের আলোকে জীবন আলোকিত করতে দান, শীল, ভাবনা এই কুশল কর্মপথ বেছে নিয়েছি অনন্য মহৎপ্রাণে। তাই এই মহতো মহান কঠিন চীবরদান যজ্ঞ সম্পাদন করতে আমরা আজ নিবেদিত প্রাণ।

দানের দ্বারা জীবনকে ধন্য করতে,
পুণ্যের দ্বারা জীবনকে পুণ্যময় করতে,
শীলের দ্বারা মনকে সুশীতল করতে এবং
ভাবনা দ্বারা মনচিন্তকে পবিত্র করতে—

আপনারা অবিরামভাবে আমাদেরকে যে প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছেন আপনাদের সেই অবদান অপরিসীম। তাই আপনারা আমাদের পরম কল্যাণমিত্র ও পরম পূজনীয়। আজকে আপনাদের পদধূলিতে আমরা ধন্য ও কৃতার্থ।

হে কল্যাণমিত্র ভিক্ষুসংঘ!

আমাদের হৃদয় নিঙড়ানো গভীর শ্রদ্ধা ও পরম কৃতজ্ঞতায় আপনাদের পবিত্র চরণে বন্দনা নিবেদন করছি। এই শীলাচার বনবিহারের উপাসক-উপাসিকাবৃন্দের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আপনারা যে আমাদের এই মহতী কঠিন চীবর দানানুষ্ঠানে আগমন করেছেন তাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত-অনুপ্রাণিত ও গর্বিত। আমাদের এই কঠিন চীবর দান সম্পাদনের দ্বারা যে পুণ্যরাশি সঞ্চিত হলো তা সকল প্রাণী লাভ করে সুখী হোক। আর এই পুণ্য শক্তির প্রভাবে নীরোগে-নিরুপদ্রবে থেকে আমাদের কখনও পরিহানী না হোক, ধর্মজ্ঞান, ধর্মক্ষু উৎপন্ন হোক তথা অনির্বাকাল যাতে করে চারি অপায়ে পতিত না হই। বিন্দ্রচিত্তে আপনাদের সমীপে আমাদের এই আকুল প্রার্থনা।

পরিশেষে পরম কল্যাণমিত্র অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষুসংঘের পবিত্র চরণে পড়ে আমরা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি প্রার্থনা করছি। যদি অজ্ঞানতাবশত অজান্তে

কোনো প্রকারে আপনাদেরকে সেবা পূজা করতে আমরা ভুল, অপরাধ ও অন্যায় করি, আপনারা আমাদের সেই অপরাধ মার্জনা করুন।

আপনারা ক্ষমাশীল, সকল জীবে দয়াবান,
ক্ষমা-মৈত্রী, অহিংসা ধর্মে, অতি মহীয়ান।
করবো মোরা দান ধর্ম, ভিক্ষুসংঘের সদনে,
সার্থক করবো জীবনটাকে, কঠিন চীবর দানে।
পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষুসংঘে, করবো মোরা চীবর দান,
শ্রেষ্ঠ-ক্ষেত্র বলে গাইবো, ভিক্ষুসংঘের গুণগান।
আমরা সবে মিলে আজি, শীলাচার বনবিহারে,
শ্রদ্ধার সহিত সংঘের নিকট, পুলকিত অন্তরে-
কঠিন চীবর দান করছি, সকল প্রাণীর তরে,
দুঃখ ঘষুক সুখে থাকুক, এই পুণ্য লাভ করে।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ১৪-১১-২০১২ইং, স্থান: শীলাচার বনবিহার, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি।

শোকাঞ্জলি

এই দু'দিনের দুনিয়াতে আমরা কী কর্ম নিয়ে পৃথিবীতে এসেছি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিচিত্র সংসারের দিকে তাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, কেউ সুখী-কেউ বা দুঃখী, কেউ রোগী কেউ বা নিরোগী, কেউ অল্লায়ু কেউ বা দীর্ঘায়ু।

এই ভাবে কর্মের স্রোতে জীবগণ ত্রিলোকে সদা ভাসমান। তাই এই বিচিত্র কর্মের নিগূঢ় স্রোত থেকে মুক্তি লাভের জন্য মহাপুরুষেরা তাঁদের মুক্তির অমৃত বাণী শুনিয়া যান নিরলসভাবে। আর দুঃখমুক্তিকামীরা মহাপুরুষের সেই অমৃত বাণীর ডাকে সাড়া দিয়ে মুক্তির উপায় খুজে পাওয়ার জন্য শরনাপন্ন হন মহাপুরুষের শরণে। ঠিক সেইভাবে আমাদের সদ্য পরলোকগত শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক ভাস্তেও দুঃখমুক্তির অনেষায় পরম পূজ্য অর্হৎ শ্রাবকবুদ্ধ শ্রদ্ধেয় বনভাস্তের সান্নিধ্যে এসে তাঁর পবিত্র শাসনে দীক্ষা নিয়েছিলেন। কিন্তু কর্মের এ কী নির্মম পরিহাস! ফুটন্ত ফুল বাতাসের আঘাতে মাটিতে ঝড়ে পরার মত অকালে ঝড়ে গেল শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালোক ভাস্তের দুর্লভ অমূল্য জীবন।

তাই আমরা শ্রদ্ধেয় প্রজ্জালোক ভাস্তের অকাল মরণে ব্যথিত হয়ে তাঁকে হারানোর ব্যথা আজ হৃদয়ে গভীরভাবে অনুভব করছি। আজকে আমাদের এই দানযজ্ঞ সম্পাদনের দ্বারা যেই পুণ্য সঞ্চিত হলো পরলোকে তাঁর যাতে দীর্ঘকালের হিতসুখের কারণ হয়। এই কামনায় প্রার্থনা স্বরূপ কবিতা সুরে আমাদের গভীর—

শোকাঞ্জলি

দুর্লভ মানব জীবন নিয়ে, এসেছ তুমি ভবে,
প্রব্রজ্যা জীবন করেছ গ্রহণ, জানি আমরা সবে।
দুর্লভ প্রব্রজ্যা নিয়ে তুমি, শুরু করেছিলে যুদ্ধ,
মাররাজের মোহ নাশে, একদিন হবে মুক্ত।
ত্যাগ সাধনায় নিবেদিত হয়ে, ভোগ বিলাসে নয়,
হয়তো তোমার আশা ছিল, দুঃখকে করবে জয়।
কিস্ত হয়! দুরারোগ্য ব্যাধি, তোমার অমূল্য জীবন,
হরণ করে নিয়ে গেছে, তুমি আমাদের মাঝে নেই এখন।
অকাল মৃত্যু করেছ বরণ, ওগো ভাস্তে প্রজ্জালোক,
মরণব্যাধি ক্যাসারে অনেক, দুঃখ শোক করেছ ভোগ।
তোমায় আরোগ্য করতে মোরা, সবাই করেছি চেষ্টা,
দেশ-বিদেশ পাড়ি দিয়ে, তবু পারলাম না করতে রক্ষা।
চেষ্টার ত্রুটি রাখিনি কোনো, টাকা-পয়সা ধন দিয়ে,
একদিন তুমি সুস্থ হবে, শুধু এই আশা বুকে নিয়ে।
আমাদের মত চেষ্টা করেছেন, পূজনীয় ভিক্ষু-শ্রামণ,
করেছেন আরও তব ভক্তবৃন্দ, উপাসক-উপাসিকাগণ।
তবুও তোমার জীবন প্রদীপ, অকালে নিভে গেল হয়!
আমাদের হৃদয় নীরবে কাঁদে, হারানোর দুঃখ ব্যথায়।
আর তো কোনোদিন তোমার সাথে, হবে না মোদের দেখা,
রেখে গেছ অনেক স্মৃতি, চলে গেছ শুধু একা।
পরলোকে আমাদের ছেড়ে, অজানা এক পুরে,
পাড়ি দিয়েছ ভাস্তে তুমি, তোমায় ভীষণ মনে পড়ে।
ছিলে যখন আমাদের মাঝে, উপদেশ সুপারামর্শ দিতে,
সময়ে সময়ে আসতাম আমরা, তব সদুপদেশ নিতে।
তোমাকে হারিয়ে আমরা আজি, হয়েছি অধীর সবাই,

ফুটিবার আগে বড়ে গেলে, এ দুঃখ আমাদের কাঁদায়।
 ছিল তোমার কত যে আশা, কিছুই হলো না পূরণ,
 কর্মের নির্মম নিয়তিতে আজ, তোমার এই অকাল মরণ।
 কর্মের কারণে হয়েছে তোমার, এমন কঠিন রোগ,
 তাই আশা পূরণ না হতে, যেতে হলো পরলোক।
 তোমার এই অকাল মরণে, ব্যথিত আমরা জীবনে,
 শুধু এ কথা ভেবে সাত্ত্বনা পাই, তুমি বনভাস্তের শাসনে-
 শীল সমাধিতে নিবেদিত, করেছ তোমার অমূল্য জীবন,
 কামনা করি রোগ ব্যাধি, না হোক আর কখন।
 বনভাস্তের কাছে মোদের, এই আকুল প্রার্থনা,
 ভাস্তের পরলোকে না হয় যেন, অপায় দুঃখ যন্ত্রণা।
 আমাদের এই পুণ্যের ফলে, ভাস্তে হয় যেন সুখী,
 চিত্ত গতি হোক তাঁর, মোক্ষ নির্বাণমুখী।
 নির্বাণসুখে সুখী তিনি, যতদিন না হয়,
 নিরোগী আর দীর্ঘায়ু জনমে জনমে যাতে হয়।
 আমাদের এই পুণ্যরাশি, অকাতরে করছি দান,
 পুণ্যের প্রভাবে চারি অপায়, হোক তোমার অবসান।
 অনুমোদন করো ভাস্তে, আমাদের এই পুণ্যরাশি,
 জনমে জনমে তোমার মুখে, ফুটে যেন হাসি।

সাপু! সাধু! সাধু!

তাং: ১৩-০৬-২০১১ইং, স্থান: লুম্বিনী বনবিহার, হরিণা।

বৌদ্ধধর্ম শ্রেষ্ঠধর্ম নির্বাচিত

সূত্র : ইন্টারনেট

সুইজারল্যান্ডস্থ জেনেভায় অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিটি ফর দি এডভান্সমেন্ট অফ রিলিজিয়াস এন্ড স্পিরিচুয়ালিটি (ICARUS) সংগঠনের মাধ্যমে বিশ্ব ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে জেনেভায় আন্তর্জাতিক রাউন্ট টেবিল ভোট অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ভোটে বিপুল ভোট পেয়ে **বৌদ্ধ ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম** নির্বাসিত হয় এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসেবে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। উক্ত রাউন্ট

টেবিলে বিশ্বের প্রতিটি ধর্মের ২০০ জন ধর্মীয় নেতা উপস্থিত ছিলেন। যদিও মাত্র ৩ জন বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতা উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত নেতারা ভোট দানের পর তাঁদের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বিশ্ব মিডিয়ার কাছে বলেন, **বৌদ্ধ ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম**, তাতে কোনো বিকল্প নাই।

উল্লেখ্য এখানে খ্রীষ্টান, মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, এবং ইত্যাদি ধর্মের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উক্ত সংগঠনের ডিরেক্টর জোনা হাল্ট বলেন- **বৌদ্ধ ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম**, তাতে আমি আশ্চর্য হই নাই।

কারণ এই ধর্মের কেউ যুদ্ধাবাজ নয়। সবাই শান্তিকামী, কোনো রক্তপাত নাই। কাজেই **বৌদ্ধ ধর্ম শ্রেষ্ঠ**। পাকিস্তান থেকে আগত মুসলিম ধর্মীয় নেতা তালবিন ওয়াসাদ বলেন, আমি সবার সাথে একমত। আমি দেখেছি আমাদের ধর্মের লোকদের মাঝে কতো মারামারি, কতো রক্তপাত। খ্রিষ্টান ধর্মের ধর্মযাজক টেড ও শাওগেনেসি বলেন, আমি যদিও ক্যাথলিক খ্রিষ্টান, তবুও আমার ভোটটা বৌদ্ধ ধর্মেই দিলাম। কারণ বৌদ্ধ ধর্ম মানব মুক্তির ধর্ম এই ধর্মে সকল জীবের শান্তি ও মঙ্গল কামনা করা হয়।

চাণ্ডমা হুধায় কবিতা

বুদ্ধেরে জু দেনা

দেব-মানেয়র আজল মাষ্টর, বুদ্ধ ভগবান,
 তিন ভুবনত ছিদি আগে, এব তাঁর সুনাত।
 জ্ঞানর পহরে পহর গুজ্যে, গদা এই পিখিমি,
 গৌতম সম্যক সম্বুদ্ধ, অরহত মহাজ্ঞানী।
 সীমে নেইয়ে গুণর ভুদি, অফুরন্দি দয়াবান,
 চারি আর্যসত্য জ্ঞান্দোই, উদ ন পেইয়ে জ্ঞানবান।
 তাঁর শিক্ষানি মানি চলন, দেব-ব্রহ্মা, মানেইউন,
 গমে দালে যারা পালান, মুক্ত ওই যান দুগভুন।
 সেই সম্যক সম্বুদ্ধেরে মুই, আদু গুরি মাধা নিউড়ি,
 শ্রদ্ধাচিভে জু জানাঙর, আত্মজুর গুরি দ্বি ঠেঙত পুরি।

উপগুপ্ত বুদ্ধেরে জু দেনা

মার জয় গুজ্য ঋদ্ধিবলা, পিখিমিত পহর ছড়েইয়া,
 উপগুপ্ত মহাথের, বুদ্ধ শাসন রক্ষা গুরিয়া।
 মানেই হল ছাড়িনেই, নাগ লোগত যিয়েগোই,
 কল্পকাল অধিষ্ঠান গুরি, তে সিধু আগেগোই।
 বন্দনা গুরি পুজুর মুই, সেই উপগুপ্ত ভাস্তেরে,
 মর এই পুজো গুজিলোই ভাস্তে! মারতুন রক্ষা গর মরে।

বনভাস্তেরে জু দেনা

ঘর-সংসার দুগ দিগিনেই, নন্দন কানন বিহারত,
 শ্রমণ ওনেই যিয়েগোই, ধনপাদা মুড়ো বড় ঝারত।

সেই অগুঢ় ঝারত সোমেনেই, ধুতাস্থশীল পালেয়ে,
 মানুষজন নেইয়া জাগাত, বাঘ-ভালুঘো ছেড়ে রইয়ে ।
 বুদ্ধজ্ঞান পেবাতেই, মাররেজ্য ছাড়িবাতেই,
 ভাবনা গুজ্যে বার বজর, নির্বাণ সুগ লাভতেই ।
 শেজ-মেজ মার জয় গুরি, নির্বাণ জ্ঞান পিয়ে,
 নুও গুরি বুদ্ধ জাতিউন, অজ্ঞান ঘুমতুন জাগেয়ে ।
 সেই বুদ্ধর আজল পুও, বনভাস্তের ঠেঙত পুরি,
 জু জানাঙর শ্রদ্ধাচিন্তে, মাধা নিউড়ি আতজুর গুরি ।

পাত্তর-তুর

পইল্যে ভগবান বুদ্ধরে মুই জু-জানাঙর আহু আমা বেগর এ যুগর ভগবান
 মহাপরিনির্বাণ লাভ গুজ্য্য শ্রদ্ধেয় বনভাস্তেরেও গভীর শ্রদ্ধাচিন্তে মুই জু-
 জানাঙর । বুদ্ধ ধর্ম সংঘর প্রতি বেগর মনত ভক্তি শ্রদ্ধা জাগি উদোক । শ্রদ্ধেয়
 বনভাস্তের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা বিশ্বেস জাগি উদিনেই ধর্ম মনা ওদোক, ধর্ম
 মনে পুণ্য হামে বেগর নির্বাণর হেতু গজে উদোক । এই দোল ভালেদি আবা
 গুরিনেই মুই চাঙমা হধালোই এই কবিতাউন সাজেয়োঙ ।

মর এক্কান ভারী গুরি, মনত আবা এল,
 শ্রদ্ধেয় বনভাস্তে যেক্কে, পরাণে বাজি এল ।
 এই কবিতাউন বই ছাবেনেই, দান গুরিবার তারে,
 আবা পুরণ ন অল মর, দান গুরি ন পারি ভাস্তরে ।
 জীংহানিত মর এই আবাগান, অপূরণ থেই গেল ।
 শ্রদ্ধেয় বনভাস্তেও আমারে ছাড়ি, নির্বাণ লাভ গল্প

তারপরও ইচ্ছে মুই শ্রদ্ধেয় বনভাস্তেরে পরাণ ফেলেই শ্রদ্ধা গুরিয়া
 উপাসক-উপাসিকাউনো ইধু এই কবিতাউন লুঙে দিবাঙেই বিলি মনত
 আওজ গচ্ছোং । তারা জুনি এই কবিতাউন পুড়ি এক্কেনা অলেও শ্রদ্ধেয়
 ভাস্তরে ইদোত তুলিনেই মনানত শ্রদ্ধা আনি পারন, সালে মর ন পুরেইয়া
 মনর আবাগান এক্কেনা অলেও পুরণ উইয়ে বিলি মনে গুরিম ।

এধুক্যা একবুক মনর আবালোই, কবিতাউন ছাবেলুং,
 ভাস্তে বাজে ন থেলেও মুই তাঁরে, মর গভীর শ্রদ্ধা জানেলুং ।

শ্রদ্ধেয় বনভাস্তেরে যুগ যুগ ধুরি, রাগেম মুই মনত,
 বর মাগং জ্ঞান আড়া ন অং পারা, হন হালে জীবনত ।
 অনির্বাণকাল ভাস্তে ধুক্যা, মহাপুরুষ পাং পারা লাগত,
 হন জনমত ন পরং পারা, চারি অপায় দুগত ।
 এই বরান মাগঙর মুই, শ্রদ্ধেয় বনভাস্তেভুন,
 মুক্ত ওই পারং পারা, সংসারর বেগ দুগভুন ।
 পুড়িয়া লক্কুনো ইধু মর, চিত্ দীগোল হুজুলী,
 মনে ন হুইয়ে ভুল অলে মরে, হেমা গুরিবা বিলি ।
 হয়ত মর এই কবিতাউনত, নানান ভুল থেই পারে,
 শুদ্ধ গুরি নিবাভেই পুড়ি, হুজুলী গরঙর বেগরে ।
 জুনি এই কবিতাউন পুড়ি, হার মনত লাগে গম,
 কবিতা লেগানার সার্থক উইয়ে, মুই বেগরে হোম ।
 লিম্ফ্যং মুই এই কবিতাউন, শ্রদ্ধেয় বনভাস্তেরে নিনেই,
 আর লিম্ফ্যং নানান বাবুত্যা, মনভুন চিদে উদিনেই ।
 থেই পারং পারা ভাস্তের শাসনত, মুক্তির পথ ধুরি
 এ বরান মাগি কবিতাউন গজাঙর, ভাস্তের উদিজ গুরি ।
 আ যারা অধার্মিক মানুষ, পাপ দুগরে ন ডোরান,
 পাপ-অধর্ম হামানি গন্তে, এক্কেনায়ে ন লাজান ।
 তারা যেন ধার্মিক অন, এই কবিতাউন মনদি পুড়ি,
 যারা উজ্জকারী, ধার্মিক আগন, সাজাদোক জীবন দোল গুরি ।
 জুনি এই কবিতাউন পড়ি, এক্কেনা অলেয়ো লাগে গম,
 সালে কবিতাউন বই ছাবানা, মর সার্থক উইয়ে হোম ।
 বেগর ভালেদি আঝা গুরি মুই, এই কবিতাউন গজাঙর-
 মর কবিতা লেগানার পুণ্যয়ান, দেব-মাএগ্যরে ভাগ ডঙর ।
 সাধু! সাধু! সাধু!

সোনার মানেক বনভাস্তে

বেগ আগে জু জানাং, বুদ্ধ ধর্ম সংঘরে,
 তা পরেদি জু জানাঙর, শ্রদ্ধেয় বনভাস্তেরে ।
 দিন মাগানে জু জানাং মুই, হুজি মন চিত্তলোই,
 সুগে শান্তিয়ে থে পারং পারা, বুদ্ধর নীতিলোই ।

ইক্কুনু দিনত বনভাস্তে, শ্রাবকবুদ্ধ উইয়ে,
 বুদ্ধর শিক্ষা মানি চুলি, দুগভুন মুক্তি পিইয়ে।
 ভাস্তে ধুক্যা মহাজ্ঞানী, আর পিখিমিত নেই,
 এযনা বেগে রাজবন বিহারত, ভাস্তে ইধু যেই।
 সিদু আগে বনভাস্তে, অরহত ওনেই,
 নির্বাণ সুগত আগে তে, বুদ্ধজ্ঞানান পেনেই।
 বুদ্ধর জ্ঞানে-জ্ঞানী উইয়ে, সাধনানন্দ নাং,
 সিত্যেই আমি তাঁরে হোই, এই যুগর ভগবান।
 সোনার মানেক বনভাস্তে, বুদ্ধ ধুক্যেন গুরি,
 বেগ দুগভুন মুক্ত ওনেই, যেবগোই নির্বাণ পুরী।
 দেগেই দের তে মুক্তির পথ, নির্বাণ রেজ্যত যেবাতেই,
 বনভাস্তে জন্ম লুইয়ে, আমা বেগর সুগতেই।
 জন্ম লুইয়ে বনভাস্তে, মোরঘোনা বড় আদাম,
 তে সিদু জন্ম ওনেই, ধন্য উইয়ে সংসারান।
 জানুয়ারি আঠো তারিখ, ভাস্তে জন্ম উইয়ে,
 সংসার মায়া জাল ছিনি তে, মুক্ত ওই যেইয়ে।
 মুক্ত উইয়ে বেগ দুগভুন, বুদ্ধর হধা ধুরি,
 বুদ্ধর হধা মানি চুল্যে, ভক্তি শ্রদ্ধা গুরি।
 বেগভুন ডাঙর জ্ঞানী উইয়ে, সাধনানন্দ নাং,
 বার বজর দুগ গুরিনেই, পিয়ে তে নির্বাণান।
 ধৈর্য্য সহ্য গুরি রুইয়ে, ধনপাদা মুড়োবোত,
 মঝা-পুগী হামর হেই হেই, ভাবনা গুজ্যে সিয়ত।
 সিয়ত রুইয়ে তে ডর নেই গুরি, বাঘ-ভালু-ঘ ছেড়ে,
 যক্ষ-দেবেদায় মানন সিত্যেই, শ্রদ্ধেয় বনভাস্তেরে।
 আমিও বেগে বনভাস্তের, হধা মানি চুলিবং,
 পরাণ বলারে হিংসা-নিন্দা, আমি ন গুরিবং।
 বনভাস্তে আমা বেগর, এই যুগর ভগবান,
 তাঁরে আমি লাগত পেনেই, উইয়ে মহাভাগ্যবান।
 ভাস্তে ইক্কে নির্বাণ সুগত, আগে মন ছজিয়ে,
 মার রেজ্য জিদি লোনেই, নির্বাণান তে সুপ্লিয়ে।
 এয বেগে বনবিহারত, শুনিয়েই ভাস্তের দেশনা,

জ্ঞান অয় পারা আমা মনত, এযনা বেগে এযনা ।
 শ্রদ্ধা গুরি আমল দিনেই, ভাস্তের হধা শুনিবং,
 এই দুগভুন মুক্তি পেবার, তা হধানি পালেবং ।
 ভাস্তের ঠেঙত পুরিনেই মুই, মাধালোনেই জু জানাং,
 আশীর্বাদ গড় ভাস্তে তুই, দোলোক আমা জীবনান ।
 চেরান ডাঙর সত্য জ্ঞান, ওক আমা মনানত,
 শীল সমাধি জ্ঞান্দেই, থেই পারি পারা সপ্নানত ।
 ভাস্তে তুই আমা ইধু, বাজি থাক জনমান,
 ফদাংথাং গুরি থাই পারা, দোল বুদ্ধর শাসনান ।
 তুই বাজি আগজ হিনেই আমি, দোলে সুগে আগি,
 কল্পকাল বাজি থাক ভাস্তে, ইয়েত লাম্বা গুরি ।
 তুই জুনি নির্বাণত গেলে, আমি দুগত পুরিবং,
 ত-ধুক্কেয়ন মহাজ্ঞানী, আর-দ হন ন পেবং ।
 ত-ইধু আমি প্রার্থনা গুরির, আজার বজর থাক,
 তর দয়ালোই হামাক্কায় আমি, সুক্কান পেবং লাগ ।
 এদকদিন সং ভাস্তের আশীর্বাদ, জুনি আমি ন পেদং,
 অজ্ঞানে হান্ওনেওই, ইভুন বেজ দুগ পেদং ।
 বাজি থাক ভাস্তে আমা ইধু, আমারে দয়া গুরি,
 ত-হ্লত খেনেই আমি যেন, পুণ্য গুরি পারি ।
 তরে সেবা গুরিনেই আমার, দুক্কান যোক্কোই হয়,
 হন হালে দুগ ন পেদং, বানা অদ জয় ।
 তুই যেন জয় ওনেওই, আগজ বন বিহারত,
 বুদ্ধজ্ঞানর পহর ছিদিনেই, জুলি আগজ সংসারত ।
 বুদ্ধজ্ঞান দান গরর তুই, দেব-মানেইয়্যরে,
 দেব-মানেইয়্যে সুগী অদন, জন্ম-জন্মান্তরে ।
 সিত্যেই তরে হুজলী গুরির, আমা ইধু বাজি থেবার,
 তর উপদেশ পালেনেই আমি, নির্বাণ রেজ্যত যেবার ।
 নির্বাণ ন যেই সং যেন আমি, হন দুগত ন পত্তং,
 বুদ্ধ শাসনত জন্ম ওনেই, ডাঙর জ্ঞানী অদং ।
 চারি অপায় দুগত যেন, হন হালে ন পুড়ি,
 নির্বাণ ন যেই সং যেন, গমে সুগে থেই পারি ।

সত্য জ্ঞান ওক বেগর, ভাস্তের আশীর্বাদে,
এই পিখিমির পরাণ বলা, সুগী ওদোক বেগে।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ২৬-০৮-২০০৮ ইং, স্থান: মিলনপুর প্রজ্ঞারণ্য কুটির, মহালছড়ি

জ্ঞান দে ভাস্তে মরে

শ্রদ্ধা গুরি জু জানাং, বনভাস্তে তরে,
দয়া গুরি আশীর্বাদ, দে প্রভু মরে।
ম-মনানত জ্ঞান নেই, হিচ্ছু ন জানং,
সত্য জ্ঞান পেবাতেই মুই, তত্ত্বন বর মাগং।
আত্মুর গুরি ত-ঠেঙত পুড়ি, মাধা লোঙেই জু জানাং,
তুই এদক্যা দোল হিজেনি, যেন পূর্ণিমা দোল চাঁনান।
পূর্ণিমা চাঁনান বেগে হোচপান, রাগ হিংসা নেই তাত্ত্বন,
ঠিক সেদক্যে তরেয়ো হোচপান, দেব, ব্রহ্মা, মানেইউন।
তরে হোচপান হিনেই বেগে, শ্রদ্ধা গুরি পূজন,
জ্ঞান পেবাতেই ত-ইধু, হুজি মনে এজন।
ত দেশনা শুনিলে বেগর, মনত জাগে হুজি,
হুজি মনে আমিজে থান, ধর্ম হামত মুজি।
ঘুড় আঙস্যার বাত্তি ওনেই, তুই জ্বলি আগজ,
জ্ঞানর পহরত এবাতেই, আমারে নিত্য ডাগজ।
ত-ডাগনার 'র-শুনিনেই, হদ অবুঝ মানেই লক,
পাবর পথান ফেলে দিনেই, ধুজ্যন এবার ধর্ম পথ।
ধর্ম পথান ধুরিনেই তারা, ধর্ম পদে চলদন,
মুক্ত ওবার এই দুগত্ত্বন, কুশল কর্ম গরদন।
মুক্তি পথান গমে দালে, দেগেই দুঅর তুই,
তর সেই জ্ঞানানরে, জু জানাঙর মুই।
তুই জন্মেনেই এই পিখিমিত, জ্ঞানর বাত্তি জায়েজ,
মিথ্যাদৃষ্টি মাণ্ড্যর মনত, জ্ঞানর পহর ফুদেই দোজ।
তর জ্ঞানর হদগত পুড়ি, মুই আন্ধারত্ত্বন ফিরি,
তর শাসনত এচ্ছেং ভাস্তে, ধর্ম পথান ধুরি।

তুই যেই জ্ঞানান পিয়োজ, সিয়ান মুইও যেন পাং,
 ম-মনানো অয় পারা, বুদ্ধজ্ঞানে ফদাংথাং ।
 অণ্ড ঝারত সোমেনেই তুই, ধ্যান সাধনা গুরি,
 অতালেয়ে দুগ পিয়োজ ভাস্তে, বার বজর ধুরি ।
 বার বজর দুগ পানার পর, বুদ্ধজ্ঞানান পিয়োজ,
 বেগ দুক্কানি ফেলে দিনেই, নির্বাণ সুক্কান লুইয়োজ ।
 ম-মনদো ফুদি উদোক, ধর্ম জ্ঞানর চোগ,
 জন্ম-মৃত্যু দুক্কানি মর, বেগ ভজোই যোক ।
 মুই ভারী জ্ঞানে গুরীব, জ্ঞান দে ভাস্তে মরে,
 জ্ঞান পেবাতেই পূজা গড়ং, আওজে মুই তরে ।
 আওজে মুই তরে মানং, মনে গুরিনেই ভগবান,
 এই জিংহানিত তরে পেনেই, আমি ভারি ভাগ্যবান ।
 তুই আমারে দেগেই দুঅর, গম বজং ছবোনি,
 যে হাম গল্পে সুগ এজে, ভেই লবার সিয়ানি ।
 গম বজং ভেই লবার জ্ঞান, ওক ভাস্তে মর,
 ধর্ম জ্ঞানদোই থেই পারং পারা, তুই আশীর্বাদ গর ।
 থেই পারং পারা সারা জীবন, ভাস্তে তর শাসনত,
 তরে মানিম তরে পূজিম, মর এই জীবনত ।
 ন বুঝিনেই হদক পাপ, জীংহানিত গুজ্জং মুই,
 হেমা চাঙর ত-ঠেঙত পুড়ি, হেমা গর ভাস্তে তুই ।
 সত্যধর্ম পদে যেন মুই, সব সমানে থাং,
 পাপ অকুশল মিজ়ে পদে, যেন হন হালে ন যাং ।
 দুগ ন পেদুং হন হালে, সত্য জ্ঞানদোই থেনেই,
 জ্ঞান উদয় ওক ম-মনানত, আর্য্য জ্ঞানী পূজিনেই ।
 তুই অলেদে মহাজ্ঞানী, সিত্যেই তরে পূজং,
 সমানে তুই হোই দোঅর, গম বজং ছবোন ।
 বজং হাম ছাড়ি জ্ঞানদোই থেবার, দেশনা দুঅজ তুই,
 জ্ঞান অয় পারা ম-মনানত, বর মাগঙর মুই ।
 মুই দ ভারী জ্ঞানে গুরিব, জ্ঞান অয় পারা মনানত,
 জ্ঞান পেবাতেই শ্রদ্ধা গুরি, ইচ্ছং তর শাসনত ।
 ন বুঝিনেই আগে হদক, অজ্ঞানে গুজ্জং পাপ,

আত্মজুর গুরি ত-ঠেঙত পুড়ি, বেঙ্কানি চাঙর মাফ ।
 হেমা গুরি দে তুই মরে, তুই দ মহাদয়াবান,
 মনে গড়ং মুই তুই আমার, এই যুগর ভগবান ।
 তুই জ্ঞানী মহাপুরুষ, বুদ্ধজ্ঞানর ভিঁদে,
 আজল জ্ঞান ত-জ্ঞানান, নেই তর হন চিঁদে ।
 নিচিঁদে গুরি আগজ তুই, বেগ মাররে উদেইদি,
 জয় গুজ্যজ নিজরে নিজে, চুলি আৰ্য্য পদেদি ।
 আমারে তুই আমিজে ডাগর, আৰ্য্য পদে এষ,
 পাপ অকুশল হাম গভে, নিজে নিজেই লা-জ ।
 উপদেশ দিনেই সত্য পদে, ডাগজ নিত্য আমারে,
 দয়া গুরি মৈত্রী দিনেই, পরান বলা বেগরে ।
 মৈত্রী চিঁদে উপদেশ দিনেই, শাসন গরজ তুই,
 জনম জনম ত-শাসনত, থে পারং পারা মুই ।
 ত-শাসনত এনেই মুই, দোল জীংহানি পিয়ং,
 আগাজ চানান পাই পারা, ভারী ভাগ্যবান উইয়ং ।
 তরে লাগত পেনেই মুই, নিজরে মনে গড়ং,
 অমঅদ ভাগ্যবান, বুক ফোলেনেই হোই পারং ।
 মহাপুরুষ লাগত পানা, লেদার হধা নয়,
 যে লাগত পাই তার হবালত, বিম্বেফুল ফুট্টে পারা অয় ।
 মহাপুরুজর উপদেশচানি, যে দোলেই পালেব,
 এহাল-উহাল তার হামাক্কায়, সুগ শান্তি অব ।
 মহাপুরুষ লাগত পানা, লাগে ভারী ভাগ্যবান,
 বেগে মিলি গেবং আমি, বনভাস্তের জয়গান ।
 জয় য়োক আমা বনভাস্তের, জয়োক বুদ্ধর শাসনান,
 জয় য়োক আমা বেঙ্কনর, ফুদি উদোক জ্ঞানান ।
 এই পিখিমির পরাণ বলা, সুগী ওদোক বেগে,
 বেগ দুগভুন মুক্ত ওদোক, ভাস্তের আশীর্বাদে ।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং:- ২৭-০৭-২০০৮ইং, স্থান:মিলনপুর প্রজ্ঞারণ্য কুটির, মহালছড়ি ।

বনভাস্তের বনবিহারান

রাজবন বিহারান, দেখতে স্বর্গচান,
 চোখ জুড়ায় মন জুড়ায়, দেলে সেই হিয়ঙান।
 সিদু আগে বনভাস্তে, আমা বেগর ভগবান,
 লোকোত্তর জ্ঞানে-জ্ঞানী উইয়ে, সাধনানন্দ নাং।
 হদ সাধনার ফলে পিয়ে, বুদ্ধজ্ঞানান,
 সিত্যেই আমি হোই ভাস্তেরে, এই যুগর ভগবান।
 জন্ম-জরা ব্যাধি দুগতন, মুক্ত ওই যিয়ে,
 লোভ, দ্বেষ, মোহ ত্যাগ গুরিনেই, নির্বাণান পিয়ে।
 বনভাস্তে জ্ঞানর আধার, বুদ্ধজ্ঞানর খনি,
 জ্ঞানর বলে পারোই যিয়ে, বেগ দুক্কানি।
 মুক্ত উইয়ে বেগ দুগতন, মায়ার জ্বাল ছিনি,
 বুদ্ধজ্ঞান পেনেই উইয়ে, বুদ্ধর জ্ঞানে-জ্ঞানী।
 বনভাস্তের ছাবাত তলে, এয বেগে মানেইলক,
 স্বর্গ দুক্যা তা হিয়ঙান, রিনি চগি জীবনত।
 বনভাস্তের বনবিহারান, স্বর্গ দুক্কে সাজেয়ে,
 এয বেগে পুণ্য গড়া, এয মন হজিয়ে।
 পরাণ বলার সুগতোই, বিলেই দিয়ে তা জ্ঞানান,
 সেই জ্ঞানর ছাবাত তলে, থেবং আমি জনমান।
 ভাস্তে মহা দয়াবান, ছোড়ে পড়োক তার সুনাং,
 এই যুগর মহাপুরুষ, তারে মুই জু-জানাং।
 বনভাস্তে বনত থেনেই, হদ দুগে পিয়ে জ্ঞান,
 ষড়্ভিঙ্গা অরহত উইয়ে, ঝার-জঙ্গলত গুরি ধ্যান।
 মানি চুলিবং ভাস্তের হধা, পালেবং তার উপদেশ,
 বর মাগিবং বুদ্ধজ্ঞান, গুরিবাতেই দুক্কান শেজ।
 পরম পূজ্য বনভাস্তে, তুই আমার ভগবান,
 তারে আমি লাগত পেনেই, উইয়ে মহাভাগ্যবান।
 তারে আমি লাগত পেলং, হদ পুণ্যর ফলে,
 শ্রদ্ধা জাগি উদে মনত, তর দেশনা শুনিলে।
 তুই-দ আমার সোনার মানেক, বৌদ্ধ জাদত জন্মেনেই,
 বেগ দুগতন মুক্ত উইয়োজ, নির্বাণান সুপ্পেনেই।

তুই-দ বেগর পরম পূজ্য, সিতোই তরে পূজা গুরি,
 এচ্যা তর শুভজন্মদিন, ৮ তারিখ জানুয়ারি।
 জন্ম লুইয়োজ এ পিথিমিত, নুওবেল ধক পহর গুরি,
 অরহত ওনেই স্বাধীন উইয়োজ, মার রেজ্য জয় গুরি।
 হদক হষ্ট গুরি পিয়োজ, বুদ্ধজ্ঞানান থোগাদে,
 ন দিগির এই পিথিমিত, মহাজ্ঞানী তুই বাদে।
 ষড়ভিঞ্জায় অভিজনী, অজ্ঞান তৃষণ হয় গুরি,
 বেগ দুগতুন মুক্ত উইয়োজ, বুদ্ধ নীতির পথ ধুরি।
 আমি আগি ঘুর আঙুস্যা, অজ্ঞানর আন্ধারত,
 আশীর্বাদ দে তুই আমারে, দুগ ন পেই পা সংসারত।
 ঝিমিত ঝিমিত জ্বলি উদোক, তর জ্ঞানর দোল ছদক,
 তরে আমি লাগত পেনেই, হজি উইয়ে হদক।
 দেগে ন পারি বুক ছিড়িনেই, আমা হজি মনানি,
 তুই আশীর্বাদ দে আমারে, শেজই পারা দুক্কানি।
 য়েল য়েল মুড়োয় ঘিরি আগে, রাঙামাত্যা এ জাগান,
 পুণ্য জাগা পুণ্য ভুমি, রাজবন বিহারান।
 মহাপুরুষ বনভাস্তে, রাজবন বিহারত আগে,
 এয যেই হজি মনে, ভাস্তে ইধু বেগে।
 ভাস্তে ধুক্যে মহাজ্ঞানী আর পৈদং নয় জীবনত,
 শীল পালেবং দান গুরিবং, বনভাস্তের শাসনত।
 তৃষণ ক্ষয় গুরি ভাস্তে, নির্বাণ সুগত আগে,
 ভাস্তে ইধু যেবং আমি, বেগে আগে ভাগে।
 ধর্ম দেশনা শূনিবংগোই, শ্রদ্ধেয় বনভাস্তেতুন,
 অজ্ঞানান চে যায় পারা, আমা বেগর মনতুন।
 লাগত পেলং বুদ্ধ ধুক্যেন, পরম পূজ্য ভাস্তেরে
 জ্ঞান দান দি চোখ ফুদেই দিয়ে, হদ অবুঝ মাঞরে।
 ভাস্তের হধা ধুরিনেই আমি, জ্ঞান পহরান থোগেবং,
 শীল পালেনেই এ জীবনান, ফুল ছড়া ধক সাজেবং।
 সাধু! সাধু! সাধু!

ন দিগির আর তরে

এদক ঝাদি হিতেই ভাস্তে, আমারে ফেলেই গেলে,
 চিত্ জুরে-দ আমা বেগভুন, রাজবন বিহারত এলে ।
 ইক্কে-দ তুই নেইয়ার ভাস্তে, বাজি আমা ইধু,
 শেষ নিজেজ ফেলেনেই যিয়োজ, নির্বাণ রেজ্য ইধু ।
 তুই যেনেগোই ইক্যে আমি, মনত দুগে আগি,
 চোগো পানি এজে চোগত, তর হধানি ভাবি ।
 মা-বাবভুন বেজ তুই আমার, ও প্রভু বনভাস্তে,
 তুই আমা মনর হবরানি, দোলে দোলে জান্দে ।
 তুই-দ যিয়োজ চির সুগত, দুগর সংসার ছাড়িনেই,
 জনম-মরণ দুগক্কানিরে, লুঙি-মারি ফেলেনেই ।
 আমি আগি দুগে ভরা, এই অহল সংসারত,
 ত-দুক্যা পথ দেগেয়্যা, আর পেদং নয় জীবনত ।
 মুই তরে এই ম-মনানত, বেগ দাঙর জাগা দোং,
 আগাজ চানান পাই পারা, জীংহানিত তরে লাগ্ পিয়ং ।
 মুই আশীর্বাদ মাগং ভাস্তে, গেলেও তুই নির্বাণত,
 এক সমারে ত-শিষ্যউন, থেই পারি পারা জীবনত ।
 তর দেশনা উপদেশেচাই, এই বুদ্ধর শাসনান,
 রক্ষা গুরি পারিই পারা, বেগে মিলি জনমান
 শীল সমাধি প্রজ্ঞাভুন, হনদিন দূরত ন য়েদং,
 ত-সাঞ্যা গুরি দুগরে ছাড়ি, আমিও নির্বাণ পেদং ।
 ও ভাস্তে তুই আমা ইধু, যেক্কে বাজি এলে,
 চিত জুরেদ আমা বেগর, তরে দ্বি চোগেদি দেলে ।
 তর হধানি শুনিদং আমি, ভারী শ্রদ্ধা গুরি,
 ইক্কে-দ তুই নেইয়ার ভাস্তে, যিয়োচ্ছোই আমারে ছাড়ি ।
 তুই যেনেগোই আমা মনান, ইক্কে বানা হানেদে,
 পুঅ ছাবা দুক্যে তুই আমারে, চোগে-চোগ রাগেদে ।
 মানা গন্তে আমারে তুই, লোভ দ্বেষ, মোহ ন গুজ্য,
 জীবন গেলেও হনদিন, আর্য সত্য ন ইচ্ছ্য ।
 আর্য সত্য আড়া অলে, দুগত পুড়ি য়েবা,
 সালে তুমি দুগভুন মুক্তি, হারা ওই ন পারিবা ।

আমারে ফেলেই ও ভাস্তে, ঝাদি হিতোই গেলে,
 চোগত ভাজে মনান হানে, ত-রুমত এলে ।
 রুমত এলে মনে হয়দে, তুই চেয়ারত আগজ বোই,
 ও প্রভু বনভাস্তে, এদক্যা ঝাদি গেলেগোই ।
 ইক্কে হন্না আমারে ভাস্তে, ত-ধুক্যেন গুরি,
 আর্য সত্য বুঝেই দিব, দোলে ভাঙি ছুড়ি ।
 ধর্ম হধা হদে তুই, জ্ঞানর চোগে রিনি চেই,
 ত-ধুক্যেন গুরি হন্না হব, তুই-দ আর নেই ।
 চারি আর্য সত্য তুই, আমারে বুঝেই দিদে,
 তর সেই হধানি শুনদে, লাগে ভারী মিধে ।
 তর হধানি শনিবাতোই, আওজ গুরি এদং,
 সেক্কে তুই চেয়ারত বোই, দেশনা হদে দেদং ।
 হিয়ঙত এলে এব তরে, দিগিবং পারা পেই,
 রুমত এনেই রিনি চেলে, তরে দেগা ন পেই ।
 তরে রিনি চেলেগি মনান, হানি হানি উদে,
 নির্বাণর শিক্ষা তুই আমারে, দিনমাগানে দিদে ।
 ইক্কে দ-তুই পুরি আগজ, দ্বিবে চোগ হাদি,
 ডাগিলেও আর হনদিন, ন উদিবে তুই জাগি ।
 বাজি থাক্কে তুই আমারে হধে, ঘুম ন যেদে পুড়ি,
 ইক্কে হিতোই ঘুম যর ভাস্তে, ন মাদি অলর গুরি ।
 দোল বাব্বু ভিদিরে তুই, ঘুম যেই যেই আগজ,
 আমারে দ আ-গ দুক্কে, আর নয়ও ডাগজ ।
 ত-ডাগানার র শুনিনেই, এচ্ছে আমি ত-ইধু,
 তুই যে জাগানত যিযোজ, আমিও যেবার সিধু ।
 বেগ দুগরে ফেলেদি তুই, অজর-অমর ওনেই,
 আগজ ইক্কে নির্বাণ সুগত, আমিও জ্ঞান পেনেই ।
 দুগভুন মুক্তি অবাতোই, তর শাসনত এলং,
 নির্বাণ যেবার শিক্ষানি আমি, তভুন দোলে পেলং ।
 তারপরও আমি বুঝি ন পারি, ত-জ্ঞানর হধানি,
 অজ্ঞানে ঢাগি আগে, আমা বেগর মনানি ।
 নির্বাণর শিক্ষা বাদ দিনেইদি, নয়দ্যে ইয়ানি গুরি,

পন্ডিদিন তুই মানা গত্তে, আমি যেন দুগত ন পুরি ।
 তর হধানি ইদোত উদি, উন্জুর আমা মনান হানে,
 আর ত-দুক্যেন মহাপুরুষ, লাগ্ ন পেবং সেনে ।
 হুজি অয় আর এক ধগে মনান, তুই নির্বাণত যেনেই,
 দুগ ন পেবে আমা ধুক্যা, আর সংসারত জন্মেনেই ।
 তর সুগর হধা ভাবি, আমা মনান হুজি অয়,
 দুগরে ছাড়ি নির্বাণত যিয়োজ, মাররে গুরি জয় ।
 পাঁচ বাবুত্যা মার জয় গুরি, তুই পরম সুগত যিয়োজ,
 নির্বাণ সুগে-সুগী অবার, আমারে শিক্ষা দিয়োজ ।
 যুগ যুগ ধুরি তরে মনত, রাগেবং আমি বেক্কুনে,
 মুক্তি পথান দেগেয়োজ তুই, বাজি এলে যেক্কুনে ।
 ইক্কে বাজি ন থেলোয়ো, মন চোগেদি তরে দিগি,
 আমা মনান দোল রাগেবং, তর হধানি শিগি ।
 দান গড়ানা, শীল পালানা, তুই আমারে শিগেয়োজ,
 দুগ্গ মুক্তি নির্বাণর পথ, তুই আমারে দেগেয়োজ ।
 তুই দেগেইয়্যা পদেদি যেন, আমি বেগে যেই পারি,
 ক্ষমা মৈত্রী অহিংসালোই, মিলি মিঝি থেই পারি ।
 ত-ধুক্যা গুরি আমিও ভাস্তে, ঝাদি নির্বাণান সুপ্পেদং,
 জন্ম-জরা মরণর দুগ, আর লাগত ন পেদং ।
 আমি তত্তুন এই বরান, মাগির ভাস্তে বেক্কুনে,
 চারি অপায় দুগত আর, ন পুড়িদং এক্কেনে ।
 এই বরানি মাগিনেই তরে, গভীর শ্রদ্ধা জানেলং,
 তরে মনত যত্তন গুরি, চির জীবন রাগেবং ।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ১৫-০২- ২০১২ইং, স্থান: প্রশান্তি অরণ্য কুটির আটারকছড়া লংগদু ।

ভাস্তের শিক্ষানি আঘে

বনভাস্তে ঝারত রুইয়ে, বাঘ-ভালুঘো ছেড়ে,
 ঝড়ত ভিজি রোদত পুড়ি, তুঅ তে ন মরে ।
 বাঘেও তারে এক্কেনাও, হন ক্ষতি ন গড়ন,
 ভাস্তের অহিংসা মৈত্রী বলে, বাঘ-ভালুগে ন মারন ।

ক্ষমা মৈত্রী অহিংসালোই, ভাস্তে নিত্য খেদ,
 পিঙ্গ চরণত গেলেও তে, স্মৃতি গুরি যেদ ।
 উবোজ-হাবাজ রইয়ে হদক, পেত পুড়ি পুড়ি,
 তুঅ তে সুগে খেদ, বুদ্ধর হধা ইদোত গুরি ।
 ভাবিদ তে বুদ্ধরে, রাজার পুঅ ওনেই,
 যিয়েগোই বেগ্ রেজ্য সংসার, চেপ্ ফুদ ধক ফেলেনেই ।
 রাজার পুঅ ওনেই বুদ্ধ, ঝার-জঙ্গলত রুইয়ে,
 মঝা পুগী হামর হেই হেই, হদক হষ্ট পিয়ে ।
 মুই হিত্যেই থেই ন পারিম, মত্তন-দ হিচ্ছু নেই,
 জ্ঞান পেবাতেই ঝাড়ত থেম, মুই বুদ্ধরে ভাবিনেই ।
 বুদ্ধরে মুই ম-জীবনত, আজল গুরু ভাবিম,
 গভীর শ্রদ্ধায় বিশ্বাস গুরি, স্মৃতি জ্ঞানদোই আদিম ।
 বুদ্ধর হধা ভাবিনেই মুই, বুদ্ধজ্ঞানান থোগেম,
 বুদ্ধজ্ঞানান ন পেলো, হন হিত্যেত ন যেম ।
 ক্ষমা মৈত্রী অহিংসালোই, ঝাড়ত যুদ্ধ গুরিম,
 শীল সমাধি প্রজ্ঞালোই, মাররে উদেই দিম ।
 বুদ্ধ হুইয়ে ঝাড়ত থেবার, হেলে হাদোক বাঘে,
 ঝাড়ত থেলে জ্ঞানান পাই, বুদ্ধ সিয়ান দেগে ।
 বুদ্ধ হুইয়ে বাঘ দ্বিবে, ঝাড় বাঘ আ মিলে বাঘ,
 মিলে বাঘ আদত পল্লে, জ্ঞান আড়া ওই থেবাক ।
 জ্ঞান আড়া ওনেই যেক্কে, জ্ঞানহীন গুরি থেব,
 সেক্কে এই সংসার নালত, ঘুরি ঘুরি থেই পেব ।
 মিলে বাঘ আঘাত্যে ভারী, মুক্তির আঝা নেই,
 জ্ঞান পুণ্য হেই দুঅন তারা, উজ আড়া ওনেই-
 তা পড়ে এই সংসারত, কল্পকাল ধুরি,
 আরাচাগ্ ভাজি যায় পারা, উদ নেইয়ে দুগত পুরি ।
 ঝার বাঘে হেলে কিন্তু, নির্বাণত যেই পারে,
 এড়াগান তারা হেই পারন বানা, চেই ন যেম বাঘ ডরে ।
 জ্ঞান আ পুণ্য ঝার বাঘে, হনদিন হেইদি ন পারন,
 বুদ্ধর হধা জ্ঞানীজনে, সেনত্যেই তারা ন ছাড়ন ।
 ভগবান বুদ্ধর উপদেজ অল, ঝার ভিদিরে থানা,

জ্ঞান ন পেলো মাণ্ড্য ছেড়ে, এক্কে ন এযানা ।
 আমিজে বুদ্ধ উপদেশ দিধ, ঝারত যেবার ভিক্ষুরে,
 জ্ঞান পেবাতেই বনভাস্তেও, রুইয়ে ঝার ভিদিরে ।
 আত্ম দমন, চিত্ত দমন, ইন্দ্রিয় দমন গুরি,
 স্মৃতি জ্ঞান সাধনালোই, দুক্ক মুক্তির পথ ধুরি ।
 উজ্জ্বল গুরি থেদ নিত্য, আলসি ঘুম ন যেনেই,
 ঘুম এলেও এক্কা গুরি, যেদ পাদা বেজেনেই ।
 দিনত জুনি ঘুম এলে তাঁর, শঙলা বনত বেড়ে-দ,
 পাগানা রোদোত থেগে থেনেই, ঘুমানরে ধাবে-দ ।
 জারাল্যা অক্তত আদু সংগ্যা, পানিত বুড়ি থেনেই,
 আয় হদ ঘুমানরে, পাল্লে সেদাম বাজেনেই ।
 এন্তে এন্তে আলসি ঘুমান, এই ন পারে তার,
 মনে মনে ভাবিদ তে, ঘুমানো এক্কা মার ।
 ধ্যান সাধনা গুরি ন পারে, আলসি ঘুম থেলে,
 জুরত গুরি গোছে ফেলায়, এক্কা সুযুগ পেলো ।
 ঘুমান্দোই ভাস্তে রেদে-দিনে, ভারী যুদ্ধ গুরিদ,
 হাট-পালং গম বিছোনোত, পুড়ি ঘুম ন যেদ ।
 এদুক্যে গুরি যুদ্ধ গুরি, দরমর ওই ভাবিদ,
 ম-মনভুন আলসি ঘুমান, হামাক্কায় একদিন হাদিব ।
 শেজ-মেজ ঘুমানরে, ভাস্তে জয় গুরিল,
 ঘুমান এক্কা ডাঙর শত্রু, সিয়েন গমে বুঝিল ।
 ধৈর্য সহ্য গুরিনেই ভাস্তে, মারলোই যুদ্ধ গুজ্যে,
 পঞ্চমার জয় গুরি তে, মহাপুরুষ ওই পাছেহ্যে ।
 মহাপুরুষ বনভাস্তে, বুদ্ধজ্ঞান লাভ গুরি,
 জনম-মরণ দুক্কানরে, পাছেহ্যে তে শেজ গুরি ।
 নিজে মুক্ত ওনেওই, মাণ্ড্যরেও শিগেই দিয়ে,
 বুদ্ধ ধর্ম হারে হয়, ভাস্তে দোলে বুঝেই দিয়ে ।
 ধর্ম আড়া ওনেই মানুষ, হুপদে যেক্কে যাদন,
 নানান বাবুত্যা কুসংস্কারলোই, গুলি মুজি আগন ।
 সেক্কে এনেই জনম লুইয়ে, মোরঘোনা আদামত,
 রথীন্দ্র নাং লোনেই, ধার্মিক হারুমোহন ঘরত ।

ডাঙর-ডিঙোর ওনেই তে, উনত্রিশ বজর বয়জে,
 শহরত যেনেই শ্রমণ অল, দুঃখ মুক্তির আওজে ।
 এবার তারে বেগে ডাগন, রথীন্দ্র শ্রমণ,
 হোচপেদাক তারে ভারী গুরি, দোল দিগিনেই চাল্চলন ।
 তারে বেগে হোচপেলেও, তে সিধু ন থায়,
 ধ্যান গড়ানার পরিবেশ, যেহেতু তে ন পাই ।
 গুরুত্বন তে আশীর্বাদ মাগি, ধনপাদা মুক্যা গেল,
 গভীর ঝার-জঙ্গলত, গায় গায় সোমেল ।
 সিদ্ধন ধুরি মাঞ্য তারে, বন শ্রমণ ডাগিদাক,
 গায় গায় হেনে ঝারত থাই, আমক ওনেই ভাবিদাক ।
 বজর গুরি বজর ফিরি, যেক্কে ভাস্তে অল,
 বন শ্রমণ নাং বুদুলি বনভাস্তে নাং পেল ।
 যারা তারে ভাস্তে গুরি, দীঘিনালাত দিলাক,
 সাধনা গন্তে গম পাই হিনেই, সাধনানন্দ থোই দিলাক ।
 সাধনানন্দ বনভাস্তে, ধর্ময়ান প্রচার গুরি,
 যিয়ে তে নানান জাগাত, যেনে দুগত ন পুরি ।
 আমাতেই ভাস্তে হদক হষ্ট, গুরি গেল জীবনত,
 অহিংসা ধর্মর মন্ত্ৰলোই, ডাগি আঞ্য গম হামত ।
 নানান বাবুত্যা পুণ্যহাম তে, শিগেই দিল আমারে,
 মাধা নিউরি গভীর শ্রদ্ধায়, জু জানাঙর ভাস্তে ।
 ভাস্তে দ আর আমা ইধু, বাজি নেইয়ার ইক্কিনে,
 তার উপদেশ শিক্ষানি, মনত রাগেবং বেঙ্কুনে ।
 উনিশ শ হুরি সালত, ৮ তারিখ জানুয়ারি,
 জনম লুইয়ে বনভাস্তে, আমি বেগে হোই পারি ।
 পরিনির্বাণ লাভ গুরিল, দ্বি-আজার বার সালত,
 ৩০ তারিখ জানুয়ারি, রাজধানী স্কয়ার হাসপাতালত ।
 পরিনির্বাণ লাভ গুরিনেই, ভাস্তে অমর ওই গেল,
 ভাস্তে দুক্যা অব্যব চলে, তাঁর শিক্ষানি পাল ।
 ভাস্তের ত্যাগ শিক্ষা নীতি, মনত বানি রাগেনেই,
 দুঃখ মুক্তির পথ ধর, পাপ দুগরে ডোরেনেই ।
 বনভাস্তের দেশনা, পাপ দুগরে ডোরানা,

ভোগ, আসক্তি, তৃষ্ণানিরে, মনত জাগা ন দেনা ।
 ভাস্তে দোলে জানি পাচ্ছে, লোভ আসক্তিত দ্বারায়,
 পরাণ বলারে গঙার পানিধক, অপায় মুক্যা নেষায় ।
 বনভাস্তে আমারে হদ, যেক্কে এল বাজি,
 নিজর মনান নিজে তুমি, পুণ্যলোই তুল সাজি ।
 পাপ্পোই জুনি মুজি থেলে, পাপ্পানি অব জমা,
 পাবর শাস্তি পেবা তুমি, পেদা নয় তাতুন ক্ষমা ।
 বনভাস্তের উপদেশানি, আমি মনত রাগেবং,
 পরিনির্বাণ গেলেও তে, হনদিন ভুলি ন য়েবং ।
 আমা বেগর প্রভু তে, নির্বাণ ধর্ম বুঝেই দিয়ে,
 মার হুলত রাগায় পারা, আমারে হুলত রাগেইয়ে ।
 পাপ অকুশল সাগরত আমি, যেক্কে ভাজি য়ের,
 ভাস্তে এনেই উপদেশ দিনেই, ইক্কে উদিজ পের ।
 পাপ পুণ্য হারে হয়, ভাস্তে বুঝেই দিল,
 আমারে গম পথ দেগে দিনেই, তে নির্বাণত গেল ।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং:১৪-০৬-২০১২ইং,স্থান:প্রশান্তি অরণ্য কুটির, আটারকছড়া, লংগদু ।

ডর গরেগোই মরণান

দিন মাস বজর গুরি, ফুরেই যার আমা আয়ুয়ান,
 জুরত জুরত যা দুজ্জ্যে, মরণ মুক্যা জীবনান ।
 মুরি গেলে লগে য়েবার, হিচ্ছু নেই আমার,
 য়েব বানা কুশল-অকুশল, কর্ময়ান ওই সমার ।
 তার পরও নিচিদে গুরি, আগন মানেই লক,
 এই সংসারত জনম্মো তারা, বাজি থেবাক্কে ধক ।
 আয়ুয়ান আমার সব সময়, নিত্য বেগর হুমি যার,
 দিন দিন মরণ আদত য়ের বিলি, সিয়ান হন্না ভাবি চার ।
 ভাবি চেলে জ্ঞান গুরি, ডর গড়ে পারা ভারী,
 পাপ-পুণ্য ছাড়া হিচ্ছু ন যায়, গেলেগোই মুরি ।
 মরণানতুন ছাড়িবার নেই, অক্ত এলে যা পরে,

সাবে বেঙ গিলে পারা, গিলের নিত্য আমারে ।
 ধনী-গুরীব, মূর্থ-পন্ডিত, মরণানে ন চাই,
 তার আদত যারে পেব, তারে ইজু নেয়ায় ।
 ছজু পাদা পানি সাএণ্ড, আমা এই জীবনান,
 হবর ন পেই হনজনে, হক্কে এয়ে মরণান ।
 মরণানে বাচ্ছে আগে, আমারে আহ্ গুরিনেই,
 অজ্ঞানে ন দিগির হিনেই, হিচ্ছু চিদে নেই ।
 মুরি যেবার মনে ন হয়, তুঅ যা পরে মুরি,
 এই সংসারত জন্ম অলে, ন পারন হিয়ে ছাড়ি ।
 এদক ডাঙর মহাপুরুষ, শ্রদ্ধেয় বনভাস্তেরে,
 নেযিয়েগোই মরণাণে, তারে পুয্যন্ত ন ছাড়ে ।
 জন্ম অলে মরা পরে, ভাস্তে ইয়ান বুঝিনেই,
 ঝার-জঙ্গলত সাধনা গুজ্জ্য, মরণানরে ডোরেনেই ।
 সাধনা গুরি মনর আঝা, ভাস্তে পূরণ গোরেইয়ে,
 বার বার জন্ম অনা মুরি যানা, তে সিয়ান ডোরেইয়ে ।
 তে আর হনদিন ন জন্মেব, এই ভব সংসারত,
 এই সংসারান দুগ দিগিনেই, যিয়েগোই ভাস্তে নির্বাণত ।
 আমারে তে হোইদি যিয়ে, জ্ঞান সাধনা গুরিবার,
 জুনি আমি ডোরেদে অয়, বার বার মুরিবার ।
 মরণানে সাব ধুক্যা, হোই দিয়ে ভাস্তে আমারে,
 আয়ুয়ান নিত্য হুমি যার, সাবে গিলের পারা বেঙরে ।
 ইচ্যে নয় হিল্লে আমি, মরণ মুওত পুরিবং,
 ইয়ান সন্দেহ গুরিবার নেই, নিশ্চিত বেগে মুরিবং ।
 চিন্তা গল্লে মুরত পুরি, অমঅদ ডর গড়ে,
 ডোরেলেও ছাড়িবার নেই, হজা এলে যা পরে ।
 চিগন-ডাঙর গুর-বুড়ো, ন লাগে তার গাবুজ্যে,
 বনভাস্তে মহাপুরুষ, তুঅ তাভুন যা পুজ্যে ।
 তর মরও ছাড়িবার নেই, এই মরণঅ আদভুন,
 বুদ্ধজ্ঞান ন অলে বেগর, রক্ষা নেই এই দুগভুন ।
 দুগর হধা চিদে গুরি, জ্ঞান পেবার হাম গুরিবং,
 যে হাম গল্লে দুগ হাদি যায়, সেই পথান ধুরিবং ।

দান শীল ভাবনা এই, কুশল পুণ্য হামানি,
 গল্পে মালেন জ্ঞান সাধনা, হাদি যেবগোই দুক্কানি।
 জুনি আ-র ক্ষমা মৈত্রী, ধৈর্য সহ্য গুরিলে,
 পঞ্চশীলুন পালেনেই, সত্য জ্ঞানদোই চুলিলে-
 এহাল-উহাল সুগ অব সালে, চারি অপায়ত ন যেবং,
 বনভাস্তের হধা ধুরি, আর্য্যসত্য থোগেবং।
 আর্য্যসত্য দেগা পেলৈ, দুক্কানি যেব হাদি,
 দুগ ডোরেইয়ে মানৈ লক, সত্যয়ান থোগেই ঝাদি।
 সত্যয়ান থোগেই সুপ্ ন পেলৈ, দুক্কান আমার থেব,
 জনম-মরণ এই দুক্কানি, বার বার আমার এব।
 জন্ম অনা যেমন দুগ, মরানা দুগও সিয়ান,
 নয়ও জন্মান আ নয়ও মরণ, যে বুঝিব ইয়ান।
 বনভাস্তেও এই দুগ বুঝি, ভবত্ ন জন্মের আর,
 জনম-মরণ সেই হেতুয়ান, ধ্বংস উইয়ে তার।
 বনভাস্তে মুরি গেলেও, তার আর জন্ম দুগ নেই,
 জনম জুনি ন ললে মালেন, দুগ পেবারও আবধা নেই।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ১৩-০৪-২০১২ইং, স্থান: প্রশান্তি অরণ্য কুটির, আটারকছড়া, লংগদু।

জ্ঞানর হৃদক বনভাস্তে

বনভাস্তে এল আমার, আগাজ বেলর চান,
 চারি আর্য্যসত্য জ্ঞান্দোই, এল মহাজ্ঞানবান।
 বেলর হৃদক দুক্যা গুরি, জ্ঞানর হৃদক ছোড়েইয়ে,
 অজ্ঞান আন্ধার ধাবে দিনেই, জ্ঞানর আলো জ্বালেই দিয়ে।
 জ্ঞানর আলো পেনেইও আমি, আগি অজ্ঞান আন্ধারত,
 জ্ঞানর চোগ নেই আমাতুন, দুগ পের সিত্যেই সংসারত।
 সংসার সাগরত ডুবি যেনেই, দিনে রেদে দুগ পের,
 অজ্ঞানে দুগ পেলৈও, হিচ্ছু ঠাহর ন পের।
 জ্ঞানর চোগে ন দিগি আমি, এই সংসারর দুক্কানি,
 দুক্কানিরে সুগ ভাবিনেই, আগি আমি বেক্কুনে।

সত্যরে আমি মিথ্যা ভাবি, মিথ্যারে হোই সত্য,
 আর্য্যসত্য জ্ঞান ন পেলো, দুগ পেবং আমি নিত্য ।
 চারি আর্য্যসত্য জ্ঞানান, গদা এই পিথিমিত,
 ছিদি দিয়ে বনভাস্তে, অজ্ঞান মাএগ্যর মনানিত্ ।
 ভাস্তের জ্ঞানর ছদগত পুরি, মুক্তির পথ থোগাদন,
 প্রাণী হত্যা, চুর, ব্যভিচার, সিয়ানি গন্তাক ডোরাদন ।
 মদ হানায়ো দেদন ছাড়ি, দুক্কানরে ডোরেই,
 যাত্নন জ্ঞান উইয়ে তারা, পাবত্নন যাদন সরেই ।
 পাপ ছাড়িনেই পুণ্য গন্তন, মুক্তি পেবার আঝায়,
 দান শীল ভাবনা গন্তন, বনভাস্তের হধায় ।
 জ্ঞানর আলো ফুদেই দিয়ে, বনভাস্তে আমারে,
 দেশনা দিদ জ্ঞানদোই থেবার, অজ্ঞান্দোই দুগ বাড়ে ।
 ভালক বজর সং আমারে, ভাস্তে জ্ঞান দান গুরি,
 গেলগোই তে নির্বাণ দেজত, ভব সংসার দুগ ছাড়ি ।
 আমি আগি সংসার নালত, সুগে দুগে ভাজি,
 রাজা-প্রজা, ধুনী-গুরিব, হদ হিজু সাজি ।
 ধুনী-গুরিব, রাজা-প্রজা, এই সংসারত অনা,
 নাটক গরে পারা অয়, হাক্কন গুরি বানা ।
 মুরি গেলে হিচ্ছু নেই আর, ধুনী-গুরিব রাজা-প্রজা,
 পাপ গুরিলে রাজা অলেও, দুগ পেব তে ঠাজা ।
 রাজা-প্রজা, ধুনী-গুরিব, সিয়ানি হিচ্ছু নয়,
 সংসার ছাড়ি মুরি গেলে, বেক্কানি তুচ্ছ অয় ।
 মা-বাব, ভেই-বোন, মোক-পোছায়ো, দুলি সাজে পারা,
 সমার ওনেই হিয়ে ন য়েবাক, একজনও তারা ।
 নেক-মোক আ মা-বাব অনা, সংসারত হাক্কন গুরি,
 বানা লাজ-ইজ্জত পরা পায়, ভাবি চেলে জ্ঞান গুরি ।
 আমি অজ্ঞান্দোই ডুবি আগি, হান ওনেওই সংসারত,
 জ্ঞান আড়া ওই হদক দুগ পের, উদিজ ন পের জীবনত ।
 জ্ঞান আড়া ন অং পারা, ভাস্তে তত্নন বর মাগং,
 আগ' জনমে অজ্ঞানে মুই, হি কর্ম গুজ্জং ন জানং ।
 জুনি হন' হালে অজ্ঞানে, ভুল অপরাধ গুরিলে,

হেমা চাঙর ভাস্তে তলুন, জুনি হাররে দুগ দিলে ।
 হয়ত অনেক দুগ দ্বি পারং, অজ্ঞানে মাঞ্যরে,
 হেমা মাগং আতজুর গুরি, হেমা গর ভাস্তে তুই মরে ।
 জ্ঞান্দেই যেনে থেই পারং মুই, যেদক দিন বাজি থাং,
 জনমে জনমে ভব সংসারত, অজ্ঞানে যেন দুগ ন পাং ।
 বুদ্ধজ্ঞান ম-মনানত, ঝাদি-মাদি জন্মোদ,
 অনির্বাণকাল চের অপায় দুগ, একোয়ারে শেজ অদ ।
 বাজি থাককে তুই আমারে, হদক উপদেশ দিওজ,
 তলেদি আমি ন পুড়ি পারা, চেষ্টা গুরি জিওজ ।
 তর হধানি বুঝিবার জ্ঞান, ফুদি উদোক বেগর,
 পারোই যেই পারি পারা, সংসার দুগর সাগর ।
 জন্ম-জরা বুড়া পীড়ে, মুরি যানা যেই দুগ,
 তুই আর লাগত ন পেবে ভাস্তে, পিওজ নির্বাণ সুগ ।
 আমিও মাগির বেঙ্কুনে ভাস্তে, নির্বাণ সুগ পেবার,
 জনম-মরণ দুগ ছাড়িনেই, নির্বাণ রেজ্যত য়েবার ।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ১৯-০৪ ২০১২ইং, স্থান: প্রশান্তি অরণ্য কুটির, আটারকছড়া, লংগদু ।

মহাপুরুষ অলেও যা পরে

এই দোল অনিত্য সংসারান ছাড়ি,
 একদিন নয় একদিন যা পুরিব মুরি ।
 মহাপুরুষ অলেও মরনতুন ন পারে ছাড়ি,
 এই চির সত্যয়ান আমি বেঙ্কুনে হোই পারি ।
 সেই ডাঙর সত্যয়ান হবর পেনেও আমা অজ্ঞান মনানত,
 হিজেনি হিতেই এদক হোচপানাগান, বাঝি থায় পরানত !
 সেই হোচপানাগান বুক ছিড়ি, দেগেবার চলেও হাররে,
 দেগে ন পারে হনদিন জীংহানিত, হনহালে মাঞ্যরে ।
 শঙ্কেয় বনভাস্তেরেও, হদক হোচপেই আমি,
 হবর পেই তে এল ইক্কো, বুদ্ধজ্ঞানে-মহাজ্ঞানী ।
 মহাজ্ঞানী অলেও তে, মুরি যেই পিয়ে,

ভাস্তরে আড়েনেই আমি বেগে, মা-বাব আড়া সান উইয়ে ।
 মা-বাব আড়ৈয়্যা পোছাবা যেন, ধিক্ক্যাউলো ওই থান,
 হি গুরিবাক, হিঙিরি থেবাক, উবই থোগেই ন পান ।
 আমিও ঠিক সেয়াঞ্যা উয়েই, ভাস্তে তরে আড়েনেই,
 আশীর্বাদ গুরিজ থেই পারি পারা, দরমর গুরিনেই ।
 এচ্যা এক বজর ভিদি গেলেও, এব সং আগে ত-নাঙে-
 আমার অতালেয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি, বেক্কুনর মনে মনে-
 হন উন নেই গুরি শ্রদ্ধা, যুগ যুগ ধুরি থেব,
 যেদক দিন সংসার ছাড়ি, ন যোগেই আমি মুরি ।
 সেনতেই বিলি ইচ্যা এই, পরিনির্বাণ দিন্ন এনেই,
 শ্রদ্ধেয় বনভাস্তরে ভারী গুরি, ইদোত উদিনেই ।
 আমা মনান ভীরুং ভীরুং গুরি, উদে হানি হানি,
 দ্বিবে চোগোত এজে লামি, দেরদেজে চোগো পানি ।
 শ্রদ্ধেয় বনভাস্তরে আড়ৈয়্যা, চিত পুরনার হধালোই,
 আ সীমে নেইয়ে-অতালেয়ে, গভীর শ্রদ্ধালোই-
 এই কবিতাবো লেগা উইয়ে, বনভাস্তের উদিজে,
 ভাস্তের হধা ন হলে আমার, হারভুন চিত ন বুঝে ।
 মেইয়ে ভরা এই সংসারান, কিন্তু বানা হাক্কন,
 ফেলে যা বি, পরা দ্যাদি, বেক্কানি অনিত্য লক্ষণ ।
 মেইয়ে ভরা মায়া জ্বাল্লোই, আগে এই সংসারান,
 বিঞ্য পুতে হুও পানি ধক, আমা জীংহানিয়ান ।
 হবর ন পিয়ে গুরি এয়ে, মরণান আমা ইধু ,
 অজ্ঞানে পাব হাম্বোই, থেই আমি লুদুপুধু ।
 ঘুড়ি হাদা ধুক্যান গুরি, ফুরেই যাল্লোই জীবনান,
 উদিজ ন পেই আমা ইধু, হক্কে এয়ে মরণান ।
 পিথিমি ছাড়ি হন জনভুন, মনে ন হয় যেবার,
 মরণান এলে হন জনর, সেদাম নেই বাজি থেবার ।
 আমি মহাপুরুষ বনভাস্তরে, হদক বাজেবার চিয়ে-
 ঢাকা স্কয়ার হাসপাতাল নেয়েই, তুও ভাস্তে মুরি যিয়ে ।
 অসহায় গুরি আমারে ভাস্তে, নির্বাণতযিয়ে ফেলে,
 অবুঝ আগি আমি এব, মার্গজ্ঞান ন অয় দোলে ।

ভাস্তেরে ছাড়া হেজান গুরি, ইক্কে আমি চুলিবং,
 পরাণ ফেলেই বনভাস্তেরে, আমি শ্রদ্ধা গুরিদং ।
 ভাস্তে আমারে তুই ফেলে যিয়োজ, যেক্কে, নির্বাণত,
 আশীর্বাদ গুরিজ আমি বেগে, দুগ ন পেই পা জীবনত ।
 ত-ধুক্যেন ষড়ভিজ্জা, অরহত জ্ঞানী, হনদিন আর ন পেবং,
 হানি হানি থোগেলেও ভাস্তে, তরে আর জেদা ন দেবং ।
 চের-পাচশত শিষ্য-সংঘ আ দায়ক-দায়িকাউন ছাড়ি,
 যিয়চ্ছেই ভাস্তে পরিনির্বাণ, মরণানরে জয় গুরি ।
 তরে চেলগী দ্বিবে চোগোত, এযে বানা হানানা,
 হানিলেও দ ন পেবং তরে, মরা হিয়েগান আগে বানা ।
 বাজি থাগন্তে আমারে তুই, উপকার গুজ্যজ দেশনাদি,
 শীল সমাধি শিক্ষা দিনেই, চিওজ আমার ভালেদি ।
 ত-ঋণ আমি হনদিন ভাস্তে, জীবনত গুজি পাত্তং নয়,
 হানাত তুলি, মাধাত গুরি, জুনিও তরে রাগেদে অয় !
 তরে জুনি লাগ ন পেরং, সদ্ধর্ময়ান হি ন জান্দং,
 জীংহানিত আমি নানান পাপপোই, পাপ সাগরত ভুবিদং ।
 বুদ্ধর আজল ধর্ময়ান তুই, শিগেয়োজ ভাস্তে আমারে,
 চেরোহিত্যে নানান জাগাত, যেনেই ঘরে ঘরে ।
 স্মরণ গুরির ইচ্যে আমি, উদ ন পিয়ে তর গুণানি,
 জুনি হনদিন দুজ গুরি থেলে, হেমা গুরিদিজ বেঙ্কানি ।
 পরাণ ফেলেই চেরেত্তা গুরিও, রাগে ন পাল্লং তরে,
 বুদ্ধর হধা সত্য ইজু, জন্ম অলে মরা পরে ।
 মহাপুরুষ হিনেই তরে, বাজেবার চিয়ে হদক,
 বেগ পারাণ বলার সুগতেই, রাগেবাতেই জগদত ।
 তুই ছাড়া এই পিথিমিত, হন্না আগে ডাঙর জ্ঞানী,
 দিব্য জ্ঞানে, ত্রিলোক সুদ্ধ, রিনি চেদে তুই বেঙ্কানি ।
 জীংহানিত আমি আর ত-মুঅত্তুন, দেশনা শুনি ন পেবং,
 সীমা নেইয়্যা তর উপদেশানি, আমি মনত রাগেবং ।
 দয়া গুরি তুই আমারে হধে, পাপ হামানি ন গুরিবার,
 পাপ-অকুশল হাম গল্লে অয়, বানা দুগত পুরিবার ।
 তুই ন থেনেই ভাস্তে আমি, মা-বাব আড়া সান উইয়ে,

বাজি থাক্কে তত্ত্বন আমি, হৃদক অভয় পিয়ে ।
 ধর্ম-জ্ঞান-অভয়দান, দুঅজ হৃদক আমারে,
 আমার যেন এহাল-উহাল, নুও গুরি দুগ ন বাড়ে ।
 আমারে ফেলেই যিয়োজ ভাস্তে, সেনতোই তরে ন দেব আর,
 জনম ললে মরা পরে, হোই যিয়োজ তুববার-বার ।
 তুই যিয়োছেই পরিনির্বাণ, বেগ দক্কানি ছাড়ি,
 মার রেজ্য ছাড়ি আমিও যেন, যে পারি ত-সান গুরি ।
 পরিনির্বাণ দিনত আমি এচ্যা, স্মরণ গুরির তরে,
 তরে চিত পুরিনেই জুরো গুরি, চোগোত পানি ঝরে ।
 তর-দ হন চিদে নেইয়ার, জীবনান গুজ্যজ ধন্য,
 লোভ, দ্বেষ, মোহ আমিও যেন, গুরি পারি শূন্য ।
 জনম জনম তর শিক্ষালোই, জ্ঞান গুরি থেই পান্তং,
 বুদ্ধজ্ঞানে ত-সাঞ্যা গুরি, অনিত্য দুক্কান বুঝি পান্তং ।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং-২২-০১-২০১৩ইং, স্থান-মৈত্রীবন বিহার, চট্টগ্রাম ।

ভিক্ষু অনা হিত্যেই?

প্রব্রজ্যা জীবনত মুই, ভাস্তের হৃদায় বুঝিলুং,
 টেঙা আ মিলে ইক্কো, শত্রু বিলি জানিলুং ।
 লুভ আ অজ্ঞান ভিক্ষুর, বাড়ি গেলে মনানত,
 থেই ন পারে জনম ধুরি, এই পবিত্র শাসনত ।
 ভিক্ষু গুরি থেলেও তে, সদ্ধর্মত্বন দূরত থায়,
 বেলান্দোই যিক্কে পিথিমিয়ান, ফারক দেগা যায় ।
 প্রব্রজ্যা ওই টেঙা আ মিলেলোই, যে ভিক্ষু মিজি থাই,
 লুভ বাড়িনেই তে একদিন, হাবর ফেলে পাই ।
 ভিক্ষুয়ে টেঙা জমা গল্লে, ভোগ গুরিবার আঝায়,
 লুভর মনান সেই ভিক্ষুরে, হীন মুক্যে নেয়ায় ।
 হিজু টেঙা জমা অলে, যে নিজরে ডাঙর দেগে,
 বেঙুঙো যেন হুওবোত থেনেই, সাগরত আগং ভাবে ।
 ভিক্ষুয়ে টেঙা জমা গুরিনেই, হাবর ছাড়ি গেলে,

জারি পারিবার আঝা নেই, দান দ্যা টেঙা হেলে ।
 হদক শ্রদ্ধা গুরি মাঞ্য, দান দেদন টেঙা,
 হাবর ছাড়ি ভোগ গল্লেগোই, অব গম পত্থানও বেঙা ।
 বেঙা পদেদি যেবগোই তে, চারি অপায় মুক্যা,
 মানুষ এলেও অব তে, অমঅদ গুরিব দুক্যা ।
 এই হধানি বনভাস্তে, হোই দিয়ে তে দেশনাত,
 লুভ বাড়েনেই লুভত পুড়ি, শেজ ন গুজ্জা জীবনান ।
 লক্ষ-কোটি ধন ছাড়িনেই, ভগবান বুদ্ধর শিষ্যউন,
 রাজ্য, মোক, ফেলেনেই ইচ্ছ্যন, সেক্কে দিনত ভিক্ষুউন ।
 সেক্কে হি তারা ভিক্ষুউনে, টেঙা পয়জ্যা জমেইয়োন?
 বুদ্ধর শিষ্য উইয়োন যারা । তারা পাপ দুগরে ডোরেইয়োন ।
 ইক্কুন দিনত ভিক্ষুউনে, টেঙা-পয়জ্যা জমাদন !
 বুদ্ধর ত্যাগ শিক্ষানীতি, তারা হি পালাদন?
 বুদ্ধর শিক্ষা ভারী অজল, রাজা দুক্যা থানা,
 অহারণে অবেলায় ভিক্ষু, হন হিত্যেত ন যানা ।
 বুদ্ধ দিযিয়ে ভিক্ষুউনরে, প্রাতিমোক্ষ শীলুন,
 ন পালেলে অদ নয়, মোড়়েলেও হুনুন ।
 হুল মোড়়েনেই রং হাবর উড়ি, ভিক্ষু অনা হিত্যেই?
 জন্ম-জরা মরণ দুগত্তন, বাদি মুক্ত অবাত্যেই ।
 ভিক্ষু টেঙা জমা, লেগা পড়া, গুরিবাতেই নয়,
 সিয়ানি গল্লে বুদ্ধ ধর্ময়ান, পুনত দেনা অয় ।
 বুদ্ধ ধর্ময়ান পুনত দিনেই, জ্ঞান আড়া ওই থেলে,
 পাপ অকুশল গতে ভিক্ষু, ন লাজেলে, ন ডোরেলে-
 দুগত্তন মুক্তি হধা বাদ, তে এই বুদ্ধর শাসনত,
 থেই পান্ত নয় জনম ধুরি, মল্লে যেব নরগত ।
 ভিক্ষু ওনেই মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা শিক্ষানি গুরিলে,
 এহাল-উহাল হনদিন তার, সুগ শান্তি ন মিলে ।
 জুনি আর হন ভিক্ষুয়ে, তন্ত-মন্তলোই থেলে,
 বুদ্ধর শিক্ষা বাদ দিনেইদি, সিয়ানি বিশ্বাস গেলে ।
 মুক্তি পেবার আঝা নেই, হন-হালে তার,
 শ্রদ্ধেয় বনভাস্তে হয়, সিয়ানি বেগ মার ।

মারর হধা বিশ্বেস গল্লে, ভিক্ষু ওনেওই,
 চারি অপায়ত সেই ভিক্ষুবো, মল্লে যেবগোই ।
 বৈদ্য আ মাষ্টরুনতুন, হন শিক্ষা ন লনা,
 বুদ্ধর শিক্ষা নীতিলোই, অজল গুরি থানা ।
 ত্রিপিটক আ পালি ছাড়া, অন্য শিক্ষা গুরিলে,
 ভুগি পেব হানি হানি, সেই ভিক্ষুবো মুরিলে ।
 যে কর্ম গল্লে এহাল উহাল, ভুগি পাই হানি হানি,
 মানা গুজ্জ্য ভগবান বুদ্ধ, ন গুরিবার সেই হামানি ।
 টেঙা পয়জ্যা জমা গুরি, যারা লেগা পড়া শিগদন,
 এই হীন শিক্ষানি তারা, আজল বিলি ভাবদন !
 বুদ্ধরে তলে ফেলেনেই তারা, মাষ্টররে স্যার ডাগন,
 এই শ্রেষ্ঠ ডাঙর ধর্ময়ান, তারা তলে ফেলাদন ।
 বুদ্ধরে অজ্ঞান দেগিনেই, মাষ্টরুন দেগন জ্ঞানী,
 ধর্ময়ান তারা নষ্ট গন্তন, ভাস্তে হোইদের ইয়ানি ।
 জুনি বুদ্ধরে জ্ঞানী দেদাক, বুদ্ধর শিক্ষালোই খেদাক,
 স্কুল-কলেজত ন যেনেই, জ্ঞানর শিক্ষা গুরিদাক ।
 শ্রদ্ধেয় বনভাস্তে দেশনাত হয়, লেগা-পড়া গুরিলে,
 তারারে মুই বুঝেই ন পারিম, নরগত যেবাক মুরিলে ।
 লেগা-পড়া শিগিনেই তারা, ন মানদন ধর্ময়ান,
 চাগুরি-বাগুরি, অনাথ-আশ্রম, গন্তন হীন কর্ময়ান,
 ভিক্ষু ওনেই উন্জুর যারা, হীন হামোই আগন,
 মুরি গেলে হি অব তারা, সিয়ান একাও ন ভাবন !
 বনভাস্তে দেশনাত হুইয়ে, হয়েক জন ভাস্তে হধা,
 মুরি যেনেই ইক্কে তারার, হি উইয়ে দবা !!
 রাজগুরু ভাস্তে, রাষ্ট্রপাল, বিশুদ্ধানন্দ আর,
 নরগত পুড়ি দুগ পাদন্দোই, দীপংকর মহাথের ।
 ভালক জনর মধ্যে বানা, চের জন নাং লিগিলুং,
 ভাস্তের হধা আমল দিবার, মুই হুজলি রাগেলুং ।
 যারা ভাস্তের হধা বিশ্বেস গুরি, হীন হামানি ছাড়ন,
 বিনয় নীতি শিক্ষা গুরি, শীলুন পালন গড়ন ।
 হামাক্কায় তারার সার্থক অব, এই দুর্লভ জীবনান,

ক্ষমা মৈত্রী সংযম ওনেই, মানিলে বুদ্ধর শাসনান ।
 বনভাস্তে গম বজং হি, হোই দিনেইও আমি,
 বিশ্বেস ন যেই তা হধানি, আ-র তারে ন মানি ।
 ছত্ৰন আমার সুগ অব, জীংহানিত এহাল-উহাল,
 ভাবি চিও অয় না নয়, মর এই হধাগান ।
 আ যারা ভিক্ষু ওনেই, মিলেলোই মিলি থান,
 এই পবিত্র জীবন্দোই তারা, জনম্মো থেই ন পান ।
 রং হাবর ফেলে যা পরেগোই, কাম তৃষ্ণা বাড়ি,
 মোক লোনেলোই সংসার দুগত, যেবগোই তে পুড়ি ।
 নেক-মোক ওনেই এই সংসারত, যেই সুক্কান পাই,
 সেই সুগর লুভত পুড়ি, অণ্ডু দুগত পুড়ি যায় ।
 দিনে রেদে জীংহানিত তে, হা-ন যিয়ে দুগ পেব,
 কাম তৃষ্ণার আণ্ডনত নিত্য, জ্বলি পুড়ি মুরি যেব ।
 সংসার সুক্কান এক্কানা গুরি, যে জ্ঞানে দেগে,
 সুগ ভোগ ন গুরিম মুই, তে আমিজে ভাবে ।
 এক্কেনা সুগ জ্ঞানীজনে, সেনতেই তাঁরা ন গড়ন,
 ত্যাগই সুগ ভোগই দুগ, বুদ্ধর হধা ধরন ।
 বুদ্ধর হধা ধুরিনেই জ্ঞানী, মিলেত্ৰন দুরোত থান,
 জুনিও আমিজে তা সিধু, শ-সাণ্ড্যে মিলে যান ।
 মিলে বাঘ-অ আদত জুনি, হন ভিক্ষুয়ে পড়ে,
 জ্ঞান আড়া ওই সংসারত তে, দুগে দুগে মরে ।
 দুগ পেলোও হবর ন পাই, ভাবে তে সুগে আগং,
 জ্ঞানীউনে জ্ঞান চোগেদি, তারা দুক্কানি দেগন ।
 নেক-মোক ওনেই সংসারত, সুগ ভোগ গুরিলে,
 ভাস্তে হয় পাপ অয়, মুক্তি হারা ন মিলে ।
 দুগত্ৰন মুক্তি পেবার চেলে, সংসার ন গড়ানা,
 আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ পদে, শীল সমাখিলোই থানা ।
 আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ছাড়া, অণ্ড্য হন পথ নেই,
 দুগত্ৰন মুক্তি অবাতেই, এয সেই পদেদি যেই-
 নির্বাণত যেই পারি পারা, এয বেগে ঝাদি,
 সংসার সুগ ন গুরিনেই, দুক্ক মুক্তির পদে আদি ।

বনভাস্তের হৃদা শুনি, পবিত্র জীবন সাজেই,
 ক্ষমা, মৈত্রী অহিংসালোই, অপায়ত যেনে ন যেই।
 বনভাস্তের উপদেশানি, কবিতা বানেই লিগিলুং,
 জুনি হার জীবন্দোই মিলি গেলে, সিত্যেই ক্ষমা মাগিলুং।
 বনভাস্তেও নেইয়ার ইক্কে, আগে বানা তাঁর শিক্ষানি,
 ভাস্তের শাসন ধুরি রাগেবং, মানি চুলিনেই বেক্কুনে।
 বনভাস্তের শাসন মানে, ভগবান বুদ্ধর শাসন,
 ঠিগি থেব এই দেজত, বিনয় নীতি গল্লে পালন।
 যুগ যুগ ধুরি ঠিগি থোক, বনভাস্তের শাসন,
 আতজুর গুরি বুদ্ধ ইধু, এই বরান মুই মাগং।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ১১-০৬-২-১২ইং, স্থান-প্রশান্তি অরণ্যকুটির, আটারকছড়া, লংগদু।

তরে স্মরণ গরং

দিন মাগানে বিএগ্যা-বিল্যা, তরে স্মরণ গরং,
 এহাল-উহাল সুগে থেবার, ভাস্তে তত্ত্বন বর মাগং।
 তরে স্মরণ গল্লে মর, মনান ভারী হুজি অয়,
 হাররে সেই মনর হুজিয়ান, হুজি দেগেবার নয়।
 আমিজ়ে তরে স্মরণ গুরি, তর শরণ মুই লং,
 বনভাস্তে নাং হিনিনেই, রেদে-দিনে মনত ভাবং।
 শঙ্কেয় ভাস্তে ত-নাঙান মর, উনজুর মনত থাই,
 ত-গুণানি ইদোত তুলি, হুজিয়ে মনান ভুরি যায়।
 তুই অলেদে মহাজ্ঞানী, বেক্কুনে আমি জানি,
 হারাপ্পানি বাদ দিনেইদি, শিগেয়্যজ আমারে গমানি।
 যারা আগন জ্ঞানী মানুষ, তারা ত-হধানি পালান,
 আ যারা অজ্ঞান মানুষ, তারা ত-সিধু এদাক ডোরান।
 ত-সিধু এত্তে যারা ডোরান, তারা নানান পাপ গড়ন।
 ত-হধানি আমল ন দি, দুগ সাগরত পড়ন।
 তুই ভারী দয়া গুরিনেই, উপদেশ দিদে তারারে,
 ছেয়ো উগুরে পুনদে পারা, তুও তারার জ্ঞান ন বাড়ে।

হুইওজ তুই ভাস্তে এই পিখিমিত, যারা জ্ঞানী এবাক,
 মর ধর্ম হধা শুনিবাত্যেই, তারা ম-সিধু এবাক ।
 আ যারা অজ্ঞান, মূর্খ, তারা এদাক নয়,
 ভাবিবাক তারা বনভাস্তে, আমারে অগদা হয় ।
 জ্ঞানীউনে এবাক তারা, মত্তন জ্ঞান পেবাত্যেই,
 নানান বাবুত্বে সংসারর, দুগত্তন মুক্ত অবাত্যেই ।
 সাধু! সাধু! সাধু!

হাক্কুন্যা জীংহানি

বুদ্ধ ধর্ম সংঘরে মুই, বেগ আগে জু জানাং,
 জ্ঞান উদয় ওক মাঞ্যর মনত, যেন পূর্ণিমা দোল চাঁনান ।
 মুরত পুরি ভাবি চিদে, লিখাং মুই এই কবিতা,
 মাঞ্যর মনত জাগি উদোক, মৈত্রী করুণা মুদিতা ।
 ইক্কুনু দিনত মাঞ্যর মনত, জ্ঞান সত্য নেই,
 ধর্ম কর্ম বিশ্বাস ন জান, তারারে হি হব চেই ।
 মেলা মেদবান জুনি গল্লে, ছাগল শুগোর হাবন,
 মিথ্যা দৃষ্টি পাপ হামবোই, লুদু-পুধু গুরি আগন ।
 যিয়ানি বুদ্ধ ন গুরিবার, বেগরে গুজ্জ্য মানা,
 সিয়ানি বেজ আওজে গড়ন, সমাজত ইক্কে বানা ।
 মানুষ মল্লে সাতদিন্যা দুঅন, ছাগল শুগোর হাবি,
 এই সমাজর মানুষসুন, ভারী অমঅদ পাপী ।
 ধর্ম নাঙে পাপ গরানা, সিয়ানি ভারী পুটু,
 মদ-ভাঙ হেই হেই পাগল অন, ধর্ম পুণ্য ছুধু ।
 পাগলর যেন জ্ঞান নেই, আন্দাজ গুরি হাম গড়ন,
 আগুন পানিত ঝাম দিনেই দি, দুগ পেই পেই মরণ ।
 সমাজদো পাগল দুক্কে, মিথ্যা দৃষ্টি হাম গুরি,
 মুরি গেলে যা পুরিব, নরগ মুক্যা সুর ধুরি ।
 দেগা-দেগী গুরিনেই মাঞ্য, গন্তন বানা পাপ,
 চঅ একা চাঙমাউনোর, ইয়ানি হি হারবার !

বুড়ো-বুড়ির হধা শুনি, ন মানদন ধর্ম,
 বৈদ্যর হধা শুনি গন্তন, নানা অকুশল-পাপ কর্ম ।
 পাপী মূর্খ মাএগ্যর হধা, শুন জুনি তুমি,
 এহাল-উহাল দুগ পেবাগোই, হন্দে পন্ডিত জ্ঞানী ।
 গম বজং বৈদ্যউনে, হিচ্ছু তারা ন বুঝন,
 ছাগল শুগোর ডালি দিনেই, পাপ গরা বাজে দোন ।
 সেই হামানি গুরিনেই তারার, জমা অর বানা পাপ,
 মুরি গেলে তারা হামাঝাই, পেদাক নয় হন মাফ ।
 পাপ হামানি ছাড়িনেই বেগে, মনান গড় পহ্ন,
 দান শীল ভাবনা গুরি, হামেই ল পুণ্য ধন ।
 এহাল-উহাল সুগে থেবার, ধন সম্পত্তি হাম,
 টেঙা-পয়জ্যা মোক-পোছাবা, লগে সমার নয় ভাব ।
 জীবনত যেই কর্ম গুরি, সিয়ান য়েব সমারে,
 পাবর শাস্তি পুণ্যর পুরস্কার, হোই দোঙর তোমারে ।
 সেনতেই বেগে পুণ্য গড়, পাপ হামানি ন গুজ্জ্য,
 দিনে রেদে পুণ্য অয়দ্যে, হামানি গড়া ধুজ্জ্য ।
 বুদ্ধর শিক্ষা শীল পালেনেই, দোল গুরিবং জীংহানি,
 ধোই ফেলেবং মনানতুন, লুভ হিংসা পাপ্পানি ।
 শীল পালেলে সুক্কান এব, আস্তে আস্তে গুরি,
 শীল পালেবং সুখ পেই পারা, আর্য্যসত্য পথ ধুরি ।
 অবহেলা ন গুরিবং, এই মানেই জীংহানিত,
 বনভাস্তেরে লাগত পেলং, জন্ম ওনেই পিথিমিত ।
 পাপ অধর্ম হামানি ছাড়ি, ধর্ম মনা অবং,
 ভাস্তের ধর্ম দেশনা শুনি, পুণ্য গুরি য়েবং ।
 পুণ্য গল্পে বানা সুগ অয়, পাপ গল্পে পাই দুগ্,
 এই জীংহানিত পাপ গুরিনেই, হন্না পিয়ে সুগ ।
 তুমি পাপ কর্ম হন হালে, একেনায়ো ন গুজ্জ্য,
 দিনে রেদে মৈত্রী গড়, হন প্রাণী ন মাজ্জ্য ।
 নিজর মন চিন্তবোরে, পাবতুন মুক্ত রাগেবা,
 ইয়ান বুদ্ধউনর উপদেশ, বেগে তুমি জানিবা ।
 টেপ্ টেপ্ গুরি পানি পুড়ি, যেন হুমুন ভরন,

মূৰ্খ মাএণ্ড্যও পাপ গুরিনেই, অণ্ডু দুগত পড়ন ।
 সেনতেই পাপ ন গুজ্জ্য তুমি, জ্ঞানী মানুষ যারা,
 পুণ্য কর্ম গড় জীবনত, নির্বাণ সুগ অয় পারা ।
 পুণ্যধন ছাড়া পরাণ বলায়, সুগী ওই ন পারন,
 ধর্ম পুণ্য আড়া অলে, নরগ দুগত পড়ন ।
 সেনতেই বেগে মানি চল, ধর্ম নিয়ম নীতি,
 এহাল-উহাল সুগ অব সালে, ন পুড়িবা দুর্গতি ।
 এই জীবনান বিশ্বাস নেই, হক্কেনে হুধু যায় মুরি,
 পুণ্য হামত মুজি থাগ, ধর্মহাজিত ধুরি ।
 ধর্ম দুরিত ধুরিনেই, জীংহানিয়ান নেয,
 ফুল ছড়া ধক জীবনানরে, পুণ্য হাম্বোই সাজ ।
 পুণ্যহাম গল্লে সুগ অয়, পাপ হামে পায়দ্যে দুগ,
 ধর্ম পুণ্য জুনি ন গল্লে, হুধু পেবাগোই সুগ ।
 নিজ কর্ম নিজে গড়ানা, পোরেয়ারে দিনেই নয়,
 জীংহানিত জুনি গমহাম গল্লে, একদিন অব জয় ।
 জয় গুরিবার জুনি চ, ধর্ম পদে হুজ বার,
 দরমর মন চিঙলোই, বুদ্ধর হধা ধর ।
 বুদ্ধ হয়দ্যে শীল পালেবার, হিংসা পিবুম ছাড়ি,
 লুভ ধাব মনত ন রাগেই, আর্য্য পথান ধুরি ।
 জ্ঞানী গুণী আর্য্যপুরুষ, যারা অরহত উইয়োন,
 শ্রদ্ধা বীর্য্য জ্ঞান্দোই তারা, এগামনে উজেয়োন ।
 সংসার সাগর পার অদ চেলে, শ্রদ্ধা বীর্য্য জ্ঞান লাগে,
 শ্রদ্ধা বীর্য্য জ্ঞান লোনেই, এজ সালে বেগে ।
 দুঃখ মুক্তি নির্বাণান যেন, আমি লাগত পেই,
 শ্রদ্ধা চিত্তে আর্য্য পদে, এগামনে উজেযেই ।
 আর্য্যসত্য পদে আদি, আর্য্যসত্য বুঝিদং,
 আর্য্যসত্য জ্ঞান পেনেই, নির্বাণ সুগত মুজিদং ।
 মুজি থেদং আর্য্যসত্য, ধর্ম রস্‌সান পেনেই,
 অজর-অমর ওই পাত্তং, নির্বাণ রেজ্যত যেনেই ।
 জন্মে জন্মে হন দুগত, ন পুরি পারা আমি,
 বুদ্ধ ধর্ম সংঘ ইধু, এই সেব্ বত্তানি মাগি ।

মৈত্রী দিবং পরাণ বলারে, ওদোক বেগে সুগী,
আপদ বলা ফি বলানি, বেঙ্কানি যোক লুগি।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ০৮-০৮-২০০৮ইং, স্থান: ক্ষান্তিপুর অরণ্য কুটির, গড়গয্যছড়ি।

পঞ্চশীলর হধা

(১)

এই জীবনত পুণ্য ছাড়া, সুগ এদ নয় হারর,
দয়া মেইয়াহীন গুরি হিতেই, পরাণ বলারে মারর।
পরাণ বলা মারিনেই যারা, এড়া মাঝে হাদন,
এহাল-উহাল সেই পাপীউন, দুগত পুড়ি যাদন।
জন্মে জন্মে দুগ পেরংগোই, পরাণবলা মারিলে,
জ্ঞানীজনে ন মারিবাক, ইয়ান দোলে ভাবিলে।
পরাণ বলারে যে মারিব, আয়ু তার বাদি অয়,
সেনতেই বুদ্ধ ন মারিবার, বেঙ্কনরে হয়।
দয়া গড়ানা পরাণ বলারে, নিজ হিয়ে দুক্যা,
ক্ষমা মৈত্রী দয়া গড়ানা, যেবার চেলে স্বর্গ মুক্যা।

(২)

চুর গড়ানা গম পান চুরে, জুনি ন পড়ন ধরা,
ধুরি পেলে তারারে গড়ন, মারি পিদি আধামরা।
চুর গুরিলে হনজনে, হোচ্ ন পান তারে,
চুর গড়ানার পাবর ফলে, গুরিব দুক্কান বাড়ে।
জন্মে জন্মে গুরিব অন, যারা চুর ডাগেদি গড়ন,
ধুনী মাজন স্বর্গহ্লত, তারা যেই ন পারন।
চুর হামান অভালেদি, বানা দুগত পড়ানা,
ধুনী মাজন অবর চেলে, জীংহানিত চুর ন গড়ানা।

(৩)

হোচপাফি ওই মিলে মদে, দুগ পাদন বানা,
সংসার দুগত ন পুরিবার চেলে, বানা জ্ঞান্দোই থানা।

উদ নেইয়া দুগ পাদন, নেক-মোক আগন যারা,
অভাব অনটন চেরহিত্যে, পরাধরা পাদন তারা।
সংসার গন্তে জ্ঞান ন থেলে, অয়দ্যে বেগর দুগ,
লুভ হিংসালোই ভুরি আগে, নেই সংসারত সুগ।
সংসার দুক্কান জ্ঞানদি চেনেই, বুদ্ধর হধা ধর,
দান শীল ভাবনানি, আওজে মনদি গর।

(৪)

মিজে হধা হোনেই যারা, মাএয়রে দেদন ফাগী,
জ্ঞানীজনে হন তারারে, সিউন মিথ্যাবাদী।
মিজে হধা হোই হোই যারা, পিথিমি জগা বেড়াদন,
নয়দ্যে হধানি অয়দ্যে ধক গুরি, বানা মাএয়রে ঠগাদন।
ঠগাবাজি হামানি গুরি, শেজ ন গুজ্য জীবনান,
গমে দালে মানি চল, বনভাস্তের শাসনান।
মিজে হধা, ঠগাবাজি, আর ন গুজ্য জীবনত,
সত্য হধায় দয়া মেইয়া, উনজুর রাগ মনানত।

(৫)

ইক্কে যারা মদ ভাং হাদন, মিধে মিধে গুরি,
সিউনে একদিন দুগ পেবাক্কোই, নরগত পুরি।
যে মানুষস্য মদ ভাং হাই, তার ন থায় অধু,
মোক পোছাবা ন চিনে তে, আন্দাজে আদে পথ।
মদ হেলে জ্ঞান ন থাই, পাপ-পুণ্য ন চিনন,
সেনত্যে তারা এমান দুক্যা, জ্ঞানীজনে হোইয়ান।
আয় থাগন্তে মদ ভাং ছাড়ি, ধর্ম পদে এয,
ধর্ম পুণ্যহাম গুরিনেই, জীংহানিয়ান সাজ।
হাক্কুএগ্যা আমা জীংহানি, ইয়ান চিদে গুরিনেই,
পুণ্য হামত মন দুঅ, দুক্কানরে ডোরেনেই।
হুজু পাদা পানি দুক্যা, আমা এই জীবনান,
জুরুত গুরি হক্কে এযে, ডর গড়ে পাড়া মরণান।
হুজু পাদা পানি যেন, হাক্কে পুড়ি যায়,
ঠিক সেদুক্যা এ সংসারত, জন্ম অলে মুরি পাই।

মরণান হক্কে এষে ভাবি, নিত্য পুণ্য গড়,
পুণ্য হাম্বোই জীংহানিয়ান, বেগে ভালেদ গড়।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ০৮/০৮/২০০৮ইং, স্থান: ক্ষান্তিপুৰ বন কুটির, গড়গয়াছড়ি।

পাচ্ছো শীলর হধা

বুদ্ধ হুইয়ে শীল পালেবার, দেব-মানেই বেগরে,
শীল পালেবং সুগ পেই পারা, জন্ম-জন্মাস্তরে।
পাচ্ছো শীলর নীতি হধা, দোলে ভাঙি ছয়াযার,
চেষ্টা গড় গদা জনমান, পঞ্চশীলুন পালেবার।

(১)

পরাণ বলা মারিলে হি অয়, মনদি শুন মানেইলক,
পরাণ বলা মারিলে মালে, নরগর দুগ পাই হদক !
নরগর দুগ ভোগ গড়ার পর, মানুষ এলেও সংসারত,
ইয়েত বাদি অন তারা, অহালে মরণ জীবনত।
পরাণ বলা ন মারন যারা, স্বর্গত তারা যান,
মানেই হুলত জন্মেলেও, লাম্বা ইয়েত পান
অদে পদে মুরি য়েবার, ন চান হন জনে,
সেনতেই প্রাণী ন মারিবার, হুইয়ে ভগবানে।
বুদ্ধর হধা বিশ্বাস ন যেই, পরাণবলা মারন যারা,
ইয়েত বাদি ওই অহালে মুরি, হামাক্কায় য়েবাক তারা।
বুদ্ধর হধা মিজে অবার নেই, সত্য ইজু অয়,
আন্দাজ গুরি ন উইয়ে হধা, ভগবান বুদ্ধ ন হয়।
পরাণ বলারে ন মারিনেই, মৈত্রী দয়া গড়,
হিংসা পিরুম ছাড়িনেই, বুদ্ধর হধা ধর।
জীবনান সালে দোল অব, এহাল আ উহালে,
লাম্বা ইয়েত অব তোমার, মুরি ন য়েবা অহালে।
পরাণবলারে দয়া গুরিবং, নিজ দুক্যা গুরি,
মৈত্রী ভাবে থেবং আমি, বেঙ্কুনে মিলি।

(২)

হার জিনিস চুর গত্তং নয়, গুরিব অলেও আমি,
 চুর গুরিলে নরগত যে পাই, এই হধাগান জানি ।
 নরগ দুক্কান ডোরেনেই আমি, চুর গড়ানা বাদ দিবং,
 এহাল-উহাল সুগী অবার, বুদ্ধর হধায় চুলিবং ।
 চুর গুরিলে গুরিব এযন্দোই, হোই যিয়ে ভগবানে,
 হন দিন চুর ন গুরিবং, বাজি থাককে জীবনে ।
 চুর ন গুরি শীল পালেনেই, বেঙ্কুনে অবং সাধু,
 হন দিন গুরিব ন ওই পারা, জনম লোই যিধু ।
 সাধু মানুষ স্বর্গত যান্দোই, পঞ্চশীলুন পালেনেই,
 অসাধু মানুষ দুগ পান্দোই, নরগত পুড়িনেই ।
 পঞ্চশীলুন যে পালায়, সাধু-ধার্মীক হয় তারে,
 শীল পালানার পুণ্যর ফলে, নির্বাণত যেই পারে ।

(৩)

মিলে-মদে পাগল ওনেই, জুনি গড়ন পাপ,
 এহাল-উহাল দুগয় তারার, মনান ন থায় সাফ ।
 পরপাগল ওই ব্যভিচার আমি, হনদিন গত্তং নয়,
 সালে আমি সুগে থেবং, দুগত পত্তং নয় ।
 ব্যভিচারর কর্ম ফলে, নরগ মুক্যে যা পড়ে,
 যে ডোরেব নরগ দুক্কান, তে ব্যভিচার ন গড়ে ।
 একা সুগর লুভত পুড়ি, মিলে-মদে পাপ গড়ন,
 ব্যভিচার গল্পে পাপ অয় বিলি, তারা মনে ন গড়ন ।
 বুদ্ধ হুইয়ে ব্যভিচার গল্পে, হুড়-ফাড়াঙি অয়,
 মা-বাবে তারে হোচ্ ন পান, নমন সুঘ ওনেই জন্ম লয় ।
 আ-র যারা এই সংসারত, নেগ-মোগ ওনেই থান,
 ঘর-গিরিতি সুগে ন যায়, আমিজে হোল বাজান ।
 এহাল-উহাল দুগত পড়ে, গুরিলে ব্যভিচার,
 লাজ-ইজ্জত বেগ যেবগোই, হিচ্ছু ন থায় আর ।
 লাজ-ইজ্জত দুগ ন পেবার, মনান দোমেই রাগেবং,
 পর-পাগল ওই পাপ ন গুরি, আমিজে জ্ঞান্দোই থেবং ।
 মিলে-মদে সমারে থেলে, অয়দ্যে ডাঙর পাপ,

সেই পাপ্পানে দুগত ফেলায়, হাররে ন দে মাফ ।
দুগত আমি ন পুড়ি পারা, বুদ্ধ যিয়ে হোই,
সদর ভেই-বোন ধক গুরি, খেবাত্যেই জ্ঞান্দোই ।

(৪)

মিজে হধা ন হবং আমি, হন হালে মাএগ্যরে,
যে হধা হলে মাএগ্যর মনত, অমঅত্যা দুগ লাগে ।
হিংসা পিঝুম্যা হধা আমি, হাররে ন হবং,
যে হধালোই হোল-ছজ্যা বাজে, সে হধা আমি ন হবং ।
সত্য হধায় সত্য পখান, নিয়ালছি গুরি থোগেবং,
ঠগা-বাজি, মিজে হধা, আমি সবাই ন হবং ।
মিজে হধা হলে মালেন, হধার মূল্য ন থায় ।
মাএগ্যরে গম হধা হলেও, শনিয়া মানুষ ন পাই,
এহাল ছাড়ি মুরি গেলে, নরগত পুড়ি যেবগোই,
মানুষ এলেও লেভা লেভা, আ-র বোবা এবগোই ।
হধা হলেও তা মুঅভুন, পঁজাবাজ নিগিলে,
মিজে হধার ফল মনে গুজ্য, এধুক্যা মানুষ দিগিলে ।
সত্য হধা হবং বেগে, মিজে হধা ছাড়ি,
সত্য হধায় চুলিবং আমি, যেনে দুগত ন পুড়ি ।
হিংসা-পিঝুম্যা, মিজে হধালোই, ন ঠগেবং হাররে,
সৎ দেবেদায় রক্ষা গন্তোক, আমা বেক্কুনরে ।

(৫)

মদ-বাঙরা হেলে হি অয়, শুন মানৈই লক,
মরণর পর তারা যান্দোই, হামাক্কাই নরগত ।
আ-র এযন্দোই মদ-ভাং হেলে, পাগলে ধুরিনেই,
এই পিখিমিত জন্ম অন তারা, জ্ঞানেনেই গুরিনেই ।
মদ-বাঙরা যে মানুষসো, একা ওক বা বেজ হায়,
এহাল-উহাল সেই মানুষসো, দুগ ছাড়া সুগ ন পাই ।
মদ-বাঙরা ন হিয়ো আর, এই হধগান বিশ্বাস গুরি,
জন্মে জন্মে দুগ ন অয় পারা, চেরান অপায়ত পুড়ি ।
মদ-বাঙরা হেই হেই জুনি, তুমি মুরি গেলে,
সীমে নেইয়া অগুঢ় দুগত, পুড়ি যেবগোই সালে ।

নিজ মনানত একা গুরি, যেই জ্ঞানান থাই,
 মদ হেলে মনানতুন, সেই জ্ঞানানো ধায়।
 জ্ঞান আড়া ওই মদ হিয়া মানুষ, এমান সাএগ্যা অন,
 সেনতেই মদ হানাগান দুজ ভারী, বুদ্ধ দাগি হন।
 মদ ন হেনেই শীলুন পাল, সুগর আবা বুগত লোই,
 ধর্ম পদে আদ এবার, বুদ্ধর নীতি শিক্ষালোই।
 বুদ্ধর নীতি পঞ্চশীলুন, সুগ পেবাতেই পালেবং,
 লুভ হিংসানি ফেলে দিনেই, দোল জীংহানি গুরিবং।
 শীল পালেবং ইক্কে আমি, বাজি থাকে জীবনত,
 দুগর পথান নাদা যেনেই, সুগ এয়ে যেন মনানত।
 শীল পালানার পুণ্যলোই আমি, জন্মে জন্মে সুগ পেদং,
 বেগ দুক্কানি নাজ গুরিনেই, নির্বাণ রেজ্যত যেই পাত্তং।
 বুদ্ধ ইধু এই বরান মাগি, একান আবা রাগেলুং,
 পাপ ছাড়িনেই শীল পালেবার, এই হুজুলি জানেলুং।

সাপু! সাপু! সাপু!

ধর্মকায়িক বুদ্ধ

বুদ্ধ অর্থ মহাজ্ঞানী, বেগে তুমি জান,
 ধর্ম অর্থ বিনয় নীতি, আওজে তুমি মান।
 জুনিও বুদ্ধ নির্বাণত যিয়ে, ফেলেদি যিয়ে ধর্ময়ান,
 ধর্ম কায়িক বুদ্ধ আগে, বেক্কুনরে জানাং।
 পঞ্চইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, চারি সতিপট্ঠান,
 চারি ঋদ্ধিপাদ আর চারি সম্যক প্রধান।
 সপ্ত বোজ্জাঙ্গ সহ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ,
 এই সাতত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয়, বুদ্ধর আজল ধর্ম।
 বুদ্ধ নেইয়ার আমা ইধু, যিয়েগোই তে নির্বাণ,
 ধর্ম কায়িক বুদ্ধ ওনেই, আগে তাঁর ধর্ময়ান।
 চুরাশি আজার ধর্মস্কন্ধ, যিয়েন এব আগে,
 ধর্ম কায়িক বুদ্ধ বিলি, জানি লবা বেগে।
 ত্রিপিটকত লিখ্যা আগে, যেই ধর্ম হধানি,

ধর্ম কায়িক বুদ্ধ ভাবি, মানি চুলিবা সিয়ানি ।
 নির্বাণত যেবার হাদাল্যা বুদ্ধ, হুইয়ে আনন্দরে,
 চুরাশি আজার ধর্মহধা, ফেলেদি যাঙর তোমারে ।
 মুই নির্বাণত যানার পর, তোমারে শাসন গুরিব,
 চুরাশি আজার বুদ্ধ ভাবি, তোমার মানা পুরিব ।
 মুই হুইয়া উপদেশানি, তুমি মানি চুলিবা,
 জীংহানিত হন হালে, এলাফেলা ন গুরিবা ।
 বুদ্ধ হয়দ্যে ম-হধানি, যারা দোলে পালেবাক,
 এই সংসার দুগভুন তারা, হালাজ ওইযে পারিবাক ।
 ভালক বজর আগে বুদ্ধ, যিয়েগোই পরিনির্বাণত,
 তা ধর্ময়ান ফেলেদি যিয়ে, পালেবং আমি জীবনত ।
 ভারী ডাঙর দোল ধর্ম, বুদ্ধর এই ধর্ময়ান,
 মার্গফল আর্যসত্য, আগে চিরসুখ নির্বাণান ।
 যে পালেব ভগবান বুদ্ধর, সত্যধর্মর এই নীতি,
 ক্ষয় যেবগোই হামাক্কায় তার, সংসার দুগর বুধি ।
 এহাল-উহাল সুগ অব, ধর্ম পদে চুলিলে,
 জন্মে জন্মে দুগ অদ নয়, শীল সমাধি পালেলে ।
 শীল সমাধি প্রজ্ঞা নীতি, যারা দোলে পালেবাক,
 মনে গুরিবা সিউনে, অনির্বাণকাল সুগে থেবাক ।
 সুগে থেবার চেলে বেগে, বুদ্ধর নীতি পাল,
 দুক্কান যেনে ন এযেয়ার, জ্ঞানর বাত্তি জ্বাল ।
 জ্ঞানর বাত্তি জ্বালেনেই, আন্দার পথান হাজ,
 কর্মফলরে বিশ্বাস গুরি, পুণ্য হামত উজ ।
 কর্মফল আ এহাল-উহাল, যারা বিশ্বাস ন গড়ন,
 তারা হনদিন পুণ্যহামত, জীংহানিত উজেই ন পারন ।
 জীংহানিত পুণ্য গুরি ন পাল্লে, উদ নেইয়া দুগ পেবা,
 মরণর পর দুগ পেলোগোই, সেক্কে বিলাপ গুরিবা ।
 সেক্কে ওমা হোদা গুরিলেও, হন মাফ পেদা নয়,
 নিজে গুজ্যা পাবর ফলান, য়েদক্ষণ ন অয় হয় ।
 সিত্যেই বেগরে হুজুলি গড়ঙ, বুদ্ধর নীতি পালেবার,
 অতালেয়ে দুগর পথ, আস্তে আস্তে হাজেবার ।

পথানি ইক্কে ন হাজেলে, বাজি থাক্কে জীবনত,
 মুরি গেলে আবা ন গুজ্জ্য, যেবার স্বর্গ-নির্বাণত ।
 পথ জুনি নিবিলা অলে, আদি যাদে ভারী দুগ,
 পাপ গল্লেও জন্মে জন্মে, ন পাই হন সুগ ।
 গম পদেদি আদিলে যেন, গমে সুগে যেই পারে,
 কুশল পুণ্যহাম গল্লেও, দুগভুন হালাজ ওই পারে ।
 যে ন গরে কুশল পুণ্য, সুগ পদ নয় জীবনত,
 মিথ্যা দৃষ্টি মূর্থ অলে, দুক্কান থেব তা হবালত ।
 হাদা বনত বেড়লে যেন, অমঅদ দুগ অয়,
 মূর্থ মাঞ্যলোই থানায়ে দুগ, ভগবান বুদ্ধ হয় ।
 মূর্থ ন ওনেই জ্ঞানী অবার, বুদ্ধ উপদেশ দিয়ে,
 ধর্মজ্ঞান দান দিনেইদি, ধর্মচোগ ফুদেই দিয়ে ।
 বুদ্ধ ধর্মর নীতি পালেই, দুগভুন মুক্ত অনা,
 পরাণবলাউন সুগী ওদোক, ক্ষমা মৈত্রী গড়ানা ।
 ক্ষমা মৈত্রী অহিংসালোই, বুদ্ধর হধায় চুলিবং,
 লুভ-হিংসা ন গুরিনেই, পরাণবলারে দয়া গুরিবং ।
 নিজ দুক্যা ভাবিনেই আমি, মৈত্রী দিবং প্রাণীরে,
 শ্রদ্ধা মনে রাগেবং মনত, ধর্ম কায়িক বুদ্ধরে ।
 ধর্ম কায়িক বুদ্ধ অর্থ, বুদ্ধজ্ঞানর হধা,
 বুদ্ধ ধর্মর উপদেশানি, ত্রিপিটকো গদা ।
 ত্রিপিটকর উপদেশানি, যারা মানি চুলিবাক,
 তারা অপায় দুক্কান ফেলেই, নির্বাণ মুক্যা যেবাক ।
 ধর্ম গল্লে ধুরি রাগায়, চেরান অপায় দুগভুন,
 পাপ চিদিনে ফেলেই দিবং, আমি বেগে মনভুন ।
 নরক, প্রেত, অসুর হলে, যেন হনদিন ন যেই,
 স্বর্গ আ মানেই জনম, অনির্বাণকাল যেন পেই ।
 স্বর্গত যেবার পথান আমি, হাজেবং পুণ্য গুরি,
 যা মনান তে পহ্ন রাগেবং, লুভ, হিংসানি ইরি ।
 রাগেবং বানা মনানত আমি, মৈত্রী-জ্ঞান হোচপানা,
 নির্বাণ ন যেই সং যেন, সুক্কান লাগত পেই বানা ।
 দুগ ন পেবার বেগর ধারাজ, জুনি দুগ ন পদং চেই,

আমিজে পুণ্য গড়া পুরিব, ইয়েন ছাড়া উবই নেই।
 জীংহানিত পুণ্য হামেই লবং, বুদ্ধর হধা ধুরি,
 ক্ষমা-মৈত্রী-দয়ালোই থেবং, মনে হলে মুরি।
 পুণ্যহামে ভালেদ গুরিবং, এই মানেই জনমান,
 অ-বুদ্ধ হলত ন জন্মেনেই, পেদং বুদ্ধর শাসনান।
 ভগবান বুদ্ধ নির্বাণত যিয়ে, এজ তা ধর্ময়ান আগে,
 ধর্ম কায়িক বুদ্ধ ওনেই। মানন দেব-মানেই লগে।
 বুদ্ধ ধুকোন গুরি আমি, সুপ্পেদং ঝাদি নির্বাণান,
 শ্রদ্ধা-জ্ঞান-বীর্যলোই, পালেনেই তা ধর্ময়ান।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ২১/০৬/২০০৮ইং, স্থান-মিলনপুর প্রজ্ঞারণ্য কুটির, মহালছড়ি।

মহাজ্ঞানী বুদ্ধ

পইল্যা গরং বন্দনা মুই, ভগবান বুদ্ধরে,
 তা পরেদি জু-জানাঙর, ধর্ম আ সংঘরে।
 হুজি মন চিত্তলোই মুই, জু-জানাং দ্বি-তিনবার,
 পিথিমিত সুগে থে পারং পারা, জন্ম অং যেদকবার।
 দেব-মানেয়র শিক্ষাগুরু, বুদ্ধ ভগবানে,
 বুদ্ধর শিক্ষা মানি চুলিবং, সংসমারে বেক্কুনে।
 বুদ্ধ ধুকোন মহাজ্ঞানী, এই পিথিমিত নেই,
 এয না এয বেগে মিলি, বুদ্ধরে তোগা যেই।
 বুদ্ধ যিয়ে পরির্নিবাণ, আর-দ তারে ন পেবং,
 তে দেগেইদ্যা পদেন্দি, আমি বেগে যেবং।
 যেই পদেন্দি আদিনেই বুদ্ধ, নির্বাণান সুপ্পিয়ে,
 সেই পথান অষ্টাঙ্গিকমার্গ, বেগরে হোই যিয়ে।
 যাত্তুন যেবার ইচেয়ে আগে, অমর জাগা নির্বাণত,
 আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ পদে, আদ জ্ঞান্দোই জীবনত।
 সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্যলোই,
 সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম্মোই-
 সম্যক স্মৃতি আ সম্যক সমাধি, এই আষ্টোয়ান-

মার্গপদে আদিনেই আমি, থোগেই লবং নির্বাণান ।
 নির্বাণত যেবার পথান বুদ্ধ, আমারে বানেই দিয়ে,
 তে বানেইদ্যা পদেন্দি গেলে, মুক্তি পেবং হোই যিয়ে ।
 আগাজ সাএগ্যা বেগতুন ডাঙর, অএগ্য হন জাগা নেই,
 দেব-মানেয়র মধ্যেও ডাঙর, বুদ্ধতুন হিয়েই নেই ।
 মহাজ্ঞানী বুদ্ধরে আমি, শ্রদ্ধা বিশ্বাস গুরিবং,
 বিন্যা-বিল্যা ফুল বাস্তিলোই, এগাচিন্তে পূজিবং ।
 বুদ্ধর শরণ লোনেই আমি, বুদ্ধ ধর্ম সংঘরে,
 জ্ঞান পেবাতেই পূজা গুরিবং, আওজে মনদি সমারে ।
 বুদ্ধ ধর্ম সংঘরে আমি, মাধাত তুলি রাগেবং,
 জন্মে জন্মে জ্ঞানী অবার, এই বরান মাগিবং ।
 অজ্ঞানী আ পাবিত্ত ওনেই, হনদিন জন্ম ন অদং,
 পুণ্যর ফলে জ্ঞানী, ধার্মিক, লুক্ষি মা-বাব পদং ।
 বুদ্ধ হুইয়ে শীল পালেলে, সাধু, জ্ঞানী অন,
 অসাধু আ মূর্থ ওনেই, পিখিমিত জন্ম ন লন ।
 শীল পালেবং ও মানেই লক, সাধু, জ্ঞানী অবার,
 ভগবান বুদ্ধ বেগরে হুইয়ে, জ্ঞান সত্যলোই থেবার ।
 জ্ঞান সত্য থোগেবং আমি, ন থোগেবং অজ্ঞানান,
 দুগর বুধি হয় যেনেই যেন, সুগ পদং বজমান ।
 আগে আমি ন বুঝিনেই, গুজ্জ্যহদক পাপ,
 বুদ্ধ ধর্ম সংঘ ইধু, বেক্কানি চেবং মাফ ।
 অজ্ঞানে পাপহাম গত্তে, হিচ্ছু হবর ন পেই,
 সিত্যেই বিলি এই জীংহানিত, দুক্কি ওই জন্মিয়েই ।
 পাপ জুনি ন গত্তং আমি, আগ হালর জনমত,
 চিগোন জাদত ন জন্মেনেই, জন্মেলুন্ন বুদ্ধ দেজত ।
 পাবর ফল্লো এত্তমান দুগ, আগেদি হবর ন পেই,
 অজ্ঞানে ঢাগি রুইয়ে, পাপ গত্তে গম পিয়েই ।
 আ-র জুনি পাপ গুরিলে, এই মানেই জীংহানিত,
 পাবর শান্তি ভুগি পেবং, জনম ললে পিখিমিত ।
 দুগর সীমা ন থেব আমার, পাপ অকুশলহাম গল্পে,
 পাপ ন গুরি পুণ্যহাম, গুরিবং আমি সালে ।

আগ জন্মত দান দক্ষিণা, গুরিদং জুনি আমি,
 জীংহানিত সুগে থেই পাল্লুঙন, ওই পাল্লুঙন ধুনী ।
 সেনতেই ইক্যে দান গুরিবং, মনর হলি ছাড়িনেই,
 স্বর্গত যেবার নির্বাণ পেবার, মনত শ্রদ্ধা জাগেনেই ।
 গম ভালেদির হাম গুরিবং, জীংহানিত ধৈর্য্য খুরি,
 অনির্বাণকাল দুগ ন পেবার, চের অপায়ত পুড়ি ।
 দান শীল ভাবনালাই, হাদেই যেবং জীবন,
 পুণ্যহাম গভে ন ডোরেবং, এলে এযোক মরণ ।
 পুণ্যহামত ন ডোরেবার, হুইয়ে ভগবান বুদ্ধ,
 সেদাম বাজেই গুরি যেবং, যা মনান তে শুদ্ধ ।
 সাধু! সাধু! সাধু!

মরণান হক্কে এজে

দুগে ভরা এই সংসারান, জ্ঞানদি রিনি চ,
 অনিত্য, দুক্ক, অনাত্ম, বেগ ধ্বংস ওই যেব ।
 মা-বাব, ভেই-বোন, ইত্তো-হুদুম, মোক পুঅ ঝি,
 পদে-ঘাদে লাগ পাফি ধক, হাক্কুএগ্যা দেগা-দেগি ।
 আগদে তুমি সিউন্দোই মুজি, লেদা-পেদা ওই,
 সীমে নেইয়্যা দুগয় সিত্যেই, মুরি গেলেগোই ।
 সময় এলে মুরি যেবাক, তোমারে ফেলেই অহ্লত,
 ভাবি চ দোলে এই সংসারত, অতালেয়ে দুগ জীবনত ।
 অনিত্য, দুক্ক এই সংসারত, নিত্য হিচ্ছু নেই,
 বেগ ভাঙি যায়, বেগ মুরি যায়, আমারে ফেলেনেই ।
 ধন-দোলদো বেগ অনিত্য, জ্ঞানদি রিনি চলে,
 টেঙা-পয়জ্যা, ধন-সম্পত্তি, হিচ্ছু ন যায় মল্লে ।
 যেব বানা পাপ-পুণ্য, জুনি মুরি গেলে,
 পাপ হামানি ন গুরিনেই, পুণ্য গর দোলে ।
 পুণ্য গুরি উজ্জ্বারে থেবা, মরণান হক্কে এযে,
 মুই এষঙর গুরি মরণান, আমিজে চেই আগে ।
 মরণ চিদে আমিজে গর, হক্কে হুধু যেই মুরি,

বাজি থাক্কে শীল পালেনেই, পুণ্য জমা গুরি ।
 এই জীংহানিত শীল পালেনেই, মৈত্রী, জ্ঞান্দোই থেলে,
 সালে হনদিন ডর এদ নয়, জুনিও মরণ এলে ।
 মরণান এলে মিলে-মরদ, গুর-বুড়ো ন চাই,
 মুজুঙত যারে পেব তারে, জুরুত গুরি নেযায় ।
 সাবে যেন বেঙ থোগায়, মুজুঙত পেলে গিলে,
 মরণানেও মারে ফেলায়, ন লাগে মরদ-মিলে ।
 চিলে যেন ছর-ছ নেযান, একা সুজুগ পেলে,
 ঠিক সেয়াএগ্যা গুরি মরণানও, হার হক্কে এযে ।
 জন্ম ললে মুরি যে পাই, ইয়ান বেগে জানন,
 জ্ঞানী বাদে এই হধাগান, হয়জনে পা ভাবন ।
 মুরি গেলে পরহালে, সুগ অব না দুগ অব,
 অজ্ঞানী মাএণ্ড ইয়ান ন ভাবন, তারারে হি হব ।
 মরণর চিদে মূর্থ মাএণ্ড, এক্কেনায়ো ন গড়ন ।
 ধর্ম পুণ্য হুধু তারার, জীবনত বানা পাপ গড়ন ।
 পাপহাম গুরি দুগর বুধি, জমা গড়ন তারা,
 মিথ্যাদৃষ্টি, অজ্ঞান-মূর্থ, পাপী মানুষ যারা ।
 স্বর্গত তারা যেই ন পারন, পাপ কর্মর ফলে,
 নরগত পুরি সীমে নেইয়্যা, দুগ পান্দোই মল্লে ।
 জ্ঞানীজনে জ্ঞান্দোই থান, পাপ ন গড়ন জীবনত,
 নিজর মনান পহ্ন রাগেই, মৈত্রী গড়ন সপ্পানত ।
 হিংসা-পিবুম পাপ গুরিলে, দুগত পড়ে জানন,
 মৈত্রীমনে শীল পালেনেই, পুণ্য ধন হামান ।
 আওজে মনদি পুণ্য গল্লে, দুগ পেদা নয় তুমি,
 হয় যেবগোই আস্তে গুরি, উদ নেইয়্যা দুগর বুধি ।
 নিজর মন চিন্তবোরে, পাবভুন মুক্ত রাগেবা,
 পা-ব মুক্যা মনান গেলে, সিভুন তুলি আনিবা ।
 আ জুনি ধর্ম মুক্যা, তোমা মনান যেদ চাই,
 সিয়ান অব উত্তম-মঙ্গল, বনভাস্তের হধায় ।
 দান, ধর্ম, পুণ্য গড়ন, সাধু, ধার্মিক জ্ঞানীউনে,
 আর তারা দোলে থান, মা-বাব, ভেই-বোন, বেঙ্কুনে ।

হোল-হুজ্জা ন গুরি তারা, হোচপাফি গুরি থান,
 মুরি গেলে তারা হামাক্কায়, স্বর্গ হুলত যান।
 এই অনিত্য সংসারত, হয় দিন পারা বাজি থেবং,
 অক্স এলে মরণ আদত, বেকুনে পুরি যেবং।
 হিতেই এই জীংহানিত, হোল-হুজ্জা গড়ানা,
 ইচে আগি হিলে নেই, ইয়ান দোলে বুঝনা।
 রাগ-হুতুরি, মারামারি, জুনি গুরি গুরি থেলে,
 বুদ্ধ হুইয়ে নরগত যেবাক, তারা মুরি গেলে।
 রাগী মাঞে হবর ন পান, দিন দিন এয়ের মরণান,
 হবর ন পেই এমান ধুক্যেন, অয় তারার আক্কলান।
 সেনতেই তারা মনানত, সুগ নেই এক হাক্কন,
 রাগ হিংসা-, মনচিন্তলোই, দুগত পুরিবার হাম গড়ন।
 রাগ, হিংসা ন গুরি আমি, মিলি মিজি থেবং,
 ক্ষমা-মৈত্রী, হোচপানালোই, মুক্তির পথান থোগেবং।
 হাক্কুঞা আমা এই জীংহানি, হনে হক্কে যেই মুরি,
 পরহালে দুগ ন পেই পারা, চারি অপায়ত পুরি।
 গম-ভালেদি পুণ্যহামে, মনান গুরিবং পহ্ন,
 অনিত্য দুক্ক অনাত্ত, মরণান উন্জুর ভাবিবং।
 অনিত্য দুগর হধা ভাবি, আমিজে উজে থানা,
 ধর্ম পুণ্যর সৎ শিক্ষালোই, জ্ঞান গুরি যানা।
 উজ্জ্বারে থেই নিজর মনান, নিজে দমন গুরিবং,
 সপ্পানত ক্ষমা মৈত্রীয়ান, নিজ মনত রাগেবং।
 মৈত্রী দিবং পরাণ বলারে, থাদোক বেগে সুগে,
 হন পরাণ বলায় ন থাদোক, অতালেয়ে দুগে।
 দিন-রেদে মৈত্রী গড়, হিংসা ন গুজ্জা প্রাণী,
 নিজর মনত উন্জুর রাগ, দয়া-মেইয়্যা হোচপানানি।

সাপু! সাপু! সাপু!

তারিখ : ২৭/০৭/২০০৮ইং, স্থান : মিলনপুর প্রজ্ঞারণ্য কুটির, মহালছড়ি।

দোল গুরিবং জীবনান

মানেই জনম দোল গুরিবং, পুণ্য গুরি জীবনত,
 জনম আমি লুইয়ে যেক্কে, বনভাস্তের আমলত ।
 মানেই জনম মনে হলেও, হারা লাভ গুরি ন পারে,
 যে বানা পুণ্য গড়ে, তে মানুষ এই পারে ।
 মানেই জনম পানা আগাত্যা, ভগবান বুদ্ধ হুইয়ে,
 জ্ঞান্দোই থেবার শীল পালেবার, দেশনা গুরি যিয়ে ।
 ফুলর সাঞ্যা দোল গুরিবং, আমা এই জীবনান,
 বেগে মিলি ধুরি রাগেবং, বনভাস্তের শাসনান ।
 বনভাস্তের দোল শাসনান, আমি লাগত পেলং,
 আমা মনর পাঙ্গানিরে, পুণ্য পানিলোই ধবং ।
 ধোই ফেলেবং হাজর-বিজোর, আম-নন্ মনন্তুন,
 দোলয় পারা জীংহানিয়ান, বর মাগিবং ভাস্তেত্তুন ।
 ফুল ছড়া ধক দোলে সাজেই, এয বেগে মানেই লক,
 বাজি থাক্কে পুণ্যহাম, গুরি আমি জীবনত ।
 পুণ্যহামে দোল গুরিবং, আমা বেগর মনানি,
 ছয়-সাণ্ডজ্যা পুণ্য হাষোই, সাজে তুলিবং জীংহানি ।
 মানেই জনম পেনেই পেইও, যে অবহেলা গড়ে,
 সার্থক ন অয় তা জীবনান, ভুল মরে পা মরে ।
 ভুল মাঞর হাম ন গুরি, জ্ঞানী মাঞর হাম গড়,
 দান, শীল, ভাবনালোই, পাপ হামানি ছাড় ।
 প্রাণীহত্যা, চুর গড়ানা, ইয়ানি পাপ হাম,
 ব্যভিচার, মিজে হধা, আর জুনি মদ-ভাং হান ।
 জ্ঞানীজনে নিন্দা গড়ন, এই পাঙ্গানি গুরিলে,
 অদে-পদে যায় তা জীবনান, দুগ পান্দোই মুরিলে ।
 হিয়া, হধা, মনেদি যারা, লুক্ষি (সংযত) গুরি থান,
 সিউনরে জ্ঞানীজনে, বাইনি গুরি যান ।
 বাইনি পাইদ্যে হামানি তুমি, আমিজে গুরি যেবা,
 হিয়া, হধা, মনেদি নিত্য, সজাগ গুরি থেবা ।
 যিয়ত গেলে ধর্ম হধা, আমিজে শুনি পাই,
 কুশল পুণ্য জ্ঞান ওনেই, পাঙ্গানি হাদি যায় ।

আ যিয়ত পাপহাম গড়ন, সিয়ত তুমি ন যেবা,
 পাপ অধর্ম হামতুন, দূরত সরেই থেবা ।
 নিজরে নিজে সপ্পানত, সজাগ গুরি রাগেবা,
 মনানরে হন হালে, পাব মুক্যা ন নেযেবা ।
 পা-ব মুক্যা যা মনান যায়, তে নিত্য দোজেব,
 আদোমিয়া গরু ধুক্যা, হন-রঅ তে ন মানিব ।
 দোমে নয়াল্লে নিজর মনান, নিজে দুগত পড়ানা,
 পাবর ফল্লো ভাঝা দিলে, সেক্কে ওমা-হোদা গড়ানা ।
 ওমা হোদা গুরি গুরি, জীবনান হাদেই পেলে,
 সেক্কে তে হবর পাইদ্যে, হন্তমান দুগ পাপ গল্লে ।
 ইক্কে যারা পাপ গড়দন, গমহাম মনে গুরি,
 তারা পাবর ফল ভুগি পেবাক, মা-হোদা গুরি গুরি ।
 ধর্ম পরাঞ্যা মানুষসুনে, ধর্ময়ান তারা ন ছাড়ন,
 পাপ দুগরে ডোরেনেই, সত্যধর্মর আশ্রয় লন ।
 পরাণ বলারে দয়া গড়ন, চুর-ছাউত্তি ন গুরি,
 পর-পাগল্যা, মিজে হধা, মদ-ভাং বেগ ইরি ।
 দোল গড়ন এই জীংহানিয়ান, ধর্ম পদে আদি,
 জীবনান তারার সার্থক অয়, যারা সত্যবাদী ।
 সত্যবাদী মানুষ যারা, তারা সত্য পদে চলন,
 ধর্মনীতি পুণ্যহামানি, মুরি গেলেও ন ইরন ।
 সজাগ গুরি থান নিত্য, সাধু জ্ঞানী মানুষজন,
 পাপ অকুশল হনহালে, জীংহানিত ন গড়ন ।
 বুদ্ধ ধর্ম সংঘরে তারা, ভারী আওজে মানন,
 পাপ পুণ্য হারে হয়, পণ্ডিত মাঞ্যে জানন ।
 জিলানে যেন হবর পাই, তিদে মিধে হেলে,
 পণ্ডিত মাঞ্যেও হবর পান, জ্ঞানী লগে থেলে-
 হন ধর্ময়ান সত্য-মিথ্যা, তারা জানি পারন,
 পাপ ধর্ম ত্যাগ গুরিনেই, সত্যধর্ম গড়ন ।
 সত্যধর্মর নীতিলোই, ধর্ম পদে আদন,
 এয়াঞ্যা ধার্মিক জ্ঞানীউনে, নির্বাণ মুক্যা যাদন ।
 অজ্ঞানী আ মূর্খউনে, পাপ-পুণ্য ন চিনন,

জ্ঞানী লগে থেলেও তারা, আজল ধর্ম ন বুঝন।
 আজল ধর্ম ন বুঝনায়, অপায় দুগত পড়ন,
 এহাল-উহাল দুগত পুড়ি, দুগে দুগে মরণ।
 দুগ ন পেমার, জ্ঞানী অবার, ভগবান বুদ্ধ ছইয়ে,
 তা ধর্ময়ান ফেলেদি যেনেই, তে নির্বাণত যিয়ে।
 বুদ্ধ ধর্ম সংঘরে আ বনভাস্তের হধানি,
 মনত রাগেবং ভুলি ন যেবং, হনহালে জীহানিত।
 তুলিবং আমি সার্থক গুরি, এই দুর্লভ জীবনান,
 শীল পালেনেই অহিংসালোই, মুজুঙত রাগেই জ্ঞানান।
 বর মাগিবং লাগ ন পেমং, চারি অপায়ান,
 জ্ঞানী অদং লাগত পেমং, জন্মোলে বুদ্ধর শাসনান।
 দুগতুন মুক্ত ওই পান্তং, নির্বাণ রেজ্যত যেনেই,
 হন দুগ ন পেমং আর, এই সংসারত জন্মোনেই।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ০২/০৮/২০০৮ইং, স্থান-মিলনপুর প্রজ্ঞারণ্য কুটির, মহালছড়ি।

এয ত্রিশরণ লোই

বুদ্ধ ধর্ম সংঘর শরণ, লবং আমি বেক্কুনে,
 ত্রিশরণর আশ্রয় লবং, জীবনে আ মরণে।
 বুদ্ধ ধর্ম সংঘর শরণ, ছজি মনে যারা লন,
 চারি অপায় দুগত তারা, জন্মে জন্মে ন পড়ন।
 এয আমি বেক্কুনে মিলি, ত্রিশরণ লোই,
 ত্রিশরণ ললে মালেন, সুগে থেবংগোই।
 মৈত্রী ভাবি থেবং আমি, হিংসা নিন্দা ছাড়ি,
 বুদ্ধ ধর্ম সংঘর নীতি, যেন পালেই পারি।
 এয বেগে মিলি যেই, পুণ্য গড়া হিয়ঙত,
 বুদ্ধ ধর্ম সংঘর নাঙলোই, উজেই যেবং জীবনত।
 পুণ্য বাদে পান্নান আমি, জাগা ন দিবং মনানত,
 দুগতুন মুক্তি অবাত্যেই, বর মাগিবং বুদ্ধ ঠেঙত।
 হন হালে দুগ ন পেমং, ও বুদ্ধ ভগবান,

পীড়ে-দুগ, আপদ-বিপদ, লাগ ন পৈদং জনমান ।
 ন অদ আমার রোগ-ব্যাপি, জনম জনম ধুরি,
 বর মাগুর ও ভগবান, মাধা নিউড়ি ত-ঠেঙত পুড়ি ।
 লাগত ন পৈদং অজ্ঞানী, মূৰ্খ মানুষ জনমান,
 আমিজে মনত খেদ আমার, ফদাংথাং গুরি জ্ঞানান ।
 জ্ঞানবান ওনেই আমি, জ্ঞানর হাম গুরি,
 ধনে-জনে, সুগ সম্মানে, মনান খেদ ভুরি ।
 আ দোল হিয়া দোল রঅ, ধগে দাগে অদং,
 সম্যকদৃষ্টি বুদ্ধ হলত, জনমে জনমে জন্মেদং ।
 হীন হলে, গুরিব হলে, ন জন্মেদং হন হালে,
 জীংহানিত গুজ্জ্যা গম হামর, পুণ্য শক্তির বলে ।
 অদং বেগে জ্ঞানী ধার্মিক, সাধু, পুণ্ডিত, শীলবান,
 বুদ্ধজ্ঞানর চোগ ফুদিনেই, পৈদং ঝাদি নির্বাণান ।
 ত্রিরত্নর আশ্রয় লোনেই, জীংহানিয়ান গণ্ডেবং,
 পুণ্যবাতি জ্বালেনেই বেগে, নির্বাণ পথান খোগেবং ।
 অজ্ঞান আন্ধার পথ হাজেবং, ফুটফুট্যা গুরি,
 দান, শীল, ভাবনালোই, নিজর মনান পহ্ন গুরি ।
 মনান যেক্কে পহ্ন অব, দোল পূর্ণিমা চাঁন ধক,
 সেক্কে হামাক্কায় সুগ এব, মনে গুজ্জ্য মানেই লক ।
 আয় তাগন্তে এয ঝাদি, জ্ঞানর পহ্নরত যেই,
 পূর্ণিমা চাঁন ধক গুরি, জ্ঞানর বাতি জ্বালেই ।
 ত্রিরত্নর আশ্রয় যারা, আওজে মনদি লন,
 নিজর মনত জ্ঞানর বাতি, তারা জ্বালেই পারন ।
 জাগি উদ ও মানেই লক, হদক ঘুমত থেবা,
 অজ্ঞান আন্ধারত ঘুম যেই থেলে, হিচ্ছু উদিজ ন পেবা ।
 পুণ্য গল্পে পুরস্কার পাই, বনভাস্তে হয়,
 পাপ গুরিলে বানা দুগ, ইহ-পরকাল অয় ।
 জ্ঞানর হদক ফুদি উদোক, আমা মন ভিদিরে,
 অজ্ঞান তৃষ্ণা ক্ষয়ওই যোক, পূজা গুরিনেই বুদ্ধরে ।
 ভক্তি শ্রদ্ধায় ফুল বাতিলোই, বুদ্ধরে পূজিবং,
 সুগে থেদং গদা জনমান, এই বরান মাগিবং ।

মিথ্যাদৃষ্টি অজ্ঞান ওনেই, সংসারত ন জন্মেদং,
 সাধু শীলবান, জ্ঞানী ধার্মিক, জন্মে জন্মে অদং ।
 অজ্ঞানী মূর্খ মানুষ, লাগত ন পেদং জীবনত,
 জ্ঞানী ধার্মিক, বন্ধু-বান্ধব, লাগত পেদং সপ্নানত ।
 ধুনী-মাজন, সুশিক্ষিত, মা-বাব লাগত পেদং,
 বুদ্ধ হুলত জন্ম লোনেই, দান ধর্মলোই থেদং ।
 আ লাগত পেদং ভাস্তে শ্রমণ, আর্থ্য জ্ঞানী অরহত,
 সেবা পূজা গুরি তাঁরারে, তুলি পান্তং ঘরত ।
 অরহত জ্ঞানী পূজিনেই আমার, পুণ্য অদ জমা,
 ভক্তি শ্রদ্ধা থেদ মনত, আর থেদ ক্ষমা ।
 ক্ষমা মৈত্রী দয়া মেইয়্যা, নিত্য থেদ মনানত,
 গোজেই দিবং জীবনান আমি, ত্রিরত্নর চরণত ।
 ত্রিরত্নর ছাবাত থেনেই, হন দুগত ন পত্তং,
 জন্ম, জরা, মরণ দুগতুন, ঝাদি মুক্ত ওই পান্তং ।
 হন দিন আমার দুগ ন এদ, অনির্বাণকাল বেগর,
 সুগে সুগে পারোই পান্তং, সংসার দুগর সাগর ।
 অহাল মরণ ন অদ আমার, ন এদ আপদ-বিপদ,
 ইয়েত লাম্বা ওনেওই, জন্মেদং গম জাদত ।
 মা-বাব, ভেই-বোন, ইত্তো-হুদুম, সংসমাজ্যা লক,
 সং ধার্মিক জ্ঞানী পুণ্ডিত, পেদং আমি লাগত ।
 লাগ ন পেদং অজ্ঞানী, মূর্খ পাপী মানুষজন,
 গম ভালেদি পুণ্যহাম, যারা সবাই ন গড়ন ।
 আ যারা জ্ঞানী ধার্মিক, বুদ্ধর হুদায় চলন,
 দান শীল ভাবনানি, পরাণ ফেলেই গড়ন ।
 লাগত পেদং উনজুর আমি, এধুক্যা সাধু জ্ঞানীউন,
 যারা আমারে মুক্ত গড়ন, উপদেশ দিনেই পাবতুন ।
 ধর্ম পদে যারা নেযান, শীল পালেবার হন,
 এই পিথিমিত সেই মানুষসুন, অমঅদ গম ।
 এয়াএগ্যা গম মানুষজন, জন্মে জন্মে লাগ্ পেদং,
 ত্রিশরণত তলে বেগে, গমে সুগে থেদং ।
 জ্ঞানী মাঞ্য পুণ্য গড়ন, মনান রাগেই অজলত,

অজ্ঞানী মাঞ্য পাপ গুরিনেই, পুরিয়ান্দোই নরগত ।
এই সংসারত মা-বাব, ভেই-বোন, বেঙ্কুন্দোই পরা পাই,
কিস্ত বুদ্ধ ধর্ম সংঘলোই, হিচ্ছু পরা ন পাই ।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং:০২/০৮/২০০৮ইং, স্থান-মিলনপুর প্রজ্ঞারণ্য কুটির, মহালছড়ি ।

নির্বাণ থোগেবং

নির্বাণ অল সুগর জাগা, সিধু বানা সুগ,
জন্ম-জরা, ব্যাধি-মরণর, নেই হন দুগ ।
নির্বাণ দেগা ন যায়, যেন বুয়ারা নঅ্ ধক,
বুইয়ারান আগে হবর পায়দ্যে, বাজিলেগি হিয়ানত ।
ঠিক সেয়ান্যা নির্বাণানো, যা মনানত জ্ঞান অব,
অজ্ঞান তৃষ্ণা ক্ষয় গুরিনেই, নির্বাণ তে দেব ।
লুভ, হিংসা, তৃষ্ণার আশুন, যে মারেই পারিব,
তা মনানত নির্বাণর সুগ, এনেই ভাঝা দিব ।
এদুক্যা গুরি নির্বাণান হি, বনভাস্তে দেশনা গড়ে,
যা মনানত জ্ঞান অব, তে নির্বাণত যেই পারে ।
নির্বাণত বানা যেই পারন, আর্য্য জ্ঞানী যারা,
অজ্ঞান মিথ্যাদৃষ্টি অলে, যেই ন পারন তারা ।
শীল সমাধি প্রজ্ঞালোই, থেলে নির্বাণান পাই,
আর্য্যসত্য জ্ঞানলাভ অলে, বেগ দুক্কানি ধায় ।
দুক্কান হারর ধারাজ নয়, বেগে সুক্কান থোগেই,
সুক্কান আমি পেই পারা, স্মৃতি জ্ঞান্দোই থেই ।
আর্য্য অষ্টাঙ্গিক পদে আদি, নির্বাণান থোগেবং,
ক্ষমা মৈত্রী অহিংসালোই, মনর গেরেঙ হাজেবং ।
লুভ, হিংসা মনানতুন, ফেলে দিবং অজ্ঞানান,
ফুল ফুদেবং নিজর মনত, দোল বুদ্ধর শাসনান ।
বুদ্ধ শাসনান ভারী দোল, লোভ, দ্বেষ, মোহ শুন্য,
বুদ্ধ শাসন যে লাগত পাই, জীবনান অয় তার ধন্য ।
লাগত পেলং যেক্কে আমি, বুদ্ধর শাসনান,

ধন্য সার্থক গুরিবং, আমা দুর্লভ জীবনান ।
 আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অল, নির্বাণ মুক্যে যেবার,
 চারি আর্য্যসত্য জ্ঞানান, গমে দালে পেবার ।
 যে পেবার চাই চারি সত্য, আসব ক্ষয়জ্ঞান,
 তার অষ্টমার্গ পদে আদি, গড়া পুরিব ধ্যান ।
 ধ্যান সাধনা গুরিনেই জ্ঞান, বেগর হামা পুরিব,
 জ্ঞান অলে মনভ্রন গায় গায়, অবিদ্যা তৃষ্ণা মুরিব ।
 অজ্ঞান তৃষ্ণা মনানভ্রন, যেক্কে মুরি যেব,
 সেক্কে মনত নির্বাণর সুগ, এনেই ভাবা দিব ।
 মনানত তার এক্কেনায়ে, দুগ ন থেব আর,
 মার রেজ্য ফেলে যেনেই, ওই যেবগোই ভব পার ।
 চের সত্যজ্ঞান থোগেবং, শ্রদ্ধা স্মৃতি সমাধিলোই,
 হনজনে ন থেবং আমি, অজ্ঞান মিথ্যাদৃষ্টিলোই ।
 সম্যক দৃষ্টি ওনেই আমি, নির্বাণ মুক্য আদিবং,
 মনান শুদ্ধ গুরি নির্বাণ, যেবার সেদাম বাজেবং ।
 আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ পদে, আস্তে আস্তে গেলে,
 নির্বাণত যেই পারিবং সালে, তৃষ্ণা ক্ষয় গুরি পাঞ্জে ।
 সংসার ছাড়ি নির্বাণত, যেই জ্ঞানী যেব,
 নির্বাণ সুক্কান হিধুক্য সুগ, তে হবর পেব ।
 স্বর্গ-ব্রহ্ম, চারি অপায়, বুদ্ধ ধর্মর মতে,
 সুগ নয় নির্বাণ নয়, দুগ পাই যদবদে ।
 স্বর্গত গেলে নুও গুরি, আ-র এজা পরে,
 ব্রহ্মলোগত গেলেও, একদিন মরা পরে ।
 জনম লনা মুরি যানা, উদ ন পেইয়া দুগ,
 এই দুক্কানি নির্বাণত নেই, সিধু পরম সুগ ।
 নির্বাণ রেজ্যত যেবাতেই, জ্ঞান্দোই থেবং আমি,
 মৈত্রী দিবং চেরোহিত্যে, দুগ ন পাদোক হন প্রাণী ।
 দুক্কান যারা জ্ঞানদি চান, তারা পাপ কর্ম ন গড়ন,
 সত্য জ্ঞান্দোই থেনেই নিত্য, নির্বাণ থোগা ধরন ।
 নির্বাণ রেজ্যত হন দুগ নেই, আ ন পাই পরাধরা,
 ইয়েন দেনেই জ্ঞানীজনে, নির্বাণত যান তারা ।

এই পিথিমিত জনম ললে, পাই অতালেয়ে দুগ,
 জ্ঞানীজনে সেনতেই হন, নেই সংসারত সুগ।
 সংসার দুগভূন মুক্তি পেবার, শীল পালেই যেবং,
 আর্য্যসত্য পদে আদি, বুদ্ধজ্ঞানান থোগেবং।
 বুদ্ধর জ্ঞানে-জ্ঞানী অবার, জ্ঞান্দেই থেবং বেগে,
 চারি অপায়ত ন যেই পারা, জন্ম-জন্মান্তরে।
 নির্বাণ মুক্যে হুজ বাড়েবং, অষ্টমার্গ পথ ধুরি,
 নির্বাণ সুক্কান থোগেবং, সংসার সুগ ন গুরি।

সাদু! সাদু! সাদু!

তাং-২৭-০৬-২০০৮ইং, স্থান-মিলনপুর প্রজ্ঞারণ্য কুটির, মহালছড়ি।

পুণ্য জমা গুরিবং

পুণ্য জাগা হিয়ঙত, এজ আমি যেই,
 পুণ্য জমা গুরিয়েই, অলর গুরি ন খেনেই।
 ধর্ম পদে চুলিনেই আমি, পুণ্য জমা গুরিবং,
 মারামারি হোল হুজ্যে, হারল্লোই ন গুরিবং।
 হিয়ঙত যেবং শীল পালেবং, ন মারিবং প্রাণী,
 হোচপেবং নিজ দুক্যে, পরাণ বলারে আমি।
 ক্ষমা মৈত্রী হোচপানাগান, মনানত নিত্য রাগেবং,
 কর্মফল বিশ্বাস গুরি, পুণ্য হামত মন দিবং।
 ভান্তে দাগিভূন ধর্ম হধা, শুনিবংগোই হিয়ঙত,
 ভান্তে দাগির হধা শনি, শীল পালেবং জীবনত।

(১)

ন মারিবং পরাণ বলা, ন মারিবং হন জীব,
 হোচপেবং আমি পরাণ বলারে, নিজ ধুক্যে ঠিক।
 ন মারিনেই দয়া গুরিবং, পরাণ বলাউন আমি,
 সুগী ওই পারিবং সালে, গদা সারা জীংহানি।

(২)

হার জিনিস ন মাক্যা গুরি, ন গুরিবং চুর,
 চুরো মন চিঙবোরে, মনভূন গুরিবং দূর।

পোরিয়ে জিনিস চুর গড়ানা, গম ভালেদি হাম নয়,
এই জীংহানিত যে চুর করে, পরহালে তে গুরিব অয়।
হিয়ে ন চান গুরিব অবার, বেগে অবার চান ধুনী,
জ্ঞান ধনে-ধনী অবার, শীল পালেবং আমি।

(৩)

ন অবং আমি পর-পাগল্যা, যেনে লাজত ন পুড়ি,
আলুলো-দুলুলো গুরি থেবং, সদর ভেই-বোন ধক গুরি।
দয়া মেইয়্যা হোচপানালোই, সং সমারে থেবং,
অজ্ঞান মূর্থ ন ওনেই আমি, জ্ঞানী পুণ্ডিত অবং।
ধার্মিক অবং হিয়ঙত যেবং, পুণ্যহাম গড়া,
এই সংসার দুগভুন ঝাদি, হালাজ পেই পারা।

(৪)

মিজে হধা ন হবং আমি, ন ঠগেবং হাররে,
সত্য হধায় সত্য পদে, রাগেবং উন্জুর নিজরে।
মিজে হধা হনা গম নয়, মাঞ্যে বিশ্বেস ন গড়ন,
মিজে হধাহোই ঠগেলে, একদিন ধরা পড়ন।

(৫)

মদ-ঝাঙরা মাতুল জাত্যা, যেদক্কানি আগে,
জীংহানিত আমি ন হেবং, হনহালে বেগে।
পাগল ধুক্যে উজ্জ ন থাই, মাতুল জাত্যা হেলে,
মরণর পর নরগত যান্দোই, সেই পাবর ফলে।
নরগত ন যেই পারা আমি, শীল পালেবং জীবনত,
অহিংসা মনে যেবং বেগে, পুণ্য গড়া হিয়ঙত।
হিয়ঙত যেবং জু দিবংগোই, বুদ্ধ ধর্ম সংঘরে,
বর মাগিবং দুগ ন পেদং, জন্ম-জন্মাস্তরে।
আর আমা মা-বাপ্পুন, গুরু ঠাঙুর মাষ্টরুন,
সেবা পূজা গুরিবং আমি, মুক্ত ওই পা দুগভুন।
ধর্মগুরু ওনেই যারা, ধর্মনীতি শেগাদন,
হান মাঞ্যরে পথ দেগায় পা, আমারে পথ দেগাদন।
তারারে আমি মান-সম্মান, সেবা পূজা গুরিবং,

তারা ভালেদির হধানি শুনি, গম পদেদি আদিবং ।
 আ যারা মা-বাব ওনেই, আমারে দোলে পালেয়ন,
 ভাত-পানি হাবেনেই হাবে, ডাঙর-ডিঙোর গোড়ৈয়ন ।
 শিক্ষা দীক্ষা দুঅন আমারে, ভাঞে হামত ন য়েবার,
 গম ভালেদি হাম গুরিনেই, জীংহানিয়ান সাজেবার ।
 উপকারী মা-বাবর হধা, জীংহানিত ভুলি ন য়েবং,
 সেবা পূজায় পুণ্যহামে, পুণ্য জমা গুরিবং ।
 তারা গুণানি স্মরণ গুরি, মা-বাব দোলে পালেবং,
 আপদ-বিপদ, দুক্ক দবা, জীংহানিত লাগ্ ন পেদং ।
 সাধু! সাধু! সাধু!
 তাং:৩১/০৭২০০৯ইং, স্থান- মিলনপুর প্রজ্ঞারণ্য কুটির, মহালছড়ি ।

কঠিন চীবর দান গুরিবং

রাজবন বিহার রাঙামাত্যা, পুণ্য জাগা হিয়ঙত,
 পুণ্য মনে পুণ্য গড়া, এয যেই চীবর দানত ।
 বেগে মিলি গুরিবং আমি, কঠিন চীর দান,
 এই দানর পুণ্য ফলে, এযোক বেগর সুগ-সম্মান ।
 চীবর দানর এই পুণ্যলোই, আজার জনম দুগ,
 হাদি যেনেই পেই পারা, পরম নির্বাণ সুগ ।
 ধর্ম পুণ্য কুশল হামত, পরাণ ফেলেই উজেবং,
 পাপ অকুশল হামানিরে, মনত জাগা ন দিবং ।
 জাগি উদ বৌদ্ধ জাতি, ফুদেই তুলি ধর্ময়ান,
 হিয়া, হধা, মনেদি আমি, দোল গুরিবং কর্ময়ান ।
 দান ধর্ম পুণ্যহাম, বেগে মিলি গুরিবং,
 ধর্ম পুণ্য যে ন গড়ে, তাল্লোই সং ন পুরিবং ।
 দানর মধ্যে বেগভ্রন ডাঙর, কঠিন চীবর এই দানান,
 শ্রদ্ধা চিভে যে গুরিব, পেব একদিন নির্বাণান ।
 দান গুরিলে হয় য়েবগোই, মনর যদ লুভপানি,
 শীল পালেলে হয় য়েবগোই, মনর যদ হিংসানি ।
 আ যে গুরিব ভাবনা, তার অজ্ঞান অব হয়,

ভাবনাময় জ্ঞান অলে, মারে অব পরাজয় ।
 দান শীল ভাবনানি, বিশ্বেস গুরি গড়ানা,
 দুগ হাদি যেই সুক্কান পেবং, ইয়েন মনত ভাবানা ।
 কঠিন চীবর দানর ফলে, দুক্কান ওইযোক হয়,
 অবিদ্যা আসব তৃষ্ণানিরে, যেন গুরি পারি জয় ।
 দান ধর্মহাম গুরিবং আমি, শ্রেষ্ঠ চীবর দান,
 এই পুণ্যলোই সুক্কান পেদং, ও বুদ্ধ ভগবান ।
 বেগভূন ডাঙর দানোত্তম, এই কঠিন চীবর দানান,
 হোই যিয়ে ভগবান বুদ্ধ, এই সত্য হধাগান ।
 বুদ্ধর এই হধান ভাবি, হুজি মনে গুরিবং দান,
 হন দুগ ন পেই পারা, পুণ্যর ফলে জনমান ।
 কঠিন চীবর দান গড়ানা, দেগেই যিয়ে বিশাখা,
 বুদ্ধ সেনতেই তারে উপাধি দিয়ে, মহাউপাসিকা ।
 সেক্কে বিশাখা চীবর বানেই, বুদ্ধরে গুজ্যে দান,
 সিত্যেই বুদ্ধধর্ম বিজগত, এজ আগে তার সুনাং ।
 তা নাং হিনি এজ আমি, বৌদ্ধ ধর্ম জাতিউন,
 কঠিন চীবর দান গুরিবং, একযোদা ওই মানেউন ।
 গুরিবং আমি মৈত্রী চিন্তে, ধর্ম পুণ্যহামানি,
 পুণ্যহামর দোল তুম্বাজে, পহ্ন গুরিবং মনানি ।
 মৈত্রী মনে কুশল হামে, হাদেই য়েবং জীবন,
 হনজনে হনদিন আমি, বজং হামত মন ন দিবং ।
 মন দিবং বানা আমি, ন্যায় কুশল হামত,
 শ্রদ্ধা বিশ্বাস মনত রাগেই, য়েবং চীবর দানত ।
 রাজবন বিহারত ইচ্যা, কঠিন চীবর দান,
 দান গুরিবং জন্মে জন্মে, অবাত্যেই মহাজ্ঞানবান ।
 চীবর দানর এই পুণ্যলোই, অপায় পথান নাদা যোক,
 সুগর পথান সুগম ওনেই, নির্বাণ পথান হলো যোক ।
 নির্বাণ সুক্কান পেবার আঝায়, উজেবং পুণ্যহামে,
 পুণ্য গল্পে সুক্কান এয়ে, হোই যিয়ে ভগবানে ।
 ভগবান বুদ্ধর হধা ধুরি, শেজ গুরিবং দুক্কান,
 কর্মফল বিশ্বেস গুরি, দান গুরিবং চীবর দান ।

পুণ্যমনা মানেই লক, এষ রাজবন বিহারত,
 পুণ্য জমা গুরিয়েই, অলর গুরি ন থেই ঘরত ।
 মিলে-মদে কুশল কর্ম, সং সমারে গুরিবং,
 প্রাণীহত্যা, চুরি, মিথ্যা, সিয়ানিত মন ন দিবং ।
 মদ-হানা আ ব্যভিচার, জ্ঞানীজনে ন গড়ন,
 এই পাছেছানীতি পালেই তারা, জীংহানিয়ান দোল গড়ন ।
 আমিও বেগে দোল গুরিবং, নিজর এই জীবনান,
 যেক্কে আমি লাগত পিয়েই, বনভাস্তের শাসনান ।
 অবহেলা ন গুরিনেই, নিজর মনান নিজে,
 পাবভুন মুক্ত রাগেবং, যেনে সুক্কান মিজ়ে ।

সাপু! সাধু! সাধু!

তাং-১৪/০৯/২০০৯ইং, স্থান- মিলনপুর বনবিহার, মহালছড়ি ।

মদ হেলে হি অয়

মরভুনে মদ হেনেই, মোক্কুনরে মারন,
 এই দুর্লভ জীবনান তারা, মূল্য হীন গড়ন ।
 মোগো উগুরে অত্যাচার, যেই নেক্কো গড়ে,
 তেয়ো একদিন গড়া হেব, কর্মভুন ছাড়ি ন পারে ।
 মুরিলে তে সুগর জাগাত, যেবার আবা নেই,
 অতালেয়ে দুগ পেবগোই, চারি অপায়ত যেই ।
 ইয়েনি হলে বিশ্বেস ন জান, মদ হিয়ে মানুষসুনে,
 দুক্কান তারার গাড়ি চাক্কা ধক, যেব পুনে পুনে ।
 এহালেও নানান দুগ, মদ হিয়ে মাঞ্য পান,
 তুও তারা ইরি ন পারন, মদ হানার উবেবস্‌সান ।
 মদ হেনেই পাগল ধুক্যেন, যিয়ান পাই হন,
 এক্কানা যেই জ্ঞানান থাই, সিয়েনো আড়া অন ।
 জ্ঞান আড়া ওনেই যেক্কে, জ্ঞানহীন অবাক,
 ভুদে পিয়ে মাঞ্য ধুক্যে, যারে যিয়েন পাই হবাক ।
 মদ হেলে জীংহানিত, আগে ভালক্কানি দুজ,
 এমান ধুক্যেন গুরি থান, আড়া ওনেই উজ ।

মদ হেলে হি দুগ পাই, যে সিয়েন বুঝিব,
 মদ হানার ছুঁবেস্‌সান, তে হামাক্কায় ইরিব ।
 মদ ন হেই মোক পোছালোই, জুনি দোলে থেলে,
 নানান অকুশল পাবতুন, হালাজ অব সালে ।
 পাপ অকুশল যেক্কে তার, মনানতুন ঢেব,
 এহাল ছাড়ি মুরি গেলে, হামাক্কায় স্বর্গত য়েব ।
 এই সংসারত মদ হিয়ে মানুষ, যিদুক্কুন আগন,
 নেইদ্যে দুক্কানিও তারা, ডাগি ডাগি আনন ।
 দুগরে ডাগি দুগত পড়ন, হোই ন পারন তারা,
 অজ্ঞানে হান ওনেওই, আন্ধারত আগন যারা ।
 জ্ঞানর চোগ নেই তারাতুন, পাপ পুণ্য ন দেগন,
 মদ হেলে হত্তমান পাবয়, সিয়েন এক্কায়ো ন ভাবন !
 এক্কেনা জুনি ভাবি চেদাক, মুরত পুরি জ্ঞানে,
 সুগ আনে না দুগ আনে, হেলে এই মত্তানে ।
 মদ হেলে হনহালে, সুগ শান্তি এদ নয়,
 অণ্ড জনর হধা বাদ, মোক্কোয়ো বেজার অয় ।
 নেগে মোগে আমিজে তারার, হোল হুজ্যে বাজে,
 এধুক্যে গুরি সংসারত হি, হনহালে সুগ এজে?
 মোক্কো গুরিব তাদাক তাদাক, নিত্য তার নেক্কোলোই,
 নে-গ উগুরে রাগ গুরিনেই, ন মাদি থেব বোই ।
 মনে মনে ভাবিব তে, জুনি বলে জিনিদুং,
 ইচ্যা তার মাধাবো, হুডুক হুডুক হেই দিদুং ।
 নেক্কো জুদি এক্কান হলে, মোক্কো হয় দ্বিয়ান,
 নেক-মোক ওনেই হন সুগ নেই, জুনি ন থেলে জ্ঞান ।
 জ্ঞান নেই গুরি সংসারত, নেক-মোক ওনেই থেলে,
 নরগত য়েবাক হন মাফ নেই, ইত্তুন মুরি গেলে ।
 জ্ঞান আড়া ন ওনেই বানা, জ্ঞান গুরিনেই থানা,
 নেগে-মোগে সুগী ওই পারে, থেলে আমিজে হোচপানা ।
 গদা জনমান হোচপানালোই, ক্ষমা-মৈত্রী গুরি-
 জুনি থেলে নেগে-মোগে, য়েদক্ষণ ন জান মুরি ।
 এহাল-উহাল সুগ অব তারার, নরগত য়েদাক নয়,

জ্ঞানী, ধার্মিক, শীলবান অলে, সংসারত সুগ অয়।
 বেগে খেবার সেদাম বাজ, জ্ঞান গুরিনেই সংসারত,
 রাগ-হুতুরি, হোল-হুজ্জেনি, জাগা ন দিনেই মনানত।
 মনানত আলোত্যে গম-বজং, বেকুনর ভাষা দে,
 জ্ঞান ন থেলে বুঝি ন পারে, মনানরে সহজে।
 গম-বজং কর্ময়ানি, মাঞ্যে যে গড়ন,
 মনানত আগে ভাষা দেগি, সিয়েন বুঝি ন পারন।
 ন বুঝিনেই পাপ কর্ম, অবুঝ মাঞ্যে গড়ন,
 সেনত্যেই তারা এই সংসারত, নানা দুগত পড়ন।
 মদ হানাগান পাপ বানা, যে জ্ঞানে দেগে,
 জীংহানিত মদ ন হেম মুই, আমিজে তে ভাবে।
 মদ হানা ছাড়িনেই তে, জ্ঞান গুরিনেই চলে,
 ন হেব তে হনদিন, জুনিও মাঞ্যে হাবেলে
 দুগ পাইদ্যে কর্ম তে আর, হনদিন গন্ত নয়,
 হারন তে বুঝি পারে, সিয়ানিত দ্বারায় দুগ অয়।
 বজং কর্ম বাদ দিনেই তে, কুশল কর্ম গড়ে,
 যেনে এই জীংহানিয়ান, ভালেদ গুরি পারে।

সাদু! সাদু! সাদু!

তাং-২০/০৬/২০১২ইং, স্থান-প্রশান্তি অরণ্য কুটির, আটরকছড়া, লংগদু।

দয়া গড়ানা

হিংসা মনে হনজনে, পরাণ বলা মারিলে,
 মেলা মেইদবান গন্তে জুনি, ছাগল শুগর হাবিলে।
 নরগত তে পুরিয়েবগোই, যেক্কে মুরি য়েব,
 মানুষ এলেও তার হামাক্কায়, ইয়েত বাদি অব।
 পরাণ বলা মারানার ফল, ইয়েত বাদি অনা,
 চিগোন-ডাঙর, গাবুর ন লাগে, অদে পদে মরাণা।
 কর্ম ফলর দোল জ্ঞানান, যা মনানত থাই,
 তে পরাণ বলা মারানাতুন, দূরত সরেই যায়।
 যে কর্ম গড়ে সেই ফল পাই, তে সিয়েন বুঝে,

গম পুণ্যহাম গড়ে সিত্যেই, যেনে সুক্কান হিজে ।
 দয়া গড়ে পরাণ বলারে, নিজ হিয়ে চান,
 ক্ষমা-মৈত্রী-দয়ালোই খেনেই, অয় ডাঙর পুণ্যবান ।
 পরাণ বলা ন মারিনেই, আমিজে দয়া গুরিলে,
 এহালেও সুগ অব তার, স্বর্গত য়েব মুরিলে ।
 স্বর্গত য়েবার চেলে তুমি, ক্ষমা-মৈত্রী গড়,
 এহাল-উহাল হনহালে, যেনে দুগত ন পর ।
 বেগ জীবরে দয়া গুরিলে, বনভাস্তে হয়,
 জন্মে জন্মে হামাক্কায় তে, অহালে মুরি ন পাই ।
 নিজে সুগে হেবাতেই, হন প্রাণী ন মাজ্জ্য,
 নিজ হিয়ে চান ভাবিনেই, পরাণ বলারে দুগ ন দুঅ ।
 মুই যিক্কে মুরিবার ন চাং, মরণানরে ভারী ডোরাং,
 পরাণ বলায় হনদিন তারা, মুরি য়েবাতেই ন চান ।
 নিজে যেন দুক্কানরে, অমঅদ ডোরেই,
 তুঅ হিত্যেই পরাণ বলারে, লোরে মারি হেই?
 বুদ্ধ হোই দিয়্যে প্রাণী মারি, সুগে থেবার চেলে,
 হনদিন সুগী ওই পান্ত নয়, সেই মানুষসো মল্লে ।
 এহালেও সেই মানুষসো, নানান দুগত থেব,
 মুরি গেলে-দ হধা নেইয়ার, উজু নরগত য়েব ।
 বুদ্ধ ধর্মর আজল নীতি, অহিংসালোই থানা,
 চিগন-ডাঙর পরাণ বলারে, নিজ ধুক্যে ভাবানা ।
 নিজ ধুক্যে ভাবিলে মনত, মারিবার মনে ন হব,
 ন মারিনেই দয়া গল্লে, দিনে রেদে পুণ্য অব ।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং-১৫/০৬/২০১২ইং, স্থান-প্রশান্তি অরণ্য কুটির, আটারকছড়া, লংগদু ।

বরবাদ ন দো জীবনান

হলা গাজত সার থোগেয়ে, ভুল মানজো ধক,
 জীংহানিয়ান বরবাদ ন দো, জ্ঞানী মানেই লক ।
 গদা জনমান থোগেলেয়ো, হলা গাজত সার ন পায়,

অনন্তক বানা দুগ পানা অয়, সময়ানো আঝি যায় ।
 ঠিক সেয়ান্যা পাপ হামত, মুজি থিয়া মানুষসুন,
 ছাড়ি ন পাড়ন মুরি গেলে, চারি অপায় দুগভুন ।
 জীংহানিত পাপ হাম গুরি, যারা জনম হাদেই যান,
 হল্য গাজত সার থোগাই পা, অয় তারা জীবনান ।
 নিজরে তারা নিচিদে গুরি, অগুচ দুগত ফেলান,
 পানিত পান্ডর ডুবি যায় পারা, দুগ সাগরত ডুবি যান ।
 হন চিদে নেই গুরিনেই, পাপ গড়ন আলাঝালা,
 সেই পাবর ফল ভোগ গুরিবার, যেক্কে এজে পালা-
 সেক্কে হানি হানি ভুগি পান, রেত্ দিন ন লাগে,
 ওমা হোদা বিলাপ গুরি, পাপীবোর মনত জাগে-
 হিত্যেই এদক দুগ পাঙর মুই, সুক্কান হুধু চেই যেইয়ে,
 হবর ন পায় তে আগে গুজ্যা, পাবর ফল্লো আজিল উইয়ে ।
 ভাবি ন চাই, বিশ্বাস ন যায়, পাপ অধর্ম হাম গন্তে,
 এবারত তে দুগ পার হিনেই, ভগবানরে ডাগেভে ।
 ইক্কে দুগভুন মুক্ত অবাত্যেই, হারে ডাগিব হবর না পার,
 হুজলী গরঙর বেগরে মুই, পাপী-অধার্মিক ন অবার ।
 পাপ-দুগরে ডোরানা নিত্য, কর্ম ফলর জ্ঞান্দোই,
 দুগত পরেদে হাম ন গুরি, থানা কুশল পুণ্যলোই ।
 কুশল পুণ্য হাম গুরিলে, অতালেয়ে দুগ ন পায়,
 জনম জনম দেব-মান্যের, সুগ সম্পত্তি ভারি যায় ।
 পুণ্য গড় জীংহানিমায়, দরমর ওই জ্ঞান্দোই,
 নির্বাণ সম্পত্তি লাভ অয় যেন, পুণ্য হামর শক্তিলোই ।
 পুণ্য হামর শক্তিযান বেগে, পুণ্য গুরিনেই বাড়,
 দুগভুন হালাজ অবাত্যেই, নির্বাণ পথ ধর ।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ১৮/১১/২০১৪ইং, লুম্বিনী বন বিহার, হরিণা ।

জ্ঞান পুণ্যলোই সাজানা

জীংহানিয়ান হেনে আমি, দোলে ভালেদ গুরিবং,
 দোল মানেই জনমান, হেনে সাজেই তুলিবং।
 পাবহামে অজ্ঞানে, হন ভালেদ ন অব,
 জ্ঞানী জনর হধা ইয়ান, বেগে মনত রাগ।
 ভালেদ গড়ানা জীবনানরে, জ্ঞানীর হধা ধুরি,
 জ্ঞান পুণ্যলোই সাজানা, দান শীল ভাবনা গুরি।
 অভালেদি জীংহানি আমি, হনজনে ন চেই,
 সিত্যেই মহাপুণ্য হামত, পুণ্য হামা ইচ্ছেই।
 পুণ্যহাম গুরি পুণ্য সম্পদ, যুদ্ধল গুরি লবং,
 নিজর মনত সুন্দুগত, পুণ্য জমেই থবং।
 পুণ্য জমেই থলে মনত, এহাল-উহাল সুগ অব,
 আ যদি পাপ জমেল, দুগর সীমা ন থেব।
 অজ্ঞান্দোই পাপহাম গুরি, দুগরে ন ডাগিবং,
 অজ্ঞান ঘুমত ন থেনেই, আমি জাগি উদিবং।
 দান গুরিবার শীল পালেবার, ভাস্তে দাগি হন,
 ভাবনা গুরি অরহত অলে, লাগ্ ন পায় আর যম।
 যম আদতুন ছাড়ি ন পারে, অরহত জ্ঞান ন অলে,
 জনম-মরণ দুগ-দে যমে, নির্বাণ রেজ্যত ন গেলে।
 জ্ঞান কুশল্লোই সাজেবং, অভালেদি হামত ন য়েবং,
 অরহত জ্ঞান পেবাতেই বেগে, পুণ্য পারমী পুরেবং।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ২৫/১১/২০১৪ইং, লুম্বিনী বন বিহার, হরিণা।

গম পথান ধর

পাদাত তলে যেয়াঞ্যা গুরি, লুগি থান বেঙ,
 জীংহানিত তুমিও দোলে থেবা, ন গুরিনেই ঢ্যাং।
 ঢ্যাং-পাজি গল্লে হনজনে, গম ন পান তারে,
 হারন তে যেক্কে পাই, দুগ দি পারে মাঞ্যরে।
 পাজি মাঞ্য দুগ দিলেও, জীবন চলার পদত,

দরমর গুরি থেবা, মনান রাগেই অদত ।
 পাজিউনে পাজি গড়ন, নানা হধাহোই মুয়েদি,
 হিংসা গুরি মাঞ্যরে তারা, ফেলেবার চান তলেদি ।
 তারারে হিংসা ন গুরি তুমি, ক্ষমা-মৈত্রী গুরিবা,
 বুদ্ধর এই অহিংসার পথ, মনে-প্রাণে ধুরিবা ।
 তোমার সালে হামাক্কায়, সুগর ফুল ফুদিব,
 সেই ফুলর তুম্বাস্‌সান, চেরোহিত্যে ছিদিব ।
 মিলে ওক বা মরদ ওক, যে অব পাজি,
 শিক্ষিত ওক বা অশিক্ষিত, পাপ্পোই থেব মুজি ।
 পাবত যেক্কে মুজি থেব, মনান অব হাজর,
 তার সেই পাপ্পানত দ্বারায়, দুগ অয় বেগর ।
 জ্ঞানহীন ওনেই পাজি গল্পে, এমান ধুক্যেন অন,
 তারা নানা অকুশল-পাপ গড়ন, জ্ঞানীজনে হন ।
 ধুনী শিক্ষিত অলেও সিত্যেই, তারে মানুষ ন হয়,
 আক্কলান জুনি আমিজে তার, এমান আক্কল অয় ।
 মূর্থ মাঞ্য পাপ গড়ন, মর যে অব ওক !
 পরহালে তার হি দঝা অয়, এক্কা মুরি সোক ।
 পাপী উনর সব সময়, অপায় পথান ছলো থায়,
 রাজা, মন্ত্রী ন লাগে, যে পাপ গড়ে তে দুগ পাই ।
 মরণানে যে ধুক্যেন গুরি, গাবুর-বুড়ো ন বাজে,
 যারে হোজা এজে তারে নেযায়, হাররে ন ছাড়ে ।
 ঠিক সেধুক্যে পাপ গল্পেও, রাজা-প্রজা ন লাগে ।
 শিক্ষিত আ অশিক্ষিত, হন হিচ্ছু ন ভাবে,
 পাপ গুরিলে শাস্তি পেব, হনহালে মাফ নেই ।
 সিত্যেই মনানরে দোমেবা, আমিজে উজে থেই ।
 পাপী মাঞ্য পাপ গড়ন, হিয়া, হধা, মনেদি,
 এহাল-উহাল তারা হামাক্কায়, পুড়ি যেবাক তলেদি ।
 গণ্ডার পানিত যেন গুরি, আড়াচাগ ভাঝি যায়,
 পাপ কর্ময়ো যে গুরিব, তে নরগত পুড়ি যায় ।
 উদ নেইয়ে দুগত পড়ন, পাপ হামর ফলে,
 মূর্থ মাঞ্য বিশ্বাস ন জান, এই হধানি হলে ।

স্বর্গ-নরক হুনা দেগে, অজ্ঞানী মাঞ্য হন,
 মুরি গেলে হিচ্ছু নেইয়ার, তারা মনে গড়ন।
 মুই তারার উদিজ গুরি, হঙর এক্কান হধা,
 বেলান উদিলে পিথিমিত, আন্ধারানি যায় হাদা।
 পিথিমিয়ান ফদাংথাং গুরি, পহ্ন অয় যেক্কে,
 হান্ মানুষসো পহ্ন উয়ে বিলি, দেগে হি তে সেক্কে?
 অজ্ঞান গুরি এই পিথিমিত, যে মানুষসুন আগন,
 জ্ঞানী মাঞ্য তারারে সেই, হান্ মানুষসো ধক দেগন।
 পাপ-পুণ্য বিশ্বেস ন জান, কর্ম-ফলর জ্ঞান নেই,
 স্বর্গ-নরগ ন দেগন তারা, আগন চোগ হান্ ওনেই।
 পাপ গুরিলে হামাক্কায়, নরগত যেনেই দুগ পাই,
 পুণ্যহামে সুগ অয় ভারী, মুরি গেলেও স্বর্গত যায়।
 স্বর্গ-নরগ আগে বিলি, বেগে বিশ্বেস গুরিবা,
 পাবর শাস্তি পুণ্যর পুরস্কার, ইয়ান মনত ভাবিবা।
 পাপ-অকুশল হামানি গভে, জদবদে ডোরোবা,
 পাপ গুরিনেই পাপী অলে, মানেই জীংহানি আড়েবা।
 মানেই জীংহানি রা-গ ধুরি, পুণ্যহাম গুরি,
 পুণ্যহাম জুনি ন গুরিলে, তলেদি যেবা পুড়ি।
 মানেই জীংহানি হারা ন পাই, বনভাস্তে হয়,
 একপল্লা জুনি অপায়ত গেলে, কল্লকাল তে পাই।
 সেনতেই পাপ দুগরে ডোরেনেই, পুণ্য জমা গুরিবা,
 ঢ্যাং-পাজি ন গুরিনেই, গম পথান ধুরিবা।
 জীবনান ধুরি রাগেবার চেলে, পুণ্য গড়া পুরিব,
 পুণ্য ছাড়া যে মানুষসো, পাপ কর্ম গুরিব-
 মানেই জীংহানি আড়েনেই, তলেদি পুরি যেব,
 সীমে নেইয়্যা অপায় দুগ, তে হামাক্কায় পেব।
 গমহাম গুরি রা-গ ধুরি, মানেই জীবনান,
 উজুঞ্যা উদি পার পারা, শুদ্ধ গড় মনান।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং- ০১/০৯/২০১২ইং, স্থান-প্রশান্তি অরণ্য কুটির, আটারকছড়া, লংগদু।

সাত বাবুত্যা মোগর হধা

সাত বাবুত্যা মোগ আগন, বুদ্ধর হধা ধগে,
 দোলে দালায় জ্ঞান্দোই চিয়ো, অয় না নয় বেগে।
 নেক মারিয়া, চুর গুরিয়া, আ অমঅত্যা রাগী অয়,
 গম নয় এই তিন্ন মোক, যে লয় তার হবালত দুগয়।
 মা, বোন, বন্ধু সাঞ্যন, আ চাগরানি ধক,
 এই চেরবো মোক গম ধার্মিক, বুঝি-ল মানৈই লক।
 (১) নেক মারিয়া মোক্কুনে, বাঞ্য হামত যান,
 নিজর নেক্কোরে ফেলেনেই, পর মরন্তোই থান।
 দোল নয় তার আক্কলান, নেক মারিবার চাই,
 নেক্কো মোরোক বিপদত পোড়োক, এই চিদেলোই থাই।
 (২) চুরো ধুক্যন মোক্কুনে, নেগে হামেয়ে ধনানি,
 চুর গুরিনেই লোগেই থন, নেক্কোভুন বেক্কানি।
 নেগে হামেয়ে ধনানি, মোক্কো যন্তন ন গরে,
 সেনে চুর গুরিয়া মোক বিলি, বুদ্ধ হইয়ে বেগরে।
 (৩) রাগে তাগে হধা হয় নেক্কোই, ইবে ইক্কো মোক,
 নেক্কো যিয়ান গন্ত চাই, মোক্কো হয়দ্যে থোক।
 নেক্কো উগুরে রাজা তে, নেগর হধা ন ধরে,
 নেগরে হয় ত-ইয়ান নয়, ম-ইয়ান আজল দাবী গরে।
 ফোঁড়া পাগিলে ফোঁড়াবোভুন, পুঁজ নিগিলে যেধুক্যা,
 হধায় হধায় রাগ দেগায়, নেক্কোরে তে সেধুক্যা।
 জেত্তো হুগুরি যেধুক্যা গুরি, নিত্য গাঙগাঙায়,
 এই মোক্কোয়ো আমিজ়ে, বেক্কন্দোই রাগ দেগায়।
 (৪) মা ধুক্যন মোক হারে হয়, হোই দঙর তোমারে,
 পরাণ ফেলেই সেবা যত্ন, গড়ে যে নেক্কোরে।
 নেগে হামেয়ে ধন-সম্পত্তি, যন্তন গুরি তয়,
 নেগর ধন মহা ধন, আজল বিলি হয়।
 মা-বো যেমন পোছাবারে, পরাণ ফেলেই পালায়,
 নেক্কোরেয়ো হোচপানালোই, গমে দালে রাগায়।
 (৫) বোনো সাঞ্যন বিলি মোক, হারে হয় সংসারত,
 নেগে-মোগে ভেই-বোন ধক, হোচপাফি থান ঘরত।

গুরো বোনে বড় ভেইয়্যারে, যেধুক্যা সম্মান গড়ে,
 লাজায়-ডরায় সেবা-পূজ, মোক্কোয়ো গড়ে নেগারে ।
 (৬) বন্ধু ধুক্যেন বন্ধু ভাবি, নেগারে হোচপাই ভারী,
 হোচপাফি গুরি জীংহানি হাদান, যেদক্কন ন যান মুরি ।
 কুশল পুণ্য গমহাম গুরি, নেক্কোরে হুজি গড়ে,
 ধার্মিক অয় শীল পালায়, নেগর হধা ধরে ।
 ইবেরে হয় বন্ধু ধুক্যেন, মোক এই সংসারত,
 যে নেক্কো পাই তারে, সুগী অয় জীবনত ।
 (৭) চাগরানি ধুক্যেন মোক, নেক্কো যিয়ান হব হোক,
 পরাণ ফেলেই নেগরহাম গড়ে, যেত্তমান দুগ অবওক ।
 রাগ-হিংসা ন গুরিনেই, মনান গড়ে পহ্ন,
 ধৈর্য্য সহ্য মৈত্রীলোই, পুরেইদ্যে নিত্য নেগর মন ।
 নেগর হধা জীবন গেলেয়ো, অবাধ্য তে ন গড়ে,
 চাগরানি ধুক্যেন গুরি, নেগরে সেবা গড়ে ॥
 নেক মারিয়া, চুর গুরিয়া, রাগী মোক, এই তিনজন,
 মুরি গেলে সেই মোক্কুনে, নরক দুগত পড়ন ।
 মা, বোন, বন্ধু আর চাগরানী ধুক্যেন মোক,
 সংসারত অবাধ যেই মিলেগুন, তারা স্বর্গসুগ গড়ন ভোগ ।
 এই সাত বাবুত্যা মোগর মধ্যে, পইল্যা তিনজন নরগত যান,
 সেই পরেন্দি চেরবো মোক, মুরি গেলে স্বর্গত যান ।
 পইল্যা তিনজন মোগোর মধ্যে, ইক্কো নয় ইক্কো যে পাই,
 সেই নেক্কোর হবালত দুগয়, দুগে দুগে জীবন হাদায় ।
 আ শেজেদি যেই চেরবো মোক, ইক্কো নয় ইক্কো যে পের,
 সেই নেগর সুগ অয় বানা, সুগে জীবন হাদেব ।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ১০/০৯/২০১৪ইং, স্থান: লুম্বিনী বন বিহার, হরিণা ।

মা-বাবর গুণর হধা

জন্ম দিনেই যারা মরে, পিখিমিয়ান দেগেলাক,
 দোয়ে-আদর হোচপানালোই, পালে তোলেই আনিলাক ।

মা-বাবর সেই গুণানি মুই, আমিজে স্মরণ গরং,
 জীংহানিত তাঁরারে দুগ ন দিম, মনে হলে মরং ।
 তাঁরা ন হিয়ে জিনিজ মরে, আওজে হদ হাবেয়ন,
 ঘু-মুদ হাজে দিনেই, হদ দুগে পালেয়ন ।
 হরত তুলি হিরবি গুরি, হদ আদর গুরিদাক,
 দুগ ন পাং পা মরে তাঁরা, চোগে চোগ রাগেদাক ।
 এগাঙুল হিয়ে দ্বি আঙুল গুরি, দুঅন তাঁরা মরে,
 এই গুণানি স্মরণ গুরি, জীংহানিত পূজিম বাম্মারে ।
 চিগোনো লক্কে যেক্কে মুই, ছেড়াং ছেড়াং হানিদুং,
 সেক্কে মামার বুগো দুধ হেনেই, অলর ওই থেদুং ।
 হরত তুলি মামা মরে, দুধ যেক্কে হাবায়,
 ন হানিজ চিজি পরাঞা হোনেই, মিধেমু গুরি মাদায় ।
 তাঁর মাদানার রঅ শুনিহেই, ম-পরাণান জুরেদ,
 হানদে হানদে ম-মুয়ানত, সেক্কে আঝি ফুদিদ ।
 মা-বাবে মরে আদর যন্তনে, চিগোনোভুন ধুরি-
 পালেই আনি ডাঙর গোরেয়ন, দুগ কষ্ট সহ্য গুরি ।
 গমে পালেই আনি মরে, ডাঙর-ডিঙোর গড়েলাক,
 ম-জীবনত সুগে থেবার, নানান হিজু শিগেলাক ।
 মা-বাবর দোয়ে-মেইয়েলোই, ডাঙর-ডিঙোর ওলুং,
 সীমে নেইয়ে হোচপানা আদর, মা-বাবভুন পেলুং ।
 মুই হনদিন মা-বাবর ঋণ, জীংহানিত শুঝি ন পারিম,
 তাঁরা ঠেঙত পুড়িনেই মুই, সেবা-পূজা গুরিম ।
 বুদ্ধ হুয়ে মা-বাবরে, হানাদ তুলি রাগেলে-
 গদা জনমান সোনার পেলেদোত, ভাত পানি হাবেলে ।
 মা-বাবর ঋণ পোছাউনে, তুঅ শুঝি ন পারন,
 সীমে নেইয়ে মা-বাবর গুণ, জ্ঞানীজনে হন ।
 পোয়াছাবারে সীমানেইয়ে, মা-বাবে দোয়ে গড়ন,
 জীবন দিনেই অলেও তাঁরা, পোছারে রক্ষা গড়ন ।
 মুই জুনি অসুগ অলে, তাঁরা জীবন দিনেই চান,
 এই পিখিমিত মা-বাব দুক্যে, আর হন জন ন পাং ।
 উপকারী বাম্মারে মুই, জীংহানিত ন দিম দুগ,

পরাণ ফেলেই তাঁরারে পালেম, পাং পারা সুগ ।
 মা-বাবর গুণানি যে বুঝিব, শনিব বাম্মার হধা,
 দুগ ন দিব বাম্মারে তে, জীংহানিয়ান গদা ।
 গুণী মা-বাবরে যেই, পোছাউনে দুগ দিবাক,
 ভারী ডাঙর পাপ অয় তারার, মল্লে দুগত পুরিবাক ।
 বড় গাজত তলে যেদুক্যে গুরি, চিগোন গাচ্ছন থান,
 ডাঙর ওই ন পারিনেই, ঠেদা গুরি মুরি যান ।
 ঠিক সেধুক্যে যেই পোউনে, মা-বাবর হধা ন ধরন,
 মা-বাবে জুনি গম শিক্ষা দিলে, ঠাদাক ঠাদাক গড়ন ।
 সেই পোউনে অদে পদে, এহাল-উহাল যেবাক,
 মা-বাবরে দুগ দিনেই, হন পোই ভালেদ ন অবাক ।
 মা-বাবর গুণর হধা হলে, হোই বোরে ন এজে,
 জ্ঞানর চোগেদি ন দিগিলে, চাম চোগেদি ন দেগে ।
 মা-বাব ইধু পোছাউনে, ঋণী গুরি থান,
 জ্ঞানী পোয়াছাই ইয়েন বুঝি, মা-বাবরে পালান ।
 মা-বাব পালানার পুণ্য ফলে, স্বর্গ রেজ্য পাই,
 স্বর্গ সুক্কান পেবার চেলে, মা-বাব পাল সেনত্যাই ।
 মা-বাবপুন আমার পথম গুরু, শিক্ষা দিনেই পালেয়ন,
 দেব-ব্রহ্মা দুক্যে তাঁরা, বুদ্ধ দাগি ছইয়ন ।
 মা-বাবর গুণর হধা ভাবি, জ্ঞানী পোছাই সংসারত,
 মা-বাবরে শ্রদ্ধা গড়ন, অমঅদ জীবনত ।
 মা-বাবরে দোলে পাল, দুগ ন দিবা হনদিন,
 সেবা পূজা গুরিনেই বেগে, পুণ্য হাম চিরদিন ।
 সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ২৩/১২/২০০৮ইং, স্থান- রত্নাকুর বনবিহার, নানিয়ারচর ।

গমহাম গুরিবং

জন্মভূন ধুরি পরাণ বলায়, মরণর হায় যাদন,
 চিদে সজ্জা নেই মানেয়র, বাক্ বাক্ আজি দেদন !
 ইচ্ছে নয় হিল্যে আমি, হামাক্কায় মুরি পেবং,

ভাবি চ দোলে লগে গুরি, যেবার সলাদ হি নিবং?
 হয়জনে পা জ্ঞান গুরি, ইয়ান ভাবি চাদন,
 উজ আড়া ওনেই বানা, সংসার হাদেই যাদন।
 হনে হি কর্ম গরের, হন ইজেব নেই,
 পাপ-অহজল হামানি গল্লে, হুধু যেবা চেই?
 চেই যেবার হন জাগা, নেই এই পিখিমিত,
 ইয়ান ডোরেনেই পাপ্পানরে, জাগা ন দিবা মনানিত।
 বুদ্ধ হুইয়ে পাপকর্ম গল্লে, পানিত ওক বা আগাজত,
 ছারিবার নেই গাদ ভিদিরে, থেলেও লুগেই পর্বদত।
 হারাপ হামানি গল্লে মালেন, দুগত ফেলায় নিজরে,
 সেই অহজল পাপ্পানে, দুগ দে আর অণ্ড্যরে।
 গমহাম গল্লে এহাল-উহাল, নিজরে সুগত নেযায়,
 জন্মে জন্মে ম-ওই যায়, চেরান দুগ অপায়।
 গমহাম গুরি যেবং আমি, জীংহানিত বেক্কুনে,
 ন এজে পারা হন হালে, আমা ইধু দুক্কানি।
 ইক্কে আমার মুরোত পুরি, ভাবি চা পুরিব,
 হনহাম্ গল্লে সুগ আ হনহাম গল্লে দুগ দিব।
 আমি বেগে দুক্কানরে, পেবার হিয়েই ন চেই,
 তুও জীংহানিত নানান দুগ, আমি লাগত পেই।
 বুদ্ধ হুইয়ে জ্ঞান থেলে, ভেই-লো পারে গম বজং,
 অজ্ঞান অলে ন পারে, অজ্ঞানীয়ে দুগত পড়ন।
 অজ্ঞান মাঞ্য জ্ঞানানরে, দোলে চিনি ন পারন,
 গম পথান বাদদি তারা, সিত্যেই হু-পদেদি যান।
 হান্ মাঞ্য যেন ন দেগে, চোগকুন হান হিনেই,
 ঠেঙান হক্কে গাদত পড়ে, হারাপ পদে যেনেই।
 গম-বজঙে যার নেই, ধর্ম জ্ঞানর চোগ,
 সিবেরে হয় অজ্ঞান, মূর্খ, যেম্মা শিক্ষিত অবওক।
 যাতুন আগে ধর্মজ্ঞান, তারে হয়দ্যে জ্ঞানী,
 পাপ-পুণ্য হারে হয়, বুঝি পারে তে বেক্কানি।
 আমিও অবং জ্ঞানী ধার্মিক, বুদ্ধর হধা ধগে,
 পাপ ন গুরি, পুণ্য মনান, রাগেবং লগেলগে।

মরণান এলে এযোক আমার, জ্ঞান পুণ্যলোই থেবং,
 মন্তে সলাদ ন ডোরেই পারা, শীল পালেই যেবং।
 মরণান এলে থেই ন পাই, সেদাম বাজেই চলেও,
 মাফ ন দিব নেযেবগোই, পিখিমিয়ান দিলেও।
 মরণানে ছাড়ি দিদ নয়, যারে এব হজা,
 চিগন-ডাঙর, গুরো-বুড়ো, মনে হলে ওক রাজা।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ১৫-১২-২০১২ইং, স্থান-রাজবন ভাবনা কেন্দ্র, কাটাছড়ি।

ভাবি চ দোলে

জ্ঞানী ধার্মিক মানেইলক, শুন এক্কান হধা,
 দুগে দুগে গুরিনেই আমা, জীংহানিয়ান যার গদা।
 আগ জনমর পাপ্পানিয়ে, ইক্কে দুগ দেব আমারে,
 নিজর কর্ম ভুগি পের বেগে, দুজ দিবং আমি হারে।
 পাপ কর্ম নিজরে দুগ দে, ন বুঝি আমি আগ জেন্নে,
 হোই ন পারি হদক পাপ গুজ্যে, ন বুঝিনেই অজ্ঞানে।
 এই হালে সেই পাবর ফলান, আমি ভুগি পের,
 দুগ ন পেই পা আর হনদিন, পুণ্য হামেই যের।
 মন দিনেই গুরিবং এবার, যেক্কানি আগে পুণ্যহাম,
 পরাণ বলাউন সুগী ওদোক, অবং উনজুর দয়াবান।
 দয়া গুরিবং, ন মারিবং, হন পরাণ বলারে,
 নিজ পরাণানর ধক গুরিনেই, ভাবিবং আমি তারারে।
 এহাল-উহাল সুগর পথান, কুশল হামে হাজেবং,
 ধর্ম পুণ্য পদে আদি, চিন্তবো রক্ষা গুরিবং।
 আস্তে গুরি বুড়ো হালানে, মরণ মুক্যে নেযার,
 নানান রোগ ব্যাধিয়ে ধুরি, আর দ- নয় হবার !
 গরু চরাগুয়ায় গরুরে যেন, পিচ্ছেন্নিত্তুন বাড়িদিদি-
 জোগে নেযান বড় মাদত, চরেবাত্যেই পদেদি।
 পীড়ে আ বুড়ো হালানে, ঠিক সেধুক্যে গুরি,
 মরণ মুক্যে নেযা ধুজ্যে, ভাবি চ দোলে মুরত পুড়ি।

মরণের পর দুগ ন পেই পারা, জ্ঞান্দেই অবং উজ,
জ্ঞান সত্য পুণ্যলোই, নির্বাণ মুক্য বাড়েবং হুজ।

সাধু! সাধু! সাধু!

তাং: ৩০-১২-২০১২ইং, স্থান-রাজবন ভাবনা কেন্দ্র, কাটাছড়ি।

ধুপধুপ্যা পথ

জয় ওক বুদ্ধর শাসন, জয় ওক বনভাস্তের শাসন,
বেগভূন আগে ইচ্যা মুই, এই বরান মাগং।
দশ বজর ভিদি যেনেই, তুমি স্থবির অলা,
নেই তোমার আমা সাঞ্যা, সংসার দুগর জ্বালা।
আগ তুমি হদ সুগে, হন চিদে নেই গুরি,
গাবুর হালে ভিক্ষু ওনেই, সংসার মেইয়া বান ছাড়ি।
আমি আগি বানা বাঞ্যা, সংসার জ্বালত বাঝি,
উদ নেইয়া দুগ পের সিত্যেই, তুও আমি ন বুঝি।
দুগরে আমি সুগ ভাবিনেই, দুগত পুরি যের,
নানান বাবুত্যা পরাধরা, উদ নেইয়া পের।
দি আজার বার সালত তুমি, দশ বজর পারোনেই,
স্থবির অলা পরম গুরু, বনভাস্তের শিষ্য ওনেই।
বেগ পরাণ বলার সুগল্লাই, বজরর পর বজর ধুরি,
শীল সমাধি পালেই যর, বেগে তুমি নিয়ালছি গুরি।
সহ্য গুরি যর নানান হষ্ট, মনানরে গুরিনেই শক্ত,
তোমার ধুবধুপ্যা সেই পথ ধুরি, আমারও য়েবার উইয়ে অক্ত।
আমারে তুমি জ্ঞান দান দিনেই, সত্যধর্ম পদে নেয,
অবুঝ মানেই ন বুঝি আমি, পাপ দুগভূন বাজ।
চারি আর্যসত্যয়ান আমি, বুঝি পারি পারা,
হনহালে এই পুণ্যর ফলে, দুগত যেন ন য়েই গারা।
জীংহানি হাদেই যর তুমি, বনভাস্তের শাসনত,
লোভ দ্বেষ মোহ হয় গুরিনেই, য়েবাতেই নির্বাণত।
সিত্যেই তোমারে লভিয়ত গুরি, শ্রদ্ধা গুরিনেই,
সুগ পেবার আঝায় দুগভূন ঝাদি, সরান পেবাতেই।

বনভাস্তে এল আমার, এই হালর ভগবান,
 মুরোত পুরি ভাবি চলে, আমি হন্তমান ভাগ্যবান ।
 শ্রদ্ধেয় বনভাস্তে হৃদ-
 ভিক্ষু অনা দুর্লভ ভারী, ওই ন পারে হাড়া,
 সাত রাজার ধন পিয়ে পারা অয়, প্রব্রজ্যা লন যারা ।
 ভাস্তে দাগিও উইয়োন বেগে, সাত রাজার ধনে-ধনী,
 যারা শ্রদ্ধা গুরি ভিক্ষু উইয়োন, বনভাস্তের দেশনা শুনি ।
 আগেদি বুড়ো-বুড়ি আমলত, চাঙমা ভিক্ষু ন এলাক,
 বনভাস্তের দেশনালোই, এবার নুও গুরি জাগিলাক ।
 বুদ্ধ ধর্ম ত্যাগর ধর্ম, বনভাস্তে বুঝেই দিল,
 চাঙমা-মার্মা-বডুয়াতুন, ভালুকো শিষ্য বানেল ।
 বনভাস্তের হৃদা শুনি, ত্যাগ ধর্ম পালাদন,
 ক্ষমা মৈত্রী অহিংসালোই, নির্বাণ পদে আদদন ।
 ভাস্তে দাগিরে পূজিনেই আমার, দুগ দরব হাদি যোক,
 আপদ-বিপদ হনহালে, আমা ইধু ন এযোক ।
 সুগী ওদোক বেগ প্রাণীউন, আমা পুণ্যর ফলে,
 মুক্ত ওদোক দুগ ন পাদোক, জীংহানিত হনহালে ।
 সাধু! সাধু! সাধু!
 তাং: ২০শে মার্চ ২০১৩ইং, স্থান-মৈত্রীবন বিহার, চট্টগ্রাম ।

হিত্যেই মধু পূর্ণিমা হন ?

বেগ আগে মুই বুদ্ধ ধর্ম সংঘ আ শ্রদ্ধেয় বনভাস্তেরে,
 জু জু গুরি বন্দনা জানাঙর আর শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু সংঘরে ।
 ইচ্যা আমার দোল শুভদিন, ভা-দ মাজর পূর্ণিমা,
 বুদ্ধ আমলত হি-ওই যিয়ে, সিয়ানি মনত তুলনা ।
 হিত্যেই ভা-দ মাজর পূর্ণিমারে, মধু পূর্ণিমা হন,
 শুনি থাগ আমল দিনেই, শ্রদ্ধাবান দায়ক-দায়িকাগণ ।
 পারিলেয়া বন নাঙে একান, এল বুদ্ধ আমলত,
 সুগে খেবাতেই গায় গায় বুদ্ধ, যিয়ে সেই ঝারত ।
 গায় গুরিনেই সেই ঝারানত, থেদ একো য়েদো রাজা,
 বুদ্ধরে সেই য়েদো রাজাবো, পত্তিদিন গন্ত সেবা-পূজা ।

আশুন জ্বালি শরদান্দেই, দেভাত্তন পানি আনিনেই,
 বুদ্ধরে গরম পানি গুরিদিদ, য়েদো রাজায় হুজি ওনেই ।
 সেধুক্যেন গুরি পত্তিদিন তে, বুদ্ধরে সেবা-পূজা গুরিদিদ,
 কুশল মনে বুদ্ধরে পূজিনেই, পুণ্য পারামী পুরে-দ ।
 সেই পারিলেয়্য বনত আর, ইক্কো বানর রাজা এল,
 তে ভগবান বুদ্ধরে য়েদো রাজায়, সেবা গত্তে দেল ।
 তাভুনো ভারি গুরি মনে হর, বুদ্ধরে পূজা গুরিবার,
 কিস্ত হিঙুরি পূজা গুরিব, হ-ন উদিজ তে ন পার ।
 ভাবতে ভাবতে পরেদি তে, মু-বা এক্কান দিগিল,
 হুজি মনে মধু আনি, বুদ্ধরে দান দিনেই পূজিল ।
 ভগবান বুদ্ধরে সেই মধুয়ান, দিগিল য়েক্কে হাদে,
 হুজিয়ে সেক্কে বানরর মনান, নাজের যদবদে ।
 বানর রাজার ভক্তি শ্রদ্ধা আ মধুদানান দিগিনেই,
 গদা ঝারান গুজুরি উত্তে, সাধু সাধুবাদ দিনেই ।
 বুদ্ধরে য়েদিন বানর রাজায়, গুজ্জ্য মধুদান,
 সেদিন এল ভা-দ মাজর, দোল পুনং চান ।
 সেনতোই এই ভা-দ মাজর পূর্ণিমারে, মধু পূর্ণিমা হন,
 আমিও মধু আনি দান গুরিবং, হুজি গুরিনেই মন ।
 বানর রাজায় য়েধুক্যেন গুরি, পূজা গুজ্জ্য বুদ্ধরে,
 আমিও পূজিবং মধুদানদি, বুদ্ধর ভিক্ষু সংঘরে ।
 ভগবান বুদ্ধ মধুয়ান হাদে, বানর রাজা দিগিনেই,
 অমঅদ হুজি উইয়ে তে, পুণ্য পিয়োং ভাবিনেই ।
 বানর রাজা সান্যেন গুরি, আমিও হুজি অবং,
 হুজি মনে পুণ্য হামানি, জীংহানিমায় গুরি য়েবং ।
 মনত রাগেবং ভাদমাজর পূর্ণিমারে, হন হিতেই মধুপূর্ণিমা,
 এই দোল হেনত হুজি আনি মনত, পুণ্যয়ানি গুরি যানা ।
 ভরন্দি চাঁনান পূর্ণিমা ওনেই, পুতপুত্যা অয় য়েধুক্যা,
 জ্ঞান-পুণ্যলোই আমিও মনান, গুরি পারি যেন ঝুক্ঝুক্যা ।
 পূর্ণিমা চাঁনান গম লাগেগোই, বাজিলে জুন্ পহরান,
 জ্ঞানর পহরে আকার দুগত্তুন, আমিও যেন পেই সরান ।
 এচ্যা আমি এই বরান মাগির, মধুপূর্ণিমা দিনত,

জ্ঞান-সত্যর মিধে রস্‌সানি, এযোক আমা মনত ।
 জ্ঞান-সত্যর মিধে রজে, পেদং নির্বাণ সোত্তান,
 জনম-মরণর তিধা দুক্কানি, ফেলেইদি পাত্তং বেঙ্কান ।
 সাধু! সাধ! সাধু!
 ১৯/০৮/২০১৫ইং, লুম্বিনী বন বিহার, হরিণা ।

দুঃখ সত্যর হধা

বুদ্ধজ্ঞানে ছবোনরে, দুগর আর্যসত্য হোইয়ে,
 জানি লনা বুদ্ধর হধা, সে তত্ত্ব তে জানে যেইয়ে ।
 জন্ম ললে পিথিমিত, দুক্ক হোইয়ে তারে,
 আ দুগ হোই বুঝেয়ে, গদা বুড়ো হালানরে ।
 দুগর সত্য অল, পীড়া রোগ ব্যাধি অলে,
 সিয়ানরে দুগ হোইয়ে, আ যদি মুরি গেলে ।
 হিয়া মনত দুক্ক অয়, হোচপেলে চিৎ পুরিলে,
 বিজ দিক্যা মানুচ্ছোই দুগ, এগত্তরে থেলে ।
 পেবার, অভার আব্বাগানি, মনে পুরেই ন পারে,
 ভারী দুগ অয় যা মনানত, এই চিদিনি ধরে ।
 পাঁচ বাবুত্যা উপাদান দুগ, ইয়ানিরে হয়,
 সুগ থোগেলে ইয়ানিলোই, তার খুব দুগ অয় ।
 এই পিথিমিত ছবোনরে, জন্ম দুগ হয়,
 সে দুক্কান গমে দোলে, জানা পুরিব নিশ্চয় ।
 পরাণ বলা আ মানুস্‌সুন, সোমান্দি মা পেদত,
 নিগিলন্দি নুও গুরি, এই ভব সংসারত ।
 আত্‌ ঠেঙ নাগ্‌ হান্‌, চোগ লোই বেঙ্কানি,
 দেগা দোন্দি পিথিমিত, এযন নুও জীংহানি ।
 বুদ্ধ হোইয়ে তা হধান্দি, ইয়ান জন্ম দুগ,
 এই পিথিমিত ঘুরি ফিরি, পায় ডাঙর দুগ ।
 জন্ম অলে ভবর ছলোত, বুড়া ওই যে পায়,
 চুল পাগে আ দাঁদ ভাঙে, চাম চিদা ওই যায় ।
 চুলি ফিরি পারা ন যায়, হিয়ান গিরগিরায,

মনে হলেও লুদি ছাড়া, বেড়ে ন পারে যিন্দি পায় ।
 বুড়ো হাল হয় ইয়ানরে, অয় জরা দুগ,
 জ্ঞানে চেলে এই সংসারত, জন্ম অলে ন পায় সুগ ।
 পুরোণ অলে বেগ জিনিস, একদিন ভাঙি যায়,
 বুড়ো মানৈয়ো সংসারত, সে ধুক্যে থেই ন পায় ।
 মরণ দুগ সিয়ান হয়, জীংহানিয়ান থুম অলে,
 হন চিহ্ন ন থায় আর, সিউনর বেগ লুগেলে ।
 ইয়ানরে হয় মরণা দুগ, ভারী ডাঙর দুগ পায়,
 মরণ ডোরেলে ন জন্মান, সিউনর জ্ঞান অনায় ।
 আওজোর ইত্তো-হুদুম, আদিক্যা গুরি মুরি যান,
 হানি হানি বিলাপ গুরি, মনত দুগে বুক চাবারান ।
 জীংহানিত দুগ পান হদক, ভাঙি হবার নয়,
 ইয়ানরে বুদ্ধর হধায়, শোক বিলাপ দুগ হয় ।
 গুজুরিনেই হানন তারা, গেলে হোচপিয়াউন মুরি,
 ভাত পানি হেই ন পারন, ডাঙর দুগ ভোগ গুরি ।
 সিউনে ঘুম যেই ন পারান, হদ জ্বালা পরাপান,
 হোচপিয়াউন আড়েনেই, ছোতপুট্যা ওই বেড়ান ।
 পুরিদেবন দুক্ক ইয়ান, বুদ্ধ হোইদি যিয়ে,
 এই হধা হোই হদ মানুষ, নির্বাণত নেযেইয়ে ।
 গম ন লাগে সুগ ন লাগে, হিয়ানত যা অয়,
 সোই ন পারে এই হিয়ানে, বেক্কানিরে দুগ হয় ।
 হারাপ লাগে সোই ন পারে, আমনর মন চিন্তত,
 অশান্তিয়ে সুগ ন পায়, দুক্ক লাগে মনত ।
 দৌর্মনস্য মনর দুগ, এই দুক্কানর নাঙান,
 হোই যিয়ে এই হধানি, বুদ্ধ ভগবান ।
 ধন সম্পত্তি আড়়েলে, হন মানুষ জনে,
 ধনর লোভে সে মানজ্যে, দুগ পান মনে মনে ।
 যিউনে আড়ান হোই পারন, হি দুগ সিয়ান,
 বুদ্ধ হোইয়ে উপায়াস, এই দুক্কানর নাঙান ।
 আমনর হায় হুরে এলে, হোচ ন পিয়া মানুষ,
 হুদুম নয় হুদুম হোলেই, পান যিউনে হোচ ।

অভালেদি দুগত ফেলান, সেই মানুষসুনে,
 এই জীংহানিত হষ্ট লাগান, ভারী দুগ দিনেই ।
 চোগে দোল ন দেলেয়ো, সিবেরে লোই পায়,
 গম ন লাক্যা বজৎ-রঅ, হানেদি শুনি পায় ।
 হেই ন পাজ্যা বাচ্ছানি, নাগেদি চুমি পায়,
 সুয়াত ন পেলেয়ো জিলানে, সিয়ান হেই পায় ।
 গম ন লাগিলেও, হিয়ানত বাজেগি তে,
 মনত দুগ লাগিলেও, সেই চিদেনি উদেদে ।
 মনে ন হোইয়ে পান, বেগে এই ধগে,
 ছিনি লঅ বেগ দুক্কানি, বুঝি লঅ বেগে ।
 দুগ লাগে হোচপিয়ালোই, ফারক ওই পেলে,
 আ দুগ হোচপিয়ারে, দ্বি চোগে ন দেলে ।
 যিয়ান চোগে দোল দেগে, সিয়ান তে ন পায়,
 হান্ সুগ পিয়া রউন, দ্বি হানেদি শুনি ন পায় ।
 চুমি ন পান নাক্কুনে, সুদ্যাবাচ, তুম্বাস্‌সান,
 সুয়াত পেইয়্যা হেবারানি, হেই ন পায়দ্যে জিলান ।
 যা হিয়ানত বাজিলে সুগ লাগে, ন পায় সিবারে,
 শান্তি সুগে থেবার চিদ্যে, মনে গুরি ন পারে ।
 ফারক অলে দুগ পায়, মা-বাব, ভেই-বন্ধুলোই,
 হোচ পেইয়্যা ভালেদ চেইয়্যা, জ্ঞাতি হুদুম সমাজ্যালোই ।
 যিবারে গম লাগে সিবালোই, লাগ পায়ি ন অয়,
 হোচপিয়াউন আড়েইয়্যা দুগ, ইয়ানিরে হয় ।
 যিয়ান মনে পেবার চাই, সিয়ান তে ন পায়,
 ভাবি চেলে হুৎ গমে, দুগর থুম দেগা ন যায় ।
 গম ন লাগে যিয়ানরে, সিয়ানরে বেজ পাই,
 মনে ন হোইয়্যা দুগরে, এই ধগে পা যায় ।
 পরাণ বলায় জন্মলোই, ইচ্ছা গরন মনত,
 আহাঃ মুই জন্ম ন ওদুৎ, নুও গুরি সংসারত ।
 ম-ইধু হন দিন আর, জন্ময়ান ন এযোক,
 সংসারত পুংন জন্ম, দুগে মরে ছাড়ি যোক ।
 এধুক্যা ইচ্ছা গরন, বেজ ভাগেই মনত,

মার্গ বাদে সেই ইচ্ছানি, ন পুরায় জীবনত ।
 থোগেলেয়ো ন পেইয়্যা দুগ, ইয়ানিরে হয়,
 বুদ্ধ দোলে দি-যিয়েগোই, দুগর পরিচয় ।
 বুড়ো দুগ পেইয়্যা মাএণ্ড, গরন এই ইচ্ছা,
 আহ্ মুই বুড়ো ন ওদুং, বুড়ো হালান তুচ্ছ্যা ।
 পিথিমিত জন্ম অলে, বুড়ো ওই ন যেদুং,
 মানেই জন্মত বুড়ো দুগ, হন হালে ন পেদুং ।
 মাএণ্ডার মনত এই ইচ্ছানি, যদিও বা গরন,
 মার্গফল ওই ন পাল্লো, এই দুক্কানি ন ছাড়ন ।
 মনর আঝা ন পুরেইয়্যা, এই দুগরে হয়,
 পিথিমিত জন্ম অলে, বুড়ো দুগ ছাড়িবার নয় ।
 পীড়ে পুজ্যা মাএণ্ড হানন, মনত বিলাপ গুরি,
 উঃ হি দুগ ম পীড়ানে, ঝাদি যোকোই ছাড়ি ।
 হন দিন আর লাগ ন পেদুং, এজাএণ্ডা পীড়ে দুগ,
 পীড়ায় মরে ন ধুরিদ, পেদুং আমিজে সুগ ।
 মনানত এই আঝানি, পুরণ গুরি ন পারে,
 হিয়ালোই জন্ম অলে, পীড়া দুগে ন ছাড়ে ।
 বেগে ডোরান মরণ দুগ, মনে ন হয় মুরিবার,
 মনে হয়দ্যে ন মুরিনেই, জনম্মো বাজি থোবার ।
 এই জীংহানিত মরণ দুগ, মুই লাগ ন পেদুং,
 ম-ইধু ন এদ মরণান, মুই অমর ওই থেদুং ।
 এই আঝানি মনে মনে, বেক্কুনে গরন,
 মার্গ লাভ ন গুরিলে, হিয়ে ছাড়ি ন পারন ।
 থোগেলেয়ো ন পানা দুগ, ইয়ানিরে হয়,
 দুগ ন পুরায় হারতুন, ন অলে তৃষ্ণা হয় ।
 মনর দুগ অশান্তি, হিয়োজনে ভোগ গরন,
 দৌর্মনস্য উপায়াস হয়, শোক পরিদেবন ।
 এই দুক্কানি ভোগ গুরি পান, বেগ মানুষসুনে,
 চোরোত গুরি এই দুক্কানি, ছাড়িদ চাই মনে ।
 মনে হলেয়ো ন ছাড়ে, ভাবনা বাদে ন যায়,
 মানেই জন্মত বারে বার, এই দুক্কানি পায় ।

পাঁচ স্কন্ধ উপাদান দুগ, উজু গুরি হয় হারে,
 দায়াল বুদ্ধ হোইদি যেইয়ে, বেগ মানেইয়্যে।
 জিনিসরে হয় উপাদান, রূপস্কন্ধ ভারী দুগ,
 পীড়া পানা হোই পারানা, বেদনা সংজ্ঞাদ নেই সুগ।
 মন চিন্তর কাম সংস্কার, জ্ঞান বুদ্ধি বিজ্ঞানত,
 পাঁচ বাবদর স্কন্ধ দুগ, সুগ নেই উপাদানত।
 ইয়ানি মুই মর হোই, হিয়ে থেলে মনত গুরি,
 দুগর ভুদিলোই থানা অয়, হলে উজু গুরি।
 পরাণ আগে মর আত্মা আগে, বাজি আগং মুই,
 দুগর আর্যসত্য অয়, থেলে এই ধারণালোই।
 দুগ হি জানি লবা, এই হধালোই বেগে,
 ইয়ানি বেগ ছয়া অল, বুদ্ধ হধা ধগে ধগে।

সাপু! সাপু! সাপু!

বিদ্রঃ এই ‘দুগ্ধ সত্যর হধা’ কবিতাটি পরম শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার ভাস্তের চাকমা ভাষায় রচিত মহাসতিপট্টান সূত্র থেকে এখানে সংযোগ করেছি।

শ্রদ্ধাজলি

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স (৩)

বেগ আগে মুই জু জানাং ভগবান বুদ্ধরে,

আর মুই জু জানাঙর পরম পূজ্য বনভাস্তে।

আ আমা হুজুলি থুরি ন পারি আমারে দয়া গুরি, রাজবন বিহারতুন এচ্যা
 পরম পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ শ্রদ্ধেয় বনভাস্তের শিষ্য সংঘউনর মধ্যে বেগতুন ডাঙর
 শিষ্য শ্রদ্ধেয় শ্রীমং প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির ভাস্তে দাগি সুমুত্ত আমা এই পুণ্য
 অনুষ্ঠান মধুবুত যিদুক্কন ভাস্তে ইচ্যন তারারেও মুই বেগ উপাসক-
 উপাসিকাউনো পক্ষতুন মন ভিদিরেতুন নেগেরেয়ে গভীর শ্রদ্ধালোই দ্বি-আত
 জুর গুরি জু-জানাঙর। চাদিগাং চাগালার বরগাং পারত, পুণ্য জাগা বৌদ্ধ
 বিহারত, উপাসিকা পরিষদর এজালে আ তিন পার্বত্য চাগালাতুন এচ্যা ধর্ম
 পরাএগ্যা দায়ক-দায়িকাউনে একযোদা ওনেই, পত্তি বজর ফেব্রুয়ারি মাঝর

২১ তারিগত বুদ্ধমূর্তি দান, সংঘদান, অষ্টপরিস্কারদান আ নানান বারুতো দান জিনিসসানি যুদ্ধল গুরিনেই এহাল-উহাল সুগ পেবার আব্বালোই আমি শ্রদেয় ভাস্তে দাগির হায় দান গুরি। এবারও সেধুক্যে গুরি আমা পুণ্য হামান যায়যুদ্ধল গুরিনেই শ্রদেয় ভাস্তে দাগিদু বর মাগানার হধালোই লেগা উয়ে এহি গভীর

শ্রদ্ধাজলিয়ান

ও শ্রদেয় পূজনীয় ভাস্তেদাগি!

পরম শ্রদেয় বনভাস্তে! আমা বুদ্ধ ধর্মর চাঙমা জাদত জন্ম ওনেই আমি ভারী ভাগ্যবান উয়েই তাঁর পবিত্র শাসনান পেনেই। নুওবেল আগাজত উদে পারা গুরি, শ্রদেয় বনভাস্তে জন্মেনেই আজল বুদ্ধধর্মর ছদক্কান ফদাংথাং গুরি চেরোপালা ছিদিদিনেই দোলে ভাঙি বুঝেইদে আমারে। শ্রদেয় বনভাস্তে জুনি ন অদ হান মানেই ধক গুরি হাদেই পেলডুন আমা গদা জীংহানিয়ান অজ্ঞানে পাবহাম গুরি গুরি। ভাস্তের জ্ঞানর ছদগত পুরিনেই ইচ্যা আমি দুগতুন মুক্ত অবাত্যেই বিলি কর্মফলরে বিশ্বাস গুরিনেই যা সেদামে ছলাই শ্রদ্ধাচিভে পুণ্যহামত মুজি থেনেই নানান বারুতো কুশল কর্মলোই সুগর পথান থোগের।

শ্রদেয় বনভাস্তে দ আর আমা ইধু নেই, যিয়েগোই তে বেগ দুগরে ছাড়ি পরম সুগ নির্বাণত। রাগে যিয়ে তাঁর অতালেয়ে জ্ঞানর শিক্ষা-উপদেশ-সুশাসন আ শীলবান পূজনীয় শ্রদেয় ভাস্তে দাগিরে। শ্রদেয় বনভাস্তের জ্ঞানর শিক্ষানি আমারে শিক্ষা দিবাত্যেই বিলি এই পুণ্য হলাবুত পথম আজিল উইওন্দি শ্রদেয় প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির ভাস্তে দাগি। সেনতেই আমি ভাস্তে দাগির ঠেঙত পুড়ি জু-জানেনেই অতালেয়ে কৃতজ্ঞতা জানের।

ও আমা মুক্তির পথ দেগেয়ে ভাস্তে দাগি !

আমা রনদুক্যা হামেয়ে টেঙা-পয়জ্যালোই আমি যেই দান-পুণ্যয়ানি গুরির। এই পুণ্যর ফলে হনহালে যেন আপদ-বিপত্তানি আমাইধু ন এয়ে, আমার পরিহানি ন অয়, তলেদি ন পুড়ি হনহালে, পুণ্য পয়দ্যেত হুজ বাড়েনেই আমিজে উজুএগ্যা উদি পাঙং, জ্ঞান, পুণ্য আ সত্যলোই। ন য়েদং আমি পুণ্যর ফলে জন্মে জন্মে চারি অপায় দুগত। নির্বাণ ন যেই সং যেন গম-পুণ্যহামত মুজি থেনেই সুগর পথান আমিজে আমার মেঘ নেয়ে বেল ছদগর

সান ফদাংথাং গুরি থাই পারা। ভগবান বুদ্ধ সিধু আ পরম পূজ্য শ্রদ্ধেয় বনভাস্তের হয় এবং পূজনীয় শ্রদ্ধেয় ভাস্তে দাগিদু ভারী আওজে হুজি মনে এচ্যা আমি এই বরান মাগির। আগাজত মেঘ উদিলে বুয়ার এজানার লগেলগে যেধুক্যে গুরি মেঘকানি হাদি যেনেই আগাজসান দোল রঙে সাজি উদে, আমা মনানও মেঘ নেয়ে আগাজ সাএগ্যা গুরি অজ্ঞান আন্দারানি মনভিদিরেতুন হাদি যেনেই জ্ঞানর পহরে ফুদি উদোক আমা এই পুণ্য শক্তির বলে।

বেগ শেষে শ্রদ্ধেয় ভাস্তে দাগিদু আমি হেমা মাগির, আমা অজ্ঞান আ মনে ন হুইয়ে ভুলর হারণে জুনি হন এক্কানত তোমারে লভিয়ত গড়ানার পয়দ্যানে উন থেইগেলে সেনতোই ক্ষমা-মৈত্রী-দয়ালোই আমারে তোমা হুলত তুলিনেই হেমা গুরি দিবাল্লাই আওজে প্রার্থনা গুরির।

তুমি অলা ক্ষমা-মৈত্রী, দয়া বলে বলবান,
তোমা হুলত থেনেই আমি, ওইপারি যেন পুণ্যবান।
ধর্মহধা হোনেই তুমি, দয়া গড় আমারে,
শিগেই দিজহু হেনে আমি, শেজ গুরিবং দুগরে।
তোমা হধা দগে চলি, জীংহানিয়ান সাজেবং,
আশীর্বাদ গড় পুণ্য হামে, চারি অপায়ত ন যেদং।
এই বরান মাগিলং এচ্যা, এগন্তর উইয়্যা বেক্কুনে,
মিজে পদে, পাব মুক্যে, ন যোক আমা মনানে।
এচ্যা আমা এই পুণ্যর ফলে, বেগ পরাণ বলাউন,
সুগী ওদোক, মুক্ত ওদোক, সরান পাদোক দুগতুন।
সাধু! সাধু! সাধু!

জাগা-বড়গাং বৌদ্ধবিহার চাদিগাং।

তারিখ-২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ইংরেজী,
০৯ই ফাল্গুন ১৪১৯ বাংলা, ২৫৫৬ বুদ্ধাব্দ।

শ্রদ্ধাবনত

এগন্তর উইয়্যা

উপাসক-উপাসিকাউন

শ্রদ্ধাজলি

নমো তস্মৈ ভগবতো অরহতো সম্মাসম্মুদ্রস্মৈ (৩)

বেগ আগে জু জানাঙর ভগবান বুদ্ধরে, আর মুই জু জানাঙর শ্রদ্ধেয়
বনভাস্তেরে ।

আ আমা আওজোর ফাং লোনেই আমারে দয়া গুরি রাঙামাত্যা রাজবন
বিহারত্ন ইচ্যা শ্রদ্ধেয় বনভাস্তের শিষ্যউনর মধ্যে বেগত্ন ডাঙর শিষ্য পরম
শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির ভাস্তে দাগি সমত এই হরিণা লুম্বিনী বন
বিহারত দানোত্তম কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান মঞ্চবোত যিদুক্কন ভাস্তে ইচ্যোন
তারারেও মুই এগত্তর উইয়্যা ধর্ম-পর্যাপ্তা উপাসক-উপাসিকানোর তরবত্তন
মন-ভিদিরেত্তন নেগেরেয়ে অতালেয়ে শ্রদ্ধালোই জু-জানাঙর ।

ইচ্যা আমি হরিণা এলাকাত, বরগাঙর পারত, পুণ্য জাগা লুম্বিনী বন
বিহারত ৯ বারতোই দানোত্তম কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানর যায় যুদ্ধলানি
আওজ গুরি গুজ্যেই । আমা এই যায় যুদ্ধল গুজ্যা পুণ্য হামানত সজপদর
তুবানা উইয়ে, কঠিন চীবরদান, বুদ্ধমূর্তিদান, সংঘদান, অষ্টপরিস্কারদান আ
পিণ্ডদান সমত নানা বাবদর দানীয় সজপদর । আমার এহাল-উহাল সুগতোই
এই দানীয় সজপদরানি শ্রদ্ধেয় ভাস্তে দাগির মুজুত্ত দান গুরিনেই, বর
মাগানার হখালোই গজাঙর আমা এই গভীর

শ্রদ্ধাজলিয়ান

ও আমা পূজনীয় ভাস্তে দাগি!

তুমি অলাদে আন্দার রের জুলজুল্যা আগাজর তারা ধক, জুলি আগ রং
হাবর লোনেই ফুটফুটা গুরি বুদ্ধ শাসনত । তোমা হাম অলদে অজ্ঞান
আন্দারত জ্ঞানর বাত্তি ফদাংথাং গুরি জ্বালেই দেনা । অজ্ঞান হান মানেয়রে
ধুপধুপ্যা সং পথ দেগেই দেনা । আমি অলঙ্গে অবুঝ হান মানেই, ন দিগির
গম বজং পথানি আমি, ঢাগি আগে আমা মনানত অজ্ঞানর আন্দারানি ।
সেনতোই বিলি ইচ্যা আমি উদিজ ন পের হি হাম গুরির, হবর ন পের হন
পদেদি আদির! লোভ দ্বেষ মোহ আ হোচপানার মেইয়ে জাল্লোই মেইয়ে
ভরা সংসারত, লুদুপুদু ওনেই উদিজ ন পেইয়্যা গুরি আগি, অতালেয়ে দুগত
পুরি । পরম শ্রদ্ধেয় ভাস্তে দাগি! তুমি বেগে সেই মেইয়ে জাল ছাড়িনেই,
দুষ্ক মুক্তি নির্বাণর পথ ধুরিনেই, বড় ঘুগ্নি বরত দরমর পাক্সা বিন্দিত্ত হন
ডর নেই গুরি থাই পারা, আগ তুমি বুদ্ধ শাসনত শ্রদ্ধেয় বনভাস্তের সুযোগ্য

শিষ্য ওনেই। লোভ দেষ মোহ এই ঘুল্লি ঝরতুন ঝাদিমাদি ছড়ান পেবাত্যেই, জনম মরণ দুক্কানিতুন উদ্ধর অবাত্যেই, তুমি বেগে শীল সমাধি প্রজ্ঞারে মুজুঙত রাগেনেই সাংসাংএগ্যা দোল পদেদি আদর। আ আমারেও তুমি সেই মুজির পথানি দেগেইদি যর নিয়ালসি গুরি।

ও মুজির পথ দেগেয়া ভাস্তে দাগি !

ইচ্যা আমা হরিণা লুম্বিনী বন বিহারত দানোত্তম কঠিন চীবর দানত পরম শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার ভাস্তে সমত অনুত্তর পুণ্যর হেদ পুজনীয় ভাস্তে দাগিরে পেনেই, আমি হত্তমান হুজি উইয়ে সিয়ান হধাদি হোনেই হোই বোরে ন ইজির। সেনত্যেই আমি শ্রদ্ধেয় ভাস্তে দাগিরে মনর গভীর শ্রদ্ধালোই অতালেয়ে কৃতজ্ঞতা জানের।

ইচ্যা আমি বেকুনে হুজি মনে, পুণ্যমনা ওনেই দানোত্তম কঠিন চীবর দানানি শ্রদ্ধেয় ভাস্তে দাগিরে আওজে শ্রদ্ধাচিন্তে দান গুরিলং। পত্তি বজর ধুক্যা এই বজরো আমার যিদ্ধুর সেদামে হুলায় একযোদা ওনেই এই মহাপুণ্য হামান গুরির। আমা এই মহাকঠিন চীবর দানর মহাপুণ্য ফলে, জন্মে জন্মে হনহালে, আমি দুগত পুরি ন য়েদং। অজ্ঞান্দোই সংসারত দীক্যাউলো হেনেই হনহালে ন থেদং। চারি আর্য্যসত্য জ্ঞানর বলে বলবান অদং। শ্রদ্ধেয় বনভাস্তে ধুক্যেন সৎগুরু কল্যাণমিত্র লাগত পেদং। সৎগুরুর সৎ শিক্ষালোই সদ্ধর্মেরে দেদং, ফুটফুট্যা গুরি ধর্মজ্ঞানর চোগেদি।

বেল উদিলে পিথিমিয়ান যেয়াএগ্যা গুরি আন্দার হাদি যেনেই ফদাংথাং অয়, ইচ্যা এই পুণ্যর ফলে আমা অজ্ঞান মনানিতও চারি আর্য্যসত্য জ্ঞানর ছদক ফুদি উদিনেই, লোভ হিংসা অজ্ঞানর আন্দারানি আমা মন-ভিদিরেতুন নিগিলি যেনেই, বুদ্ধজ্ঞানর পহরে পহর অদং ফদাংথাং গুরি অনির্বাণকাল সং। তথাগত ভগবান বুদ্ধ ইধু আ শ্রদ্ধেয় বনভাস্তে ইধু এবং অনুত্তর পুজনীয় ভিক্ষুসংঘর হায়, অতালেয়ে গভীর শ্রদ্ধালোই নোনিয়া গুরি আওজে আমি এই বরান মাগির।

আমারে তুমি বর দিজ ভাস্তে, যেনে সুগে থেই,
এহাল-উহাল হনহালে, আমি যেন দুগ ন পেই।
দান শীল ভাবনালোই, থেই পারি যেন জনমান,
আশীর্বাদ গড় হনহালে, লাগ্ ন পেদং নরক্কান।

বেগ শেজে শ্রদ্ধেয় ভাস্তে দাগির হায় আমি হমা প্রার্থনা গুরির, শ্রদ্ধেয় ভাস্তে তোমারে লুবীয়ত গড়ানার পয়দ্যানে যদি মনে ন হুইয়া ভুল অপরাধ

গুরি খেলে, তোমা ঠেঙত পুড়িনেই আমি দ্বি আত জুরগুরি সেই ভুলানি হেমা মাগির। শ্রদ্ধেয় ভাস্তে দাগি! দয়া গুরিনেই আমারে তুমি হেমা গুরি দো। দিবারে, তিনবারেও আমি আমা সেই ভুলানি হেমা মাগির।

আমা এই পুণ্যর ফলে বেগ পরাণ বলাউন, সুগী ওদোক মুক্ত ওদোক বেগ দুগভুন।

সাপু! সাপু! সাপু!

তারিখ : ০২/১১/২০১৪ ইং, ২৫৫৮ বুদ্বাদ

শ্রদ্ধাবনত

জাগা : লুম্বিনী বন বিহার,

এগন্তর উইয়্যা

ছোট হরিণা, বরকল

উপাসক-উপাসিকাউন

সুগে থেজ মা

এই অনিত্য সংসারান অলদে নানাং হিজুলোই সাজেয়্যা, মেইয়্যা জ্বাল্লোই বেড়েয়্যা। এই পিথিয়ান ছাড়ি, ফেলে যা পরে ঘর-বাড়ি। বেগর অক্ত অলে যা পরে, হাররে ধুরি রাগেই ন পারে। মনে ন হয় মুরি যেবার, এই সংসারভুন ফারক অবার। তুঅ-দ যা পরে মুরি, ইয়ান বেগে হোই পারি। মনে হয়দ্যে পিথিমিত বাজি থেবার, মনে ন হয় ইন্তো-হুদুম ফেলে যেবার। মনে ন হলেও যা পরে ছাড়ি, মামায়ো ঠিক সেধুক্যে গুরি, যিয়েগোই আমারে ফেলে অহালে মুরি। আমারে ফেলে যিয়্যা মামার পরহালতর সুগতেই ইচ্যা আমি বেব্বুনে মিলি পুণ্যদান গুরিদির। আমারে ফেলে যিয়্যা মামারে গুণর হধানি মনভিদিরেভুন ইদোত তুলিনেই কবিতা সুরে লেগা উইয়ে এই

শোকাঞ্জলিয়ান

মাগো! তর হোচপানা আদর, থেব আমা ইধু,
আমারে ফেলে যিয়েচ্ছোই মা, ইক্কে তুই হুধু?
তরে হদক রাগেবার চেলং, এই পিথিমিত মা,
রোগোভুন মুক্তি পেবাতেই, নেজেলং তরে চন্দ্রঘোনা।
তুও তরে রাগে ন পাল্লং, হেমা গুরিদিজ আমারে,
ইচ্যা এই বিদায় দিনত, জু-জানের মা তরে।
দশমাস দশদিন পেদত থেনেই, তরে হদক দুগদেই,
জন্ম দিনেই আদর যন্তনে, পালেয়্যাজ মৈত্রী দিনেই।

আমারে তুই জন্ম দিনেই, পিখিমিয়ান দেগেলে,
 এধক্যা ঝাদি আমারে ছাড়ি, পরলোগত গেলে?
 উইয়ে আমার বুক হালি মা, তর অহাল মরণে,
 দেগাদেগি আর হনদিন, ন অব তল্লোই জীবনে।
 আমারে তুই চিগোনো লক্কে, নহে নহে হাবেয়্যজ,
 দুগ পেলেও দুগ ন হোনেই, যন্তন গুরি পালেয়্যজ।
 আমি যেক্কে অবুঝ এলং, পেত পুরনায় হানিলে,
 সেক্কে তুই হরত তুলি, মৈত্রী চিভে দুধ দিদে।
 মিধে-মু গুরি মাদেদে তুই, পরাএগ্যা চিজি গুরি,
 ত-ডাগানার মিধে র-লোই, মনান যেদ ভুরি।
 এই পিখিমিত ত-সাএগ্যা মা, আর হনজন নেই,
 এধক্যা ঝাদি গেলেগোই, তুই আমারে ছাড়িনেই।
 আমারে জুনি ন দিগিলে, হুধু গেলং থোগেদে,
 আওল-পাওল ওনেই তুই, নোনিয়্যে গুরি ডাগিদে।
 ত-ডাগানার র-শুনি আমি, ত-হুত এদং হুজিয়ে,
 ইদোত উদে তর হধা মা, মনানত আমিজে।
 আমি আর ত-ধুক্যে মাগো, ন পেবং এই সংসারত,
 তরে আড়েনেই মনত দুগে, আগি বেক্কুন ঘরত।
 হদ আদর দয়েলোই তুই, আমারে ডাঙর গোরেয়্যজ,
 আমারে ফেলেই ইক্কে মাগো, তুই হুধু যিয়োজ।
 অহালে তুই মুরি গেলে মা, রোগ-ব্যাধিয়ে ধুরি,
 দুগ ন পাজ পা পরহালে, দির তরে পুণ্য গুরি।
 উত্তো-হুদুম বেগে মিলি, এগন্তর উইয়ে যারা,
 পুণ্যয়ান তরে দান গুরির মা, সুগী অজ পারা।
 পুণ্যদান দিনেইও আমি, ত-সিধু থেবং ঋণী,
 এই পিখিমিত মা তুই আমার, বেগন্তন বেজ দামী।
 উপকারী মা তুই আমার, আমা বেগর হোচপানা,
 বুগো দুধ হাবেই পালেই আএগ্যস, একমাত্র তুই বানা।
 ইচ্যে আমা পুণ্যয়ানি পেনেই, যে পারজ পারা স্বর্গত,
 বুদ্ধ ইধু বর মাগিদির, ন পরজ পারা নরগত।
 এই বর মাগি দিনেই তরে, আমি দান দিলং পুণ্য,

চারি অপায়ত ন যেনেই, অজ পারা ধন্য ।
 জনম জনম সুগে থেজ মা, ইয়েন আমার আঝা,
 দুগভ্নন মুক্ত ওনেই যেন, সুপ্লাজ নির্বাণ জাগা ।
 সাধু! সাধু! সাধু!

বিঃদ্র:- আমাদের গ্রামে এক উপাসিকার স্তন ক্যান্সারে অকাল মৃত্যু হলে তার
 সাপ্তাহিক ক্রিয়া উপলক্ষে লেখা এই শোকাঞ্জলি ।
 তারিখ-২৭/১২/২০০৮ইং, স্থান- রত্নাকুর বনবিহার, নানিয়ারচর ।

শোকাঞ্জলি

নমো তস্মৈ ভগবতো অরহতো সম্মাসম্মুদ্রস্মৈ (৩বার)
 বেগ আগে জু জানাং বুদ্ধ ধর্ম সংঘরে, আর মুই জু জানাঙর শ্রদ্ধেয়
 বনভাস্তেরে আ আমা এই পুণ্য অনুষ্ঠানানত এচ্যা পূজনীয় ভাস্তে দাগিরেও জু
 জানাঙর । এই অনিত্য সংসারান ছাড়ি, একদিন নয় একদিন যা পুরিব মুরি ।
 এই চিরসত্যয়ান আমি বেক্কুনে হবর পেনেও আমা মনানত হিজেনি হিত্যেই
 এদক উদ নেইয়্যা হোচপানা বাঝি থায় । সেই হোচপানাগান হাররে বুক
 ছিড়ি দেগেবার চেলেও দেগে ন পারে ।

আমা হোচপিয়া বাবায়ো আমারে ছাড়ি অহ্লত ফেলেনেই যিয়েগোই
 মুরি । রাগে যিয়ে বানা তার অতালেয়ে হোচপানা আমা পরান ঘর-ভিদিরে ।
 সেনতেই বাবারে ইদোত উদি আমা আবুঝ মনান এব সং ভীরুং ভীরুং গুরি
 হানি হানি উদে । ইচ্যা আমি মুরি যিয়ে বাবার পরহালর সুগর উদিজে এবং
 তার অতালেয়ে গুণানি স্মরণ গুরিনেই পুণ্য শ্রদ্ধেয় ভাস্তে দাগি মুজুঙত
 বুদ্ধমূর্তিদান, সংঘদান, অষ্টপরিস্কারদান..... সমত নানান বাবুতে দান
 গুরিদির । আমা এই পুণ্য অনুষ্ঠানানত আমারে অহ্লত ফেলে যিয়ে বাবারে
 চিত পুরনার হধালোই প্রার্থনা সুরে লেগা উইয়ে এই গভীর

শোকাঞ্জলিয়ান

দিন মাস বজর গুরি, ফুরেই যার আমা আয়ুয়ান,
 উদিজ ন পেই হন জনে, হক্কে এযে মরণান ।
 মেইয়ে ভরা এই সংসারান, কিন্তু বানা হাক্কন,

ফেলে যা ঝি পরা দ্যাতি, বেঙ্কানি অনিত্য লক্ষণ ।
 মেইয়ে ভরা মায়া জ্বাল্লোই, আগে এই সংসারান,
 বিএণ্ড পুত্রে হুও পানি ধক, আমা জীবনান ।
 হবর ন পিয়ে গুরি এয়ে, মরণান আমা ইধু ,
 অজ্ঞানে মোক পোছালোই, থেই আমি লুদুপুধু ।
 মনে ন হয় হন জনতুন, পিখিমি ছাড়ি যেবার,
 মরণান এলে হন জনর, সেদাম নেই বাজি থেবার ।
 বাবায়ো সেধুকো গুরি আমারে ছাড়ি, পরলোগত যিয়ে,
 ডাক্তরতুন দারু হাবেনেই, হদক বাজেবার চিয়ে ।
 অসহায় গুরি আমারে 'বা'তুই, হুধু ফেলেই গেলে,
 লেগা পড়া আমার এব, শেষ ন অয় দোলে ।
 তরে ছাড়া হেজান গুরি, ইক্কে আমি চলিবং,
 পরাণ ফেলেই বা বা গুরি, ইক্কে হারে ডাগিবং ।
 ফেলে যিয়োজ যেক্কে বাদো, আমারে তুই অহলত,
 আশীর্বাদ গুরিজ যিধু থেদে সাদ, দুগ ন পেই যেন জীবনত ।
 ত-ধুক্যন গম বাপ আমি, আর হন দিন ন পেরং,
 হানি হানি থোগেলেও আর, জীংহানিত তরে ন দেবং ।
 ইত্তো-হুদুম, মোক পোছাউন, ফেলে গেলে তুই ছাড়ি,
 মরণানে আমাতুন হিত্যেই, নিলগোই তরে হারি ।
 চোগো পানি এয়ে চোগোত, মনত এয়ে হানানা,
 হানিলেও আর ন পেরং তরে, পুণ্য ভাগদির বানা ।
 বাজি থাক্কে আমারে তুই, উপকার গুজ্যজ হদক,
 গম ভালেদি শিক্ষা দিনেই, আদিবার হুইওজ দোল পদত ।
 ও-বা ত-ঋণ আমি হনদিন, জীবনত শুঝি পান্তং নয়,
 হানাত তুলি জীংহানিত তরে, জুনিও লোই বেড়েদে অয় !
 চিগনতুন ধুরি আমারে তুই, আদর দিনেই পালেয়্যজ,
 জীংহানিত আমি সুগে থেবার, লেগা-পড়া শিগেয়্যজ ।
 পিখিমিয়ান দেগেয়্যজ তুই, জন্ম দিনেই আমারে,
 ব্যবসা গুরি দোলে পালেয়্যজ, দুগ ন হোনেই দুগরে ।
 স্মরণ গুরির ইচ্যা আমি, উদ ন পিয়ে ত গুণানি,
 জুনি হন দিন ভুল গুরি বা, হেমা গুরিদিজ বেঙ্কানি ।

পরাণ ফেলেই চেরেভা গুরি, রাগে ন পাল্লং তুও তরে,
 বুদ্ধর হধা সত্য ইজু, জন্ম অলে মরা পরে ।
 ডাক্তরভুন নানান দারু, তরে হদক হাবেলং,
 তুও তরে জীংহানিল্লাই, আমি বেগে আরেলং ।
 জীংহানিত তরে হন দিন, আর আমি ন দেবং,
 সীমা নেয়ে তর গুণানি, আমি মনত রাগেবং ।
 মা-বাব ছাড়া এই পিথিমিত, হন্না আগে সদর,
 পরাণ ফেলেই পোছাবারে, তাঁরা গড়ন আদর ।
 দয়া আদর হোচপানালোই, পোছাবারে পালান,
 নিজে ন হেনেই আওজ গুরি, পোছাবারে হাবান ।
 বাবায়ো হদক আমারে, তে ন হেনেই হাবেয়ে,
 হরত তুলি আদর গুরি, আমারে হদক আজিয়ে ।
 বা তুই নেই হিনেই চুধো-মু গুরি, ঘরত আগি বেক্কুনে,
 আমারে ছাড়ি যিয়োজ বিলি, ন বুঝে আমা মনানে ।
 এহাল ছাড়ি উহালত যেনেই, তুই হুধু আগছেই,
 ভান্তে দাগিদু দান গুরিদির, অপায় দুগ যেন ন পাচ্ছেই ।
 আমি অলং হান মানেই ধক, ন দিগি পরহালান,
 ন দেলেও বিশ্বাস গুরি, আগে কর্ম ফলান ।
 সিত্যেই পুণ্য গুরিদির তরে, ভান্তে দাগিরে ডাগি,
 যিদু থেদে সাদ এই পুণ্যয়ান, তুই এনেই লগি ।
 তুই দ যিয়োজ পরলোগত, হিচ্ছু দিবার নেই তরে,
 বেগে মিলি পুণ্যদান দির, যেনে তর সুগ বাড়ে ।
 পুণ্য ফলান পেনেই যেন, সুগর জাগাত যেই পারজ,
 বুদ্ধ ইধু বর মাগিদির, হন দুগত যেন ন পরজ ।
 এই দোল ভালেদি আবা গুরি, দান গুরির তরে পুণ্য,
 যিদু যেদে সাদ ধনে মানে, অজ পারা ধন্য ।
 জনম জনম সুগে থেজ বা, ইয়ান আমার আবা,
 মানুষ এলেও ওইপারজ পারা, জ্ঞানী ধার্মিক রাজা ।

সাপু! সাধু! সাধু!

বি.দ্র. রাজ্যমাটি কালিন্দী পুরের মালদ্বীপ নিবাসী উপাসিক সুপ্রভা বাপের
 অকাল মৃত্যুতে তার সাপ্তাহিক ক্রিয়া উপলক্ষে পরিবেশন করার জন্য শ্রীমং

মৈত্রীসেন ভিক্ষু একটা শোকাঞ্জলি লিখে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলে আমি উক্ত শোকাঞ্জলিটি লিখে দিয়েছি।

তাং-২২-০১-২০১৩ইং, স্থান- মৈত্রীবন বিহার, চট্টগ্রাম।

বর মাগানা

নমো তস্মৈ ভগবতো অরহতো সম্মাসম্মুদ্রক্সস (৩)

বেগ আগে জু জানাঙর, তথাগত ভগবান বুদ্ধরে,

সে সমারে জু জানাঙর, শ্রদ্ধেয় বনভাস্তেরে।

আ ইচ্যা এই পুণ্যহলাবাত আজিল উইয়্যা শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ নন্দপাল ভাস্তে দাগিরে সুমুত্ত এগত্তর উইয়ে বেগ ভাস্তেউনরেও মুই শ্রদ্ধা গুরি জু-জানাঙর। আমি ভালুদূর চাদিগাং চাগালাত্তুন ইচেই দীঘিনালা সাধনাটিলা বন বিহারত বৌদ্ধ যুব ঐক্য পরিষদের ৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আ আর্য ভবন উৎসর্গ উপলক্ষে পুণ্য পেবাতেই বিলি। যায় যুদ্ধল গুরি আঞেই বুদ্ধমূর্তি দান, সংঘদান, অষ্টপরিস্কারদান আ নানান বাবুত্যা দানিও জিনিস।

আমি হবর পেই এহাল-উহাল সুগ পেবার চেলে, জীংহানিত সুগে থেবার চেলে পুণ্যহাম ছাড়া অঞ হন পথ নেই। সেনতেই বিলি আওজে এই পুণ্য হলাবাত ভালুদূরত্তুন এনেই শ্রদ্ধা গুরি আজিল উইয়েগি। ইচ্যা আমি শ্রদ্ধেয় ভাস্তে দাগির হায় বেগে মিলি আওজে বর মাগির-

আমা এই দানর পুণ্যর ফলে

দান ধর্ম কুশল হামর বলে-

হাদি যোক বেগ মারামারি, হুনোছনি,

ফিরি এযোক সুগ, পিখিমিত লামি।

জ্ঞান আড়া ন ওই পারা, জীংহানিত হন-হালে,

আমা মনত ভুরি উদোক, বুদ্ধজ্ঞান দোলে দোলে।

মনানরে যেন রাগেই পারি, দোল পুটপুট্যা গুরি,

দান, শীল, ভাবনালোই, ন য়েদং হন তলেদি পুরি।

যেই শিক্ষানি শিগেই যিয়ে, বনভাস্তে আমারে,

ভাস্তের দোল শিক্ষানিলোই, সার্থক গুরিবং জীবনানরে।

আমি শ্রদ্ধেয় বনভাস্তেরে, হনদিন ভুলি ন য়েবং,

যেদক বিলোন বাঁজি থেই, জীংহানিত মনত রাগেবং ।
 ভাস্তে ধুক্যেন মুক্ত ওই পান্তং, এই দানর পুণ্যর ফলে,
 জন্মে জন্মে চারি অপায়ত, ন যেদং আমি হন-হালে ।
 গম ধার্মিক বৌদ্ধ দেজত, আমি বেগে জন্মেদং,
 সৎ গুরু কল্যাণমিত্র, আমিজে লাগত পেদং ।
 ধর্ম পুণ্য গন্তে আমার, হন বাধা ন এদ,
 লুভ, হিংসা, অজ্ঞান, তৃষ্ণা, জ্ঞানর বলে ঢেই যেদ ।
 এই দানানি দানর ফলে, সুগর জাগাত যেদং,
 অনাগত আর্যমিত্র বুদ্ধরে, বেগে লাগত পেদং ।
 দুগভুন মুক্ত ওই পারিদং, বুদ্ধরে লাগত পেনেই,
 দুগ ন পেদং হন জন্মত, নর-গ দুগত পুরিনেই ।
 ভাস্তে দাগিদু এই বরানি, মাগিনেই মাগি আমি,
 ভাগদির বেগ পরাণ বলারে, আমা এই পুণ্যয়ানি ।
 সুগী ওদোক পরান বলাউন, যিদুক্কুন আগন পিথিমিত,
 মৈত্রী দিবং যেদক দিন আমি, বাজি থেই জীংহানিত ।
 সাধু! সাধু! সাধু!

স্থান : সাধনাটিলা বন বিহার,

বাবুছড়া, দীঘিনালা

তারিখ-২২-০৩-২০১৩ইং, ২৫৫৭ বুদ্ধাব্দ

শ্রদ্ধাবনত

চাদিগাং চাগালাভুন

ইচ্যা পুণ্যার্থীউন

বি:দ্র: শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা মিস্ সুপর্ণা চাকমার অনুরোধে লিখে দিয়েছি ।

বাংলা ভাষায় গাথা

(০১)

অজ্ঞানীরা মজে থাকে, ক্ষণিক সুখেতে,
জ্ঞানীরা সেই সুখেতে, থাকে না জগতে ।
সুখ ভোগে রত যারা, দুঃখ তাদের সাথী,
জ্ঞানীরা ত্যাগ করে, তৃষ্ণার শ্রোত নদী ।
তৃষ্ণা নদী পার হবে, জ্ঞানের ভেলায় চড়ে,
যেতে হবে জ্ঞানের বলে, মার রাজ্য ছেড়ে ।

(০২)

বুদ্ধের শাসনে করছে যারা, সাধন পথে গমন,
লোভ, দ্বেষ, মোহ, তৃষ্ণা, অন্তরে করতে দমন ।
মুক্তির চেতনায় অভিযাত্রা, পবিত্র জীবন নিয়ে,
অভিষ্ট সিদ্ধি পূরণ হবে অতি, অষ্টাঙ্গিক মার্গ দিয়ে ।
আধ্যাত্মিক সাধনায় অন্তর্দৃষ্টি, উদয় হবে যখন,
আত্ম, চিত্ত, ইন্দ্রিয় দমনে, নির্বাণ হবে দর্শন ।

(০৩)

বুদ্ধ ধর্ম সংঘকে মোরা, করবো শ্রদ্ধা ভক্তি,
শীল সমাধি প্রজ্ঞায় সবে, যোগাবো কুশল শক্তি ।
সেই শক্তির বলে মোদের, প্রজ্ঞা অর্জন হবে যবে,
মারের বন্ধন ছিন্ন করে, নির্বাণ দর্শন তবে ।

(০৪)

যেবা করে রোগী সেবা, মনে-প্রাণে জীবনে,
সে জন্মে জন্মে নিরোগী হয়, কহে বুদ্ধ ভগবানে
যে রোগী ভিক্ষু সেবা করে, শুন ভিক্ষুগণ,
আমাকেও করে সেবা, সেই সাধুজন ।

মরণ তার রোগের দ্বারা, কোনোকালে হবে না,
নানা রোগ ব্যাধিতে তিনি, পাবে না কোনো যন্ত্রণা।

(০৫)

বলেছিলে অতীত জনমে, নারী ছিলে তুমি,
তব মুখে শুনেছি আমি, এই সত্যের বাণী।
বলেছিলে আমরাও নাকি, নারী ছিলাম অতীতে,
পুরুষ জনম নিয়েছি এখন, শীলের পুণ্য ফলেতে।
আরো তুমি বলেছিলে, অতীতেও ছিলে ভিক্ষু,
তাই সহজ হয়েছে তোমার, লভিতে জ্ঞান চক্ষু।
উৎসাহ দিয়ে সেদিন তুমি, করেছিলে দেশনা,
পালন কর শীল, সমাধি, কর স্মৃতি সাধনা।
আমার মত তোমরাও, নির্বাণ যেতে পারবে,
গৌরবের সহিত প্রাতিমোক্ষশীল, যখন পালন করবে।
এই উপদেশ বাণী মোরা, তব মুখে শুনেছি,
তাই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আমি, তোমার জন্য রেখেছি।
ভান্তে! তুমি এই উপদেশটি, ২০০৪ সালে,
ভোর বেলায় দেশনায় সেদিন, আমাদেরকে বলেছিলে।

(০৬)

যখন আমি সন্দিহান ছিলাম, আবাহ-বিবাহ ব্যাপারে,
একদিন চিন্তাচারের জ্ঞানে তুমি, বলেছিলে আমারে।
এব্যাপারে ভাস্তের কাছে, প্রশ্ন করার ছিল আমার,
সঙ্কোচ ও ভয়ের কারণে প্রশ্নটি, সাহস ছিল না করার।
কিন্তু একদিন সন্ধ্যার সময়, ভাস্তে ২০০৪ সালে,
বন্দনা করতে গেলে সেদিন, বলেছেন দেশনাচ্ছল।
ভিক্ষুরা আবাহ-বিবাহ মন্ত্রপাঠ, করে দিতে পারে না,
ভাস্তের মুখে না শোনার আগে, সেটা আমি জানতাম না।
আবাহ-বিবাহ মন্ত্রপাঠ করা, ভিক্ষুদের কাজ নয়,
যদি কোনো ভিক্ষু সে কাজ করে, তার নীতি বিরুদ্ধ হয়।
যেই দায়ক শীলবান, তারা যদি পাঠ করলে-
ভালো হয় বলে বলেছিলেন, সেদিন বনভাস্তে।

আমার মনকে বুঝতে পেরে, করেছেন ভাস্তে দেশনা,
মনের সংশয় দূর হলো মোর, আর সন্দেহ রইলো না ।

(০৭)

হে প্রভু বনভাস্তে ! ২০০৪ সালে, ফেব্রুয়ারী কোনো এক তারিখে,
এই স্মৃতি ছবি উঠেছিলাম, শ্রদ্ধাসহকারে তোমারি নিকটে ।
২০১২ সালে ৩০শে জানুয়ারি, তুমি চলে গেছ নির্বাণে,
তব সান্নিধ্য লাভে সার্থক জনম, ভাবি আমি জীবনে,
প্রভু ! করুণাশ্রী ভিক্ষু আমি, জানি মহাপুরুষ তুমি, ,
তাই তব চরণে অকৃত্রিম শ্রদ্ধায়, নতশিরে প্রণমি ।

(০৮)

ভাস্তে তুমি চলে গেছ, আমার ভুবন নির্বাণে,
জন্ম-জরা-ব্যাপি-মৃত্যুর, দুঃখ নেই যেখানে ।
অজর-অমর হয়েছে তুমি, স্কন্ধনির্বাণ লভিয়া,
স্বর্গ-ব্রহ্মলোকে যেই সুখ, সেটা অগ্নিকুণ্ডের মত ভাবিয়া ।

(০৯)

বনভাস্তের অনুগত, প্রধান শিষ্য তুমি,
প্রজ্ঞালংকার তব নাম, আমরা সবে জানি ।
নীরবে থাকা তোমার ধর্ম, বনভাস্তের শিক্ষাতে,
তাই তুমি শান্ত-শিষ্ট, মিতভাষী এই জগতে ।
আর তুমি ধৈর্য্যশীল, ক্ষমা-মৈত্রীপরায়ণ,
বনভাস্তের শাসনে, সার্থক তোমার এ জীবন ।
নেই তোমার লাভ-সংকার, পাওয়ার কোনো আশা,
লোকে যা বলে বলুক, ক্ষান্তি তোমার ভাষা ।

(১০)

আমি প্রব্রজ্য জীবনে,
শ্রদ্ধেয় বনভাস্তের শাসনে,
শ্রামণ হয়েছে ২০০২-২৬ তারিখ মে মাসে,
নানিয়ারচর রত্নাংকুর বনবিহার, বিশুদ্ধানন্দ ভাস্তের কাছে ।

পুণ্য জায়গা পুণ্যভূমি, পরিচিত সবার।
শ্রামণ হয়ে নতুন জন্ম, হয়েছে এখানে আমার।

(১১)

তব নাম বিশুদ্ধানন্দ মহাথের, বিশুদ্ধ হোক তব হৃদয়,
জীবের কল্যাণে বুদ্ধের শাসনে, বুদ্ধজ্ঞান হোক উদয়।
তুমি মোর দীক্ষাগুরু, জানাই তোমায় কৃতজ্ঞ প্রণাম।
আশীর্বাদ মাগি তব সকাছে, উদয় হোক মোর জ্ঞান।

(১২)

যেই ফুল সাজিয়েছে মোরে, অতি সুন্দর করে,
এখনো কি আছে সেই ফুল? ঝরে গেছে চিরতরে।
আমিও সেই ফুলের মত করে, একদিন যাবো ঝরে,
থাকবে শুধু আমার স্মৃতি, যেতে হবে পরপারে।
আপন মনে অনিত্য ধরাধামে, রূপ-দেহ হয়ে যাবে মলিন,
এসেছি সবাই ক্ষণিকের তরে, থাকবো না কেহ চিরদিন।

(১৩)

তোমরা সব কিছু ছেড়ে জীবনে, ভিক্ষু হয়েছ ভরা যৌবনে,
না থাকিয়া সংসার বন্ধনে।
সংসারের অনন্ত দুঃখরাশি দেখিয়া, পরম সুখ নির্বাণ লাগিয়া,
এসেছ পূজ্য বনভাস্তের শাসনে।

(১৪)

তব নাম স্মরি আমি, প্রতিদিন মনে-প্রাণে,
ছিলে তুমি জগৎ বিদিত, বনভাস্তে নামে।
বনে ছিলে বলে তুমি, তোমার এই নাম,
সাদরে গ্রহণ করো হে, আমার কৃতজ্ঞ প্রণাম।

(১৫)

২০১২ সালের বর্ষাশেষে, হয়েছ তুমি স্থবির,
সন্ন্যাস জীবনে বুদ্ধের শাসনে, মনকে করে সুস্থির।
মুক্তির চেতনায় বনভাস্তের দেশনায়, নির্বাণ পথ হোক সুগম,
জীবের তরে তব জীবন, অনাবিল জ্ঞানে হোক গঠন।

(১৬)

হৃদয় নিঙড়ানো শ্রদ্ধায় আজি, বরণ করিনু তোমায়,
আশীর্বাদ দিয়ে ভাস্তে তুমি, ধন্য করগো আমায়।
বুদ্ধ শাসনে তব জীবন, হোক সদা অগ্রগতি,
জীবন চলার পথ হোক, বনভাস্তের অহিংসানীতি।

(১৭)

বনভাস্তের শাসনে দশটি বছর, পবিত্র জীবন-যাপন করিয়া,
চলিতেছ নির্বাণের পথে, শীল সমাধির পথ ধরিয়া।
তাই মোদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন, সাদরে করো হে গ্রহণ।
জয় হোক তব প্রব্রজ্যা জীবন, জয় হোক সম্বুদ্ধের শাসন।

(১৮)

জীবনকে তুমি সার্থক করিবে, কুশল কর্ম করিয়া,
পঞ্চনীতি আচরণে, বুদ্ধের পথ ধরিয়া।
ফুলের মত পবিত্র হৃদয়ে, সাজিয়ে তুলিবে জীবন,
দানধর্মে পুণ্য চেতনায়, করিবে জীবন গঠন।

(১৯)

চলবো মোরা জীবনেতে, সদ্ধর্মের পথ ধরে,
ক্ষমা-মৈত্রী অহিংসাতে, হিংসা-বিদ্বেষ ছেড়ে।
করবো মোরা পঞ্চনীতি, জীবন চলার সাথী,
মহৎ প্রাণে, ধর্মজ্ঞানে, চিত্ত করবো খাঁটি।
পাপ চেতনা ত্যাগ করে, করবো হৃদয় পবিত্র,
সারা জীবন থাকবো মোরা, সুন্দর করে চরিত্র।

(২০)

জীবন আমার অন্য রকম, তবে খারাপ কিছু না,
মনে মনে ভাবি আমি, করি অনেক কল্পনা।
স্বপ্ন দেখি মাঝে মাঝে, রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে,
ক্ষণিক এই জীবনটাকে, কিভাবে তুলবো সাজিয়ে।
জীবনটাকে সাজাতে হবে, ভালো পথে চলে,
তাই আমি থেমে থাকি না, চলার পথে যায় চলে।

ভালো কর্মপথে চলি, মৈত্রী-প্রেমের পথ ধরে,
ইহ-পরকাল সুখের আশায়, মন্দ নীতির পথ ছেড়ে।

(২১)

শ্রদ্ধার সহিত কর তোমরা, কুশল কর্ম সম্পাদন,
জীবনে-মরণে সুখ চাইলে, যোগাড় কর পুণ্যধন।
পুণ্যধন ছাড়া কোনো কালে, সুখ-শান্তি হবে না,
কর্মফলে বিশ্বাস রেখে, জাগাও পুণ্যচেতনা।
আজ না হয় কাল অবশ্যই, হবে নিশ্চিত মরণ,
বুদ্ধ ধর্মের অহিংসার নীতি, জীবনে কর গ্রহণ।

(২২)

আমরা সবাই সুখ পেতে চাই
দান ধর্মে মন দিয়েছি তাই
ধর্মই করিবে ধারণ, অপায় করিবে বারণ,
ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো পথ নাই।
এই আছি এই নাই, দু'দিনের দুনিয়ায়,
যাবার আগে রত হই, জ্ঞান সাধনায়।

(২৩)

আজকে আমি ছোট্ট শিশু, কালকে হবো বড়,
তোমরা সবাই আমার জন্য, একটু দোয়া করো।
চাই আমি বড় হতে, সবার আশীষ নিয়ে,
লেখা-পড়া আর সভ্যতায়, জ্ঞান সাধনা দিয়ে।
ভালোবাসবো সকল প্রাণী, বুদ্ধধর্মের নীতিতে,
অহিংসা ধর্মের মন্ত্র লয়ে, বেঁচে থাকবো পৃথিবীতে।

(২৪)

ছোট্ট শিশু মিষ্টি মেয়ে, জুন্দি তোমার নাম,
অনেক বড় হও তুমি, ছড়িয়ে পরুক সুনাম।
দেখবে তোমায় বিশ্ববাসী, অবাক বিস্ময় হৃদয়ে,
সুন্দর করে যখন তুমি, তুলবে জীবন সাজিয়ে।

(২৫)

মায়ের কোলে থাকি আমি, মায়ের কোলে হাসি,
তাই আমি সবচেয়ে, মা'কে, ভালোবাসি।
মা তুমি কি জিনিস, বিশাল এই ভুবনে,
মা ছাড়া কে আছে আর, সন্তানের জীবনে।
মায়ের পায়ের নীচে, সন্তানের স্বর্গ,
পৃথিবীতে সব সন্তানের, পিতামাতাই গর্ব।

(২৬)

কষ্ট করে বড় হয়ে, পরের ঘরে যেতে হয়,
নারীর বড় শক্ত কাজ, পরকে আপন করতে হয়।
আপন করে নিতে হয়, ভালোবাসা দিয়ে,
নারীর প্রভু আর কেউ নেই, নিজের স্বামীর চেয়ে।
পতিব্রতা নারীগণ সদা, স্বামী সেবা করে,
নিজের জীবন বিলিয়ে দেয়, স্বামীর সুখের তরে।
স্বামীকে সুখ যে নারী দেয়, সেই আসল ভাষ্যা,
সেই নারীর সব সময়, খোলা স্বর্গের দরজা।
পতিব্রতা নারীগণ, স্বামীকে সেবা করিও,
ভালোবেসে আপন করে, হৃদয় মন্দিরে রাখিও।
সুখী হতে পার যাতে, জীবনে আর মরণে,
এই কামনা করি আমি, সকল নারীগণে।

(২৭)

জাতিবাদ-গোত্রবাদ, বনভাস্তের ছিল না,
ভেদাভেদ-বৈষম্যহীন, ছিল তাঁর দেশনা।
চাকমা, মার্মা, সে বাঙালী, নাই তাঁর মনে,
এই ভাবের উর্ধ্বে তিনি, ধ্যানে আর জ্ঞানে।
জাতিবাদ করলে নিজের মনে, অজ্ঞান-মিথ্যা উদয় হয়,
অবশ্য ভাস্তের এই উপদেশ, বুদ্ধজ্ঞানের বিষয়।

(২৮)

যে জন চলে গেছে, তাকে আর যায় না দেখা,
একদিন সবার যেতে হবে, ঘুরছে অবিরত মৃত্যুর চাকা।

জীবন চলে যায় সদা, থেমে থাকে না,
জীবনের শেষ পরিণতি, অর্হৎ ব্যতীত কেউ জানে না।

(২৯)

পিতা মোদের জন্মদাতা, জীবন দানকারী,
সেই পিতাকে আমরা কী, কখনো ভুলতে পারি?
বাবা! পরলোকে চলে গেছ, এই আমাদের ছেড়ে,
তোমার কথা আমাদের, আজও মনে পড়ে।

(৩০)

মায়া ভরা পৃথিবীতে, মিলেমিশে রবো,
অন্তরঙ্গ ভালোবাসায়, জীবন কাটিয়ে যাবো।
থাকবে না মোদের মাঝে, কোনো দুঃখ অশান্তি,
জীবন চলার পথ হবে, মৈত্রী করুণা ক্ষান্তি।
এই আছি এই নাই, মায়া ভরা দুনিয়ায়,
সার্থক করবো জীবনটাকে, সু-কর্মের সুখ সাধনায়।

(৩১)

জীবনের সব স্মৃতি, হোক মোদের পুণ্যময়,
জীবনের সব সময়, হোক শান্তি সুখময়।
সুখের স্মৃতিতে অমলিন হোক, জীবনের ঠিকানা,
কস্মিনকালে না আসুক মনে, পাপ-অকুশল চেননা।

(৩২)

মালুবলতা যেমন করে, বৃক্ষের রস শোচন করে,
তেমনি জরা-ব্যাদি-মৃত্যুমার, গ্রাস করছে দেব-নরে।
হে মানব! জ্ঞানে একবার দর্শন কর, জীবনের এই পরিণতি,
অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম জ্ঞানে, সন্ধর্মে রাখ মতি।

(৩৩)

যেই জাতিতে মহাপুরুষগণ, জন্ম গ্রহণ করেন,
সেই জাতির হয় সুখ-সমৃদ্ধি, বুদ্ধগণের ভাষণ।
মহাপুরুষের জন্ম গ্রহণ, কোনো জাতির জন্য নয়,
সকল জীবের জন্য তাঁদের, পৃথিবীতে আগমন হয়।

(৩৪)

মেয়েরা হল চল্লিশ হাজার, কারেন্টের ভল্টেজ,
ধরলে মৃত্যু হবে নিশ্চিত, বনভাস্তের উপদেশ।
ধরবে না খুব সাবধান, অতি ভীষণ ভয়ঙ্কর,
এর পরিণাম না বুঝলে, অশেষ দুঃখ জন্মান্তর-
দুঃখ পায় পাপ হয়, অধঃপাতে যেতে হয়,
বিয়ে করলে মরণের পর, নরক যন্ত্রণা পেতে হয়।
অজ্ঞানীরা বুঝে না সেটা, তাই দুঃখানলে পড়ে যায় !
সংসার কারায় বন্দী হয়ে, সীমাহীন দুঃখে পড়ে যায়।

(৩৫)

এই জীবন হোক তোমার, সুন্দর স্বন্ধানে আলোকিত,
জ্ঞানীগণের শুভ আশীর্বাদ, হোক সদা সর্বদা বর্ষিত।
গুরুজনের প্রতি তুমি, শ্রদ্ধা সম্মান করিয়া,
জীবনে অনেক বড় হও, জ্ঞানীগণের পথ ধরিয়া।

(৩৬)

সাধু ধর্মে সুধীজন, মুক্তির তরে হও শ্রামণ,
নৈষ্কম্য পারমী পূরণ, হবে সার্থক মানব জীবন।
জ্ঞানীর পথ অনুসরণে, মরণ হয় যেন জীবনে।

(৩৭)

মানব জীবন মূল্যবান সম্পদ, পুণ্যকর্মের প্রতিদান,
মানব জনম অতিশয় দুর্লভ, বলেন বুদ্ধ ভগবান।
এই জীবন ক্ষণিকের শুধু, ফুলের মত ঝরে যাবে,
কুশল কর্মের সুখ সাধনায়, সার্থক করতে হবে।

(৩৮)

রাতের পর দিন আসে ফিরে,
দিনের পর রাত আসে ঘিরে।
এই ভাবে দিন-রাত, যায় আর আসে,
জীবের জীবনও অবিরত, জন্ম-মৃত্যুর স্রোতে ভাসে।

সাধু! সাধু! সাধু!

চাকমা ভাষায় গাথা

(০১)

বেগ আগে জু-জানাং, বুদ্ধ ধর্ম সংঘরে,
 আর মুই জু-জানাঙর, শ্রদ্ধেয় বনভাস্তরে ।
 পূর্ণিমা চাঁদ ধক গুরি, দোলোক মাঞর মনানি,
 ধর্ম জ্ঞানে-জ্ঞানী ওদোক, ফেলে দিনেই পাপ্পানি ।
 বেল উদিলে পিখিমিত যেন, আন্ধারানি হাদি যায়,
 চেয়োহিত্যে পহর ওনেওই, ফদাংথাং গুরি দেগা যায় ।
 বেলান ধুক্যেন পহর গুরি, যা মনানত জ্ঞান অয়,
 মুক্ত ওই পারিব তে, ভগবান বুদ্ধ হয় ।
 মাঝে যেন ছটফট গড়ন, পানি মুরোত য়েবাত্যেই,
 জ্ঞানী মাঞ্যেও চেষ্টা গড়ন, দুগভুন মুক্ত অবাত্যেই ।
 বেগর মনত ফুদি উদোক, দোল বুদ্ধর জ্ঞানান,
 চিগোন-ডাঙর পরাণ বলা, সুগী ওদোক জনমান ।

(০২)

দোল চেতনা দোল মন, মানৈয়র জাগি উদোক,
 কর্ম ফলর জ্ঞান ওনেই, পাপ্পানি ফেলে দেদোক ।
 পাপ গল্পে শাস্তি পাই, এহাল-উহাল বেগহালে,
 পুণ্য গল্পে সুগ অয় বানা, দুগ ন পাই হন হালে ।
 কর্ম ফলর জ্ঞান ওক বেগর, পাপ্পানি দেদোক ছাড়ি,
 পুণ্য হামে তুলোদোক বেগে, জীংহানিয়ান ভালেদ গুরি ।
 পাপ-দুগরে ডোরেনেই বেগে, পুঞ্যলোই থাদোক মুজি,
 পুণ্যহামে জন্মে জন্মে, বেগর জীবন উদোক সাজি ।

(০৩)

যা মনানত জ্ঞান অব, তে গন্ত নয় পাপ,
 মৈত্রী মনে থেব আমিজি, ন গুরিব রাগ ।

ভাবিব তে জ্ঞান গুরি, ইচ্যে আগি হিল্যে নেই,
জীংহানিত হিত্যেই পাপ গুরিদুং, হক্কে মুরি যেই।
রাগ ছতুরি পাপ ন গুরি, মৈত্রী গুরি থেবা,
এহাল-উহাল দুগ ন অয় পারা, পুণ্য গুরি লবা।

(০৪)

হিয়া হাজরানি ফেলেবাতেই, মাঞ্য দুলি দুলি গাদন,
দাঁদ হাজরানিও হাজেবাতেই, নানা মাজন্দোই দাঁদ মাজন।
মনর হাজরানিও জুনি হাজেবার চেলে, শীলর পানিলোই গা-দ,
পাবর গেড়েং মনানতুন, পহ্ন গুরিনেই হা-জ।

(০৫)

শীলর ধনে হন জনে, ধনী ওই পারিলে,
তার হন চিদে নেই, জুনিও ইক্কে মুরিলে।
শীল লবং ইক্কে আমি, শ্রদ্ধেয় ভাস্তে দাগিতুন,
শ্রদ্ধাগান গভীর গুরি, নেগেলেনেই মনতুন।

(০৬)

শুদ্ধ সাস্ অলং আমি, পঞ্চশীল লোনেই,
মনর ছলিও চাবেই দিবং, দান গুরিনেই।
দানর দ্বারায় হাদি যায়, চারি অপায় দুগ,
দানর পুণ্য ফলে পায়, এহাল-উহাল সুগ।
বুদ্ধ হোইয়ে শ্রদ্ধা গুরি, দান দিবাতেই,
জনম-মরণ নাজ্ গুরি, নির্বাণ যেবাতেই।

(০৭)

আমি দান গুরিবং বিশ্বাস গুরি, কর্ম আ ফলরে,
দান দিবং ছজি মনে, শ্রদ্ধেয় ভাস্তে দাগিরে।
জমন জনম ধনী অদং, নরগদো ন যেদং,
এই পুণ্যর ফলে আমি, নির্বাণান সুপ্পেদং।

(০৮)

আমি শীল ললং দান গুরিলং, শুনিবং এবার দেশনা,
ভাস্তে দাগির দেশনা শুনি, জীংহানিয়ান সাজানা।

ধর্ম হধা শুনিবং আমি, শ্রদ্ধা গুরি মনভূন,
 ধর্মজ্ঞান পেনেই যেন, মুক্ত ওই পারি দুগভূন।
 ধর্মদেশনা ন শুনিলে, জ্ঞান ন অয় মনত,
 জ্ঞান জুনি ন থেলে, নানা দুগ পায় জীবনত।
 জ্ঞান পেবার ধারাজ আমার, দুগভূন মুক্ত অবার,
 মন দিনেই শুনিবং আমি, সংসার দুগ পারোই যেবার।

(০৯)

তুমাজ ফুলর বাচ্ছানি বানা, বুইয়া-র মুক্যে যায়,
 শীলবানর তুমাজ হিষ্ট, চেরোহিত্যেদি ছড়ায়।
 পহ্ন পানিলোই গাদিলে যেন, বলপিয়া অয় হিয়াগান,
 শীলর পানিলোই যে গাদিব, পাব তে ঝাদি নির্বাণান।

(১০)

ফুলর মালা বানান মাঞ্যে, নানা জাদর ফুলভূন,
 ধর্মহধা শুনিবং আমি, শ্রদ্ধেয় ভিক্ষুসংঘভূন।
 জীবনান আমিও সাজেবং, নানা পুণ্যহাম গুরি,
 জ্ঞান সত্য পুণ্যলোই যেনে, উজুন্যা উদি পারি।

(১১)

যেই ফুলুনে সাজেয়োন মরে, অমঅদ দোল গুরি,
 সেই ফুলুন হি এব আগন (?) যিয়োনোই বেগু ঝুরি পুরি।
 মুইয়ো সেই ফুলুনো ধক গুরি, একদিন যেমোই মুরি,
 থেব বানা মর স্মৃতিয়ানি, এই পিথিমিত পুরি।
 জন্ম আমার এ সংসারত, হাক্কন গুরি বানা,
 হক্কে মুরি উদিজ ন পেই, জ্ঞান পুণ্যলোই থানা।

(১২)

শ্রদ্ধেয় বনভাস্তে আমা ইধু, ৯২ বজর সং বাজি এল,
 ৯৩ বজর বয়জত পুরি, মহাপরিনির্বাণ লাভ গল্প।
 ভাস্তে ধুক্যা মহাপুরুষ লাগ পানা, যার তার হবালত ন জুদে,
 যে লাগত পাই তার হবালত, বিগেফুল ফুদে।
 সেনতেই আমি বনভাস্তেরে, যুগ যুগ ধুরি-

রাগেবার চেই হিনেঙেই, বেগে আওজ গুরি ।
একান আভিলেজ এষেদে আমার, বজমান গুরি মনতুন,
এধক্যা ঝাদি গেলেগোই ভাস্তে, আমা দ্বি চোগতুন ।

(১৩)

নানান জাগাত গুরিবং, গম বজং ভেই লবং ।
বজং ছাড়ি গমান লবং, মিথ্যা ন হোই সত্য হবং ।
সত্য ছাড়া মিথ্যালোই, সুগ ন অয় অজ্ঞান্দোই ।
জ্ঞান-অজ্ঞান বুঝিবং, সৎ জ্ঞান্দোই চুলিবং ।

(১৪)

বোধিসত্ত্ব মা পদত, সোমিয়েগি বিসুব্বারে,
দোল হেনত সংসারত, জন্মিয়েগি শুক্রবারে ।
সোমবারে ঘর ছাড়ি, সিদ্ধার্থ যিয়েগোই,
বুধবারে বুদ্ধ গয়াত, বুদ্ধজ্ঞান পিয়েগোই ।
বুদ্ধ ধর্মচক্র দেশনা, গুজ্জ্য শূনিবারে,
মহাপরিনির্বাণত, যিয়েগোই মঙ্গলবারে ।
রবিবারে বুদ্ধর হিয়াগান, পুরি ফেলা উইয়ে,
সাতবারে সান্তান হাম, বুদ্ধর ওই যেইয়ে ।
সান্তোবারর মধ্যে বানা, মঙ্গলবারবো বেজ,
স্মরণ গুরি পোন্তেবার অয়, যিয়েগোই নির্বাণ দেজ ।

(১৫)

ঘরান ছাড়ি সাবেক ধুরি,
রং হাবর লোম্বোই জুরুত গুরি ।
গম অব হেলেয়ো ভিক্ষা গুরি,
অধর্ম-পাবতুন মনান রাগেম মুই ধুরি ।

(১৬)

অনিত্য এই সংসারত, অনিত্য চিন্তা গুরিবা,
হামাক্কায় একদিন মুরিবং, ইয়ান মনত ভাবিবা ।
মরণর হধা জ্ঞানদি ভাবি, রাগেবা মনান গম,
মনান যদি বজং অলে, মরণর পর অয়দ্যে যম ।

আমনর মনান বজং অলে, যমর হায় নেয়ায়,
গম মনে জ্ঞান্দোই খেলে, মনানে স্বর্গ বানায় ।

(১৭)

ও গাবুজ্যা! ইক্কে দ তুই রদেবলে, বুলীবন্ড গুরি আগজ,
এই রদবল একদিন ন থেব তর, সিয়ান হি তুই ভাবজ?
দিনদিন বুড়ো হালানে ত-সিধু এনেই, তর রদবলান হারিলর,
তুও হিত্যেই তুই গাবুর বুলীবন্ড হোই, হিয়ান্দোই অহংকার গরর !
বড় বুইয়ার এনেই যে ধুক্যেন গুরি, ভাঙিদে ভাঙাচাঙা ঘরানি,
ত-ইধুও এযের বড় বুইয়ার ধক, বুড়ো-পীড়া মরণ দুক্কানি ।
অহংকার ন গুরিজ এক্কা তুই, এই হাক্কন্যা গাবুরান্দোই,
মুরত পুরিনেই দোলে চা ভাবি, অয় না নয় জ্ঞান্দোই ।

(১৮)

এই তেলতেল্যা গাবুর হিয়াগান, দিনদিন চামচিদে অর,
বুড়ো পীড়া মরণান এযের, সিয়ান হি তুই ভাবি চর?
পীড়া ধুরি বুড়ো গরার, এই গাবুর হিয়ানরে,
তার পরেদি মারে ফেলায়, ভাবি চেলে ডরগরে ।
হাক্কন গুরি গাবুরান্দোই, অহংকার হিত্যেই গরজ,
মরণান নিত্য ত-ইধু এযের, সিয়ান হি তুই হোই পারজ?

(১৯)

ফুল গাজত ফুলুনে, দোল গুরিনেই ফুদি থান,
অজ্ঞ এলে সেই ফুলুন, চিদে ওনেই বুরি যান ।
এই মানেই জীংহানিও, বানা হাক্কন গুরি,
ফুলুনো সান্যা সময় এলে, মরণ আদত যায় পুরি ।
এই অনিত্য জ্ঞানানরে, মুজুঙত রাগেনেই,
হাদেই যানা মুজুঙে দিনুন, জ্ঞান পুণ্যহাম গুরিনেই ।

(২০)

দেব-দেবী ধুক্যেন গুরি, সংসারত থান যারা,
ক্ষমা মৈত্রী হোচপানালেই, জীংহানি হাদান তাঁরা ।
হোল-হুজ্যা মারামারি, রাগ ন গরন হনদিন,

শীল পালেনেই সংসারত, জ্ঞান্দোই থান চিরদিন ।
ধার্মিক অলে জ্ঞান্দোই থেলে, ইহ-পরকাল সুগী অন,
অণ্ডঢ় দুগত চারি অপায়, হনহালে ন পড়ন ।

(২১)

ফুল বাগানত ফুল ফুদিলে, দোল দেগা যায় যেধুক্যা,
ভাস্তে দাগিরেও দোল লাগের, ফুল বাগানর ফুল ধুক্যা ।
মঞ্চবোত তাঁরা বোই আগন, ফুল ফুথ্যন্দে ধক গুরি,
আমিও বেগে দোলে ফুদিবং, জ্ঞান পুণ্যর পথ ধুরি ।

(২২)

ফল গাজত ফল ধরন, বেগরে ফল দিবাতেই,
ধার্মিক মাঞ্য ধর্ম গড়ন, ধর্মজ্ঞান পেবাতেই ।
পেত পুরিয়া মাঞ্য যেন, হানা থোগেই হান,
জ্ঞানী মাঞ্যও শ্রদ্ধা গুরি, পুণ্যহাম গুরি যান ।

(২৩)

হাজর অলে হাবর-ছোবর, যেন দোলে ধুয়া পরে,
দান গুরিবার আগেদিও, পঞ্চশীল লুয়া পরে ।
আমি ইক্কে পঞ্চশীল লবং, মনানি সাব গুরিবার,
হুজলী গড়ুর বেকুনরে, আত্জুর গুরি বুজিবার ।

(২৪)

বনভাস্তে হোইদি যেইয়ে, কর্ম ফলর জ্ঞান্দোই-
দান গুরিলে সদ্ধর্ম অয়, থেই ন পাই দুক্কান্দোই ।
জনম-মরণ হয় গুরি পারে, সদ্ধর্ম পালন গুরিলে,
চারি আর্য্য সত্যবোরে, জ্ঞান চেগেদি দিগিলে ।

(২৫)

কর্ম ফলরে বিশ্বাস গুরি, দান দিবং আমি,
এই দানর পুণ্য ফলে, সুগী ওদোক বেগ প্রাণী ।
এই মৈত্রী হামনা গুরি, আমি দান গুরিবং,
সুগর পথান ফদাংথাং গুরি, ফুদেই তুলিবং ।

(২৬)

মানেই জীংহানি পিয়েই আমি, সিতেই ভারী ভাগ্যবান,
 গুরি পারির ইচ্যা বেগে, দানোন্তম কঠিন চীবর দান।
 বনভাস্তে দিএ আমারে, এই লুশ্বিনী বন বিহারান,
 সুযোগ উইয়ে পুণ্য গুরি, সাজেবার জীংহানিয়ান।

(২৭)

কঠিন চীবর দান অলদে, ডাঙর এক্কান পুণ্যহাম,
 গুরির আমি সেই দানান, বাজি থাগন্তে পরাণান।
 বেগে মিলি জয়-জআরে, পত্তি বজর ধুক্যা,
 দুগর গধা ভাঙিনেই, যেবাতেই, নির্বাণ মুক্যা।

(২৮)

পঞ্চশীল লোনেই শুদ্ধ অবং, যুদ্ধল ওই-য বেক্কুনে,
 শুদ্ধ মনে থোগেই লবং, পুণ্যহামে সুক্কানি।
 বুদ্ধ ধর্ম সংঘর প্রতি, মনান গুরিবং হুজি,
 ভাস্তে দাগিত্তুন এবার আমি, পঞ্চশীল লবং গুজি।

(২৯)

ধর্ম হধা ন শুনিলে, ধর্মজ্ঞান ন পাই,
 ধর্মজ্ঞান ন থেলে, পাপ-পুণ্য চিনা ন যায়।
 ধর্মজ্ঞান পেবাতেই আমি, শ্রদ্ধেয় ভাস্তে দাগিত্তুন,
 ধর্ম দেশনা শুনিবং, শ্রদ্ধা তুলি মনতুন।

(৩০)

ভাস্তে দাগিত্তুন ধর্ম দেশনা, শুনিবং আমি মনদি,
 বুঝি লবং সত্য-মিথ্যা, শুনি থেনেই জ্ঞানদি।
 জ্ঞানান আমি ভেই লবং, অজ্ঞানান বাদ দিনেই,
 প্রার্থনা গরঙ ভাস্তে দাগিরে, ধর্মদেশনা দিবাতেই।

(৩১)

বনভাস্তের প্রধান শিষ্য, তাঁরে বেগে আমি-
 প্রজ্ঞালংকার ভাস্তে নাঙে, দোলে দোলে চিনি।
 ইক্কুনু আমি ভাস্তেতুন, শুনিবং ধর্ম দেশনা,

বেক্কনের তরবতুন মুই, গরঙর আওজে প্রার্থনা ।
 শুনি খেবং আমল দিনেই, জ্ঞান পেবাতেই বেগে,
 জ্ঞানান আমার এহাল-উহাল, যায় যেন লগে লগে ।

(৩২)

ফুল সান্যা দোল ওক তর, এই মানেই জীবনান,
 লুভ, ঈংসালোই হাজর ন ওই, জ্ঞান্দোই পহর ওক মনান ।
 গম শিক্ষা গুরিনেই তুই, জীংহানিয়ান সাজেবে,
 জ্ঞানী-গুণীর আশীর্বাদ, নিত্য মাধাত রাগেবে ।
 জ্ঞানী-গুণীর গুণগান গেই, বানেবে দোল জীংহানি,
 তুম্বাস ফুল ধক পিখিমিত, ফুদেবে দোল নাঙানি ।

(৩৩)

ধার্মিগরে ধর্ময়ানে, দুগতুন ধুরি রাগায়,
 ধার্মিক অলে হনহালে, নরগতপুরি দুগ ন পায় ।
 ইয়ান অলদে বুদ্ধর হধা, বেগে বিশ্বাস গুরিবা,
 জন্মে জন্মে সুগ থোগেলে, জ্ঞানী-ধার্মিক অবা ।
 ধার্মিক মাঞ্য পাপ ন গড়ন, ধর্মরে ধুরি থান,
 ধর্ম ছাবাত তলে তারা, জীংহানি হাদেই যান ।

(৩৪)

এই জীবনান পবিত্র, ফুল বাগানর ফুলসান,
 জীবনর মর্ম ন বুঝিনেই, পাপ্পোই হাজর গড়ান ।
 পাবহাম গুরি হাজর গল্পে, জীবনর মূল্য ন বুঝি,
 নিজরে নিজে গড়া অয়, ইহ-পরকাল দুজি ।
 দুজ গুরিলে ছাড়ি ন পারে, কর্মফল ভুগি পায়,
 পাপ্পোই মুজি ন থায় তে, দুগরে যে ডোরায় ।

(৩৫)

লোগেনেই পাপ গুরিবার, সেদাম আগে হার?
 যিয়ত পাপ গড়া অয়, সাক্ষী থায় তার ।
 লোগেনেই পাপ গুজ্যৎ, মূর্খউনে ভাবন,
 ঝারত থিয়া দেবেদাউনে, তা পাপ্পান দেগন ।

লোগেয়া পাপ হারে হয়, মুই বুঝি ন পারং,
 পরাণ বলা নেইয়া জাগা, পিখিমিত ন দেগং।
 অন্য জন ন খেলেও, মুই আগং যিয়ত,
 পরাণ বলা নেইয়া জাগা, হোম হেনে সিয়ত?

(৩৫)

ইচ্যা মুই চিগোন চিজিক
 হিল্যে ওম ডাঙর
 মা-বাব আ গুরুজনভুন
 মুই আশীর্বাদ চাঙর।
 লেগা-পড়া, জ্ঞান-বিজ্ঞানর
 দোল শিক্ষালোই জীংহানিত,
 তুম্বাজ ফুলসান ফুদিম মুই
 জ্ঞান্দোই এই পিখিমিত।
 বুড়ো-বুড়ি, মা-বাব আ গুরুজনরে
 সেবা-সম্মান গুরিনেই
 জীবনান যেন ভালেদ অয় মর
 জ্ঞানর পথ ধুরিনেই।

(৩৬)

শ্রদ্ধেয় বনভাস্তের দেশনা, মিলে-মদে উবোজ থানা,
 উবোজ থেই ন-পারন যারা, অয় তারার দুগ বানা।
 লো-লি অলে দুগ পাপি অয়, খেলে অয় পাপ,
 হোল-হুজ্যা, মারামারি, দ্যা-দি গড়ন বাগ্ বাগ্।
 জ্ঞানী যারা উবোজ থান তারা, লো-লি ন গড়ন,
 নেক-মোক অনা দুগ দিগিনেই, নির্বাণর পথ ধরন।

(৩৭)

মুরি গেলে শ্রেত অন্দোই, যারা গড়ন লুভ,
 হিংসা গল্পে বিপদত পড়ন, মল্পে পান্দোই নরক দুগ।
 অজ্ঞান অলে দুগ পায় বানা, উদো নেইয়া গুরি,
 এমান হলোত জন্ম লন্দোই, যদি গেলে মুরি।

(৩৮)

মঝা-পুগি, মারি মারি, মাঞ্য পাঙ্গানি হুঁদান,
 সিউন মারি এহাল-উহাল, দুগর বুধি বাড়াদন ।
 পুগ-জুগ, মঝা-মাজি, মারিনেই হন হুল ন পায়,
 সুদমে বানা জীংহানিত, পাঙ্গানি বাড়া যায় ।
 তারা অলাকে অসহায় প্রাণী, হন হিচ্ছু ন বুঝন,
 আগ হালর পাবর ফলে, সেয়াঞ্য হুলোত জন্মেয়োন ।
 ইকে যারা তারারে মারি, বানা পাঙ্গানি গরর,
 মুরি গেলে তারা ধুক্যেন গুরি, তোমারো আগে হবর ।
 কর্ময়ান ডোরেই ন মাজ্জো আর, মঝা-মাজি, পুগ-জুগরে,
 যদি তুমি হামাকায় গুরি, ডোরে থাগদে অয় দুগরে ।

(৩৯)

ধন্য তুমি হে জননী, বনভাস্তের মাতা,
 ভুলব না তোমায় আর তব পুত্রের কথা ।
 পুত্র তোমার মহাপুরুষ, সাধনানন্দ নামে,
 আসব-তৃষ্ণা, ক্রেশ মুক্ত, আর্য্যসত্য জ্ঞানে ।

সাধু! সাধু! সাধু!

বাংলা ভাষায় রচিত ধর্মীয় গান

(০১) নং গান

সুর : শ্রীমৎ করুণাশ্রী ভিক্ষু

শিল্পী : চম্পা তঞ্চঙ্গ্যা

ভাস্তে তুমি দুর্লভ মহাপুরুষ

বিশাল এই ত্রিভুবনে

যখন শুনি তোমার দেশনা

ভক্তি জাগে প্রাণে (২)

অমর হয়ে থাক ভাস্তে তুমি

সকল প্রাণীর মুক্তির তরে

জ্ঞান দাও প্রভু মোদের তুমি

দয়া কৃপা করে (২)

তব দয়া কৃপায় মোরা

নির্বাণের পথ খুঁজে পাবো (ঐ)

চির ভাস্তর হয়ে থাক তুমি

হে প্রভু বনভাস্তে

জ্ঞানের প্রদীপ তুমি জ্বলে দাও

হে প্রভু বনভাস্তে (২)

সুখ শান্তি বয়ে আসুক

সকল প্রাণীর জীবনে (ঐ)

(০২) নং গান

সুর ও শিল্পী : বাবু রঞ্জিত দেওয়ান

রথীন্দ্র নাম নিয়ে তুমি

জন্মেছিলে ধরাধামে

উনিশ শত বিশ সালে

মোরঘোনা এক গ্রামে (২)

জ্ঞান সাধনায় গৃহত্যাগ

করেছিলে তুমি জীবনে

উনত্রিশ বছরে বুদ্ধের শাসনে (ঐ)

নন্দন কাননন বৌদ্ধ বিহার

ছিল প্রব্রজ্যা স্থান তোমার

দীক্ষা নিয়ে প্রতিজ্ঞা ছিল

চারি আর্য সত্য জানার (২)

তাই আচার্যের আশীষ নিয়ে

চলে গেলে ধনপাতা বনে

সম্যক সাধনায় নির্বাণ লভিতে

অনন্য মহৎ প্রাণে

পরিচয় বনভাস্তে নামে (ঐ)

কঠোর সাধনায় সেই ধনপাতায়

করেছিলে পঞ্চমার জয়

অরহত্ব জ্ঞানে অবিদ্যা তৃষ্ণা

করেছিলে তুমি ক্ষয় (২)

তাই নিজেই তিনটিলায়

তিনটিলা থেকে রাঙামাটিতে

রাজবন বিহারে

প্রচারিলেন নির্বাণ ধর্ম

অগণিত ভক্তগণে

পরিচয় বনভাস্তে নামে (ঐ)

তারিখ : ১০/০২/২০১২ইং, রাজবন

বিহার, রাঙ্গামাটি

(০৩) নং গান

সুর ও শিল্পী : বাবু রঞ্জিত দেওয়ান

চির সত্য তোমার বাণী

আর্য্যসত্য দেশনা

করেছিলে জীবের কল্যাণে

পরম শান্তি রচনা (২)

তব বাণীতে অজ্ঞ মানুষের
জেগেছে আজ চেতনা (ঐ)
অবিদ্যা ঘুমে ছিল যারা
তারা আজ জেগেছে
তোমারি ডাকে সাড়া দিয়ে
নির্বাণ পথ ধরেছে (২)
শীল সমাধি প্রজ্ঞা ভেলায়
করছে মুক্তির সাধনা (ঐ)
বুদ্ধ ধর্মের আসল নীতি
শিখিয়ে ছিলে তুমি
কৃতজ্ঞতায় তব চরণে
প্রণমি তোমায় প্রণমি (২)
সবার হৃদয়ে থাকবে চিরকাল
কখনো তোমায় ভুলবো না (ঐ)
তারিখ : ১২/০২/২০১২ইং
স্থান : প্রশান্তি অরণ্য কুটির,
আটরকছড়া, লংগদু

(০৪) নং গান

আজ পূর্ণ হলো একটি বছর
নির্বাণ চলে গেছ তুমি
শোক সাগরে ভাসিয়ে মোদের
দুঃখ সংসার অতিক্রমি (২)
তোমারি স্মরণে করেছি মোরা
এই অনুষ্ঠান আয়োজন
পুণ্যের ফলে যেন মোদের
দুঃখ হয় নিবারণ (ঐ)
তোমার নিষ্প্রাণ দেহখানি
এখনও আমাদের মাঝে আছে
দেব-মানবে করিতে পূজা
সুন্দর করে সেজে (২)

তোমার জ্ঞানের মহিমা স্মরি
তোমারি গুণগান গাইবো
স্মরণীয় করে রাজবন বিহারে
যুগ যুগ ধরে রাখবো (ঐ)
তোমাকে হারিয়ে হয়েছি মোরা
মর্মান্বিত হৃদয়ে
তুমিই তো প্রভু সর্ব প্রথম
ধর্মচেতনা দিয়েছ জাগিয়ে (২)
সেই চেতনায় জাগরিত আজ
তব অগণিত ভক্তগণে
কুশল কর্মে করছে সাধনা
আর্যসত্য অন্বেষণে (ঐ)
তারিখ : ১১/১২/১২ইং
স্থান : রাজবন ভাবনা কেন্দ্র,
কাটাছড়ি।

(০৫) নং গান

প্রভু তুমি যে মহামানব
তোমার নেই কোনো তুলনা
করেছ সাধন অসাধ্যকে
গহীন বনে করে সাধনা (২)
তাই বনভাস্তে নামে তুমি
পরিচয় ধরাধামে
সাধনায় অতি আনন্দ বলে
সাধনানন্দ নামে (ঐ)
সিংহের মত নির্ভীক তুমি
যতদিন ছিলে ধরাধামে
বজ্রকণ্ঠে জাগিয়েছ মানবে
অহিংসা ধর্মের আহ্বানে (২)

তোমার সেই ডাকে যারা
মনে-প্রাণে দিয়েছে সাড়া
তুমি আর নেই বলে আজো
নীরবে কাঁদে তারা (ঐ)

আমাদের মাঝে আছে শুধু
তোমার অমূল্য উপদেশ
তুমি জীবন দুঃখ অবসান করে
নির্বাণ গেছ অবশেষ (২)

তোমার যত অপূর্ণ আশা
পারি যেন মোরা সাধিতে
তব শিক্ষায় অহিংসা নীতিতে
পারি যেন আজীবন চলিতে (ঐ)

(০৬) নং গান

সুর ও শিল্পী : চম্পা তঞ্চঙ্গ্যা
অকূল সাগরে আমাদের ছেড়ে
তুমি পরিনির্বাণ চলে গেলে
তোমায় স্মরণ করি মোরা
বেদনা ভরা শোকানলে (২)
ও গো বনভাস্তে হঠাৎ করে
কেন তুমি চলে গেলে (ঐ)

আজ আমাদের মাঝে
নেইকো ভাস্তে তুমি
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে
পাড়ি দিলে নির্বাণ ভূমি (২)
অসহায় যেন আজি মোরা
তোমায় হারিয়েছি বলে (ঐ)
মাতাপিতার চেয়েও তুমি
ছিলে আমাদের পরম

অবুঝ হৃদয় মানতে চাই না
তোমার চির শয়ন (২)
তুমি তো গেছ নির্বাণ সুখে
মারের বাধন ছেড়ে
আছি মোরা দুঃখে ভরা
অকূল সংসার সাগরে (ডুব) (ঐ)
তারিখ : ৩১/০১/২০১২ইং, রাজবন
বিহার, রাঙ্গামাটি

(০৭) নং গান

তুমি মোদের জ্ঞান দাতা
ছিলে আরো পরম গুরু
তব শাসনে জ্ঞান সাধনা
করেছি মোরা গুরু (২)
তুমি ভাল-মন্দ বলে দিতে
জ্ঞান সাধনার পথে
পরম করুণায় উপদেশ দিতে
অকুশল থেকে বিরত হতে (ঐ)
তব দেশনা হৃদয়ে যেন
ধারণ করতে পারি
এই আশীর্বাদ করো ভাস্তে
যদিও গেছো মোদের ছাড়ি (২)
তুমি নির্বাণ চলে গেছো বলে
অমূল্য রত্ন হারালাম
কখনো আর ফিরে পাবো না
তাই কাঁদছে আজ ধরাধাম (ঐ)
অবুঝ সন্তানের মত মোরা
অপরাধ করলে অজান্তে
মাতাপিতার মত তুমি
ক্ষমা করে দিও ভাস্তে (২)

তব আশীষ কৃপায় যেন
হই নির্বাণ মৃখী
তোমারি মত নির্বাণসুখে
হতে পারি যেন সুখী (ঐ)
তারিখ : ০৫/০২/২০১২ইং, মুবাছড়ি
অরণ্য কুটির, মহালছড়ি

(০৮) নং গান

সত্যের দীপ জ্বালিয়ে তুমি
দিয়েছ আমাদের মাঝে
অহিংসা মৈত্রী মহাকরণায়
সকল জীবে ভালোবেসে (২)
তব সাধনা ধর্ম দেশনা
সকল প্রাণীর জন্যে
ছড়িয়ে পড়েছে তাই তব মহিমা
সারা বিশ্বের দ্বার প্রান্তে (ঐ)

বুদ্ধজ্ঞানের সূর্য তুমি
জ্ঞানের আলোয় আলোকিত
জীবের কল্যাণে উপদেশ তুমি
দিয়েছ ভাস্তে অবিরত (২)
অহিংসা মৈত্রী শ্বাশত বাণী
অকাতরে বিলিয়ে
দিয়েছ তুমি নতুন করে
নির্মল চেতনা জাগিয়ে (ঐ)

অভয় জ্ঞান দান তুমি
দিয়েছ প্রভু নির্ভয়ে
ধন্য হয়েছি তোমারি মত
একজন মহাপুরুষ পেয়ে (২)
আজ তুমি নেই প্রভু
চলে গেছে নির্বাণ

তোমার কথা মনে পড়ে
আজো কাঁদে এই প্রাণ (ঐ)
তারিখ : ০৫/০২/২০১২ইং, মুবাছড়ি
অরণ্য কুটির, মহালছড়ি

(০৯) নং গান

গানের মাঝে স্মরি আজি
হে প্রাণের দেবতা
জানাই তোমায় প্রাণ ভরা
পরম কৃতজ্ঞতা (২)
জীবনে মরণে তব শাসনে
হইগো যেন অমরতা (ঐ)

ধন্য তোমার আবির্ভাবে
এই বাংলাদেশের মাটি
তব জ্ঞানের আলোয় আলোকিত
আজ বিশ্বের বৌদ্ধ জাতি (২)
তুমি জগতের শান্তির দূত
বুদ্ধ ধর্মের নব প্রাণ দাতা (ঐ)

ভাস্তে তুমি হয়েছ অমর
নির্বাণ শান্তিতে অম্লান
তব শাসন ধর্ম দেশনা
কখনো যেন না হয় স্নান (২)
যুগে যুগে ধরণীর বুকে
থাকে যেন সজীবতা (ঐ)

তারিখ : ১০/০২/২০১২ইং, রাজবন
বিহার, রাঙ্গামাটি

(১০) নং গান

কখনো হারিয়ে যাবে না তুমি
আমাদের এই হৃদয় থেকে

শুনেছি তব মুখে ধর্মদেশনা
দেখেছি তোমায় দু'চোখে (২)
ভাবি আজো তুমি আছ
থাকবে সবার হৃদয়ে (ঐ)

স্মরণ করি কৃতজ্ঞতায়
প্রাণের প্রণাম জানিয়ে
চলে গেছ ভাস্তে তুমি
আমাদের হৃদয় কাঁদিয়ে (২)
অবুঝ হৃদয় এখনো কাঁদে
তোমার স্মৃতি মনে পড়ে (ঐ)

পরম করুণায় তুমি মোদের
জ্বলে দিয়েছ জ্ঞানের আলো
ত্রিভুবনে আর কোথাও নেই
তোমারি মত ভালো (২)
তাই আমাদের হৃদয়ে তুমি
চিরদিন বেঁচে থাকবে (ঐ)
তারিখ : ০৯/০৭/২০১২ইং, প্রশান্তি
অরণ্য কুটির, আটারকছড়া, লংগদু

(১১) নং গান

প্রাণের দেবতা তুমি
দেব-মানবের প্রিয়
তব অবদান সত্যি যে মহান
ভুলবো না মোরা কেউ (২)
জনম তোমার সার্থক
মোদের প্রণাম নিও (ঐ)
সূর্যের মত আলোকিত
করেছ তুমি ধরাতল
তব জ্ঞানালোকে পেয়েছে আলো
মোহন মানব সকল (২)

প্রাজ্ঞ তুমি মহাপুরুষ
মোদের আশীষ দিও (ঐ)
তুমি আজ আর নেই বলে
সবি শূন্যতা মনে হয়
অভয় জ্ঞান দান দিয়েছ তুমি
সকল জীবের দয়াময় (২)
স্মরণ করি তোমায় আজি
হৃদয় নিংড়ানো গভীর শ্রদ্ধায় (ঐ)
তারিখ : ০৩/০৭/২০১২ইং, প্রশান্তি
অরণ্য কুটির, আটারকছড়া, লংগদু

(১২) নং গান

আকুল প্রাণে ভক্তি ভরে
তব মহিমাময় স্মৃতি স্মরণে
দিবা-রাত্রি ভাবি তোমায়
প্রতিদিন প্রতিক্ষণে ক্ষণে (২)
প্রভু তোমারি প্রতিচ্ছবি
ভেসে উঠে দুই নয়নে। (ঐ)

ছিলে তুমি পতিত পাবন
অসহায় জীবের সহায়
তব জ্ঞানের অভয় বাণী
সম্যক চেতনা জাগায় (২)
তাই তব শিক্ষা উপদেশে
চলি মোরা মুক্তির সন্ধানে। (ঐ)

জন্ম-মৃত্যুর দুঃখ কারাগার
চুরমার করিয়া তুমি
অনুপাদিশেষ নির্বাণ গেছো
ত্রিলোক ভূমি অতিক্রমি (২)
তুমি যে মহান তোমারি জয়গান
গাইবো মোরা জীবনে। (ঐ)

তাং : ১৭/০২/২০১৫ইং, ক্ষান্তিপুর
বন কুটির, গড়গয়াছড়ি

(১৩) নং গান

এমনও সুন্দর শুভক্ষণে
আলোকিত করে এই ধরাধামে
জন্ম নিয়েছ চই জানুয়ারি
মোরঘোনা বড়াদাম গ্রামে (২)
ধন্য প্রভু তোমার জনম
এসেছ জীবের কল্যাণে (ঐ)

বুদ্ধের পথ অনুসরি
অবিদ্যা তৃষ্ণা ক্ষয় করি
চারি আর্ষসত্য জ্ঞানে
ভব সাগর দিয়েছ পাড়ি (২)
তোমারি আবির্ভাবে ধন্য মোরা
ধন্য হতে চাই জীবনে (ঐ)

রাজবন মুখরিত তব জয়গানে
মুক্ত তুমি বিমুক্তি জ্ঞানে
শ্রদ্ধা নিবেদিতে এসেছে ভক্ত
তব শুভ জন্ম দিনে (২)
হাজারো জনতা সমাগম আজ
খুশী মনে এই রাজবনে (ঐ)

(১৪) নং গান

ওগো প্রভু বনভাস্তে
তব শুভ জন্ম দিনে
হয়েছি মোরা সমাগম
অতি মহা আনন্দে (২)
ভক্তিতে জানাই প্রণাম
ভস্তু তব শ্রীচরণে (ঐ)

উনিশ শত বিশ সালে
চই জানুয়ারি তুমি
জন্ম নিয়েছ বলে হয়েছে ধন্য
মোরঘোনা জন্ম ভূমি (২)
ধন্য তোমার মাতাপিতা
ধন্য আজি সকল প্রাণী (ঐ)
শৌর্য -বীর্যে জ্ঞানে তুমি
সবারই চেয়ে মহান
আর্ষসত্য বুঝিয়ে দিতে
নেই প্রভু তোমার সমান (২)
তাই মোরা পূজিতে তোমায়
এসেছি আজ এই শুভক্ষণে (ঐ)

(১৫) নং গান

হে মহান সাধক বীর সন্ন্যাসী
জানিনা তুমি যে কত মহান
বুদ্ধজ্ঞানে হয়েছে জ্ঞানী
তুলনা হয় না এই ত্রিভুবন (২)
অনন্ত জ্ঞানে তুমি যে ধনী
সকল বন্ধন করিয়া ছেদন (ঐ)

কঠোর সাধনায় প্রভু তুমি
জয় করেছে পঞ্চমার
পেয়েছ শ্বাশত নির্বাণ ভূমি
জন্ম-মৃত্যু করে চুরমার (২)
তাই তো তোমায় বলি সবাই
মহান সাধক মহৎ প্রাণ (ঐ)

তব মহিমা নেই কোনো তুলনা
বিশ্বে তুমি মহতো মহান
গাইবো মোরা তব জীবনের
অহিংসা নীতির গুণগান (২)

মুক্ত তুমি চির স্বাধীন
অনাবিল জ্ঞানে জ্ঞানবান (ঐ)

(১৬) নং গান

মুক্তির সাধনায় বনভাস্ত্রে
ধনপাতা নামক বনে তুমি
একাকী থেকে জ্ঞান লাভ করে
আলোকিত করেছ ধরণী (২)
কঠোর সাধনায় করেছ সাধন
তাই তুমি আজ মহাজ্ঞানী (ঐ)

তুমি স্মৃতি ধ্যানে অপ্রমাদে
ছিলে কঠোর সংযমী
তোমারি মহিমায় ধন্য আজ
অশান্ত এই মেদিনী (২)
জ্ঞানের আধার বুদ্ধের শ্রাবক
দেব-মানবের পরশ মণি (ঐ)

ধরাতে জ্বলে দিয়েছ তুমি
বুদ্ধজ্ঞানের সবিতা
সকল জীবের আশ্রয় তুমি
অভয় জ্ঞান মুক্তি দাতা (২)
নির্ভীক তুমি স্বাধীন চেতা
অমৃত তোমার বাণী (ঐ)

(১৭) নং গান

কত যে সুন্দর তোমারি নাম
ওগো ভাস্ত্রে সাধনানন্দ
তব জ্ঞানের আলোকে মোরা
পেয়েছি জীবনের সূরহন্দ (২)
বুঝিয়ে দিতেছ তুমি মোদের
কিসে ভাল কিসে মন্দ (ঐ)

সাধনায় তোমার আনন্দ বলে
তাই সাধনানন্দ তব নাম
গহীন বনে একা বসে ধ্যানে
অর্জন করেছ বুদ্ধজ্ঞান (২)
নির্জন কাননে মুক্তি সাধনে
তুমি নিজেই করেছ দান্ত (ঐ)

অবিদ্যা আঁধারে ডুবে আছি
এখনো আমরা সবাই
জ্ঞানের সন্ধান পাইগো যেন
তব আশীষ কৃপায় (২)
দাও প্রভু মোদের আশীষ
হই যাতে অমর শান্ত (ঐ)

(১৮) নং গান

মহান সাধক পরম পূজ্য
শ্রাবকবুদ্ধ বনভাস্ত্রে
জীবন অঙ্গ করেছ ত্যাগ
অজানাকে তুমি জানতে (২)
তাই দেব-মানবের মাঝে আজি
উপদেশ দিয়েছ বজ্রকণ্ঠে (ঐ)

তোমার সেই কঠোর ধ্যানে
তোমার সেই প্রসূত জ্ঞানে
ধরাতে জ্বলে দিয়েছ শিখা
সুপ্ত মানুষের জীবনে (২)
মুগ্ধ মোরা তব দেশনায়
ধন্য আজ তোমারি শাসনে (ঐ)

তব দেশনায় পরম মহিমায়
অহিংসা মন্ত্রের ঝংকারে
সাজিয়ে উঠুক জীবের জীবন
বুদ্ধজ্ঞানের অলঙ্কারে (২)

ধ্বংস হোক অবিদ্যা তমসা
বুদ্ধ সূর্য আগমনে (ঐ)

(১৯) নং গান

পেয়েছ তুমি নতুন জীবন
বুদ্ধের শাসনে এসে
সার্থক করতে অমূল্য জীবন
সন্ন্যাসী ধর্ম নিয়েছ বেছে (২)
অনন্ত দুঃখ করিতে পরাহত
হয়েছ সংসার ধর্মে বিরত (ঐ)
নতুন জীবনে ধর্মের সাধ পেতে
সাধনা করেছ গহীন কাননে
বুদ্ধজ্ঞানে নির্বাণ লভিতে
ছিলে তুমি কঠোর ধ্যানে (২)
ধনপাতা বনে করিয়া ধ্যান
লভিয়াছ ষড়ভিঞ্জ অর্হন্তজ্ঞান (ঐ)
হয়েছ মুক্ত চির স্বাধীন
অষ্টমার্গ পথ ধরি
মার ভুবন করেছ মর্দন
আর্য সত্যজ্ঞান লাভ করি (২)
ধন্য তুমি আর্য জ্ঞানী
বুদ্ধ পুত্র জ্ঞানের খনি (ঐ)

(২০) নং গান

শান্তির নীড় তুমি পেয়েছ খুঁজে
পেয়েছ মুক্তির ঠিকানা
মুক্তির সুবাদে প্রজ্ঞার আলোকে
নেই তোমার কোনো অজানা (২)
এমনও মহৎ সাধনায় তুমি
পূরণ করেছ বাসনা (ঐ)

জীবের দুঃখ দেখে তোমার
নিত্য কাঁদে প্রাণ
কত যে দুঃখ যাতনায় জীব
থাকে সদা শ্রিয়মান (২)
তাই জীবের কল্যাণে তুমি
করেছ নির্বাণ রচনা (ঐ)

তোমারি পথ অনুসরণ
করে যারা জীবনে
প্রাণ-পণে চেষ্টা করে
বিমুক্তির সন্ধানে (২)
পূর্ণ হবে নিশ্চয়ই তবে
সেই মুক্তির সাধনা (ঐ)

(২১) নং গান

আজি মোরা প্রণাম জানাই
ভগবান বুদ্ধের চরণে
জানাই আরো কৃতজ্ঞ প্রণাম
বনভাস্তের পবিত্র চরণে (২)
গ্রহণ করো মোদের প্রণাম
সুখী হই যেন জীবনে (ঐ)
এই যুগে যিনি মোদের
ছিলেন প্রভু ভগবান
মোদের ছেড়ে চলে গেছে নির্বাণ
সাধনানন্দ তাঁর নাম (২)
স্মরণ করি ভাস্তেকে আজি
প্রতিটি গানে গানে (ঐ)
বুদ্ধ ধর্মের নব-জাগরণ
করেছিলেন বনভাস্তে
অবুঝ মোরা ভাস্তে নেই সেটা
পারিনি আজো তা মানতে (২)

ভাবি আজো ভাস্তে আছে
আমাদের প্রতিটি অনুষ্ঠানে (ঐ)
তারিখ : ০৭/০৮/২০১২ইং, প্রশান্তি
অরণ্য কুটির, আটারক ছড়া, লংগদু

(২২) নং গান

ওগো বনভাস্তে এখনো তুমি
আমাদের মাঝে জীবিত
তব দেশনা উপদেশ বাণীতে
নিষ্প্রাণ রূপে নিয়ত (২)
তব নির্ভীক কণ্ঠ ধ্বনি
শুনি আজো মোরা অবিরত (ঐ)
নির্বাণ দ্বীপে শাস্বত সুখে
গমন করেছে গৌরবে
জন্ম মৃত্যু নিরোধ করিয়া
আছ তুমি নিবৃত্তি সুখে নীরবে (২)
তব স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে
আছে দিবালোকের মত (ঐ)

তোমার স্মৃতিকে গৌরবে মোরা
স্মরণ করি প্রতিক্ষণ
স্মরি তোমায় আকুল প্রাণে
জীবনকে করতে সচেতন (২)
তব জ্ঞানের শিক্ষাতে মোরা
থাকি যেন জাগরিত (ঐ)

তাং : ১৬/১১/২০১৪ইং, লুম্বিনী
বনবিহার, হরিণা

(২৩) নং গান

বনভাস্তের পরিনির্বাণ লাভ
৩০শে জানুয়ারি
স্মরণ করি ভাস্তেকে আজি
গভীর শ্রদ্ধায় ভক্তি করি (২)
ফুলের তোড়া দিয়ে মোরা
শ্রদ্ধা জানাবো শির নত করি (ঐ)
ভাস্তে ছিলেন অদ্বিতীয়
স্মরণীয় বরণীয়
সকল জীবের করুণা সাগর
দেব-মানবের পূজনীয় (২)
ভাস্তের মহিমা স্মরণ করে
এগিয়ে যাবো তাঁর নীতি ধরি (ঐ)

আর্যশ্রাবক সাধনানন্দ
পরিচয় বনভাস্তে নামে
হৃদয় উজার করে ভাস্তেকে আজি
স্মরণ করি ভক্তি প্রাণে (২)
ভাস্তে নেই আজ নির্বাণ গেছে
মার রাজের মোহ ছাড়ি (ঐ)
তারিখ : ৩০/০১/২০১৪ইং, রাজবন
বিহার, রাঙামাটি

(২৪) নং গান

যতদিন আমার জীবন আছে
গাইবো তোমারি গুণগান
যতদিন আমার প্রাণ আছে
স্মরণ করবো তোমারি নাম (২)
তুমি ছিলে এযুগের ভগবান
তুমি প্রভু আমাদের করো ত্রাণ (ঐ)

তোমারি গুণগান গেয়ে আমি
মরে যেতে চাই
তুমি স্বাধীন ক্লেশ মুক্ত
ধরাধামে ছিলে তাই (২)
ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ তুমি
দিয়ে ছিলে জ্ঞানদান (ঐ)

বনভাস্তে নামে তুমি
বিশ্বের মাঝে পরিচিত
গহীন বনে অবিদ্যা ছেদনে
হয়েছ তুমি অরহত (২)
দাও আমায় জ্ঞান প্রভু
পাই যেন নির্বাণ সন্ধান (ঐ)
তারিখ : ০৫/০২/২০১৪ইং, আর্য্যবন
বিহার, ধর্মপুর, খাগড়াছড়ি

(২৫) নং গান

অনিত্য সংসারে জীবগণ
সুখে-দুঃখে সদা ভাসমান
দুঃখের করণ নিষ্পেষণে
থাকে অবিরত শ্রিয়মান (২)
জীবনের সুখ খুঁজতে গিয়ে
দুঃখ আসে অগণন (ঐ)
ক্ষণিক সুখেতে রত যারা
এই দুর্লভ জীবনে
প্রমত্ততায় অমূল্য জীবন
হারায় তারা অজ্ঞানে (২)
সুখের প্রলোভনে পড়ে
করো না ভবে বিচরণ (ঐ)

একদিন যে মরণ হবে
লক্ষ্য নাই সেই দিকে

যাবার সময় পাপ-পুণ্য
যাবে শুধু পরলোকে (২)
ধন-পরিজন হবে সব
মৃত্যুর পরে অকারণ (ঐ)
তারিখ : ০৪/০৭/২০১২ইং, প্রশান্তি
অরণ্য কুটির আটারক ছড়া লংগদু

(২৬) নং গান

তুমি কি চাও মুক্ত হতে
ভব সাগর পাড়ি দিতে
হও তবে রত মুক্তি সাধনে
অষ্টমার্গের সম্যক জ্ঞানে (২)
সম্যক সাধনায় ইন্দ্রিয় দমন
করতে হবে বিদর্শনে (ঐ)

জ্ঞানের পরশে নির্বাণ মানসে
সাধনায় হও তুমি রত
জ্ঞানের অস্ত্রে ধ্বংস করো হে
সংযোজন আছে যত (২)
সকল বন্ধন জ্ঞানে করো মর্দন
অমর শান্তি লভিতে (ঐ)

অরহত জ্ঞান লভিবে যবে
স্মৃতি সাধনায় সংযমে
মুক্তির সন্ধান পরম নির্বাণ
পাবে তুমি বিমুক্তি জ্ঞানে (২)
বিমুক্তি সুখেতে হবে সুখী
অল্লান চির শান্তিতে (ঐ)

(২৭) নং গান

সুর : দীন মোহন চাকমা
 হে সন্ন্যাসী আমরা জানাই
 তোমাদের স্বাগত
 আমাদের পুণ্যদান করিতে
 তোমরা এখানে আগত (২)
 তোমরা জ্ঞানী সংসার ত্যাগী
 সংসার ধর্মে বিরত (ঐ)

তোমাদের আগমনে পুণ্য চেতনায়
 ধন্য আমরা আজি
 পুণ্যের প্লাবনে-প্লাবিত হোক
 এই সারা বিশ্ববাসী (২)
 বুদ্ধের শাসনে মৈত্রী বাঁধনে
 থাকিব আমরা অবিরত (ঐ)
 বুদ্ধের অনুসারি ধর্মের ধারক
 তোমরা মুক্তির সন্ধানী
 জীবের কল্যাণে দাও বিলিয়ে
 তোমাদের অমৃত বাণী (২)
 ধর্মের সুখা লভিতে মোরা
 হয়েছি আজি সমবেত (ঐ)

(২৮) নং গান

বুদ্ধের শাসন রক্ষা করিতে
 তোমরা শ্রেষ্ঠ সুমহান
 আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে
 তোমরা করেছ আগমন (২)
 সকল জীবের হিতের জন্য
 তোমরা নিবেদিত প্রাণ (ঐ)
 বুদ্ধের শাসন ধারক-বাহক
 তোমরা সত্যধর্মের অনুসারি

বুদ্ধ শাসনে রমিত অবিরত
 দেব-মানবের কাঙারি (২)
 বুদ্ধ শাসন করো হে ধারণ
 জগতের হোক চির কল্যাণ (ঐ)

শীল সমাধি প্রজ্ঞা সাধনায়
 তোমাদের অগ্র অভিযান
 জন্ম-মৃত্যু নিরোধ করিতে
 লক্ষ্য শুধু পরম নির্বাণ (২)
 তোমাদের অভিযান হোক বেগবান
 সম্যক সাধনায় দুঃখ অবসান (ঐ)

(২৯) নং গান

তোমরা সবাই মুক্তির সন্ধানে
 বনভাস্তের সুশাসনে
 মহৎ চেতনায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ
 করেছ মুক্তি অন্বেষণে (২)
 ভাস্তের নীতি অহিংসা মৈত্রী
 ধন্য তোমরা জীবনে (ঐ)
 আঁধার ঘরের প্রদীপ তোমরা
 অন্ধকারের আলো
 প্রব্রজ্যা জীবনে জীবের কল্যাণে
 জ্ঞানের মশাল জ্বালো (২)
 আলোকিত হোক অশান্ত ধরা
 তব শীল সমাধি জ্ঞানে (ঐ)
 ত্যাগ সাধনায় সংযমে তোমরা
 দশটি বছর পেরিয়ে
 স্থবির পদে হয়েছ উন্নীত
 অহিংসার পথ ধরিয়ে (২)
 সার্থক হোক তোমাদের সাধনা
 আর্যসত্যের সম্যক জ্ঞানে (ঐ)

বি.দ্র. পরম পূজ্য বনভাস্তের শিষ্য সংঘের মধ্যে যারা ২০১২ সালের বর্ষাবাসের পর স্থবির পদে উন্নীত হয়েছেন তাঁদের স্মরণে এই গানটি রচিত।

(৩০) নং গান

আমরা আজ এই অনুষ্ঠানে
ফুলের তোড়া হাতে
আমাদের হৃদয় নিঙড়ানো
গভীর শ্রদ্ধা জানাতে (২)
ধর্ম সভায় হয়েছি সমবেত
তোমাদের বরণ করিতে (ঐ)
তোমাদের স্মরণে করেছি মোরা
স্থবির বরণ আয়োজন
সকল প্রাণীর হিতার্থে তোমরা
করো সুন্দর জীবন গঠন (২)
বুদ্ধের শাসনে সম্যক জ্ঞানে
যাত্রা হোক সোজা নির্বাণপথে (ঐ)
ফুলের মতন পবিত্র হোক
তোমাদের মহৎ হৃদয়
নির্মল আকাশের মত করে
অনাবিল জ্ঞান হোক উদয় (২)
তোমাদের সেই জ্ঞানালোকে
সত্য পথ দেখি যাতে (ঐ)

বি.দ্র. পরম পূজ্য বনভাস্তের শিষ্য সংঘের মধ্যে যারা ২০১২ সালের বর্ষাবাসের পর স্থবির পদে উন্নীত হয়েছেন তাঁদের স্মরণে এই গানটি রচিত।

তারিখ : ১৩/১২/২০১১ইং, রাজগিরি
বনবিহার, বেতছড়ি, নানিয়ারচর

(৩১) নং গান

আজি মোরা স্বাগত জানাই
সকল ভিক্ষুসংঘকে
প্রজ্জলংকার ভাস্তেসহ
এসেছেন যারা অনুষ্ঠানে (২)
জানাই গভীর ভক্তি প্রণাম
পূজনীয় ভাস্তেদের চরণে (ঐ)
দুই হাজার বার সালের বর্ষা শেষে
স্থবির হয়েছেন যারা
তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে
এই পূণ্যানুষ্ঠান করছি মোরা (২)
দশটি বছর দিয়েছেন পাড়ি
মুক্তি লভিতে জীবনে
পবিত্র জীবন যাপিয়া
পূজ্য বনভাস্তের শাসনে (ঐ)
যৌবন ভরা জীবনে তোমরা
নিজেকে করিতে দমন,
ভাস্তের দেশনায় ত্যাগময় চেতনায়
এসেছ ছেড়ে আত্মীয়স্বজন (২)
ত্যাগই সুখ ত্যাগই মহিমা
ভাস্তের এই বাণীতে
বুদ্ধ ধর্মের সঠিক মর্ম
পারো যেন বুঝিতে (ঐ)

বি.দ্র. পরম পূজ্য বনভাস্তের শিষ্য সংঘের মধ্যে যারা ২০১২ সালের বর্ষাবাসের পর স্থবির পদে উন্নীত হয়েছেন তাঁদের স্মরণে এই গানটি রচিত।

(৩২) নং গান

মোদের বড় মধুময় আজ
এই সুন্দর মধু পূর্ণিমায়
মধুর মিলনে সুখের সন্ধানে
পুণ্য করবো এই প্রার্থনায় (২)

মধু পূর্ণিমায় পারিলেয় বনে
বানর করেছে মধুদান
হস্তীরাজ করেছে সেবা
নিরাপদে ছিলেন তথাগত ভগবান (২)
পবিত্র মনে পুণ্য চেতনায়
এসো হে সাবাই মধু পূর্ণিমায় (ঐ)

মনোরম ছিল তখন
পারিলেয় সেই বন
মহাপ্রভু বুদ্ধ ভগবান
বর্ষাযাপন করেছেন যখন (২)
এই পুণ্য দিনে বনভাস্তের দেশনায়
সুন্দর হোক সবার জীবন পুণ্য
চেতনায় (ঐ)

(৩৩) নং গান

রত্নাকুরের রত্ন তুমি
ওগো ভাস্তে বিশুদ্ধানন্দ
আছ তুমি রত্নাকুরে
অশান্ত মানুষেরে করিতে শান্ত (২)

উনিশ শত সাতানব্বই সালে
এসেছ ভাস্তে তুমি
তোমার আগমনে ধন্য মোরা
পেয়েছি এই পুণ্য ভূমি (২)
রত্নাকুর বনবিহারে
এখনো আছ তুমি

বহু বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে
ধন্য আজ এই বনভূমি (ঐ)
তব মহিমায় মুগ্ধ মোরা
জানাই তোমায় প্রণাম
সবাইকে তুমি ধর্ম দেশনায়
দিতেছ ভাস্তে জ্ঞান দান (২)
তব সেই জ্ঞান দানে
জেনেছি মোরা ভাল-মন্দ (ঐ)

(৩৪) নং গান

সুরকার : দীন মোহন চাকমা
আমাদের এই চট্টগ্রামে
এম.এ লতিফ মহৎ প্রাণে
ভূমি দান করেছেন তিনি
সকল জীবের কল্যাণে (২)
উদার চেতায় মানবতায়
ধন্য হোক তব জীবন (ঐ)

বিশুদ্ধানন্দ কি আনন্দ
মোদের সবার কল্যাণে
মৈত্রীবন বিহার প্রতিষ্ঠা করে
দিলেন মুক্তির সন্ধানে (২)
মুক্তি লাভের তরে এসো
পুণ্য করি মনে প্রাণে (ঐ)

ধর্মপ্রাণ মানব যারা
করে সুখের সাধনা
হিন্দু মুসলিম এই ভেদাভেদ
বুদ্ধ নীতি মানে না (২)
জাত-ভেদাভেদ ভুলে এসো
মৈত্রী সেতুর বন্ধনে
ধর্মময় জীবন গড়ি
অহিংসা নীতি পালনে (ঐ)

(৩৫) নং গান

সুর ও শিল্পী- চম্পা তঞ্চঙ্গ্যা

আমরা কত ভাগ্যবান

পেয়েছি মানব জীবন

আমরা কত পুণ্যবান

পেয়েছি বুদ্ধের শাসন (২)

দান শীল ভাবনায়

সাজাবো এই জীবন (ঐ)

দানের মাঝে শ্রেষ্ঠ এ দান

কঠিন চীবর দান

পুণ্যের মাঝে মহাপুণ্য

বলেছেন বুদ্ধ ভগবান (২)

করবো এ দান সবে মিলে

হয়ে শ্রদ্ধাবান (ঐ)

এই দানেতে হোক মোদের

চারি অপায় রোধ

আমাদের এই পুণ্যের ফলে

নির্বাণ হেতু হোক (২)

নির্বাণ লাভের জন্য মোরা

করবো আজ এ মহাদান (ঐ)

তাং : ৪/১০/২০১৩ইং, মৈত্রীবন

বিহার, চট্টগ্রাম

(৩৬) নং গান

কর্ম মোদের চির সাথী

ধন পরিজন কিছুই নয়

কুশল কর্ম করবো মোরা

পাপ অকুশল করবো ভয় (২)

কুশল কর্মের শক্তির বলে

পঞ্চমার করবো জয় (ঐ)

পরলোকে যাবে না কিছু

হয়ে মোদের সাথী

দান ধর্মের পুণ্য সম্পদ

হবে যে মোদের খাঁটি (২)

সম্পদ ছাড়া কোনো কালে

কেউ সুখী নয় (ঐ)

কঠিন চীবর দান আজি

করছি সবে মিলে

নির্বাণ সম্পদ লাভ হোক

এই দানের পুণ্যের ফলে (২)

নির্বাণ ধনে-ধনী হয়ে

হোক মোদের তৃষ্ণা ক্ষয় (ঐ)

তাং : ৩১/০৮/২০১৩ইং, মৈত্রীবন

বিহার, চট্টগ্রাম

(৩৭) নং গান

মানব জীবন পেয়েছি মোরা

কত বড় ভাগ্যবান

পাপ কর্ম থেকে সদা

থাকবো সবাই সাবধান (২)

করে যাবো কুশল কর্ম

কঠিন চীবর এই মহাদান (ঐ)

পুণ্য ছাড়া সার্থক হয় না

এই মানব জীবনের

এই উপদেশ বাণী ছিল

পরম পূজ্য বনভাস্তের (২)

জ্ঞান পুণ্যহীন হলে

বৃথা যাবে এই জীবন (ঐ)

বনভাস্তে নেই আজি

নির্বাণ চলে গেছে

তাঁর উপদেশ শিক্ষা নীতি
দিবালোকের মত আছে (২)
করছি যারা আজি মোরা
কঠিন চীবর দান
এই শিক্ষা বনভাস্তের
শ্রেষ্ঠ অবদান (ঐ)
তাং : ১৬/০৮/২০১৪ইং, লুম্বিনী বন
বিহার, হরিণা

(৩৮) নং গান

পৃথিবীতে অল্লান রবে
গৌতম বুদ্ধের শাসন
ভাস্তেরা যদি শীলাচরণে
জীবন করে গঠন (২)
গভীর শ্রদ্ধায় গৌরবতায়
বিনয় নীতি করলে পালন (ঐ)
বিনয় নীতি শিক্ষা হলো
বুদ্ধ শাসনের প্রাণ
প্রজ্ঞা সাধনায় থাকলে নিমগন
বুদ্ধ শাসন হবে না স্লান (২)
অল্লান হোক বুদ্ধের শাসন
ধারণ করো হে ভিক্ষুগণ (ঐ)
মার্গ ফল লাভের সময়
এখনো আছে বিদ্যমান
স্মৃতি জ্ঞানে আর্য্যসত্য
লভিবার তথ্যজ্ঞান (২)
এই আশার কথা ভেবে
জ্ঞান সাধনা করো ধীমান (ঐ)
তারিখ : ২৭/০৬/২০১২ইং, প্রশান্তি
অরণ্য কুটির, আটারকছড়া, লংগদু

(৩৯) নং গান

আজকে মোরা যেই আয়োজন
করেছি সবে মিলে
বুদ্ধের শাসনে সংঘের চরণে
বিশ্বাস করি কর্মফলে (২)
এই দানে সুখ আসুক
ইহকাল পরকালে (ঐ)
যেই দানেতে পরম সুখ
আছে সদা বিদ্যমান
করেছি মোরা সেই আয়োজন
কঠিন চীবর এই মহাদান (২)
এসেছি মোরা এই দানেতে
পুণ্য সঞ্চয় করবো বলে (ঐ)
কঠিন চীবর দানেতে মোরা
সবাই নিবেদিত প্রাণ
সকল দানেরী শ্রেষ্ঠ এই দান
বলেছেন বুদ্ধ ভগবান (২)
পুণ্য কর্মে দান ধর্মে
থাকবো মোরা কুশলে (ঐ)

(৪০) নং গান

সুর ও শিল্পী : উত্তরা দেওয়ান
আজি এই পুণ্য দিনে
সবে মিলে পুণ্য মনে
দান করি শ্রদ্ধা মনে
সংঘের চরণে (২)
দানেতে করি লোভ ধ্বংস
শীলে হিংসা বিদ্বেষ
মুক্তির লাগি অকুশল ত্যাগী
অবিদ্যা করি নিঃশেষ (২)

আশীর্বাদ করো হে শ্রাবক সংঘ
মোদের সবার কল্যাণে (ঐ)

তব চরণে জানাই মোরা
গভীর ভক্তি শ্রদ্ধা
মোদের কাম্য সংঘের আশীষ
শান্তি সম্যক প্রজ্ঞা (২)
আশীর্বাদ করো হে ভাস্তে সংঘ
শান্তি আসুক জীবনে (ঐ)

(৪১) নং গান

সুর : শ্রীমৎ করুণাশ্রী ভিক্ষু
শিল্পী : চম্পা তঞ্চঙ্গ্যা
জানাই তোমাদের সু-স্বাগত
ওগো ভাস্তে লোকানন্দ
ওগো ভাস্তে প্রিয়তিষ্য (২)
দশটি বছর পেরিয়ে তোমরা
স্থবির আজ হয়েছ (ঐ)
অগ্রগতি হোক তব সাধনা
ক্ষান্তি মৈত্রী অহিংসা করুণায় (২)
ধন্য হোক তোমাদের জীবন
বুদ্ধের শাসনে গঠন (ঐ)
পূর্ণ হোক তব পারমী
ধন্য হয় যেন সকল প্রাণী (২)
ধৈর্যে বীর্যে অহিংসা মন্ত্রে
সার্থক হোক তোমাদের জীবন (ঐ)

(৪২) নং গান

সুরকার : বিশ্বেশ্বর চাকমা
শিল্পী : অনন্যা ও লিপিকা চাকমা
পুণ্য ভূমি শান্তি পুরে
এসো সবাই শ্রদ্ধা করে
পুণ্যের লাগি ধর্ম চেতনা
জাগিয়ে তুলি অন্তরে (২)
সপে দাও পুলকিত মনে
কুশল কর্মে নিজে (ঐ)

মনোরম এই পুণ্য ভূমি
দেখতে কত সুন্দর
বুদ্ধ ধর্মের পবিত্র চেতনায়
ভরে যায় যেন অন্তর (২)
পুণ্যের জোয়ারে ভেসে যায় মন
অনাবিল সুখ সাগরে (ঐ)

শান্তিপূর অরণ্য কুটিরে
শাসন রক্ষিত ভাস্তে আছে
ধর্মজ্ঞান দান করেন তিনি
সর্ব জীবো ভালোবেসে (২)
মৈত্রী চেতনায় ধর্ম দেশনায়
জাখত করেন সকলেরে (ঐ)
তারিখ : ২৯/০২/২০১২, প্রশান্তি
অরণ্য কুটির, আটারকছড়া, লংগদু

(৪৩) নং গান

সুর : বিশ্বেশ্বর চাকমা (ছক)
তুমি বড়ই ক্ষমাশীল
মৈত্রী পরায়ণ
আজ তোমার শুভ জন্মদিন
জানাই তোমায় স্বাগতম (২)

শুভ হোক তব জন্মদিন
হোক চির অমলিন
সকল জীবের তরে তুমি (ঐ)

জন্ম তোমার গামাটী ঢালা
উনিশ ‘শ’ একান্ন সালে
ফেব্রুয়ারি ৮ তারিখে
এই শুভ সময়কালে (২)
তাই আজ ধন্য মোরা
ধন্য তোমার জীবন
বনভাস্তের শাসনে
জীবন করেছে গঠন (ঐ)

জানি মোরা তব জন্ম
ধন্য হয়েছে আজি
বনভাস্তের প্রধান শিষ্য
তুমি মিতভাষী (২)
নির্জনতা প্রিয় তুমি
শান্ত শিষ্ট মন
তব আয়ু দীর্ঘ হোক
প্রার্থনা করি ভক্তগণ (ঐ)

তাং : ২১/০১/২০১৪ইং/ ধর্মপুর
আর্য্যবন বিহার, খাগড়াছড়ি

(৪৪) নং গান

প্রজ্ঞায় তুমি বিমণ্ডিত বলে
প্রজ্ঞালংকার তোমারি নাম
এই নাম রেখেছেন বনভাস্তে
তাই তুমি গুরুগত প্রাণ (২)
দূতিময় হোক তব প্রব্রজ্যা জীবন
আলোকিতে এই ধরাধাম। (ঐ)

গামাটী ঢালা গ্রামেতে তুমি
ফেব্রুয়ারি মাসের ৮ তারিখে
জন্মেছিলে মাতাপিতার ঘরে
উনিশ শত একান্ন সালে (২)
জন্ম তোমার ধরাধামে
ধন্য বনভাস্তের ছায়া তলে (ঐ)

এসেছি তব শুভজন্ম দিনে
গৌরবে তোমাকে পূজিতে
কুশল চেতনায় দান শীল ভাবনায়
পারমী পূর্ণ করিতে (২)
আমাদের এই কুশল কর্মের ফলে
মঙ্গল বয়ে আনুক জগতে। (ঐ)
তাং : ১৫/০২/২০১৫ইং, রাজবন
বিহার, রাঙামাটি

(৪৫) নং গান

ধর্মপুর আর্য্যবন বিহার
মোদের পুণ্য ভূমি
পুণ্য করে ধন্য করবো
মোদের জীবন খানি (২)
শুনবো আর ধর্মদেশনা
চারি আর্য্যসত্যের বাণী (ঐ)

পুণ্য হবে মোদের সাথী
ইহকাল আর পরকাল
সত্য হবে মোদের নীতি
বাঁচি মোরা যতকাল (২)
জীবন করবো সার্থক ধন্য
সত্য পথে চিরকাল (ঐ)
দুর্লভ এই মানব জীবন
পেয়েছি মোরা পুণ্যের ফলে

অকুশল কর্মে বৃথা যেতে
দেবো না তো কোনোকালে (২)
কুশল কর্মে রইবো সদা
আর্য্যসত্য পথে চলে (ঐ)
তাং : ২৫/০১/২০১৪ইং, ধর্মপুর্
আর্য্যবন বিহার, খাগড়াছড়ি

(৪৬) নং গান

সুর : বিশ্বেশ্বর চাকমা (ছক্কা)
অহিংসা ধর্মের অহিংসা পতাকা
আকাশে বাতাসে উড়াবো
অহিংসা পতাকার মৈত্রী চিহ্ন
বিশ্ববাসীকে দেখাবো (২)
ভেদাভেদ নেই এই পতাকা মাঝে
গৌরবে মোরা বিশ্বকে জানাবো (ঐ)
বুদ্ধ ধর্মের অহিংসা প্রতীক
ছয় রঙের এই পতাকাখানি
ঠাই আছে এই পতাকা তলে
বিশ্ব মাঝে আছে যত প্রাণী (২)
হিংসা ভরা পৃথিবীকে মোরা
অহিংসার গান গেয়ে জাগাবো (ঐ)

কত সুন্দর মোদের এই পতাকা
ছয়টি রঙেটে রাঙানো
মৈত্রী নিশানায় বৈষম্য হীনতায়
এই বদ্ধ পতাকা সাজানো (২)
জয় জয় রবে বুদ্ধ পতাকা তলে
মৈত্রী চেতনায় থাকবো (ঐ)
তাং : ০৭/১১/২০১৪ইং, লুম্বিনী বন
বিহার, হরিণা

(৪৭) নং গান

পুণ্য স্থান আমাদের সবার
হরিণা লুম্বিনী বন বিহার
পুণ্য চেতনায় মৈত্রী করুণায়
সমবেত হই এই জায়গায় (২)
সুখের আশায় আসি মোরা
এই পুণ্য স্থানে বার বার (ঐ)

কত যে সুন্দর নয়নাভিরাম
মোদের এই পুণ্য ভূমি
জ্ঞানী-গুণীদের সমাগম
শুনতে পায় অহিংসা বাণী (২)
অহিংসা নীতিতে সঁপে দেবো
ক্ষণিকের এই জীবনখানি (ঐ)

পৃথিবীতে আজ বিরাজমান
বুদ্ধের অহিংসা ধর্ম
সাধারণ যারা বুঝে না তারা
অহিংসা নীতির মূল মন্ত্র (২)
অসাধারণ হই যেন মোরা
বুঝিতে এই ধর্মের মর্ম (ঐ)
তাং : ৩০/১১/২০১৪ইং, লুম্বিনী
বন বিহার, হরিণা

(৪৮) নং গান

কত সুন্দর নীরব নির্জন
এই তপোবন অরণ্য কুটিরে
এসেছি মোরা দান শীল ভাবনায়
পারমী পূর্ণ করিতে (২)
না থেকে আর ঘরে বসে
এসো সবাই জ্ঞান লভিতে (ঐ)

অবস্থান করেন এখানে নিয়ত

জিনপ্রিয় ভাস্তে মহোদয়
জাগিয়ে দিতে ধর্মজ্ঞান (চেতনা)
মোদের প্রতি অতি সদয় (২)
ভাস্তের দয়ায় সম্যক চেতনায়
হোক মোদের বোধ উদয় (ঐ)

সম্যক জ্ঞানে চলবো মোরা
ভাস্তের সঠিক নির্দেশনায়
অহিংসা নীতি পথে চলবো
সাম্য মৈত্রী করণায় (২)
এগিয়ে যাবো অকুশল ত্যাগী
অষ্টমার্গে নির্বাণ কামনায় (ঐ)
তাৎ- ২৩/০২/২০১৫ইং, তপোবন
অরণ্য কুটির, মরিচ্যাবিল

(৪৯) নং গান

আমাদের এই প্রশান্তি অরণ্য কুটির
একটি পবিত্র পুণ্য জায়গা
আসবো মোরা এই পুণ্য ভূমিতে
ভিক্ষুসংঘ মোদের জ্ঞান দাতা (২)
জ্ঞান ব্যতীত হবে এই জীবন
ভীষণ অজ্ঞানে আঁকা বাঁকা (ঐ)

জ্ঞান লভিতে এসেছি মোরা
প্রশান্তি অরণ্য কুটিরে
শ্রদ্ধা ভরে সুখের তরে
আসবো মোরা বারেবারে (২)
ইহ-পরকাল থাকি যেন
পুণ্যের ফলে সুখের নীড়ে (ঐ)

শুনাবে বুদ্ধের মর্মবাণী
জ্ঞানী গুণী ভিক্ষুগণ

শুনবো মোরা আপন মনে
শ্রদ্ধা করে উৎপাদন (২)
সুন্দর পথে যাবো এগিয়ে
সার্থক করতে এই জীবন (ঐ)
তাৎ- ২৫/০২/২০১৫ইং, রত্নাংকুর
বনবিহার, নানিয়ারচর

(৫০) নং গান

শুভলগ্নে বৈশাখী পূর্ণিমায়
বুদ্ধ জন্মে ছিলেন
বুদ্ধ গয়ায় বোধি বৃক্ষের কোলে
সম্যক সম্বুদ্ধ হয়েছেন (২)
আশি বছর বয়সে কুশীনগর
শালবনে
মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছেন (ঐ)

বৈশাখী পূর্ণিমায় ঘটেছে বুদ্ধের
অলৌকিক তিনটি ঘটনা
তাই তো মোরা এই পূর্ণিমাকে
বলি বুদ্ধ পূর্ণিমা (২)
এই শুভদিনে পুণ্যকর্মে
করবো জীবের সুখ কামনা (ঐ)

বৌদ্ধ জাতি আমরা সবাই
বুদ্ধকে স্মরণ করি
বুদ্ধের আর্য্যসত্য নীতি
যাবো না জীবনে ভুলি (২)
করবো সন্ধান বুদ্ধজ্ঞান
সম্যক জ্ঞানে চলি (ঐ)
তাৎ- ২৫/০২/২০১৫ইং, রত্নাংকুর
বনবিহার, নানিয়ারচর

(৫১) নং গান

শাক্যরাজ পুত্র কুমার সিদ্ধার্থ
যেই বোধি বৃক্ষের তলে
মারকে যুদ্ধে জয় করেছিলেন
ক্ষমা মৈত্রী প্রজ্ঞা বলে (২)
সেই বোধিবৃক্ষকে পূজিতেছি আজি
সুখের তরে ইহ-পরকালে (ঐ)
বুদ্ধ বোধিজ্ঞান পেয়েছেন বলে
হয়েছে বোধিবৃক্ষ নাম
বুদ্ধের পূর্বে কোনো মনি ঋষি
পাইনি সন্ধান সেই বোধিজ্ঞান (২)
সেই বোধিবৃক্ষকে পূজি মোরা
পাই যেন বুদ্ধের ন্যায় বুদ্ধজ্ঞান (ঐ)

মার রাজার ছিল তিনটি কন্যা
রতি-আরতি-তৃষ্ণা
প্রেমের প্রলোভন করেছিল তারা
সিদ্ধার্থ যে সময় করেন ভাবনা (২)
তবুও সিদ্ধার্থ হয়নি ভাবনা চ্যুত
ত্রিলক্ষণ জ্ঞানে করে গেছেন সাধনা
(ঐ)

তাৎ- ১৭/০৩/২০১৫ইং, লুম্বিনী বন
বিহার, হরিণা

(৫২) নং গান

বনভাস্তের প্রধান শিষ্য
রাজবন বিহার অধ্যক্ষ
শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার মহাথের
বনভাস্তের উপদেশ রক্ষার্থে সুদক্ষ (২)
অতিশয় মহৎ জ্ঞানী তুমি
বিনয় নীতি শিক্ষায় সুযোগ্য (ঐ)

বুদ্ধের শাসন রক্ষায় তুমি
ত্যাগময় পবিত্র জীবনে
নিবেদিত প্রাণ হে মহান
বনভাস্তের উদেশ অনুশাসনে (২)
তাই তুমি স্থির মতি শান্ত জ্ঞানী
পাপে লজ্জা আর ভয়জ্ঞানে (ঐ)
নানাদেশ নানা জনপদ ঘুরে
সার্থক নেই কোনো জীবনে
বনভাস্তের এই উপদেশে তুমি
চলেছ ধৈর্য্য বীর্য্যে আচরণে (২)
রাজবন বিহার হোক ধন্য-পূর্ণ
তোমারি সুন্দর মহৎ প্রাণে (ঐ)

তাৎ- ০৯/০৩/২০১৫ইং, লুম্বিনী বন
বিহার, হরিণা

(৫৩) নং গান

পরম জ্ঞানী সংঘের চরণে
বন্দনা করি নিবেদন
আমাদের এই পুণ্যানুষ্ঠানে
এসেছেন যারা গুণীজন (২)
কৃতজ্ঞ চিন্তে সকলের প্রতি
জানাই মোরা স্বাগতম (ঐ)
আমাদের মাঝে পেয়েছি আজি
চাকমা রাজা দেবশীষ রায়
আনন্দিত মনে পানছড়ি
এলাকাবাসী
অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই (২)
হোক বারে বারে আগমন
এই পুণ্য ভূমিতে জ্ঞানী মুরব্বিজন
(ঐ)

প্রতি বছর এই শুভ দিনে
সীবলী পূজার পুণ্যানুষ্ঠানে
ধন্য হোক মোদের এ জীবন
জ্ঞানী-গুণীর সমাগমে/আগমনে
(২)

এই পুণ্যের ফল না হোক বিফল
সুখী হোক সকল জীব-দেব-
মানবগণ (ঐ)

তাং- ১৬-০৬-২০১৫ইং,
স্থান : রাজবন বিহার, রাজ্যমাটি

(৫৪) নং গান

হে মহান আর্য্য জ্ঞান
পেয়েছ তুমি সত্যের সন্ধান
নির্বাণ লভিয়া হয়েছ অমর
লও হে ভস্তু মোদের প্রণাম (২)
তুমি আজ নেই তবু স্মরণ করি
প্রতিদিন তোমারি নাম (ঐ)
মাতাপিতা হারা সন্তানের মত মোরা
হয়েছি যে আজ বৌদ্ধ জাতি
তোমার নিখর-নিষ্প্রাণ দেহকে দেখি
আজো মোরা নীরবে কাঁদি (২)
অভয় দিয়েছিলে তুমি আর্তজনে
তাই ভুলবো না তব অমর স্মৃতি
(ঐ)

গহীন বনে ছিলে বলে তুমি
বনভস্তু নামে ডাকি সবাই
ডাকি আজো খুঁজি তোমায়
অবুঝ সন্তানের ন্যায় (২)

তুমি ছাড়া আজ মোরা
যেন বড় অসহায় (ঐ)

তাং- ১৯/০৬/২০১৫ইং,
স্থান : রাজবন বিহার, রাজ্যমাটি

(৫৫) নং গান

সুর : রুবেল চাকমা
শিল্পী : পার্কি চাকমা
আমা এই লুম্বিনী বন বিহারান
সাজি আগে হরিণা বরগাং পারত
সুযোগ উইয়ে ধর্মগুরিয়ার
পুণ্য পারামী পুরেবার ইয়োত (২)
গুরিয়েবং হুজি মনে পুণ্যহামানি
শ্রদ্ধা জাগে তুলিনেই মনত (ঐ)

দুগর গদা ভাঙিবং আমি
এই পুণ্য জাগানত পুণ্য গুরিনেই
বুদ্ধজ্ঞানর পথান থোগেই লবং
পাপ অধর্ম পদেন্দি ন যেনেই (২)
পুণ্যহামত মুজি থেবং বানা
ফদাংথাং পথ ধুরিনেই (ঐ)

পাঁচ সালভুন ধুরি
ইজির আমি কঠিন চীবরদান গুরি
আওজে গুরিয়েবং পত্তি বজর বজর
এহাল উহাল যেন দুগত ন পুড়ি (২)
আগে আমা হিয়ন্ত হষ্ট গুরি
লোকানন্দ ভাস্তু আমারে দয়া গুরি
(ঐ)

১১/০৮/২০১৫ লুম্বিনী বন বিহার,
হরিণা।

(৫৬) নং গান

সুর : বিশ্বেশ্বর চাকমা (ছক্কা)

শিল্পী : পার্কি চাকমা

আমরা তোমাদের পদতলে

জানাই সশ্রদ্ধ অভিবাদন

তোমরা পূত-পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র

তোমরা শ্রেষ্ঠ গুণোত্তম (২)

কৃতজ্ঞ মোরা তোমাদের প্রতি

জানাই অন্তর থেকে অভিনন্দন (ঐ)

ত্যাগের মহামন্ত্রে দীক্ষিত তোমরা

সত্যের সন্ধান করিতে

জীবন-যৌবন দিয়েছ বিলিয়ে

আত্ম-পর কল্যাণ সাধিতে (২)

অহিংসা মন্ত্রে বিশ্বের প্রান্তরে

নিবেদিত তোমরা চেতনা জাগাতে

(ঐ)

আজি মোরা পেয়েছি তোমাদের

এই মহাপুণ্য অনুষ্ঠানে

করবো মোরা দান লভিতে নির্বাণ

রোধিতে অপায় দুঃখ জনমে

জনমে (২)

হোক মোদের এদান দেব-মানবের

কল্যাণ

নিবেদন তোমাদের পবিত্র চরণে

(ঐ)

তাং-২৯/০৭/২০১৫ইং, লুম্বিনী বন

বিহার, হরিণা।

(৫৭) নং গান

বিফলে যাবে না মোদের

এই দানের পুণ্যফল

করবে এইদান সুফল প্রদান

ইহকাল না হয় পরকাল (২)

একদিন সুখ আসবে মোদের

ধ্বংসি লোভ মোহ তৃষ্ণাজাল (ঐ)

আমরা পঞ্চনীতির পকিত্রতায়

গড়বো সুন্দর মন-চেতনা

জাগাবো হৃদয়ে আর্য়জ্ঞান

অহিংসা মৈত্রী করুণা (২)

জীবের প্রতি ভালোবাসা প্রীতি

করবো মোরা এই সাধনা (ঐ)

সম্যক সাধনায় নির্বাণ কামনায়

খুঁজবো মোরা লোকোত্তর জ্ঞান

জনম মরণের হেতু করি অবসান

পায় যেন পরম সুখ সন্ধান (২)

যেখানে দুঃখ নেই অনুমাত্র

আছে শুধু পরম শান্তি নির্বাণ (ঐ)

তাং-০৯/০৮/২০১৫ইং, লুম্বিনী বন

বিহার, হরিণা।

(৫৮) নং গান

আমাদের সবার এই পুণ্যভূমি

হরিণা বন বিহার লুম্বিনী

পুণ্য চেতনায় মৈত্রী করুণায়

এখানে মোদের আগমনি (২)

সুখের আশায় আসি মোরা

বুদ্ধ আর্য় ধনে হতে ধনী (ঐ)

কত যে সুন্দর নয়নাভিরাম

মোদের এই পুণ্য ভূমি

জানী-গুণীর হয় সমাগম
 গুনতে পাই অহিংসা বাণী (২)
 অহিংসা নীতিতে সঁপে দেবো
 ক্ষণিকের এই জীবনখানি (ঐ)
 পৃথিবীতে আজ বিরাজমান
 বুদ্ধের অহিংসা ধর্ম
 সাধারণ যারা বুঝে না তারা
 অহিংসা নীতির মূল মন্ত্র (২)
 অসাধারণ হবো মোরা
 বুঝতে এই ধর্মের মর্ম (ঐ)
 তাং- ৩০/১১/২০১৪ইং, লুম্বিনী বন
 বিহার, হরিণা

(৫৯) নং গান

সুর : দীপন চাকমা
 শিল্পী : অনন্যা চাকমা
 জীবনের এই ত্যাগময় চলার পথ
 হোক তোমাদের অগ্রগতি
 দেব-মানবের কল্যাণ সাধনায়
 জ্বালাও তোমরা প্রজ্জাজ্যোতি (২)
 জীবের কল্যাণে বিলাও জগতে
 মৈত্রী করুণা অহিংসা নীতি (ঐ)
 আসুক অচিরে তব হৃদয় নীড়ে
 আর্য্য সত্যের অমৃত ধারা
 শান্তির সলিলে প্লাবিত হোক
 নবজাগরণে অশান্ত বসুন্ধরা (২)
 প্রজ্জায় প্রদীপ্ত হও যেন তোমরা
 আজ এই কামনা করি মোরা (ঐ)
 প্রব্রজ্যা জীবনে বিশ বছর অতিক্রমে
 হয়েছে তোমরা আজ মহাথেরো

ত্যাগের নির্মল পথ ধরে যেন
 নির্বাণ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারো (২)
 বুদ্ধের শাসন তোমরা যেন
 সমুজ্জ্বল করতে পারো (ঐ)
 তাং-০৩/০৯/২০১৫ইং, লুম্বিনী বন
 বিহার, হরিণা।

(৬০) নং গান

ওগো মহান বনভাস্তে
 নির্বাণ চলে গেছ তুমি
 শোক সাগরে ভাসিয়ে মোদের
 সংসার দুঃখ অতিক্রমি (২)
 হে পথ দিশারী তোমায় স্মরি
 গুনি আজো তব বজ্রকণ্ঠ ধ্বনী (ঐ)

তুমি নেই তবু রয়েছে আজো
 তোমারি মুখনিঃসৃত বাণী
 থাকুক চির অম্লান হয়ে
 আলোকিত হয় যেন ধরণী (২)
 তব মহিমায় শান্তির সুবাতাস
 যেন বিশ্বের মাঝে দেয় আনি (ঐ)

তোমাকে হারিয়ে মর্মান্বিত
 হয়েছি অভিভাবক হারা
 অন্ধকার থেকে তোমারি ডাকে
 আলোর সন্ধান পেয়েছি মোরা (২)
 আজি তুমি নেই এই ভুবনে
 আছে তবে অমলিন স্মৃতি ভরা (ঐ)
 তাং-০৫/১১/২০১৫ইং, কুশীনগর
 বনবিহার, লক্ষিছড়ি।

চাকমা ভাষায় রচিত ধর্মীয় গান

(০১) নং গান

আমি তরে ইদোত তুলি
আওজ গুরি পরাণত
তুই জুনিও আমারে ভাস্তে
ফেলে যিয়োজ নির্বাণত (২)

ত-নাঙান আমা মনত
আমিজে মনত থাই
তুই নেই বিলি আমা মনানে
বিশ্বাস যেদ ন চাই (২)

রাজবন বিহারত এনেই
তরে রিনি চেলেগী
দ্বিবে চোগোত পানি এজে
তর মরা হিয়াগান দেলেগী (২)

ত-সাএগ্যা আমি ন পেবং আর
গদা এই সংসারত
তুই জ্ঞানী ত্যজীবান এলে
আমা বুদ্ধ জাদত (২)

(০২) নং গান

চেরোহিত্যে ত-নাঙান ভাস্তে
ছিদি পুড়ি আগে
বিএগ্য বিল্যে স্মরণ গুরি
আমি তরে বেগে (২)

বনভাস্তে নাঙ ধুরিনেই
যেক্কে গুরি স্মরণ
মনর ডর-দুগ হাদি যেই
জুরেই যায় পরাণ (২)

দেব-মানেই বেক্কুনে
তরে শ্রদ্ধা গুরিদাক
বনত রুইয়োজ হিনেই তুই
বনভাস্তে ডাগিদাক (২)

বেল ডুবি যায় পারা ভাস্তে
যিয়োচ্ছেই তুই ডুবি
দুগরে ছাড়ি যেনেই আগজ
নির্বাণ সুগত মুজি (২)

(০৩) নং গান

ভুলি ন যেবং আমি তরে
জীংহানিত হন হালে
বুদ্ধ ধর্ময়ান এধক দোল
হোই ন পাস্তং তুই ন অলে (২)

ভাবনা গুজ্যজ বার ভিদিরে
রুইয়োজ বরত ভিবি ভিবি
মাররে উদেই দি পারিনেই
উইয়োজ মনত হুজি (২)

ইক্কে তুই নির্বাণ যিয়োজ
 আগে বানা তর হিয়াগান
 তুই এলে ও বনভাস্তে
 আমা বেগর ভগবান (২)
 তর হিয়াগান রিনি চেলেগী
 চোগোত পানি এজে
 আমারে ফেলে যিয়োজ ভাস্তে
 আমা মনানে ন বুঝে (২)

(০৪) নং গান

বনভাস্তের নাঙান আমি
 বেগে মনত রাগেবং
 ভাস্তের গুণর হধানি
 পুরি ন ফেলেবং (২)
 ভাস্তে আমারে শিগেই দিয়ে
 কঠিন চীবর দান গড়ানা
 শিগেইয়ে আর আকাশ বাড়ি
 মঙ্গল সূত্র শুনোনা (২)
 যদিও ভাস্তে নির্বাণত যিয়ে
 রাগেই যিয়ে আমাতেই
 নানান শিক্ষা শীলবান ভিক্ষু
 আমি সুগী অবাত্যেই (২)
 হন হালে বনভাস্তেরে
 জীংহানিত ভুলি ন যেবং
 তার শিক্ষানি চুলিলে মানি
 হামাক্কায় আমি জয় অবং (২)

(০৫) নং গান

পরম পূজ্য বনভাস্তে
 তুই আমার ভগবান
 তরে আমি লাগত পেনেই
 উইয়ে মহাভাগ্যবান (২)
 তরে আমি লাগত পিয়েই
 হধক পুণ্যর ফলে
 শ্রদ্ধা জাগি উদে মনত
 তর দেশনা শুনিলে (ঐ)
 তুই-দ আমা সোনা মানেক
 বৌদ্ধ জাদত জন্মেনেই
 বেগ দুগভুন মুক্ত উইয়োজ
 নির্বাণান সুপ্পেনেই (২)
 তুই-দ বেগর পরম পূজ্য
 সিত্যেই তরে পূজা গুরি
 এই সংসার দুগভুন যেনে
 ঝাদি মুক্ত ওই পারি (ঐ)
 জনম লুইয়োজ পিখিমিত তুই
 নুও বেল ধক পহর গুরি
 অরহত ওনেই স্বাধীন উইয়োজ
 মার রেজ্য জয় গুরি (২)
 অজ্ঞান গুরি আগি আমি
 গুঢ় আঙ্কস্যার আন্ধারত
 তুই-দ যিয়োজ অমর জাগা
 পরম সুগ নির্বাণত (ঐ)
 তারিখ- ১৮/০২/২০১২ইং, প্রশান্তি
 অরণ্য কুটির, আটারক ছড়া, লংগদু

(০৬) নং গান

দুগভুন মুক্ত ওনেই ভাস্তে
ওই গেলেগোই তুই অমর
সংসার ছাড়ি নির্বাণত যিযোজ
তরে মুই জু দণ্ডর (২)
আমিও ঝাদি নির্বাণ পেদং
এই বরান তত্ত্বন মাগণ্ডর (ঐ)

আমারে দয়া গুরিনেই ভাস্তে
ভালক বজর রুইয়োজ
তিরানব্বই বজরত পুরি
হিয়াগান ফেলেই যিযোজ (২)
যেদক দিন বাজি এলে তুই
নিয়ালসি গুরি জ্ঞান দিয়োজ
অজ্ঞান ছাড়ি জ্ঞানর মুক্যে
আমারে নিবার চিয়োজ (ঐ)

তুই বেগভুন জ্ঞানে ডাণ্ডর
সত্যলোই এলে সেরা
হিত্যেই এদক আমারে ভাস্তে
ফেলেই গেলে হারা (২)
আমা এই অবুঝ মনান
ন চাই সবাই বুঝিবার
মনে হয় ভারী তরে ভাস্তে
দ্বি চোগেদি দিগিবার (ঐ)
তারিখ- ২৪/০২/২০১২ইং, প্রশান্তি
অরণ্য কুটির, আটারক ছড়া, লংগদু।

(০৭) নং গান

যুগ যুগ ধুরি তরে আমি
বেক্কুনে মনত রাগেবং
তর শিক্ষা উপদেশ ধুরি
মুজুগুন্দি আদিবং (২)

ত-সাএগ্যা গুরি পথ দেগেইয়্যা
ন পেবং আর জীবনত
শেজ নিজেজ ফেলেনেই তুই
যিযোচ্ছেই ভাস্তে নির্বাণত (ঐ)

দান গড়ানা শীল পালানা
তুই আমারে শিগেইয়োজ
দুন্ধ মুক্তি নির্বানর পথ
তুই আমারে দেগেইয়োজ (২)
তুই দেগেইয়্যা পদেদি আমি
বেগে আদিবার চেবং
তর অহিংসা ধর্মর শিক্ষালোই

মৈত্রী গুরি থেবং (ঐ)
আমিজে তরে মনত ভাবি
দোল রাগেবং আমা মনান
জ্ঞানী ওনেই ত-সাএগ্যা গুরি
সুপ্পেদং ঝাদি নির্বাণান (২)
জন্ম-জরা মরণ দুগত
আর হধক দিন থেবং
ত-পথ ধুরি এই দুগভুন
ঝাদি সরান পেদং (ঐ)
তারিখ- ১০/০২/২০১২ইং, রাজবন
বিহার, রাঙ্গামাটি

(০৮) নং গান

সুর : বিশ্বেশ্বর চাকমা (ছক্কা)
এদক ঝাদি হিত্যেই ভাস্তে
আমারে ফেলেই গেলে
চিত জুরেদ আমাভুন
রাজবন বিহারত এলে (২)
আমারে তুই উপদেশ দিদে

ত-সিধু যেক্টে ইজি
 শ্রদ্ধা জাগি উদিনেই মনত
 অদং আমি ভারী হুজি (ঐ)
 তুই যেনেগোই ইক্টে আমি
 হানি হানি আগি
 চোগো পানি এজে চোগোত
 তর হুধানি ভাবি (২)
 মা-বাবতুন বেজ তুই আমার
 ও প্রভু বনভাস্তে
 তুই আমা মনর হবরানি
 দোলে দোলে জানদে (ঐ)
 তুই-দ যিয়োজ চির সুগত
 দুগর সংসার ছাড়িনেই
 জনম মরণ দুক্কানিরে
 লুঙি মারি ফেলেনেই (২)
 আমি আগি দুগে ভরা
 হল ন পিয়ে সংসারত
 বর মাগির ততুন ও ভাস্তে
 যেই পারি যেন নির্বাণত (ঐ)
 তারিখ- ৩১/০১/২০১২ইং, রাজবন
 বিহার, রাঙ্গামাটি

(০৯) নং গান

ও বনভাস্তে তুই যেক্টে
 পিখিমিত বাজি এলে
 চিত জুরেদ আমা বেগর
 তরে দ্বি চোগেদি দেলে (২)
 তর দেশনা শনিদং আমি
 ভারী শ্রদ্ধা গুরি
 ইক্টে হাতুন শনিবং ভাস্তে
 যিয়োছেহই আমারে ছাড়ি (ঐ)

তুই যেনেগোই আমা মনান
 ইক্টে বানা হানেন্দে
 পোছাবা ধুক্যে তুই আমারে
 চোগে চোগে রাগেদে (২)
 মানা গন্তে আমারে তুই
 লোভ দ্বেষ মোহ ন গুজ্জ্য
 জীংহানিত হন হালে
 আর্যসত্য ন ইচ্ছা (ঐ)
 আমারে ছাড়ি ও ভাস্তে
 বাদি হিত্যেই গেলে
 চোগোত ভাবে মনান হানে
 ত-রুমত এলে (২)
 রুমত এলে মনে হয়দ্যে
 তুই চেয়ারত আগজ বোই
 ও প্রভু বনভাস্তে
 এদক্যা বাদি গেলেগোই (ঐ)
 তারিখ- ০৩/০২/২০১২ইং, রাজবন
 বিহার, রাঙ্গামাটি

(১০) নং গান

ইক্টে হুনা আমারে ভাস্তে
 ত-সান্যা গুরি
 আর্য সত্য বুঝেই দিব
 দোলে ভাঙি চুড়ি (২)
 ধর্ম হুধা হুধে আমারে
 জ্ঞানর চোগে চেই
 ত-ধুক্যে গুরি হুনা হব
 তুই-দ আর নেই (ঐ)
 চারি আর্য সত্য তুই
 আমারে বুঝেই দিদে

তর ধর্ম হধানি শুনদে
লাগে ভারী মিধে (২)
তর দেশনা শনিবাতেই
আওজ গুরি এদং
সেক্কে তুই চেয়ারত বোই
দেশনা হধে দেধং (ঐ)

হিয়াঙত এলে এব তরে
দিগিবং পারা পেই
রুমত এনেই রিনি চেলে
তরে দেগা ন পেই (২)
তরে রিনি চেলেগি মনান
হানি হানি উদে
নির্বাণর শিক্ষা দিনমাগানে
হদক আমারে তুই দিধে (ঐ)
তারিখ- ০৪/০২/২০১২ইং, খুল্যাং
পাড়া, মহালছড়ি

(১১) নং গান

সুর : বিশ্বেশ্বর চাকমা
শিল্পী : অন্যান্য চাকমা
আমা চাঙমা জাদতুন বনভাস্তে
লুমিলেগোই তুই নির্বাণত
সেনতেই তরে শঙ্কা গুরি
উনজুর রাগেই মনত (২)
বেগ জন্ম ছাড়িনেই
অজ্ঞান তৃষ্ণা মারেনেই
যিয়োজ তুই অমর সুগত (ঐ)
পরাণ গরে ভীরুং ভীরুং
তরে মনত উদিলে
ইদোত উদে বানা তরে
ত-ছবিবো দিগিলে (২)

এব তুই আগজ পারা পেই
ত-দেশনানি শুনিলে (ঐ)
তুই আমারে জ্ঞানর ছদক
দোলে দালায় দি যিয়োজ
সেই জ্ঞানর ছদগত থেবার
আমারে তুই হোই যিয়োজ (২)
ত-হধানি বুঝিবার জ্ঞান
ওক আমা বেগর
ওই পারি যেন জ্ঞান্দোই ডাঙর
ভাস্তে ততুন এ বরান চাঙর (ঐ)
তারিখ- ০৬/০২/২০১৪ইং, আর্ঘ্যবন
বিহার, ধর্মপুর, খাগড়াছড়ি

(১২) নং গান

শ্রাবকবুদ্ধ বনভাস্তে
তুই-দ মহাজ্ঞানবান
পূর্ণিমা চান ধক গুরি
জন্মিয়োজ তুই বড়াদাম (২)
চিগনতুন ধুরি লুম্ফি এলে
এল ভারী তর সুনাত (ঐ)
জানুয়ারি ৮ তারিখ
এক শুভ দিনত
উনিশ শ হুড়ি সালত
তুই জনম লুইয়োজ (২)
চিগনতুন ধুরি এল তর
গম বজঙে জ্ঞান (ঐ)
মা-বাব ভেই-বোন ফেলেই যিয়োজ
বুদ্ধজ্ঞানান থোগাদে
ন দিগির এই পিখিমিত
মহাজ্ঞানী তুই বাদে (২)

বুদ্ধজ্ঞানে-জ্ঞানী উইয়োজ
বুদ্ধ ধর্মর ইঞ্জিনিয়ার (ঐ)

(১৩) নং গান

ও গো প্রভু বনভাস্তে
বাজি থাক আমা ইধু জনমান
তুই বাদে দোল খেদ নয়
এই বুদ্ধর শাসনান (২)
ঘুমতুন জাগে তুল্যজ তুই
বুঝে দিনেই ধর্ময়ান (ঐ)

ঝিমিত ঝিমিত জ্বলি উদোক
তর-জ্ঞানর দোল হদক
তরে লাগত পেনেই আমি
হুজি উইয়ে হদক (২)
দেগে ন পারি বুক ছিড়িনেই
আমা হুজি মনান (ঐ)

ভাস্তে তুই চেরোহিত্যে
ছিদি দোজ ত-জ্ঞানান
তর জ্ঞানর দোল তুম্বাজে
দোলোক আমা এই মনান (২)
ভাস্তে তরে পেনেই আমি
উইয়ে বেগে ভাগ্যবান
শীল পালেনেই দান গুরিনেই
হাদেবং দোলে জীবনান (ঐ)

(১৪) নং গান

সুর : সরোশ কান্তি চাকমা
রাজবন বিহারান
দেখতে স্বর্গচান

চোখ জুড়ায় মন জুড়ায়
দেলে সেই হিয়ঙান (২)
সিদু আগে বনভাস্তে
আমা ভগবান (ঐ)

লোকোত্তর জ্ঞানে-জ্ঞানী উইয়ে
সাধনানন্দ নাং
হদ সাধনার ফলে পিয়ে
বুদ্ধজ্ঞানান (২)
সিত্যেই আমি হোই ভাস্তেরে
এই যুগর ভগবান (ঐ)

জন্ম জরা ব্যাধি দুগতুন
মুক্ত ওই যিয়ে
লোভ দ্বেষ মোহ ত্যাগ গুরিনেই
নির্বাণান পিয়ে (২)
পারোই যিয়ে তে সংসার সাগর
পেনেই নির্বাণান (ঐ)

বনভাস্তে জ্ঞানর আধার
বুদ্ধজ্ঞানর খনি
জ্ঞানর বলে পারোই যিয়ে
বেগ দুষ্কানি (২)
মুক্ত উইয়ে বেগ দুগতুন
মায়ার জাল ছিনি (ঐ)

(১৫) নং গান

এজ বেগে বনভাস্তের
ছাবাত তলে মানেই লক
স্বর্গধুক্যা তা-হিয়ঙান
রিনি চগি জীবনত (২)

বনভাস্তের বনবিহারান
 স্বর্গ ধুক্যা সাজেয়া
 এজ পুণ্য গড়া বনবিহারত
 এজ মন হুজিয়ে (ঐ)
 পরাণ বলার সুগত্যেই ভাস্তে
 বিলেই দিয়ে তা-জ্ঞানান
 সেই জ্ঞানর ছাবাত তলে
 থেবং আমি জনমান (২)
 ভাস্তে মহাদয়াবান
 ছোড়ে পড়োক তাঁর সুনাত
 এই যুগর মহাপুরুষ
 তারে মুই জু-জানাং (ঐ)
 বনভাস্তে বনত খেনেই
 হদ দুগে পিয়ে জ্ঞান
 ষড়াভিজ্ঞা অরহত উইয়ে
 ঝার-জঙ্গলত গুরি ধ্যান (২)
 মানি চুলিবং ভাস্তের হধা
 পালেবং তাঁর উপদেশ
 জন্ম জরা মরণর দুগ
 গুরিবাতেই শেজ (ঐ)

(১৬) নং গান

হদক আওজ গুরি ইচ্যে
 ত-শুভ জন্ম দিনত
 এগামনে ভক্তি শ্রদ্ধায়
 হুজি ওই ভারী মনত (২)
 তুই আমারে জ্ঞানদে ভাস্তে
 জু-জানের ত-ঠেঙত (ঐ)
 আমা এই হুজি মনান

ধর্ম হধা হোনেই
 ধর্ম চোখ ফুদেই দে ভাস্তে
 আর্ষজ্ঞান দান দিনেই (২)
 ততুন আমি জ্ঞান ফেলে
 সুগী অবং জীবনত (ঐ)
 জনম লুইয়োজ এই দিনত
 নুও বেল ধক পহর গুরি
 উনিশ শ হুড়ি সালত
 ৮ তারিখ জানুয়ারি (২)
 জনম লোনেই বুদ্ধ ধর্ময়ান
 ফুদেই তুল্যজ সংসারত (ঐ)
 তারিখ- ২৯/১২/২০১২ইং, রাজগিরি
 বনবিহার, বেতছড়ি, নানিয়ারচর

(১৭) নং গান

সুর : কৃপা চাকমা
 শিল্পী : কৃপা চাকমা ও রুবেল
 চাকমা
 ইচ্যা আমার শুভ দিন
 ইচ্যা আমার হুজির দিন
 বনভাস্তের শুভ জন্ম দিন (২)
 এই শুভ দিনত
 পুণ্য গুরিবং বেঙ্কনে আমি
 শ্রদ্ধা মনে শুনিবং
 ভাস্তের দেশনানি (২)
 কল্পকাল বাজি থাক
 বুদ্ধ শাসন রক্ষাতেই
 তুই বাদে আমার মুক্তি নেই
 ও প্রভু বনভাস্তে (২)

(১৮) নং গান

এজ আমি বেঙ্কুনে
জ্ঞানর পহরত যেই
আন্ধারত খেবার আর
আমার সময় নেই (২)
বুদ্ধ সূর্য উদি যিয়ে
এজ আমি সেই পহরত যেই (ঐ)

বনভাস্ত্রে বুদ্ধ সূর্য
ইচ্যে তে আমা ইধু
জ্ঞানর আলো ছিদি দিয়ে
বেগ পরাণ বলা ইধু (২)
সেই জ্ঞানর আলোর পহরত
খেবং আমি বেঙ্কুনে
অজ্ঞান আন্ধার ধাবেই দিবং
জ্ঞানর বাস্তি জ্বালেনেই (ঐ)

আয় থাগন্তে এজ ঝাদি
জ্ঞানর পহরত যেই
অজ্ঞান তৃষ্ণা হয় গুরি
যেন আমি নির্বাণ পেই (২)
ভাস্ত্রের জ্ঞানর পহরত খেনেই
গুরিবং আমি পুণ্যয়ানি
সেই পুণ্যর বলে ধাবেই দিবং
মনানভুন অজ্ঞানানি (ঐ)

(১৯) নং গান

সুর ও শিল্পী : চম্পা তঞ্চঙ্গ্যা
বুদ্ধ শিষ্য এলাক যারা
এল বেগভুন লাভী সীবলী
আগ হালে দান গুজ্যে তে
মনত ন আনিনেই হলি (২)

দান গুরিবং আমিও বেগে
সীবলী বুদ্ধরে ইদোত তুলি। (ঐ)

দান পারমী পুরেনেই তে
বুদ্ধর শিষ্য উইয়েগি
লাভীর মধ্যে বেগভুন ডাঙর
বুদ্ধর বাইনি পিয়েগি (২)
সেই সীবলী বুদ্ধরে ইচ্যা
পূজির আমি মন হলী। (ঐ)

সুযোগ উইয়ে ইচ্যা আমার
সীবলীরে পূজিবার
বর মাগিবং জন্মে জন্মে
গুরিব হলোত ন এবার (২)
সীবলী বুদ্ধর দোল নীতিবো
রাগেবং আমি মাধাত তুলি। (ঐ)
তাং- ১৯/০২/২০১৫ইং, রাজবন
বিহার, রাঙামাটি

(২০) নং গান

বুদ্ধ ধর্ম সংঘর শরণ
লবং আমি বেঙ্কুনে
এজ বাব-ভেই
এজ মা-বোনুনে (২)
বুদ্ধ ধর্ম সংঘর শরণ
যারা আওজে লন
জন্মে জন্মে অপায় দুগত
তারা ন পড়ন (২)
এজ এজ বেঙ্কুনে
ত্রিশরণ লোই (ঐ)
ত্রিশরণ লোনেই আমি
শীল পালেবং

বুদ্ধ ধর্ম সংঘর নীতি
মানি চুলিবং (২)
সত্য পদে আদিবং
সত্যধর্ম গুরিবং
এজ বাব-ভেই
এজ মা-বোনুনে (ঐ)
বুদ্ধ ধর্মত হিংসা নিন্দা
গুরি ন পারে
ন গুরিবং আমিও
হন প্রাণীরে (২)
মৈত্রীভাবে থেবং আমি
ত্রিশরণ লোনেই
এজ বাব-ভেই
এজ মা-বোনুনে (ঐ)

(২১) নং গান

এই সংসারত চেরোহিত্যে
বুদ্ধ ধর্ময়ান ছিদি যোক
অহিংসা নীতি ক্ষমা মৈত্রী
বেগর মনত ফুদি উদোক (২)
হিংসার আগুন বেকুনে
অহিংসার বলে মারাদোক (ঐ)
মারামারি হিংসা পিরুম
পিখিমি জগা আগে
অজ্ঞানে ইয়ানি গন্তন
দেখকে আমক লাগে (২)
অজ্ঞানান চাবে দিনেই
জ্ঞানানরে থোগেবং
ক্ষমা মৈত্রী অহিংসালোই
হিংসে বিদেষ ছাড়িবং (ঐ)

অহিংসা মৈত্রী ধর্ম ছাড়া
হার মনত সুগ এদ নয়
পরান বলায় বেগে সুগ চান
দুকান হারর ধারাজ নয় (২)
বুদ্ধ ধর্মর দোল তুমাজে
দুগ হারর ন এযোক
অহিংসা নীতি মৈত্রীলোই
পিখিমিয়ান সাজি উদোক (ঐ)

(২২) নং গান

সুর ও শিল্পী : উত্তরা দেওয়ান
এজ বেগে মিলি যেই
পুণ্য গড়া হিয়ঙত
পাপ ছাড়িনেই পুণ্য জমা
গুরিবং এই জীবনত (২)
এই দোল দিনত এই দোল হেনত
এজ বেগে যেই হিয়ঙত (ঐ)

মুক্তির আঝায় এগামনে
পুণ্যহাম গুরিবং
সুগর আঝা মনত রাগেই
ধর্ম হামে উজেবং (২)
দান গুরিবং শীল পালেবং
পরান থাককে জীবনত (ঐ)

হিয়ঙ একান পুণ্য জাগা
ভান্তে দাগি থান
ধার্মিক মাএণ্ড জ্ঞান পেবাতেই
পুণ্য গড়া যান (২)
জ্ঞান পেবাতেই আমিও যেবং
পুণ্য জাগা হিয়ঙত (ঐ)

(২৩) নং গান

মানেই জনম দোল গুরিবং
 পুণ্য গুরি জীবনত
 জনম আমি লুইয়ে যেক্কে
 বনভাস্তের আমলত (২)
 মুজি থেবং আমিজে আমি
 কুশল পুণ্য হামত (ঐ)
 ফুলর মালা সাএণ্ড গুরি
 পুণ্য হামে জীবনান
 দোলে দালায় সাজেবং
 ভেই লোনেই গম হামান (২)
 দান শীল ভাবনানি আমি
 গুরিবং বুদ্ধর শাসনত (ঐ)
 কর্মত দ্বারায় সুগ দুগ অয়
 বুদ্ধ ধর্মর মতে
 পুণ্য গল্পে সুগয় বানা
 পাপ গল্পে যায় অধেপদে (২)
 সম্যক দৃষ্টি ওনেই আমি
 যেবং বেগে হিয়ঙত (ঐ)

(২৪) নং গান

এজ বাব-ভেই ও মা-বোন লক
 পুণ্য জাগা হিয়ঙত
 বুদ্ধ ধর্ম সংঘর নাংলোই
 উজেই যেবং জীবনত (২)
 ত্রিরত্নরে মনানত আমি
 স্মরণ গুরিবং সপ্পানত (ঐ)
 জীংহানিত সুক্কান পেবাতেই
 ন গুরিবং পা-ব হাম

দানে শীলে পুণ্য মনে
 হাদেই যেবং জনমান (২)
 পাপহামে নরগত নেযায়
 পুণ্যহামে সুগ আনে
 পুণ্যহামত মুজি থেবং
 লাগ ন পাই যেন দুক্কানে (ঐ)

পুণ্যবান্দি জ্বালেনেই আমি
 আন্ধার পথান হাজেবং
 অষ্টমার্গ পদে আদি
 নির্বাণ সুক্কান থোগেবং (২)
 নির্বাণ মুক্যা যেবং আমি
 শীল সমাধি প্রজ্ঞালোই
 ন থামেবং উজেই যেবং
 আর্যসত্য জ্ঞানদোই (ঐ)

(২৫) নং গান

বুদ্ধ ধর্ম সংঘর ছাবাত
 থেবং আমি জনমান
 দানে শীলে ভাবনায়
 থোগেবং আমি নির্বাণান (২)
 দুগভ্রন সরান পেবাতেই
 রাগেবং মনত জ্ঞানান (ঐ)

ত্রিরত্ন বাদে মুক্তি পেবার
 অণ্ড হিচ্ছু ন দেগং
 প্রাণীহত্যা চুর ব্যভিচার
 মদ হানানি ইরিবং (২)
 মিজে হধাও ন হবং আমি
 ন ঠগেবং হাররে
 পঞ্চশীলুন পালেনেই
 পারোই যেবং দুগরে (ঐ)

লাগত পেলং বুদ্ধ শাসন
অহিংসা মৈত্রী ধর্ময়ান
বেগ জীবরে বিলেইদি যিয়ে
গৌতম বুদ্ধ ভগবান (২)
মুক্তি পেবার সুগে থেবার
মনান গুরিবং ফদাংথাং (ঐ)

(২৬) নং গান

সুরকার : বিশ্বেশ্বর (ছক্কা) চাকমা
বেগে মিলি গুরির ইচ্যা
কঠিন চীবর দান
এই দানর পুণ্যর ফলে
এ যোক বেগর সুগ সম্মান (২)
জাগি উদ বৌদ্ধ জাতি
ফুদেই তুলি ধর্ময়ান (ঐ)
এই মহা দানর ফলে
তৃষ্ণা অদ হয়
লোভ দ্বেষ মোহ ছাড়ি
মাররে গুরি যেনে জয় (২)
পুণ্যর ফলে সুক্কান পেদং
ও বুদ্ধ ভগবান (ঐ)
দানর মধ্যে ডাঙর এদান
কঠিন চীবর দান
বুদ্ধর হধা স্মরণ গুরি
এগামনে গুরির এদান (২)
এই দানে সুগী অদং
পেদং আর নির্বাণান (ঐ)

(২৭) নং গান

শ্রদ্ধা মনে গুরির আমি
কঠিন চীবর দানান
ভোগর আঝায় নয় মুক্তির আঝায়
পেবাতেই ঝাদি নির্বাণান (২)
লুভ ছাড়িবং দানদ দ্বারায়
দুঃখ মুক্তির আঝায়
আমারে যেনে এই পুণ্যয়ানে
নির্বাণ সুগত নেয়ায় (২)
মুক্ত ওনেই নির্বাণ যেবার
গুরির আমি এই দানান (ঐ)
আমা দানর এই পুণ্যলোই
বুদ্ধ শাসনান ঠিগি থোক
পিথিমিত ফুট্ফুট্টা গুরি
সন্ধর্ময়ান জ্বলি উদোক (২)
সত্যধর্মর দোল ছদগে
ফুদি উদোক আমা মনান (ঐ)

(২৮) নং গান

আমি বেগে সুগী অদং
ইহ-পরকাল জনমান
লগে সমার ওক আমার
চীবর দানর পুণ্যয়ান (২)
কঠিন চীবর দানর ফলে
সত্য জ্ঞানান পেদং
চারি আর্য সত্য জ্ঞানে
আমি ধনী অদং (২)

সুগে থেবার নির্বাণ যেবার
আমি পথান হাজেবং
কঠিন চীবর দান গুরিনেই
জীংহানিয়ান সাজেবং (২)

লুভ হিংসা অজ্ঞানান
দান গুরিনেই চাবেবং
জ্ঞান পুণ্য কুশল হামত
মনানরে রাগেবং (২)

যেই পুণ্যয়ান গুরির ইচ্যা
কঠিন চীবর দান
কুশল হামর মধ্যে ইয়ান
এক্কান ডাঙর পুণ্যহাম (২)
তাং- ৪/১০/২০১৩ইং, মৈত্রী
বনবিহার, চট্টগ্রাম

(২৯) নং গান

বেগে আমি এই জীংহানিত
পুণ্যহাম গুরিনেই
ধর্ম পদেদি আদিবং বানা
পাপ অকুশল ছাড়িনেই (২)
ধর্ম পুণ্যর পথ ধুরি
ক্ষমা মৈত্রী দয়ালোই
নির্বাণ পদত হুজ বারেবং
দান শীল ভাবনালোই (২)

দুগর পথান হাজেবং
পুণ্য হামত উজেবং
চারি অপায়ত ন যেবং
নির্বাণ সুক্কান থোগেবং (২)

দান গুরিবং শীল পালেবং
সুগর উদিজ পেবাতোই
আর্য সত্য পথ ধুরিবং
অমর জাগাত যেবাতোই (২)

(৩০) নং গান

জু-জানের বেগে আমি
ভাস্তে দাগির চরণত
দান গুরিবং সুগর আঝায়
শ্রদ্ধা রাগেই মনানত (২)
দান গুরির এই কঠিন চীবর
সুগ এবাতোই জীবনত (ঐ)

কঠিন চীবর দানে বেগর
মনর লুভ তিরোজ মারে-দ
জনমে জনমে এই পুণ্যয়ানে
সুগর জাগাত নেয়ে-দ (২)
ন থেদং আর দুগত পুরি
মুজি থেবং পুণ্য হামত (ঐ)

জনম মরণ পারোই যেবার
জ্ঞানর শক্তি পেদং
এ মহাদানর মহাপুণ্যলোই
তৃষ্ণা হয়ে অরহত অদং (২)
এদানর বলে অরহত জ্ঞান
লাভ অদ আমা মনানত (ঐ)

(৩১) নং গান

দান গুরিনেই দানি অবং
পুণ্যর ফলে আমি সুগী অদং
কঠিন চীবর এই দানে
বেগে নির্বাণ সুগ পেদং (২)

এ মহাদানে বুদ্ধজ্ঞানে
নির্বাণত জাগা গুরিবং (ঐ)

সংঘ হেদত বীজ হুজিবং
কঠিন চীবর দান গুরি
নির্বাণ রেজ্যত জাগা পেবার
এ দানর ফলে বর মাগি (২)
সংঘ হেদত দান গুরিনেই
নাদা যোক অপায় পথান (ঐ)

সংসার দুগত হদক থেদং
জন্ম মরণ ওনেই
নির্বাণত যেই পাত্তং আমি
দুগর বানানি ছিনিনেই (২)
বান ছিনিবং জ্ঞান্দোই আমি
দুগত পুরি ন থেবং (ঐ)

(৩২) নং গান

সুর ও শিল্পী : লুনা চাকমা

ইচ্যে আমা ইধু
বিশুদ্ধানন্দ ভাস্তে
কঠিন চীবর দানত
দান গুরিবং কঠিন চীবরান
শ্রদ্ধা রাগেই মনত (২)

হেদর মধ্যে ডাঙর হেদ
বুদ্ধ যিয়ে হোই
ভাস্তে দাগির মুজুঙত আমি
দান গুরি যেবংগোই (২)

দান শীল ভাবনানি
আমি গুরি যেবং
ভাস্তে দাগির ছাবাত তলে
কুশল হামে থেবং (২)

তাং- ০৭/০৯/২০১৩ইং, মৈত্রী
বনবিহার, চট্টগ্রাম

(৩৩) নং গান

সুর : শ্রীমৎ করুণাশ্রী ভিক্ষু

শিল্পী : শোভা চাকমা

দুগে ভরা সংসার ছাড়ি
আগজ তুই ভাস্তে বুদ্ধশ্রী
আমা ইধু লুম্ফি গুরি
শাখা বিহারত জুরছড়ি (২)
ওগো ভাস্তে বুদ্ধশ্রী
আগজ তুই আমারে দয়া গুরি (ঐ)

ভালক বজর ভিদি গেল
আমা ইধু তুই এজ আগজ
আমার হিত সুগতেই
সত্যধর্ম পদে ডাগজ (২)
ত-ডাগানার র-গুনি আমি
ধর্ম পদে উজেই যেবং (ঐ)

আমার দান ধর্ম পুণ্যর ফলে
ভাস্তে ওক নীরোগী
আমারে জ্ঞানদান দিবাতেই
আগে ভাস্তে জুরছড়ি (২)
তাঁর ভালেদি হধানি গুনি
সত্যধর্ম পদে যেবং (ঐ)

(৩৪) নং গান

সুর ও শিল্পী : শোভা চাকমা

বেগে মিলি আকাশ বাত্তি
একমাজ সং আঙেলং
মাজ শেজত চুরাশি আজার
বাত্তি ইচ্যা জ্বালেবং (২)

ভাস্তে দাগিরে এই দানানত
ফাং গুরিনেই আনিলং (ঐ)
আজার বাস্তি দানে হয় যোক
আজার জনম দুক্কানি
জ্ঞানর পহরে পহরয় যেন
আমা অজ্ঞান মনানি (২)
অজ্ঞান তৃষ্ণা হয় গুরিনেই
জ্ঞানর পহরে পহর অদং (ঐ)
নওক আমার পরিহানি
চুরাশি আজার বাস্তি দানে
নির্বাণ মুক্যে নেযোক আমারে
এই মহা পুণ্যয়ানে (২)
পুণ্য বলে সলে মলে
নির্বাণত যেই পাত্তং (ঐ)

(৩৫) নং গান

সুর ও শিল্পী : চম্পা তঞ্চঙ্গ্যা
আমা বেগর ইচ্যা শুভদিন
হি দোল মাঘী পূর্ণিমা
এজ বাব-ভেই এজ মা-বোন
অবং বেগে পুণ্য মনা (২)
শ্রমণ বানেই দের ভাস্তে
এই দোল পূর্ণিমা
শ্রমণ অদন শীল পালেবার
মিলনপুর হিয়ঙত (২)
বেগে আমি মনত রাগেবং
ভাস্তের এই দোল হামান (ঐ)
পিণ্ডচরণ গুরিবাক
ভাস্তে-ভিক্ষু শ্রমণুন

তাঁরারে সেবা গুরিনেই
সুগ এযোক জীবনত (২)
এ দোল দিনত এ দোল হেনত
সুগ এযোক বেঙ্কুনর (ঐ)

(৩৬) নং গান

সুর ও শিল্পী : লিটিনা চাকমা
মহাপ্রভু তথাগত
অরহত ভগবান বুদ্ধের
জু-জানের আর আমি
শ্রদ্ধেয় বনভাস্তেরে (২)
আশীর্বাদ মাগির সুগী অবার
বরদো ও ভগবান আমারে (ঐ)

ইচ্যা আমা এই অনুষ্ঠানত
যারা বনভাস্তের শিষ্য ইচ্ছ্যন
বেগতুন ডাঙর প্রধান শিষ্য
প্রজ্ঞালংকার নামে ডাগন (২)
জু জানের আমি বেগে
প্রজ্ঞা ভাস্তে তোমারে (ঐ)

হুজি মনে গুরির ইচ্যা
বেগে মিলি সংঘদান
পুণ্যর ফলে আমা বেগর
হাদি যোঙ্কোই অপায় দুক্কান (২)
আমি বেগে তোমাতুন ভাস্তে
এই বরান মাগির সমারে (ঐ)
তারিখ- ০৪/০৮/২০১২ইং, প্রশান্তি
অরণ্য কুটির, আটারক ছড়া, লংগদু

(৩৭) নং গান

ইচ্যা আমি তোমারে ভাস্তে
ফুলভোড়া গোজেনেই
বরণ গুরির বেগে মিলি
ভক্তি শ্রদ্ধা গুরিনেই (২)
যারা তুমি স্থবির উইয়ো
দি আজার বার সালর বর্ষা পেনেই
(ঐ)

শ্রদ্ধেয় বনভাস্তে তোমা গুরু
তুমি বনভাস্তের শাসনত
প্রব্রজ্যা লোই দশবর্ষা ওই
স্থবির অলা এবারত (২)
ধন্য ওক তোমা জীবনান
ভাস্তের শাসনত থেনেই (ঐ)

বনভাস্তে নির্বাণত যিয়ে
আগে বানা তাঁর শিক্ষানি
বুদ্ধ শাসনান ধুরি রাগেবা
এই আবা গুরির বেকুনে (২)
স্থবির বরণ গুরির তোমারে
ইচ্যা আমি বেগে মিলিনেই (ঐ)
তারিখ- ০৩/০৮/২০১২ইং, প্রশান্তি
অরণ্য কুটির, আটারকছড়া, লংগদু
বি.দ্র. ২০১২ সালের স্থবিরদের স্মরণে
এই গানটি রচিত

(৩৮) নং গান

আমি ভারী হুজি উইয়ে
তুমি আমা ইধু এনেই
পুণ্য হাম গুরির ইচ্যা
আমি তোমারে পেনেই (২)
তুমি আমা ধর্ম গুরু

তোমা ঠেঙত জু জানেই (ঐ)

তোমারে আমি যা পারি
শ্রদ্ধা গুরি পূজিবং
আত্মুর গুরি তোমা হধানি
মন দিনেই শুনিবং (২)
হাজর মনান পহ্ন গুরিবং
ধর্ম হধা শুনিনেই (ঐ)
আওজো মনে ইচ্যা আমি
তোমা সিধু দান গুরির
এই পুণ্যর বলে আমি বেগে
নির্বাণত যেবার বর মাগির (২)
অনির্বাণকাল সুগে থেদং
অপায় দুগত ন যেনেই (ঐ)
তারিখ- ০১/০৮/২০১২ইং, প্রশান্তি
অরণ্য কুটির, আটারক ছড়া, লংগদু

(৩৯) নং গান

অতালেয়ে শ্রদ্ধা জানের
শ্রদ্ধেয় ভাস্তে দাগিরে
ভক্তি শ্রদ্ধা যেত্তমান আগে
আমা মন ভিদিরে (২)
চোগ ফুদেই দুঅ্ আমারে তুমি
ধর্মজ্ঞান দান দিনেই
যে পারি যেনে গম পদেদি
বাএণ্ড পদেন্দি ন যেনেই (ঐ)

জীংহানিয়ান সাজে তুলিবার
আমারে শিগেই দিজহ্
মৈত্রী জ্ঞানে পো-ঝি ভাবি
তোমা ছলত তুলি নেয় (২)

তোমা হুলত থেবং আমি
ক্ষমা মৈত্রী দয়ালোই
দুগত যেন ন পুড়ি আমি
অজ্ঞান হিংসার আগুন্দোই (ঐ)

এই বনবিহারান আমার
মৈত্রী রেগা চান উইয়ে
দান গুরিবার শীল পালেবার
বেগর সুযোগ উইয়ে (২)
সেন্যেই আমি ভাস্তে দাগিরে
ফাং গুরি আনি
কুশলহাম গুরির বেগে মিলি
ভালেদ গুরিবার জীংহানি (ঐ)

(৪০) নং গান

ইচ্যা যারা এগন্তর উইয়োন
অনুষ্ঠানত ভাস্তেউন
বেক্কুনরে অতালেয়ে
শ্রদ্ধা জানের মনভুন (২)
আ যারা বাব-ভেই মা-বোন
মুরুবিউন আগন
তোমারেও এই পুণ্য দিনত
জানের সু-স্বাগতম (ঐ)

আমা এই পুণ্যহামে
যেন বেগর দুগ ন আনে
নির্বাণ ন যেই সং যেন আমি
সুগে থেদং এই দানে (২)
হনহালে তলেদি পুড়ি
দুগ ন পেদং আমি বেক্কুন (ঐ)

আপদ-বিপদ দুক্ক দবা
পুণ্যর ফলে হাদি যোক
আমা অজ্ঞান এই মনানত
জ্ঞানর ছদক ফুদি উদোক (২)
জ্ঞানী ওনেই মুক্ত অদং
অজ্ঞান অকুশল পাবভুন (ঐ)

(৪১) নং গান

বেগে মিলি ইচ্যা আমি
উইয়ে মহাপুণ্যবান
একযোদা ওই বুদ্ধ শাসনত
গুরির আমি সংঘদান (২)
হিমালয় পর্বত হয় যেবগোই
হয় যেদ নয় এই পুণ্যয়ান (ঐ)

দান ধর্ম পুণ্য হামানি
গুরি যেবং আমি
সত্যধর্ম জ্ঞানর পদে
দোল গুরিবং জীংহানি (২)
লাগত পেদং জনম জনম
বুদ্ধর এই সদ্ধর্ময়ান (ঐ)

ইচ্যা আগে হিল্যে নেই
আমা জীংহানিয়ান
মুরি গেলে হিচ্ছু যেদ নয়
যেব বানা পাপ-পুণ্যয়ান (২)

পিথিমিত আমি যেদক দিন থেবং
গম হামানি গুরি যেবং
পরায় বলারে দয়া গুরি
সুক্রান থোগেই লবং (২)
ন গুরিবং হিংসা পিঝুম
রাগেবং মনত মৈত্রীয়ান (ঐ)

তাং- ২৮/০৭/২০১৩ইং, মৈত্রীবন
বিহার, চট্টগ্রাম

(৪২) নং গান

ইচ্যা আমি ভারী হুজি
পুণ্য গুরি পারির
সুগী অদং দুগ ন পৈদং
এই বরান মাগির (২)
বুদ্ধ ধর্ম সংঘ ইধু
বেগে আওজ গুরি (ঐ)

বুদ্ধ হুইয়ে শ্রদ্ধা গুরি
দান পুণ্যহাম গুরিবার
এই হাক্কুএগ্যা জীংহানিয়ান
দোলে সাজেই তুলিবার (২)
সাজে আমি জীবনান
পাপ অকুশল ন গুরি (ঐ)

দুগর সাগর পারোই যেদং
এই পুণ্যর ফলে
অভাব দুগত ন পত্তং আমি
জীংহানিত হন হালে (২)
সুগর পথান খেদ আমার
নিত্য ফদাংথাং গুরি (ঐ)

(৪৩) নং গান

ধর্ম ছাড়া হি আগে আমার
ভাবি চ বাব-ভেই মা-বোনলক
পুণ্যবাদে সুগ পেবার নেই
বুঝি লবং জীবনত (২)
জ্ঞান পুণ্য আরা ন অবং
বেক্কুনে আমি হন হালত (ঐ)

দান শীল ভাবনালোই
জীংহানিয়ান হাদেবং
অজ্ঞান মিথ্যাদৃষ্টি আমি
হন হালে ন অবং (২)
সত্যধর্মর জ্ঞান পুণ্যলোই
মনান রাগেবং অজলত (ঐ)

বর মাগিবং বুদ্ধ ইধু
ন পুরিদং দুগত
মার্গ ফলর দোল জ্ঞান্দোই
পুরি যেদং সুগত (২)
সুগর নালত পুরিনেই আমি
যেই পারিদং নির্বাণত (ঐ)
তাং- ২২/১২/২০১৩ইং, মৈত্রীবন
বিহার, চট্টগ্রাম

(৪৪) নং গান

উজেই যেবং আমি বেগে
হুজিয়ে রাজিয়ে পুণ্যহামত
কর্ম ফলরে বিশ্বাস গুরি
আদিবং ধর্ম ছদগত (২)
ন থেবং আর পিজে পুরি
উজেবং সত্যলোই এবারত (ঐ)

ন থেবং আর হন দিন আমি
অকুশল পাবত মুজি
পাবে আনে দুগ জীবনত
ইয়ান জ্ঞানে বুঝি (২)
পাপ আমি ন গুরিবং
ন পুরি যেন দুগ সাগরত (ঐ)
অজ্ঞানর আন্ধারত যারা

উনজুর ডুবি থান
পাপ হামানি গন্তে তারা
ভারী উচ্যো পান (২)
জ্ঞানী অবং সত্যলোই থেবং
ন থেবং অজ্ঞান আন্ধারত (ঐ)
তাং- ০২/০২/২০১৪ইং, আর্যাবন
বিহার, ধর্মপুর খাগড়াছড়ি

(৪৫) নং গান

সুর : বিশ্বেশ্বর চাকমা (ছক্কা)
শিল্পী : অনন্যা চাকমা
এই যুগত বেন বুনি
কঠিন চীবর দান গড়ানা
শিগেইয়ে বনভাস্তে
আমা বেগর জানা (২)
আগেদং নয় আর এই
দোল আদি যানা (ঐ)
এচ্যা আমি হরিণা
লুম্বিনী বন বিহারত
কঠিন চীবর দান গুরির
দুগ ন পেবার জীবনত (২)
সুগে খেদং দুগ ন পেদং ও
বনভাস্তে
আমারে বেগরে এ বর দেনা (ঐ)
কঠিন চীবর দানত ইচ্যা
স্মরণ গুরির বনভাস্তেরে
বুদ্ধ ধর্মর আজল নীতি
শিগেই দিএ তে আমারে (২)
ভাস্তে অমর ওই থেব আমা ইধু
মানি চুলিবং তা হধা (ঐ)

তাং- ০৭/০৩/২০১৪ইং, লুম্বিনী বন
বিহার, হরিণা

(৪৬) নং গান

সুর : বিশ্বেশ্বর চাকমা
শিল্পী : রুবেল চাকমা ও অনন্যা
চাকমা
আমা বেগর পুণ্য জাগা
হরিণা লুম্বিনী বন বিহারান
পুণ্যহাম গুরি থোগেই লবং
জীংহানির আজল সুক্কান (২)
পেদং ঝাদি পুণ্যর ফলে
ধর্মর আজল রস্‌সান (ঐ)
গুরির আমি পুণ্যহাম
এই দোল জাগানত
লোকানন্দ ভাস্তে আগে
আমা হিয়ঙত (২)
পুণ্য গুরি পারোই য়েবং
দুগে ভরা এই সংসারান (ঐ)
ভাস্তে দাগি সংসার ত্যাগী
তাঁরা অলাক মহাজ্ঞানী
ন গুরিবং পাপ অকুশল
গুনিবং তাঁরা হধানি (২)
ভাস্তে দাগির হধা শুনি
সাজেবং আমি জীবনান (ঐ)
তাং- ১৮/০৩/২০১৪ইং, লুম্বিনী
বনবিহার, হরিণা

(৪৭) নং গান

কুশীনগর বন বিহারান
ভারী দোল পুণ্য জাগা
অবং আমি এই জাগানত
জ্ঞানী গুনীলোই দেগা (২)
এই হিয়ঙান বানেবং আমি
সংসার সাগর পারোবার রেগা (ঐ)

কঠিন চীবর দান আমি
গুরির ইচ্যা বেগে
মুরি গেলে এই পুণ্যয়ান
যেব আমার লগে লগে (২)
মুরত পুরি ইয়ান ভাবী
কঠিন চীবর দান গড়ানা (ঐ)

পাপ-পুণ্য দিয়ান আমার
লগে সমার অয়
পাবে শান্তি পুণ্যলোই সুগ
ভগবান বুদ্ধ হয় (২)
পাপ ন গুরি পুণ্যলোই বানা
জীংহানি হাদেই যানা (ঐ)
তাং- ০৬/০৮/২০১৪ইং, লুম্বিনী বন
বিহার, হরিণা

(৪৮) নং গান

মৈত্রীপুর নাঙে আগে
আমা ভাবনা কেন্দ্রয়ান
এই জাগানতুন ফুদি উত্তে
বুদ্ধ ধর্মর ছদকান (২)

হদক গুজ্জয়ন জোল-জাঙলুক
এই পুণ্য জাগানত

জিদিলাং আমি মৈত্রী বলে
থেনেই বুদ্ধর শাসনত (২)

ইটছড়ি মৈত্রী পুরান
আমা বেগর পুণ্য জাগা
এই জাগানত অবং আমি
জ্ঞানী জেন্দোই দেগা (২)

দান ধর্ম গুরিনেই আমি
পুণ্য ধন হামেবং
পুণ্য হামে মৈত্রী পুরান
স্মৃতি গুরি রাগেবং (২)
তাং- ২১/১০/২০১৩ইং, মৈত্রীবন
বিহার, চট্টগ্রাম

(৪৯) নং গান

মৈত্রী পুরত যেবং আমি
পুণ্য গড়া বেগে
পুণ্যয়ান আমার অব সমার
যেব ছাবা ধক লগে লগে (২)

পাপ-পুণ্য ছাড়া হিচ্ছু ন যায়
মুরি গেলে সমার ওই
এই হধাগান মনত রাগেই
পুণ্য সম্পদ হামেই লোই (২)

বিমলানন্দ ভাস্তে আগে
আমা এই কুটিরত
ধর্ম হধা হোনেই আমারে
নিত্য ডাগে গম পদত (২)

মৈত্রী পুরত যেনেই আমি
মৈত্রী হধা শনিবং
ভাস্তে দাগির দোল হধালোই

জীবনান সাজেই তুলিবং (২)

তাং- ২২/১০/২০১৩ইং, মৈত্রীবন
বিহার, চট্টগ্রাম

(৫০) নং গান

আমা বেগর পুণ্য জাগা

বরগাং বুদ্ধ বিহারত

যারা আগি আমি বুদ্ধ জাতি

চাদিগাং এই শহরত (২)

বেগে মিলি ইচ্যে আমি

এই পুণ্য অনুষ্ঠানত (ঐ)

ইচ্যা একুশ তারিখ ফেব্রুয়ারী

দ্বি আজার চুন্দো সাল

পেলং আমি অনুষ্ঠানত

নাঙান তার নন্দপাল (২)

ভাস্তেরে পেনেই হুজি আমি

হুজিয়ে থেবং জীবনত (ঐ)

হুজি মনে ইচ্যে আমি

এই পুণ্য হামত

সুগী অদং দুগ ন পৈদং

আমি হন হালত (২)

ন পুরিদং তলেদি আমি

ন পুরিদং হন দুগত (ঐ)

তাং- ২৪/১২/২০১৩ইং, মৈত্রীবন
বিহার, চট্টগ্রাম

(৫১) নং গান

মা মুই বুদ্ধ শাসনত যেম

সংসার মায়া জালত ন থেম

প্রব্রজ্যা লোনেই সন্ন্যাসী ওনেই

বুদ্ধজ্ঞানান থোগেম (২)

জ্ঞানর সাধনা গুরিনেই মুই

জীংহানিয়ান গোঙেম (ঐ)

মুই সংসারত থেলে মাগো

মর দুগর সীমা ন থেব

সুগর আবায় মোক-পোলোই থেলে

দুকানই মর বেজ অব (২)

দুগত পুড়িবার ন চাং মা মুই

শ্রমণ ওনেই ঘর ছাড়ি যেম (ঐ)

সংসার জালত বেড়া ন যেম

মুই সংসারর বানানি ছিনি

দুগর সাগর পারোই যেম

বুদ্ধর হধানি শুনি (২)

ইরিত দে মা মরে তুই

সংসারত যেন দুগ ন পাং (ঐ)

(৫২) নং গান

চুল হাবি ছল মোড়েনেই

রং হাবরান উড়িলে

সিবে হন ভিক্ষু ন অয়

বুদ্ধর হধানি ন মানিলে (২)

ভাস্তে ওনেই নয়দ্যে হামাত

গুলি মুজি থেলে

দুগভ্রন মুক্ত অদ নয় তে

নরগত যেব মুরিলে (ঐ)

বুদ্ধ দিয়ে ভিক্ষুউনরে

প্রাতিমোক্ষ শীলুন

ন পালেলে অদ নয়

মোড়েনেও ছলুন (২)

বুদ্ধর শিক্ষা বাদ দিনেইদি
হীন শিক্ষানি গুরিলে
ভুগি পের হানি হানি
সেই ভিক্ষুবো মুরিলে (ঐ)

বুদ্ধর শিক্ষা ভারী অজল
রাজা ধুক্যা থানা
অহারণে অবেলায় ভিক্ষু
হন হিত্যেত ন যানা (২)
হিয়া হধা মনেদি যে
উনজুর উজে চলে
সিবেরে হয় আজল ভিক্ষু
বিনয় নীতিলোই থেলে (ঐ)
তারিখ- ২৯/০৫/২০১২ইং, প্রশান্তি
অরণ্য কুটির, আটারকছড়া, লংগদু

(৫৩) নং গান

বুদ্ধ ধর্ম সত্যধর্ম
মুক্ত ওই পারে
আর্যসত্য জ্ঞান পেলে
উদি যায় মারে (২)
মারে যেক্কে মুরি যের
পহরয় মনান জ্ঞানর পহরে (ঐ)
মারে হয়দ্যে মুক্তি ন দিম
দেব-ব্রহ্মা-মাএগ্যরে
মেইয়া জাল্লোই বানি রাগেম
ইরিত ন দিম হাররে (২)
মারে থাই মন ভিদিরে
অজ্ঞান অলে হোই ন পারে (ঐ)
জ্ঞানী মাএগ্য তুরি যান্দোই
মার রেজ্য ছাড়ি

আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ পদে
শীল সমাধির পথ ধুরি (২)
নির্বাণ যান জ্ঞানী জনে
ফেলে যেনেই বেগ দুগরে (ঐ)
তাং- ১৩/০৮/২০১৪ইং, লুম্বিনী বন
বিহার, হরিণা

(৫৪) নং গান

মানেই জনম পিয়েই আমি
অমঅদ ভাগ্যবান
পাপ হামানি ছাড়িনেই
অবং মহাপুণ্যবান (২)
গুরি যেরং বেগে মিলি
কঠিন চীবর এ মহাদান (ঐ)
পুণ্য ছাড়া সার্থক ন অয়
এই মানব জীবনান
হোই যিয়ে বনভাস্তে
আমারে এই দেশনান (২)
জ্ঞান পুণ্য হীন অলে
বরবাদ অয় জীবনান (ঐ)
বনভাস্তে নেইয়ার ইক্কে
আমা ইধু বাজি
বেল ধুক্যা পহর গুরি আগে
তাঁর উবদেজ শিক্ষা নীদি (২)
ইচ্যা যারা গুরির আমি
কঠিন চীবর দান
ইয়ান এক্কান বনভাস্তের
বজমান ডাঙর অবদান
তাং- ১৭/০৮/২০১৪ইং, লুম্বিনী বন
বিহার, হরিণা

(৫৫) নং গান

এজ বেগে এজ ইধু
 পুণ্য জাগানত
 পানছড়ি তারাবন
 ভাবনা কেন্দ্রত (২)
 এজ পুণ্য গুরিয়েই
 শ্রদ্ধা রাগেই মুজুঙত (ঐ)
 হদক পাপ গুজোই আমি
 অজ্ঞানে জীবনত
 পাবর গেরেঙ বানি আগে
 আমা এই মনানত (২)
 হাজর মনান যেই হাজেয়োই
 পুণ্য গুরি তারাবনত (ঐ)

সুযোগ উইয়ে ইক্কে আমার
 পুণ্যহাম গুরিবার
 অভালেদি জীংহানিয়ান
 ভালোদ গুরি তুলিবার (২)
 ন থেবং আর ইধু আমি
 দুগে ভরা সংসারত (ঐ)
 তাং- ১১/০৮/২০১৪ইং,-লুম্বিনী বন
 বিহার, হরিণা

(৫৬) নং গান

মত্তন ভারী লাগে গম
 এলে ইধু তারাবন
 ভাস্তে দাগির মৈত্রী হধায়
 দোলোই যায় হাজর মন (২)
 ক্ষমা মৈত্রী পথ ধুরিনেই
 সাজেবং এই জীবন (ঐ)
 আদি কল্যাণ ভাস্তে আগে

আমার কল্যাণ অবাতোই
 আমারে নিত্য দেশনাত হয়
 পাপ হামত ন যেবাতোই (২)
 জ্ঞান্দোই থেবার হয় আমারে
 অজ্ঞান্দোই ন থেই হনজন (ঐ)

জ্ঞান পুণ্য ছাড়া এই
 মানেই জীবনান
 সার্থক ন অয় বিলি হয়
 বুদ্ধ ভগবান (২)
 সার্থক গুরিবং আমি বেগে
 গুরি জ্ঞান পুণ্যহাম (ঐ)
 তাং- ১১/০৮/২০১৪ইং, লুম্বিনী বন
 বিহার, হরিণা

(৫৭) নং গান

চেরোহিত্যে ঘুরি ফিরি
 রিনি চেলুং তারাবনান
 ইধু এনেই ভারী গম
 লাগের ইচ্যা ম-মনান (২)
 গাছ বাজর ছাবা লগে
 আগে বুদ্ধর ছাবায়ান (ঐ)

ভাস্তে দাগি আগন ইধু
 যা কুটিরত তে
 সুযোগ গুরি দিবং আমি
 তারা ভাবনা গন্তে (২)
 ভাস্তে দাগি ভাবনা গুরি
 পাদোক বাদি জ্ঞানান (ঐ)
 তারাবন কুটিরত থেনেই
 ভাস্তে দাগি জ্ঞানদান দেদন

মুক্ত ওনেই নির্বাণ যেবার
ভাবনা গুরি যাদন (২)
এজ বাব-ভেই মা-বোনলক
রিনি চগি এ জাগান (ঐ)
তাং- ১১/০৮/২০১৪ইং, লুম্বিনী বন
বিহার, হরিণা

(৫৮) নং গান

জীংহানিয়ান বানা হাক্কন
জ্ঞানী জনে হন
মুরি গেলে সমার ওনেই
লগে ন যান হনজন (২)
পাপ-পুণ্য যেব বানা
পুণ্যহামত দিবং মন (ঐ)
অনিত্য এই সংসারান
জ্ঞান গুরি ভাবি চ
হার হক্কেনে মরণ অয়
পুণ্য হামেই এজ (২)
পুণ্য জাগা আগে আমার
ভাবনাকেন্দ্র তারাবন (ঐ)
হাক্কুএগ্যা এই জীংহানিয়ান
ভালেদ গুরি তুলিবং
জ্ঞান পুণ্য সত্যলোই
আমি উজুএগ্যা উদিবং (২)
যে হাম গল্পে তলেদি পড়ে
সে হাম আমি ন গুরিবং (ঐ)
তাং- ১২/০৮/২০১৪ইং, লুম্বিনী বন
বিহার, হরিণা

(৫৯) নং গান

দান গুরিবং বেগে আমি
পঞ্চশীল পালেবং
বুদ্ধর অহিংসা নীতি পদে
আমি দোলে আদিবং (২)
দোল গুরিবং এই জীবনান
আমি দোল গুরিবং (ঐ)
ভেই লবং জীবনত আমি
আজল পুণ্য হামানি
শুনিবং বনভাস্ত্রের ধর্ম দেশনা
ইদোত রাগেবং তাঁর হধানি (২)
ভাস্ত্রের হধা ইদোত তুলি
আমি মুজুঙেন্দি উজেবং (ঐ)

দান শীল ভাবনা
ইয়ানি গুরি যানা
পর্যাণে বাজি যেদক দিন থেই
পর্যাণ বলা ন মারানা (২)
অহিংসা অব আমার নীতি
পর্যাণ বলারে দয়া গুরিবং (ঐ)
তাং- ১২/০৮/২০১৪ইং, স্থান : লুম্বিনী
বন বিহার, হরিণা

(৬০) নং গান

জন্ম আমার বুদ্ধ হুলত
ভাগ্যবান ভারী আমি
জ্ঞানী পণ্ডিত সাধু অবং
বুদ্ধর হধা শুনি (২)
লুভ হিংসা ন গুরিবং
দোল রাগেবং মনানি (ঐ)

সম্যক দৃষ্টি অবং আমি
কর্ম ফলর জ্ঞান্দোই
কুশলহাম গুরি য়েবং
মুজি ন থেবং অজ্ঞান্দোই (২)
অজ্ঞান্দোই দুগ অয় বানা
অবং আমি জ্ঞানী (ঐ)

জ্ঞান পুণ্য থেলে আমার
অব হামাক্কায় জয়
এই হধাগান পরম পূজ্য
বনভাস্তে হয় (২)
জয় অবং জ্ঞান্দোই থেবং
মিলি মিবি বেক্কুনে (ঐ)
তাং- ১৩/০৮/২০১৪ইং, -লুম্বিনী বন
বিহার, হরিণা

(৬১) নং গান

তারাবন কুটিরত আগন
পুণ্যর ক্ষেদ ভাস্তে-শ্রমণ
যেই বেগে পুণ্য গড়া
ভালেদ গুরিয়োই জীবনান (২)
পুণ্য বাদে ভালেদ নেই
এহধান জ্ঞানীউনে হন (ঐ)

হদক পুণ্যর ফলে আমি
ইচ্যেই মানোই হলত
ডুবি ন য়েবং হনজনে
অহুজল পাপ ঘুলত (২)
নিজরে রক্ষা গুরিবং আমি
মনান গুরি পহ্ন (ঐ)

ভাস্তে দাগি আগন ইধু
আমা সুগত্যেই

আমারে তাঁরা নিত্য উজ্জ দোন
জ্ঞান্দোই থেবাতেই (২)
জ্ঞান্দোই থেলে সুগী ওই পারে
সার্থক অয় মানোই জনম (ঐ)
তাং- ১৩/০৮/২০১৪ইং, -লুম্বিনী বন
বিহার, হরিণা

(৬২) নং গান

জনম লুইয়ে মুরি পেবং
ইয়ান দোলে ভাবি চ
মরাণা দুক্কান ডোরেনেই
পুণ্যহাম গুরি জ (২)
ন লাগিব গুরো-বুড়ো
যেক্কে হজা এব
যা পুরিব গায় গায় গুরি
হন সমার ন পেব (ঐ)

আমি অলং ব্যাঙ ধুকোন
মরণানে অলদে সাপ
মুজুঙত পেলে গিলিব তে
ন দিব হাররে মাফ (২)
অক্ত এলে মরণ আদত
বেগে পুরি য়েবং
মুরি গেলে দুগ ন পেই পারা
পাঙ্গোই মুজি ন থেবং (ঐ)

য়েলা-ফেলা দিন ন হাদেই
পুণ্য জমা গুরি ল
পরহালে হামাক্কায় জুনি
সুক্কান পেদা চ (২)
ক্ষমা মৈত্রী দয়া মেইয়্যা
মনানত উনজুর রাগ

পাপ ছাড়িনেই পুণ্য মনে
দিনে রেদে থাগ (ঐ)
তারিখ- ২৩/০২/২০১২ইং, -প্রশান্তি
অরণ্য কুটির, আটারক ছড়া, লংগদু

(৬৩) নং

গান
সুর ও শিল্পী : রূপালী চাকমা
দিন-মাস-বজর গুরি
পুরেই যার আমা আয়ুয়ান
দিন দিন হয় এজের
ডর গরে পারা মরণান (২)
ভাবি চেলে মুরত পুরি
ডর গরে পারা
মুরি গেলে হিচ্ছু নেই
পাপ-পুণ্য ছাড়া (ঐ)
ইচ্চা আগি হিল্যে নেই
বেক্কনে মুরি য়েবং
দুগ ন পেই যেন হনহালে
পুণ্য হাম গুরি লবং (২)
হাক্কুএগ্যা এই জীংহানিয়ান
হুজু পাদা পানিচান
হবর ন পেই হনজনে
হক্কে এজে মরণান (ঐ)
গুরি ফিরি এই সংসারত
জনম-মরণ দুগ পানা
দগত পুরি হদক আর থেবং
মুক্তি পেবার হাম গরানা (২)

পুণ্য ছাড়া এহাল-উহাল
সুগ পেবার দ আঝা নেই
শীল পালেবং দান গুরিবং
সুগর হধা ভাবিনেই (ঐ)
তারিখ- ৩১/০৩/২০১২ইং, প্রশান্তি
অরণ্য কুটির আটারকছড়া, লংগদু

(৬৪) নং গান

হাক্কুএগ্যা এই সংসারত
লাগত পাফি অনা
জন্ম অলে সময় এলে
ফেলে যাবি বানা (২)
ন পারে হাররে ধুরি রাগেই
অক্ত এলে মুরি যানা (ঐ)
হোচপানালোই বানা বাএগ্যা
আগে এই সংসার ঘর
মরণান এলে মা-বাব ভেই-বোন
ওই যান্দোই বেগ পর (২)
মুরি গেলে আর দেগা-দেগী নেই
থোক না যদ হোচপানা (ঐ)
আমারে ছাড়ি যিয়েগোই মুরি
নাঙান তার ধবাধন
হোচপেদং আমি তারে বেগে
এল তার মনান ভারী গম (২)
ন দিগিবং তারে আর আমি
এই জীবনান হাক্কন বানা (ঐ)
তাং: ১০/০৫/২০১৪ইং, লুম্বিনী বন
বিহার, হরিণা

(৬৫) নং গান

চিগনভুন ধুরি মা তুই
 মরে ডাঙর গোরেয়েজ
 হদক দুগ সহ্য গুরি
 মা মরে তুই পালেয়েজ (২)
 তর আদর হোচপানালোই
 মরে ডাঙর গোরেলে
 এই দোল পিখিমিয়ান
 মা মরে তুই দেগেলে (ঐ)
 ত-হরত তুলিনেই মরে
 হদ আদর গুরিদে
 তুই ন হেনেই হদ জিনিস
 আওজে মরে হাবেদে (২)
 মা তর এই গুণানি মুই
 স্মরণ রাগেম জনমান
 বুগো দুধ হাবেই পালে আনি
 দান গুজ্যজ মরে জীবনান (ঐ)

হদক দুগ পিয়োজ মা তুই
 মরে পালেই আনদে
 ম-জীংহানিত উপকারী
 নেয়ার মাগো তুই বাদে (২)
 জনম জনম ত-সিধু মা
 থেম মুই ঋণী গুরি
 হনদিন তরে দুগদি থেলে
 দিজ মা মরে হেমা গুরি (ঐ)

(৬৬) নং গান

মর জন্ম জাগা নান্যাচর
 ফিরিসী পাড়া আদামত

জন্ম ওনেই হদক দুগ
 পাঙর মুই জীবনত (২)
 হোই ন পারং আর হদক
 দুগ আগে মর হবালত (ঐ)
 দুক্কান একদিন ন থেব মর
 সুগর উদিজ পেম
 জীংহানিত মুই গমহাম গুরি
 মুজুঙেন্দি উজেই যেম (২)
 মুই হাররে দুগ ন দিম
 হোচপানা রাগেম মনানত (ঐ)

নিজে দুগ পেলেও মুই
 হাররে দুগত ন ফেলেম
 মনত উজসান রাগেনেই মুই
 জীংহানিয়ান হাদেই যেম (২)
 একদিন মর দুগ ন থেব
 সুগ এব এই পরাণত (ঐ)

(৬৭) নং গান

মুই ভারী গুরিব মানুজ
 হাম গুরিনেই পরাণ বাজাং
 মাধার ঘাম ঠেঙত ফেলেনেই
 ভাত পানি হামাং (২)
 গুরিব অলেও হারল্লোই মুই
 ফাগি বাজি ন গড়ং (ঐ)

এক্কান হধা মুরত পুড়ি
 ভাবং মুই মনানত
 হিত্যেই এদক গুরিব ওলুং
 জনম লোই সংসারত (২)
 ভাবিনেই পেলুং আগ জনমে
 দান পুণ্য মুই ন গড়ং (ঐ)

এবাৰত মুই দান ধৰ্ম
পুণ্য হাম গুৰি যেম
গুৰিব হলে জনম আৰ
হন হালে মুই ন যেম (২)
দুগ ন পাং পা গুৰিবত পুড়ি
দান শীল ভাবনা গুৰি যেম (ঐ)

(৬৮) নং গান

আগ জন্মৰ পাবৰ ফলে
গুৰিবো হুলত জন্মোয়াং
হিজেনি হদক পাপ গুজ্যং
সিয়ান মুই ন জানং (২)
পাবৰ ফলে দুগ অয় ভাৱী
সিয়ান আগেদি ন ভাবং (ঐ)
ইক্কিনে মুই মাঞ্যভুন
মাগি মাগি হেই পাঙৰ
পাবৰ ফলে হি দুগ পাই
সিয়ান এবাৰত জানঙৰ (২)
হিয়া-হধা-মনেদি মুই আৰ
পাপ্পোই ন থেম ডোৱাঙৰ (ঐ)
ন বুঝিনেই হদক মুই
পাপ গুজ্যং আগেদি
পাপ-পুণ্য হাৰে হয় মুই
ন দেগং সেক্কে চোগেন্দি (২)
আৰ হনদিন পাপ ন গুৰিম
আগে ন বুঝিনেই যা গুজ্যং (ঐ)
তাং: ০৬/০২/২০১৪ইং, আৰ্যাবন ধৰ্মপুৰ
বিহাৰ, খাগড়াছড়ি

(৬৯) নং গান

আগ হালৰ পুণ্যৰ ফলে
মানেই জনম পেলুং
আগ জন্মৰ পুণ্যৰ ফলে
বুদ্ধ জাদত জন্মোলুং (২)
পুণ্যত দ্বাৰায় সুগত নেযায়
ইয়ান দোলে বুঝিলুং (ঐ)

ইন্দ্ৰাজা চক্ৰবৰ্তী

পুণ্যৰ ফলে ওই পাৱে
জনম জনম সুগত থেনেই
নিৰ্বাণদো যেই পাৱে (২)
সিত্যেই য়াৱা জ্ঞানী আগন
তাৱা পুণ্যহাম গড়ন (ঐ)

জ্ঞানী বুদ্ধৰ হধা ধুৰি

মুই জ্ঞান্দোই থেম
অভালেদি ভুলহাম গুৰি
নৱগ মুক্যা ন যেম (২)
উদ্ধৰ গুৰিম নিজৰে মুই
ভব সংসাৰ দুগভুন (ঐ)
তাং: ১৫/০৯/২০১৪ইং, লুম্বিনী বন
বিহাৰ, হৰিণা

(৭০) নং গান

সুৱ : বিশ্বেশ্বৰ চাকমা (ছক্কা)
অহিংসা ধৰ্মৰ অহিংসা পতাকা
উড়েবং আমি আগাজত
অহিংসা পতাকাৰ দোল ৰঙানি
উড়েই দিবং বুইয়াৰত (২)

মৈত্রী আগে বানা, ভেদাভেদ নেই
বুদ্ধর এই পতাকানত (ঐ)

বুদ্ধ ধর্মর অহিংসা চিহ্ন
এই বুদ্ধ পতাকায়ান
অহিংসা পতাকা ছাবাত তলে
গেবং আমি অহিংসার গান (২)
মৈত্রী মনে অহিংসার জয়গানে
আদিবং আমি আমা জীবনত (ঐ)

ছয় রঙর পতাকা ইয়ান
বুদ্ধ বিজগত সাজি আগে
হিংসা ভরা এই পিথিমিত
অহিংসা পতাকা উড়েবং বগে (২)
আদে আত ধুরি জয় জয় গুরি
অহিংসা বিলেই দিবং সংসারত
(ঐ)
তাং- ০৭/১১/২০১৪ইং, লুম্বিনী বন
বিহার, হরিণা

(৭১) নং গান

পুণ্য হামর পুণ্য ছদক
ছিদি যোক বুইয়ারত
পহুর অদং আমি বেগে
জ্ঞান পুণ্যর বেল ছদগত (২)
জ্ঞানর দোল ছদকানি
ফুদি উদোক আমা মনত (ঐ)
বেল উদিলে আন্ধার ন থায়
পহু র অয় গদা পিথিমি
থোগেবং সেই জ্ঞানর পহুরত
মানেই হুলর সুক্কানি (২)

ন গুরিবং পাপ হামানি
ন পুরি যেন অপায় দুগত (ঐ)
শীল পালেবং হিংসা ছাড়ি
দান গুরিবং লুভপান ইরি
ন থেবং আর তলেদি পুরি
উজেবং জ্ঞান্দোই পুণ্য গুরি (২)
মিলি মিঝি জ্ঞানর পথ ধুরি
আদিবং আমি সুগর পদত (ঐ)
তাং- ১৬/১১/২০১৪ইং, লুম্বিনী বন
বিহার, হরিণা

(৭২) নং গান

আমি আমা জীংহানিয়ান
পুণ্য গুরি হাদেবং
জ্ঞানী জনর আশীর্বাদ
আমি মাধাত রাগেবং (২)
ভাস্তে দাগি তাঁরা জ্ঞানী
আমারে দোল শিক্ষা দোন (ঐ)
ধর্মদান জ্ঞানদান
অভয় দান বাদে
কঠিন চাঁবর দানর সমান
হন্ দানান আগে (২)
এই ডাঙর মহাদানান
সংঘ হেদত্ দান দিবং (ঐ)
হিয়া হধা মনেদি আমি
গুরিবং এই দান আওজে
কুশল হামর পুণ্য ফলে
সুক্কান এজে সহজে (২)

পুণ্য গল্পে দুগ হাদি যায়
জ্ঞানীজনে ইয়ান হন্ (ঐ)
তাং- ২৯/১১/২০১৪ইং, লুম্বিনী বন
বিহার, হরিণা

(৭৩) নং গান

কর্ম ফলে পরাণ বলার
সুগ-দুগ অয় বেকানি
পুণ্যর ফলে সুগয় বানা
পাবর ফলে পাই দুকানি (২)
ইয়ান আজল সত্য হধা
লবং বেগে দোলে মানি। (ঐ)

পাপ-অকুশল হাম গুরিলে
হানি হানি ভুগি পাই
পুণ্যহামে দেব-মানেই সুগ
বেকানি লাগত পাই (২)
পুণ্যহামত মনানরে
রাগেবং উন্জুর আমি। (ঐ)

মিথ্যাদৃষ্টি মানেইউনে
পাপ হামানি গড়ন
নিজ দুকান নিজে তারা
ডাগি ডাগি আনন (২)
সম্যকদৃষ্টি অবং আমি
গুরিবং কুশল হামানি। (ঐ)
তাং- ২২/০২/২০১৫ইং, রাজবন
বিহার, রাঙামাটি

(৭৪) নং গান

সুর : বিশ্বেশ্বর চাকমা (ছক্কা)
বুদ্ধর অহিংসা ধর্ময়ানে
ধার্মিগরে ধুরি রাগায়
দুগর জাগা পার গোরেই
সুগর জাগাত নেয়ায় (২)
বুদ্ধ ধর্ম নীতি পালেবং
দুর্ক মুক্তির আঝায় (ঐ)

সুন্ধান আমি ডাগি আনিবং
জীংহানিত পুণ্য গুরি
দুন্ধানরে চাবেই দিবং
পাপ-মিথ্যাদৃষ্টি ছাড়ি (২)
সম্যকদৃষ্টি অবং আমি
চুলিবং বুদ্ধর হধায় (ঐ)

দুগর গোদা ভাঙিবং আমি
চারি আর্ষসত্য জ্ঞানে
জনম-মরণ দুন্ধানি যেন
ন পেই আর জনমে জনমে (২)
নির্বাণর আজল সুন্ধান
পেদং আর্ষ জ্ঞানদ্বারায় (ঐ)
তাং- ৩০/১১/২০১৪ইং, লুম্বিনী বন
বিহার, হরিণা

(৭৫) নং গান

সুর : বিশ্বেশ্বর চাকমা
শিল্পী : পার্কি ও পরিপূর্ণা চাকমা
আটারক ছড়া পুণ্য জাগা
আর্ষ গিরি কুটিরত
পুণ্যানুষ্ঠান সংঘদান গুরির
ভান্তে দাগির মুজুঙত (২)

এই পুণ্য জাগানত পুণ্য হামেবং
শ্রদ্ধা তুলি মনানত (ঐ)

পুণ্যায়ান আমার আজল ধন
ইহ-পরহালত

পুণ্যহামে বিগেফুল আমি
ফুদেবং হবালত (২)

হুজি মনে পুণ্য গুরি
যেবং আমি জীবনত (ঐ)

এই জীবনান ভাবিং আমি
অনিত্য দুক্ক বিলি

দান গন্তে জীবনত আমি
ন গুরিবং হলি (২)

হয়দিন বাজি হক্কেনে মুরি
মুজি থেবং পুণ্যহামত (ঐ)

তাং- ২০/১১/২০১৪ইং, লুম্বিনী বন
বিহার, হরিণা

(৭৬) নং গান

সুর : বিশ্বেশ্বর চাকমা

শিল্পী : অনন্যা ও পার্কি চাকমা

মনত রাগেয়ো বাব-ভেই মা-বোন
জ্ঞান গুরি ভাবিনেই

স্বর্গত যিয়োন নির্বাণ পিয়োন
সংঘরে কুটির দান দিনেই (২)

আমারো সেই হেতুয়ান
গোজে উদোক বেগর
এই কুটিরান দান দিনেই (ঐ)

ইচ্যা আমি গড়গয্যাছড়ি
ক্ষান্তিপূর বন কুটিরত

কুটির বানেই দানোৎসর্গ
গুরির ভিক্ষুসংঘ হেদত (২)
আমা এই পুণ্যর ফলে
হায় এযোক নির্বাণ সুক্কান (ঐ)

আমি বেগে পুণ্যবান
আওজে গুরির পুণ্যহাম
এহাল-উহাল দুগ ন পেদং
অদং শীলবান জ্ঞানবান (২)
এই আশীর্বাদ মাগির আমি
ইচ্যা বেগে মিলিনেই (ঐ)
তাং-০৬/০১/২০১৫, রাজবন বিহার,
রাঙামাটি

(৭৭) নং গান

মানেই জনম হারা ন পাই
ছইয়ে বুদ্ধ ভগবান
স্বর্গত যাদেও অবের পুণ্য
লাগে কুশল জ্ঞানান (২)
মানেই ছলোত সুগ-দুগ আগে
স্বর্গত বানা সুক্কান (ঐ)

মানেই সুগ আর দেব সুগ
সেই সুক্কানি বানা হাক্কন
বেড়ে-হোড়ে ধরেগি হাক্কে
এনেই বুড়ো-পীড়া মরণ (২)
মারে ফেলাই মরণান এলে
ছাড়িবার ন চেলেয়ো সংসারান
(ঐ)

এই হাক্কন্যা সুক্কানিলোই
সংসারত মুজি ন থেবং

এক্কেনা সুক্কোই মুজি থেলে
 বারবার দুক্কানি লাগ পেবং (২)
 নির্বাণ যেবার হাম গুরিবং
 দান শীল ভাবনায় থেবং (ঐ)
 তাং- ২৩/০২/২০১৫ইং, রাজবন
 বিহার, রাণ্ডামাটি

(৭৮) নং গান

লুভ হিংসা অজ্ঞানে
 মনান হাজর অয়
 অজ্ঞান মনে গম বজং
 চিনা যেদ নয় (২)
 ন চিনিলে দুগত পরে
 ভগবান বুদ্ধ হয় (ঐ)
 লুভ গুরিলে গুরিব অয়
 হিংসায় বিপদ আনে
 নানা বাবুত্যা দুগত ফেলায়
 মনত থেইয়্যা অজ্ঞানানে (২)
 হাজেবং মনভুন এ তিনান
 এহাল-উহাল যেন সুগ আনে (ঐ)
 চারি আর্যসত্যরে আমি
 মনে মনে শিগিবং
 বুড়ো-পীড়া মরণ দুক্কানি
 জ্ঞানে দোলে বুঝিবং (২)
 হালাজ পেবার এই দুগভুন
 জ্ঞানর পদে চলিবং (ঐ)
 তাং-২৪/০২/২০১৫ইং,
 স্থান- রাজবন বিহার, রাণ্ডামাটি

(৭৯) নং গান

পিথিমিত মুই জনম লুইয়্যং
 মিলে জন্ম ওনেই
 আগ জন্মর পাবর ফলে
 পুণ্য হম হিনেই (২)
 ইক্কিনে মুই পুণ্য গুরিম
 মনান শক্ত গুরিনেই (ঐ)
 চিগনভুন ধুরি মরে
 মা-বাবে পালেয়্যন
 মেইয়্যে আদর হোচপানালোই
 মরে ডাঙর গোরেয়্যন (২)
 যেপেম একদিন পর ঘরত
 হোচপিয়ে মা-বাব ফেলেই (ঐ)
 ফেলে যেবার ন চেলেও
 ফেলে যা পরে মা-বাপ্পন
 মিলে ওনেই জনম ললে
 ছাড়ি যে পাই ঘরভুন (২)
 মিলে এবার ন চাং আর মুই
 এই দুক্কানি দেনেই (ঐ)
 বৌ গেলে পো-পোদে পাই
 থে-পাই আর নেগর অধীন
 ইন্দি-উন্দি যেই ন পাই
 নেই হন একানত স্বাধীন (২)
 নেক্কো যদি গম ন অলে
 দুগর সীমে নেই (ঐ)

তারিখ- ১৫/০৮/২০১২, প্রশান্তি
 অরণ্য কুটির, আটারকছড়া, লংগদু

(৮০) নং গান

এই বৈশাখী পূর্ণিমাত

বুদ্ধ জনম লুইয়ে

নৈরঞ্জনা বট গাজত তলে

সম্যক সমুদ্ধ উইয়ে (২)

আজি বজর বয়স ওনেই

কুশীনগর শাল বনত

নির্বাণ ওই যেইয়ে (ঐ)

বৈশাখী পূর্ণিমাত বিদি যেইয়ে

বুদ্ধর তিনান ঘটনা

সিত্যেই এই পূর্ণিমারে

হন্ বুদ্ধ পূর্ণিমা (২)

বুদ্ধরে শ্রদ্ধা জানেবাতেই

হিয়ঙত শ্রদ্ধায় এযানা (ঐ)

বুদ্ধ জাতি মানেই আমি

বুদ্ধরে ইদোত তুলি

বুদ্ধর আষ্টোয়ান মার্গ পথ

ন যেবং আমি ভুলি (২)

নির্বাণ সুগ থোগেবং বেগে

বুদ্ধজ্ঞানর পদে চুলি (ঐ)

তাৎ- ২৫/০২/২০১৫ইং, রত্নাংকুর

বনবিহার, নানিয়ারচর

(৮১) নং গান

শাক্য রাজার পুঅ সিদ্ধার্থ

যেই গাচ্ছোত তলে

উদেই দিয়ে মাররে যুদ্ধ গুরি

ক্ষমা মৈত্রী জ্ঞানর বলে (২)

ইচ্যা সেই বোধিবৃক্ষ পূজির আমি

সুগী অবার এহাল-উহালে (ঐ)

বুদ্ধ বোধিজ্ঞান পিয়ে হিনেই

বোধিবৃক্ষ উইয়ে নাং

বুদ্ধর আগেদি হন মনি ঋষি

সেই বোধিজ্ঞানান ন পান (২)

ইচ্যা সেই বোধিবৃক্ষ পূজিনেই

আমিও পদং বোধিজ্ঞান (ঐ)

মার রাজার এলাক তিনো ঝি

রতি-আরতি-তৃষ্ণা

বুদ্ধরে হদক গুজ্জোন ভেজাল

দেগেনেই তারার হোচপানা (২)

বুদ্ধ দরমর ওই ত্রিলক্ষণ জ্ঞান্দোই

গুরি যেইয়ে তে নির্বাণ সাধনা

(ঐ)

তাৎ- ১৭/০৩/২০১৫ইং, লুম্বিনী বন

বিহার, হরিণা

(৮২) নং গান

প্রশান্তি অরণ্য কুটিরান

ইয়ান আমা পূণ্য জাগা

এবং আমি এই জাগানত

ভান্তে দাগিত্তন জ্ঞান থোগা (২)

জ্ঞান ছাড়া হন' সুগ নেই

পুরিব ইয়ান মনত রাগা (ঐ)

জ্ঞান পেবাতেই ইচে আমি

প্রশান্তি অরণ্য কুটিরত

পরাণ ফেলেই পুণ্য হামেবং

বৈশাখী পূর্ণিমার দোল হেনত (২)

শুনিবং মনদি ধর্ম হধা

ইচ্যা এই দোল সুজুগত (ঐ)

ভাস্তে দাগি জ্ঞানর হধা
 শুনেবাক্ ইচ্যা আমারে
 জ্ঞানদি শুনি পাপ-পুণ্য জানি
 ভোরেবং পাপ দুগরে (২)
 সুগর পদত হুজ বারেবং
 পুণ্য গুরি এক সমারে (ঐ)
 তাং- ২৫/০২/২০১৫ইং,
 স্থান : রত্নাকুর বনবিহার, নানিয়ারচর

(৮৩) নং গান

ও মহালাভী সীবলী
 পূজির তরে বেগে মিলি
 নানা বাবুতা ফুলে-পাওরে
 নির্বাণ সুগ পেবাতেই বিলি (২)
 বুদ্ধর শিষ্যর মায় এলে তুই
 বেকুনতুন বেজ লাভী (ঐ)
 পত্তি বজর পোজোজ তারিখ
 পূজি তরে শ্রদ্ধা গুরি
 এই দিন্ন মনত রাগেবং আমি
 ন ফেলেবং হনদিন পুরি (২)
 দান গুরিবং তরে চেনেই
 ন অবং হিয়েই হলি (ঐ)
 আজনমত দান গুজোজ তুই
 দোই-মিধা-মুখদান
 গৌতম বুদ্ধর শিষ্য ওই
 উইয়োজ সিত্যেই লাভীবান (২)
 সেই পুণ্যলোই পিয়োজ আর
 প্রতিসম্ভিদা মার্গজ্ঞান (ঐ)
 তাং : ১৬-০৬-২০১৫ইং,
 স্থান : রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি

(৮৪) নং গান

বজর বজর গুরি ইজির
 ইয়োত আমি পুণ্যহাম
 জয় জয় গুরি গেনেই বেগে
 বুদ্ধ ধর্ম সংঘর গুণগান (২)
 গেই আর বেগে আমি
 বনভাস্তের জয়গান (ঐ)
 বনভাস্তের ডাঙর শিষ্য
 প্রজ্ঞালংকার নাঙ
 তা মুজুঙত সংঘ হেদত
 গুরির কঠিন চাঁবর দান (২)
 ভাবি চ বাব-ভেই, মা-বোনলক
 হন্তমান আমি ভাগ্যবান (ঐ)
 স্বর্গত যেবার হেতু ওক আমার
 নির্বাণর বীজ গোজে উদোক
 চারি অপায় দুগর পথ
 জনম জনম হাদি যোক (২)
 এযোক ঝাদি সুগর দিন
 পুণ্যর ফলে দুগ ন এযোক (ঐ)

তাং- ০৯/০৩/২০১৫ইং, লুম্বিনী বন
 বিহার, হরিণা

(৮৫) নং গান

সুর : বিশ্বেশ্বর চাকমা
 পুণ্যমনা ও মানেই লক
 অজ্ঞান তৃষ্ণার সাগরত
 হদক আর আমি ডুবি থেদং
 হদক আর থেবং আন্ধারত (২)

জ্ঞান অজ্ঞান ছাগি লোনেই
বেই লবং জ্ঞানান জীবনত (ঐ)

জনম মরণের গঙারত পুরি
দুগপের বানা ঘুরি ফিরি
কূল ধুরিবং এবার আমি
পুণ্যহাম গুরি গুরি (২)
দুগর সাগর পারোই যেবং
জ্ঞান সত্যর পথ ধুরি (ঐ)

পত্তি বজর গুরি ইজির
কঠিন চীবর দান আমি
লোকানন্দ ভাস্তের অবদানে
হরিণা বন বিহার লুম্বিনী (২)
সুগ এযোক আমার দুগ হাদিয়োক
জ্ঞানে উদোক মনান ভুরি (ঐ)
তাং : ২৭/০৭/২০১৫, লুম্বিনী বন
বিহার, হরিণা

(৮৬) নং গান

সুর : করুণাশ্রী ভিক্ষু
শিল্পী : শ্রেষ্ঠী চাকমা
ও বনভাস্তে তুই
আমা ইদু-দ নেইয়ার
আগজ বানা আমা মনানত
স্মরণ গুরি তরে বারবার (২)
তর উবদেশ শিক্ষানিলোই
ওই পারি যেন ভবপার
ত-ধুক্যেন মহাপুরুষ আমা জাদত
উইয়ে আর দরকার (ঐ)

আমারে তুই আশীর্বাদ গর
নির্বাণর সেই জাগাতুন
জ্ঞানান আঝি ন যোক আমার
জনম জনম আমা মনতুন (২)
জ্ঞান আড়া ন ওই পারা
মুক্তি পেই যেন দুগতুন
সত্য আড়া ন অদং হারা
এই বরান চের আমি ততুন (ঐ)

যেদক দিন আমি এই পিথিমিত
পর্যাণে বাঁজি থেই
সুগে জীবন হাদেই পাত্তং
পাবতুন মনান ধুরি রাগেই (২)
দি জিয়োজ তুই আমা মনানত
জ্ঞান-পুণ্য চেতনা জাগেই
সেনতোই ভাস্তে ত-হধানি আমি
দিনে-রেদে মনত রাগেই (ঐ)
তাং-৩০/০৭/২০১৫ইং, লুম্বিনী বন
বিহার, হরিণা

(৮৭) নং গান

ও বুদ্ধ ভগবান
আমা এই কঠিন চীবর দান
সার্থক ওক দেব-মানেনে পাদোক
আমা এই পুণ্যয়ান (২)
সুগ এযোক আমার এহাল-উহাল
ভারি যোক আর আমা জ্ঞানান (ঐ)
আগ জন্মর হদক পুণ্যফলে
এই মানেই জনম পিয়েই
য়েলা-ফেলা ন গুরিবং আর
যেক্কে আমি উদিজ পিয়েই (২)

মানেই জনম ন পায় হারা
পুণ্য ছাড়া মা-বোন, বাব-ভেই (ঐ)

কর্ম ফলর জ্ঞান্দোই আমি
গুরি যেবং কুশল হামানি
এই কুশল হামর পুণ্যবলে
ন এযোক আমা ইদু দুক্কানি (২)
ইচ্যা এই কঠিন চীবর দানে আমার
হায় ওক নির্বাণর পথানি (ঐ)
তাং-১৬/০৮/২০১৫ইং, লুম্বিনী বন
বিহার, হরিণা

(৮৮) নং গান

আমি আমা জীংহানিয়ান
পুণ্য গুরি হাদেবং
জ্ঞানী জনর আশীর্বাদ
আমি মাখাত রাগেবং (২)
ভাস্তে দাগি সাধু সন্যাসী
আমারে দোল শিক্ষা দোন (ঐ)

ধর্মদান জ্ঞানদান
অভয় দান বাদে
কঠিন চীবর দানর সমান
হন দানান আগে (২)
এই ডাঙর মহাদানান
সংঘ হেদত্ দান দিবং (ঐ)

হিয়া হধা মনেদি আমি
গুরির এই দান আওজে
কুশল হামর পুণ্য ফলে
সুন্ধান এযোক সহজে (২)

পুণ্য গল্পে দুগ হাদি যায়
জ্ঞানীজনে দেশনাত হন (ঐ)
তাং- ২৯/১১/২০১৪ইং, লুম্বিনী বন
বিহার, হরিণা

(৮৯) নং গান

সুর : বিশ্বেশ্বর চাকমা
শিল্পী : অনন্যা চাকমা
ভাস্তে দাগি এনেই আমি
অলং ভারী হুবি
হুবি মনে ইচ্যা আমি
পুণ্যহামত থেবং মুজি (২)
ভাস্তে দাগির দেশনা শুনি
পাপ-পুণ্য আমি লবং বুঝি (ঐ)

আমা এই নলবুন্যা কুটিরানত
আনন্দ ভাস্তে থানায়
ডাঙর পুণ্যহাম গুরি পারির
ভাস্তে দাগি এজানায় (২)
এই পুণ্যফলান আঝি ন যোক
যেন আমারে সুগত নেযায় (ঐ)

ইদোত উদের ইচ্যা আমার
শ্রদ্ধেয় বনভাস্তের হধানি
আমা এই অজ্ঞান মনানত
জাগেই দিয়ে তে জ্ঞানানি (২)
ভাস্তে জ্ঞানর ছদক পেনেই
জাগিল আমা মনত শ্রদ্ধানি (ঐ)
তাং-০৩/১০/২০১৫ইং, লুম্বিনী বন
বিহার, হরিণা।

(৯০) নং গান

সুর : বিশ্বেশ্বর চাকমা

শিল্পী : পার্কি চাকমা

পুণ্যহামানি গুরিনেই আমি
মনান দোল বানেবং
মনর হাজরানি হাজেবাত্যেই
পুণ্যলোই জীবন হাদেবং (২)
ধর্ম পুণ্য হামানিত আমি
মাঞ্যারেও ডাগিবং (ঐ)

ইচ্যা এই দোল হেনত আমি
কঠিন চীবর দান দিনেই
জন্ম অনা মুরি যানাতুন
আমি যেন ঝাদি সরান পেই (২)
সংসার গণ্ডার দুগর নালত
আর যেনে ভাজি ন যেই (ঐ)

দান শীল ভাবনা পুণ্যয়ানি
জ্ঞানীজনর হধায়
দেব-মানেয়্যর আজল ধন
নির্বাণ সুগত নেয়ায় (২)
নির্বাণ সুগতেই পুণ্যয়ানি
গুরিবং আওজে গভীর শ্রদ্ধায় (ঐ)

তাং-০৫/১১/২০১৫ইং, রাজবন
বিহার, রাঙামাটি ।

(৯১) নং গান

সুর : বিশ্বেশ্বর চাকমা

শিল্পী : পার্কি চাকমা

কর্মর কারণে সুগ দুগয়
এই হধাগান মিজ়ে নয়
ধর্ম কর্মর অধীন থেলে
সুগ দুক্কানি পানা অয় (২)
সুকর্মলোই সুগ অয় বানা
কুকর্মলোই দুগ অয় (ঐ)

কর্ম গুরিবং উজকারে আমি
হিয়া হধা মনেদি
জীবনত হনহাম ন গুরিবং
যে হামানে নেয়ায় তলেদি (২)
অজলত উদিবার হাম গুরিনেই
জীবনান গুরিবং ভালেদি (ঐ)

জনম জনম লাগত পেদং
এই পুণ্যর ফলে আমি
মহাপুরুষ কল্যাণমিত্র
যারা দেগান সং পথানি (২)
জ্ঞানী-গুণীর হধানি শুনি
অদং আর্যধনে আজল ধনী (ঐ)

তাং-০৫/১১/২০১৫ইং, রাজবন
বিহার, রাঙামাটি ।